Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/62 506(3) 11/73

34

মৃত্যুর পর কি হয় ও কোথায় যায়

LIBRARY
No. 506(3) 11/73
BANARAS.

তৃতীয় সংস্করণ
(পরিবর্দ্ধিত আকারে)

ডাঃ রাধারমণ বিশ্বাস, বি-এ, বি-এল

মূল্য—৪·০০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 506(gha) 11/73
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

Produced by ... Private Limited, ... Road, Calcutta-14

11/73

Please return on or before date mentioned below.
Fine for overdue book ten N.P. daily.

19.4.74		
8.7.74		
23.9.74		
15-6.77		
18.7.77		

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত্যুর পর কি হয় ও কোথায় যায়

11/73

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিত

ডাঃ রাধারমণ বিশ্বাস, বি-এ, বি-এল

প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ

(পরিবর্দ্ধিত আকারে)

মূল্য—৪'০০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—শ্রীগৌরীশঙ্কর ভড়
১৬৫নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

All Rights Reserved by the Publisher.

মুদ্রক—শ্রীঅজিত ঘোষ
শরৎ-প্রকাশ-মুদ্রণী
৬৪/এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.......506
Shri Shri ... ...mayee Ashram
BANARAS.
4173

ডাঃ শ্রীরাধারমণ বিশ্বাস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসর্গ-পত্র

—::—

যার মৃত্যু আমাকে এনে দিল নবজীবন,
যার জন্য হাহাকার ও আর্ত্তনাদ ক'রে
আমি পেলাম দিব্যজ্ঞান, যে আমাকে
দেখাল মৃত্যুর পারের অমৃতলোক,
আমার সেই 'ডলি'র নামেই
এই বইখানি উৎসর্গ
করলুম।

বাঁকুড়া
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮।

ইতি—
বাবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাঋণ

কলিকাতার ৮।১সি, ক্রিক লেনের শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ ডলুমায়ের মেশোমশায়। তাঁরই ঘরে ডলুমাকে নিয়ে আমরা সকলে গিয়ে উঠি। তাঁরই ঐ ঘরে মা আমার শেষ শয্যা নেয় ও শেষ নিঃশ্বাস ফেলে। মৃত্যুর রাত্রে, আকাশভাঙ্গা মহাপ্রলয়ের ঝড়ঝঞ্ঝা মাথায় নিয়ে মহাশোকের ও মহা-দুর্দ্দিনের মাঝে তিনিই পরম ধৈর্য্য সহকারে মায়ের আমার শ্মশানবন্ধুর শেষ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেন। তাঁর কথা জীবনে ভুলব না। তাঁর ঋণ জীবনে শোধ করতে পারব না। তাঁর নিকট মহাঋণে ঋণী আমি। নারায়ণ তাঁর সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ করুন।

আর যে সকল অপরিচিত মহান্ বন্ধু আমার ঐ বিপদের রাত্রিতে স্বেচ্ছায় এসে আমার কন্যার শ্মশানবন্ধুর কার্য্য দয়া করে করেছেন তাঁদের প্রত্যেককে আমি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁদের মঙ্গল হোক।

শ্রীরাধারমণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'মৃত্যুর পর কি হয় ও কোথায় যায়' গ্রন্থখানি বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের নরনারীর মধ্যে ইহার প্রতি একটা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পায়। তাহারই জন্য আজ এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই সর্ব্বজনপ্রিয় পুস্তকটীর তৃতীয় সংস্করণ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

এই সংস্করণে গ্রন্থকার তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের আহরিত মৃত্যু সম্বন্ধীয় জ্ঞান যতটা সম্ভব বেশী প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তকটি পাঠ করিয়া সহস্র সহস্র শোকার্ত্ত নরনারী তাঁহাদের মনে প্রাণে শান্তি লাভ করিয়া শোক অপনোদন করিতে পারিয়াছেন।

অপর সংস্করণগুলির মত ইহাও তাঁহাদের প্রাণে শান্তি আনয়ন করুক ইহাই প্রার্থনা।

কার্ত্তিক ১৩৬৪ — প্রকাশক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃতজ্ঞতা

নিম্নলিখিত বহিগুলি হ'তে আমি পরলোকতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করেছি এবং এই বহিতে তাঁদের সর্ব্বপ্রকার সাহায্য নিয়েছি। তাঁরা সকলেই আমার নমস্য। তাই ধন্যবাদ দিয়ে তাঁদের খাটো করব না। তাঁদের আমার অন্তরের প্রণতি জানাই।

ENGLISH BOOKS

1. Ancient Wisdom (Besant)
2. Astral Plane (Leadbeater)
3. Clairvoyance ,,
4. Death and After (Besant)
5. Devachanic Plane (Leadbeater)
6. Invisible Helpers ,,
7. Life after Death ,,
8. Man Visible & Invisible ,,
9. Otherside of Death ,,
10. The Astral Body (Powell)
11. The Mental Body ,,
12. The Etheric Double ,,
13. Reincarnation (Besant)
14. The Proofs of Theosophy (Fullerton)
15. On the Threshold of the Unseen (Barret)
16. Psychical Research
17. Seen and Unseen (Bates)
18. Researches (Crooks)
19. The New Revelation (Doyle)
20. History of Spiritualism ,,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

21. Death and its Mysteries (Flammarion)
22. The Unknown "
23. Clairvoyance and Materialisation (Geley)
24. Raymond (Lodge)
25. Phantom Walls "
26. Survival of Man "
27. Facts of Future Life (Owen)
28. Thirty years of Psychic Research (Richet)
29. After Death (Stead)
30. News from the Other World (Tweedale)

বাংলা, সংস্কৃত ও শাস্ত্রগ্রন্থ

১। গীতা
২। দর্শন (বিভিন্ন)
৩। পুরাণ "
৪। মহাভারত
৫। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ
৬। বেদান্তসার
৭। পঞ্চদশী
৮। বিভিন্ন উপনিষদ
৯। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ (মাধবাচার্য্য)
১০। বৃহস্পতি সূত্র
১১। পরলোকের কথা (মৃণালকান্তি ঘোষ)
১২। লোকান্তর (সুরেন্দ্রনাথ মিত্র)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

No. 506 (গ/a).
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	ভূমিকা	৫
২।	মৃত্যুর পর কি হয়	১৩
৩।	আমাদের নিজ অবস্থা	২০
৪।	ভৌতিক দেহ কি	২৭
৫।	মৃত্যু কি	৩৬
৬।	থিওজফিষ্টগণ কি বলেন	৪৫
৭।	পরলোকে স্বর্গ ও নরক আছে কি ...	৫৬
৮।	মৃত্যুর পর জীবন—তার প্রমাণ	৬২
৯।	আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র	৬৮
১০।	মৃত্যু সম্বন্ধে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা	৮১
১১।	মৃত্যুতে শোক করবার কিছুই নেই ...	৮৯
১২।	স্থূলদেহ ধারণ করতেই হবে	৯৩
১৩।	প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস অবিশ্বাস	৯৬
১৪।	দিব্যদৃষ্টি	১০৭
১৫।	দিব্যদৃষ্টির দ্বারা মৃত্যুদর্শন	১২৫
১৬।	কেমন করে দূরদৃষ্টি লাভ করা যায় ...	১৪২
১৭।	দূরদৃষ্টি লাভ করার শ্রেষ্ঠ উপায়	১৪৯
১৮।	মৃত্যুর পর কি অবস্থা হয়	১৬৩
১৯।	পরলোকের পরিচয়লাভ	১৬৮
২০।	সূক্ষ্মদেহ	১৯০
২১।	সূক্ষ্মদেহের কার্য্য	২০০
২২।	জাগ্রত অবস্থায় সূক্ষ্মদেহ	২০৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৩।	নিদ্রাবস্থায় সূক্ষ্মদেহ	২১২
২৪।	মৃত ব্যক্তির সূক্ষ্মদেহ	২২৩
২৫।	পারলৌকিক জীবন	২২৬
২৬।	পরলোকের পারিপার্শ্বিক অবস্থা	২৩৯
২৭।	পরলোকে আত্মার সাহায্য	২৪৬
২৮।	স্বর্গলোক	২৫৫
২৯।	শিশুমৃত্যুর রহস্য	২৭০
৩০।	মৃত্যুর আগের ও পরের সব কথা	২৭৮
৩১।	ভৌতিক দৃশ্য	৩২৪
৩২।	উপসংহার	৩৭২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকা

রবিবার, ১৩৫০ সাল, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, রাত্রি ৮টা—আমার চিরস্মরণীয় দিন। যতদিন এ দেহে প্রাণ থাকবে, যতদিন এই চক্ষের সামনে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা ভাসবে, যতদিন শেষ নিঃশ্বাস আমায় ছেড়ে না চলে যাবে, ততদিন আমার বুকের পরতে পরতে আঁকা থাকবে এই মহাশোকের দিন।

এই দিনের শেষে, অস্তগমনোন্মুখ বিদায়ী রবির সঙ্গে, আমার প্রাণের প্রাণ, আমার প্রিয়তমা কন্যা ডলিও শেষ বিদায় নিয়ে চলে গেছে। কিছুকাল থেকে মা আমার রোগে ভুগছিল বলে, তারই ইচ্ছানুসারে সুচিকিৎসার জন্য ২১শে জ্যৈষ্ঠ বেলা দুপুরের গাড়ীতে তার মা, তার দিদিমা, তার ছোট মাসী রেখা, তার পঞ্চম মেসো লালু, তার দিদি দুর্গা, ভাই শিবু, বোন উমা ও আমি, সকলে সুখের ও শান্তির বাতাসের মাঝে যাত্রা করলুম। বেশ হাসি মুখে ও আনন্দ চিত্তে দশ বছরের মেয়ে আমার, কলকাতা চলল। ভেবেছিলুম তথায় মাসখানেক থেকে, চিকিৎসার সুফল লাভের পর, তথাকার আনন্দ-দৃশ্য ও ভ্রমণ উপভোগ করে পুনঃ বাঁকুড়ায় ফিরে আসব। সুতরাং কত আয়োজন, কত ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন, কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত কি! হায়! কে তখন স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল যে, মা আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেল—যাতে মা-গঙ্গার কোলেই তার শেষ আশ্রয় রচনা হয়।

তাই, সুরধুনী তীরে তার জ্বলন্ত চিতার পানে চেয়ে সারারাত এই অনুতাপে জ্বলেছি যে, কেন তাকে কলকাতা আনলুম? অথবা, যদিই বা আনলুম আরও আগে কেন আনিনি? হায়! শুক্রবার সন্ধ্যায় এসে রবিবার সন্ধ্যায় যে চলে যাবে, তার এত কেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সোমবার রাত্রেই সবাই ফিরে এলুম, কিন্তু একজন বাদ পড়ল। ৩৬ ঘণ্টা আগে যারা গেল, ৩৬ ঘণ্টা পরে তাদের মধ্যে একজনকে জন্মের মত ছেড়ে আসতে হোল। এলুম, কিন্তু ঘরে ঢোকা দায় হোল। সর্ব্বত্রই ডলির পরশ। সবখানেই তার স্মৃতি। চোখের সামনে দিন-রাত ভাসছে আমার কালোমানিক, আমার আঁধার ঘরের আলো, আমার চির আদরের ধন শ্যামলী-ডলি। ভাবতে পারি না যে, সে নেই ; কিন্তু যখনই মনে পড়ে সে আর নেই, আর সে বাবা বলে ডাকবে না, আর তার মধুর আবদার করবে না, আর সেই মুখটী দেখা যাবে না, তখনই মনে হয়—ভগবান! কেন এখনও আমি মরচি না ? ডলিকে ছেড়ে থাকা আমার বুঝি অসম্ভব।

মনে হোল সে আছে। তাই অসীম ব্যাকুলতা নিয়ে প্রত্যহ তাকে একখানি করে চিঠি লিখতুম আর ব্যাকুল হয়ে উত্তরের জন্য বসে থাকতুম—আহার নেই, নিদ্রা নেই, কাজ নেই, কর্ম্ম নেই। আমার তখনকার মনের অবস্থা জানাতে গেলে ঐ কয়েকদিনের পত্রগুলিও দিতে হয়।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০

মা ডলু,

গত পরশু রবিবার রাত্রে তোমাকে মা-গঙ্গার কোলে রেখে এসেছি। কাল রাত্রেই আমরা চলে এসেছি। কিন্তু মাগো! আমি যে তোমাকে ছেড়ে এক দণ্ডও টিকতে পারছি না। পরশু থেকে যে তোমাকে দেখিনি মা, তোমার কথা শুনতে পাইনি। আমি যে হেথায় এক দণ্ডও টিকতে পারছি না মা। তুমি শীঘ্র চলে এসো। তোমাহারা হয়ে আমি যে কানা হয়ে গেছি। আমার ঘর যে অন্ধকার হয়ে গেছে। মাগো! তুমি কি অভিমান করে চলে গেছ ? তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেমন আছ মা? পরশু থেকে যে তুমি খাওনি। এখনও কি ক্ষিদে পায়নি? আজ এখন এখানে ঝমঝম করে জল হচ্চে; তুমি যে এই জল দেখতে, জোলো হাওয়া গায়ে লাগাতে ভালবাসতে মা। এখন কি করছ? আমাকে দেখা দাও মা। আমি যে থাকতে পারছি না। যদি শীঘ্র না এস তবে শীঘ্র আমাকে ডেকে নাও। তুমি যে আমার প্রাণ ছিলে। প্রাণ যে তোমার সঙ্গে রেখে প্রাণহীন দেহটাকে বয়ে বেড়াচ্ছি। শীঘ্র দেখা দাও। ইতি—

তোমারই হতভাগ্য
বাবা

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার

মা ডলু,

ওরে! রবিবার রাত্রে চলে গেছিস, আজ বুধবার বেলা ২টা—এখনও যে তোর দেখা নেই। ওরে! আমার ঘর যে আঁধার হয়ে গেছে, আমি যে কানা হয়ে বসে আছি। তোর সব জিনিসই যে পড়ে আছেরে। তোর হাঁস দুটী তোকে খুঁজছে তাদের মৌন ভাষায়। তোর পায়রাগুলি তোর অভাবে নিঝুম হয়ে গেছে। তোর একটী ফুলগাছে ফুল ফুটেছে, তুই যে এখনও তা আমাকে দেখাসনি। বাবা আমার! মা আমার! তোকে হারিয়ে যে আমি প্রাণহারা হয়ে গেছি। তুই কি করে ভুলে আছিস মা? ওরে! সবাই যে তোর জন্যে হাহাকার করছে। মা! আমার কালো শশী! কার উপর রাগ করে তুমি চলে গেলে বাবা? তুমি যে আমার দশ বছরের পুতুল। আয় বাবা! তোর কথা শুনে বুক জুড়াই, তোকে দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা করি।

তুই কি করে ভুলে আছিস মা? তুই ত আমাকে ভুলে থাকতে পারতিস না। ওরে! তুই শেষ বলিছিলি—মিহিদানা খাবি, কাঁঠাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাবি ; আয় বাবা, আমি সব আনব। তুই যে নিত্য নূতন জিনিস চাইতিস, আজ ক'দিন যে চাসনি বাবা। একবার দেখা দাও— একবার তেমনি করে হরিণচোখে চাও মা। ইতি—

তোর হতভাগ্য
বাবা

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার

মা ডলু,

আজ দুপুরে শিবু হঠাৎ আমার কাছে কাঁদছিল। আমি বল্লুম কেন কাঁদচিস—ডলির জন্য কি মন কেমন করছে? সে বল্লে, হ্যাঁ। ওরে পাষাণী! তোর জন্যে যে সবাই পাগল হয়ে কাঁদছে। তুই কি করে নির্দ্দয় হয়ে বসে আছিস মা? আমি ডাকলে যে তুই সাড়া না দিয়ে থাকতে পারতিস না। তবে এখন কি ভুলে গেলি? ওরে! বোধ হয় তুই সেই জনাকীর্ণ রাজধানীর পথ ভুল করেছিস। কি করে পথ খুঁজে আসবি বাবা? আমি কি যাব তোকে আনতে? কেমন আছিস? তোকে যে আজ ৫ দিন না দেখে চোখ দুটো কানা হয়ে গেছে। সেই সবাই আছে, সেই খাওয়া দাওয়া, হাসি গল্প, দিদিমা, রেখা মাসি, দুর্গা, শিবু, উমা, আমি—সব আছে, শুধু তুই-ই যে নেই। আমি যে সহ্য করতে পারছি না মা। কোথায় গেলে, কি করলে তোকে দেখতে পাব বলে দে বাবা। হ্যাঁরে! তুই কি রাগ করে চলে গেলি? আমি কেন তোকে আরও অনেক আগে নিয়ে গেলুম না? তখন যে তুই হাঁটতিস, বেড়াতিস। তখন গেলে তুই বেড়িয়ে বেড়িয়ে কলকাতা দেখতিস, ইচ্ছামত জিনিস কিনতিস। তাতে হয়ত তোর দেহ মন ভাল হোত। ওরে! আমিই যে তোর মৃত্যুর কারণ হলুম মা। তখন কেন ঐ সব কথা মনে হয়নি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার এ দুঃখ রাখবার যে জায়গা নেই মা। তোকে নিজ দোষে হারালুম রে। ইতি—

তোর হতভাগ্য
বাবা

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার

ডলু, মা আমার,

আজ একটা কথাই যে বার বার আমার মনে পড়ছে; রবিবার বেলা ৩টায় যখন তুই খুব কাতর হয়ে উঠলি ও তোর মায়ের কোলে চেপে দুয়ারে বাহির হলি, তখন অসহ্য যাতনায় তোর কি আকুলি বিকুলি! সেই অসহ্য যন্ত্রণার মাঝে আমাদের দিকে কাতর নয়নে চেয়ে বলে উঠলি—"মা, মা, আজ কি আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্চি?" ওরে! তোর সেই ব্যাকুল চাউনি ও কাতর সুর যে এখনও ভাসচে। তোর সেই অসহায় দৃশ্য দেখে বুক আমার ভেঙ্গে গেল। বুকভাঙ্গা যন্ত্রণাতেও যে তুমি অধীর হতে না; আমি যে তোর ঐ সুর ও চেহারা কখনও আর দেখিনি। তাই তোর ঐ ক্ষুদ্র কথায় আমি বজ্রাহত হয়ে গেলুম; কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে তোকে তখুনি বললুম, "না মা, তুমি ছেড়ে যাবে কি? তোমাকে ছেড়ে যেতে দেবো না" ইহাতে তুই তখুনি চুপ করলি। হয়ত বাবার কথায় আশ্বস্ত হলি। কিন্তু তোর এই হতভাগা বাপ যে তোকে রাখতে পারল না। তোকে তার দুঘণ্টা পরেই চিরদিনের মত ছেড়ে দিলুম। তার পরেও কিন্তু আমি বেঁচে আছি; আমার মত এমন পাষাণ ও রাক্ষস বাবা কি আর আছে? তোর মত মেয়েকে ছেড়ে যে বেঁচে থাকে, তাকে ধিক্! মা! আমাকে ডেকে নাও। তুমি কোথায় আছ বলে দাও। মাগো! তুমি কি পথ ভুলে ব্যাকুল হয়ে আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুঁজছ? ওরে! সর্ব্বত্র, সব জিনিসে যে তোর স্পর্শ ভেসে উঠছে, আমি কি করে ধৈর্য্য ধরি বাবা? ইতি—

হতভাগা
বাবা

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার

মা ডলি,

গত শনিবার তুই কলকাতায় আছিস; বিকালে বড় ডাক্তার এলো। তোর সুচিকিৎসার কত ব্যবস্থা তিনি করলেন। ওরে! কত আশা করলুম যে, ঐ চিকিৎসাতেই তুই ভাল হবি—আবার তোকে সুস্থ করে ঘরে নিয়ে যাব, আবার আমার ঘর আলো করবি। কিন্তু তুই একি করলি বাপ? তোর কথা, তোর মৃদু হাসি, তোর মধুর চাউনি আমি যে দিনরাত চারিদিকে দেখছি ও শুনছি। মা আমার! তুই চলে যেতে আমার বুকটা যে শ্মশান হয়ে গেছে তা কি দেখতে পাচ্ছিস না? ওরে! একবার দেখা দে, একবার বাবা বলে ডাক; আর যে পারি না মা। ইতি—

হতভাগা
বাবা

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার

ডলু আমার,

আজ সেই রবিবার। ওরে! ঠিক এই রবিবারে সন্ধ্যায় তুই চলে গেছিস। মৃত্যুর ৫ মিনিট আগেও তোমার জ্ঞান ঠিক আছে। জিজ্ঞাসা করলুম, ডলু একটু কি সামলাতে পারলে? ঘাড় নেড়ে চোখ মুদেই জানালে 'না'। মৃত্যুর আঘাত সামলাবার জন্য তোমার সে কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রচেষ্টা, কত রকম কৌশল। চুপে চুপে বল্লে "পাখা"। বাতাস করা আরম্ভ হোল। এমন সময় তুমি যেন ঘাড়টা একটু টেনে বালিশে ঠিক করে রাখবার চেষ্টা করছ মনে হোল। সঙ্গে সঙ্গেই দেখি, চোখ মুখের অস্বাভাবিক ভাব, সারা দেহের অস্বাভাবিক কাঠিন্য; আর তার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি, তুমি হাত দুটী জোড় করে নমস্কার করার মত করেছ। যুক্ত করে হাত দিয়ে তৎক্ষণাৎ মুখপানে চেয়ে দেখি, সব শেষ হয়ে গেছে। এক নিমিষে মহাপ্রলয় হয়ে গেল। নমস্কার করে শেষ বিদায় নিলে! ইতি—

হতভাগা
বাবা

আমার উন্মাদপ্রায় অবস্থায়, ডলুকে আমার এই শেষ চিঠি। আমার ঐ অবস্থা দেখে কোমলপ্রাণা মা আমার স্থির থাকতে পারেনি। ঐ রবিবারে শেষরাত্রেই আমাকে সে স্বপ্নের মাঝে দেখা দেয় ও বলে, "বাবা আপনি অমন করছেন কেন? আমার সম্বন্ধে জানতে হলে বই পড়বেন।" কিন্তু আর কিছু জানাল না।

তার ইঙ্গিত আমি মাথা পেতে নিলুম। বিভিন্ন রকমের বই আনতে লাগলুম ও পড়তে লাগলুম। মৃত্যু সম্বন্ধে উপনিষদ যা বলেছেন, গীতা যা বলেছেন, মহাভারত যা লিখেছেন, বৈষ্ণব সাহিত্য যা বলেছেন, শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যা যা বলেছেন সকলই পড়তে লাগলুম। মৃত্যুর রূপ ও মৃত্যুর পরের অবস্থা সম্বন্ধে যতই জ্ঞান জন্মাতে লাগল ততই যেন এক দিব্যদৃষ্টি লাভ করলুম। অজ্ঞাত, ঘনতিমিরাবৃত, পরম রহস্যময় মৃত্যু—এক নূতন ও পরিষ্কার রূপে দেখা দিল। ঐ সময় পেলাম রেভাঃ লেড-বিটার সাহেবের "The Other Side of Death," "The Astral

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Plane," "Clairvoyance," "Invisible Helpers" প্রভৃতি মহামূল্য পুস্তকগুলি। এক অভিনব আলোকে মৃত্যুর ঘনান্ধকার আলোকিত হয়ে উঠল। সে কি শান্তি! সে কি আনন্দ! অজ্ঞানতাই যে মৃত্যুর শোক ও ভীতির কারণ তা স্পষ্ট অনুভব করতে পারলুম। মৃত্যু কি, মৃত্যুর পরে কি হয়, মৃত আত্মীয় কোথায় যায়—এই সব প্রশ্নের কোনও সমাধান আমরা জানি না, ঐ সম্বন্ধে সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্য আমরা জ্ঞাত নই, তাই ঐ অজানার সম্বন্ধে আমাদের শোক ও ভয়ের অন্ত নেই।

তাই ঠিক করলুম, এই অজানার সম্বন্ধে যা জানা গেছে তা আমি প্রতি জনে জনে জানাব। আমার মত শোকের আঘাতে যাদের বুক গেছে ভেঙ্গে, ভালবাসার সামগ্রীকে হারিয়ে আমার মত যারা হয়েছে অন্ধ ও উন্মাদ, হারানো মানিকের খোঁজ পাবার জন্য আমার মত যারা ব্যাকুল আগ্রহে পথ চেয়ে বসে আছে, তাদের কাছে আমি তাদের হারানো ধনের সংবাদ বলব। গল্প নয়, উপন্যাস নয়, মিথ্যা ছলনা ও ভোলাবার কথা নয়—সত্য, নির্জ্জলা বৈজ্ঞানিক সত্যতথ্য আমি সেই সবহারাদের কাছে তুলে ধরব। আমার মত তাঁরাও দেখে ও বুঝে আশ্বস্ত হবেন যে, মৃত্যু ও জীবনের মধ্যে পার্থক্য শুধু এই—

"স্তন হতে তুলে নিলে শিশু কাঁদে ডরে।
মুহূর্ত্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে॥
সে যে মাতৃপানি,
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি।"

তখন শেষ বিদায়ের ক্ষণে, শেষ নিঃশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তারাও এই বলে মহাযাত্রা করবে—

"সম্মুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
No. 506(gha)
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

মৃত্যুর পর কি হয় ও কোথায় যায়

(২)

মৃত্যুর পর কি হয়

এই পুস্তকে আমি মৃত্যুর সঠিক পরিচয় দোবো। "মৃত্যুর পর কি হয়" এই অজানা রহস্যের উদ্ঘাটনে প্রত্যক্ষদর্শীদের সত্য বিবরণ তুলে জানাব যে, পরলোক আমাদের কাছে কত পরিষ্কার, স্বচ্ছ ও সহজ; সে কত নিত্যপরিচিত ও আমাদের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিভিন্ন স্থান ও কালের বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন সত্যবাদী নরনারীর সঠিক বর্ণনা জানতে পারলে আপনারা নিশ্চিত ভাবে আশ্বস্ত হবেন যে, ইহা স্বপ্ন বা মতিভ্রম নয়, পরন্তু দিনের আলোর মত পরিষ্কার।

এই সকল ব্যাপারের সত্যতা সম্বন্ধে যখন নিঃসন্দেহ হতে পারবেন তখনি চলে যাবে আপনাদের মন হতে মৃত্যুর মহাভয় এবং মৃতের জন্য যাবতীয় শোকতাপ। কিন্তু তবুও, আত্মীয়বিচ্ছেদ বেদনা এতই মর্ম্মান্তিক, মৃতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কচ্ছেদের ধারণা ভুল হলেও আমাদের রক্তমাংসের সঙ্গে এমনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, এই সকল জ্বলন্ত সত্যে অবিচলিত বিশ্বাস ও আস্থা থাকা সত্ত্বেও অনেক জ্ঞানী ও শিক্ষিত নরনারী পুনঃপুনঃ শোকসাগরে নিমগ্ন হন। ভালবাসার ধনটীকে চিরদিনের মত বিদায় দিতে হয়েছে ভেবে, সব জেনেও কিন্তু অহেতুক চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাই সব চাইতে মর্ম্মান্তিক। মায়ার কঠিন আবরণ ভেদ করলেও মনোরথ অপূর্ণই থেকে যায়। শ্রীভগবানের এই দুরত্যয়া মায়ার বন্ধন এতই জটিল ও দুশ্ছেদ্য। তাই বৈজ্ঞানিক বর্ণনা দেবার আগে আমি সরলভাবে সিদ্ধান্তসূচক তথ্যগুলিই আগে জানাচ্ছি। শোকে-তাপে মন যখন জর্জ্জরিত তখন হয়ত অন্যান্য বিষয়ের প্রতি আমাদের মন তত আকৃষ্ট হবে না, অথবা হলেও তাহা মনের মাঝে কোনও রেখাপাত করতে পারবে না; তজ্জন্যই, শোকতপ্ত মনে সহজে বোঝবার উপযোগী কথাই বলা যাক্।

আমার নিজের মনের অবস্থা থেকেই আরম্ভ করি। যখন আমি আমার প্রিয়তমা কন্যা ডলিকে হারালুম তখন মুহূর্ত্তমধ্যেই মনে হোল এই সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা-ভরা, ধন-জন-পূর্ণা বসুন্ধরা শূন্য হয়ে গেছে; এই শূন্য শ্মশানে আমার বেঁচে থাকা উচিত নয়; জীবনে আর আনন্দ নেই। এক মুহূর্ত্তেই মনে হোল "চাঁদ নেই আকাশে, মায়া নেই বাতাসে।" মনে হোল পাখী বুঝি আর গায় না, বায়ু বুঝি আর বয় না, জীবন বুঝি নেই, আশা আকাঙ্ক্ষাহীন আনন্দশূন্য একটা প্রাণহীন দেহ বুঝি বয়ে বেড়াচ্ছি। উন্মাদের মত কাতর হয়ে খুঁজচি তার প্রিয় পরশ; ব্যাকুল হয়ে শুনতে চাচ্চি তার সেই চিরপরিচিত মধুর 'বাবা' বুলি; হায়! আর সে আসবে না, আর কখনও 'বাবা' বলে ডাকবে না, শত সহস্র আবদারে অভিমানে আমার কর্ম্মব্যস্ত দিনগুলিকে আর সে রাঙিয়ে দেবে না। আমার নিজের দিকের শূন্যতা, আমার নিজের দিকের হারানোর রিক্ততা, 'আমার সে আর নেই' এই দুঃসহ বেদনার তিক্ততা—এইগুলিই প্রথম বুকের মাঝে শক্তিশেল হানতে লাগল।

কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই এলো আরও হৃদয়বিদারক চিন্তার ধারা—সে কোথায় গেল? সে কেমন আছে? তার এখনকার অবস্থাটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেমন ? হায় হায় ! যাকে এক মুহূর্ত্তও নয়নের আড়াল করতে প্রাণ চাইতো না, সে আজ চিরদিনের মত এক অজানা আঁধার সমুদ্রে ডুবে গেছে। যাকে প্রতি মিনিটে মিনিটে সেবাযত্ন দিয়ে সঞ্জীবিত করতুম, যার মুখপানে চেয়ে চেয়ে রাত্রি ও দিন কাটান হয়েছে, আজ সে কোথায় ? কোন্ সীমাহারা, কুলহারা অজানা দেশে সে বসে আছে ? কে তাকে সেই অপরিচিত স্থানে সেবাযত্ন দিয়ে কোলে করে নিয়েছে ? অথবা, পথহারা ব্যাকুলা মা আমার হঠাৎ সেই অজানা ও অপরিচিতের মাঝে পড়ে দিশাহারা ও আকুলা হয়ে তার সেই কালো কালো হরিণনয়নদুটি দিয়ে চারিদিকে খুঁজছে তার চিরপরিচিত বাবা মাকে ? কখনও ভাবছি—সে উপরে ঐ নীল আকাশের কোলে তার প্রিয় প্রিয়তম আত্মীয়দের মাঝে হয়ত বেশ সুখে শান্তিতেই বসেছে। অসীম হর্ষে উৎফুল্ল হয়ে, উতলা আশায় মোহিত হয়ে, বিস্ফারিত নয়নে উপর দিকে তাকাই—কিন্তু হায় ! সবই শূন্য দেখি। সেই নীল আকাশ, সেই অসীম শূন্যতায় ভরা রিক্ত হাহাকার—আর কিছুই নেই। উন্মাদ হয়ে অন্তর তার নাম করে ডেকে ওঠে "ডলি ! ডলি ! ডলি মা আমার !" কোনও উত্তর নেই। শুধু সোঁ সোঁ করে বাতাস বয়ে যায়, কিচির মিচির করে পাখীরা চেঁচিয়ে ওঠে, কানের মাঝে শুধু বেজে ওঠে বিজয়ার বিদায় গীতি, বুকের মাঝে ঝঙ্কার দেয় বেহাগের বুকভাঙ্গা হাহাকার। মনে হয় আমার চোখের সামনে হতে সূর্য্যও চিরদিনের মত ডুবে গেছে—আমার জীবনে বুঝি আর সূর্য্যোদয় হবে না। ঠিক এমনি অবস্থায় শুধু আমি নই। প্রতি প্রাতে, প্রতি সন্ধ্যায়, কত 'ডলি' ঠিক এমনি করে তাদের সাজানো বাগান শুকিয়ে দিয়ে, তাদের বাবা মাকে ফেলে পালাচ্ছে। প্রতি পলে পলে এমনি শত শত পুত্রহারার বিলাপ, শত সহস্র পতিহারা সাবিত্রীর হাহাকার ! আমাদের বুকফাটা আর্ত্তনাদের সঙ্গে আসে শুধু সহানুভূতি, শুধু হায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হায় বুলি, শুধু চোখের জলের দুটী ধারা—যাতে সান্ত্বনার চাইতে শোকই উথলে ওঠে বেশী।

কিন্তু সহানুভূতির চাইতে আরও দেবার জিনিস আছে। এমন জিনিস আছে যাতে সত্যই শোক দূর হবে। আমি সে জিনিস জেনেছি, লক্ষ লক্ষ জনে তা জেনেছেন, আপনারাও তা জানুন।

সংশয়যুক্ত শোকচিত্ত অবিশ্বাসের সঙ্গে বলে ওঠে "সর্ব্বস্ব যখন চলে গেছে, তখন আর কি আশা কি শান্তি আসতে পারে?" কিন্তু সত্যই শান্তি আছে। যদি আমরা বুঝতে পারি যে—আমাদের দুঃখ নিছক কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত,—যাহা ঘটেনি তারই জন্য শুধু শুধু আমরা বুকফাটা আর্ত্তনাদ করছি, যদি আমরা এই সহজ সত্য বিষয়কে উপলব্ধি করতে পারি, তা'হলে আমাদের সব দুঃখ দূর হবে।

বিয়োগবিধুর মন এবারে তাচ্ছিল্যে ও উপহাস্যে ভরে যায়। চোখের সুমুখ হতে আমার অন্তরের ধন চিরদিনের মত পালিয়ে গেছে; রবিবারের মেঘমেদুর আঁধার রাত্রিতে, নিমতলা ঘাটে, প্রজ্বলিত শ্মশানে, আমার সেই চিরআদরের ধনটীকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে এসেছি। এটা কল্পনা? এটা মিথ্যা? মিথ্যা যদি, তবে ফিরিয়ে এনে দাও আমার অন্তরের সেই সেই বুকজোড়া ধনটিকে?

এইভাবের অবিশ্বাস ও তাচ্ছিল্য, এইমত উপহাসি ও ধৃষ্টতা, ঐমত মানসিক অবস্থায় খুবই স্বাভাবিক। ইহাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু ধীরভাবে আরও ভাববার কথা আছে। নিজ হাতে গঙ্গার তীরে তাকে ছাই করে এসেছি ইহা সত্য, এবং তাই ডলির অভাব আমার কাছে দৃশ্যতঃ মিথ্যা নয়। কিন্তু শোকের কারণ তাহা নয়। শোকের হেতু হচ্ছে, প্রাকৃতিক ও ঐশ্বরিক বিধান সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞতা। ভবিষ্যতে ঐ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার করা যাবে। কিন্তু সম্প্রতি এইটুকু বিশ্বাস করে নিতে হবে যে, যখন ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐশ্বরিক ও প্রাকৃতিক বিধান সম্বন্ধে আমরা সঠিক জ্ঞানলাভ করব, তখন পরিষ্কার হয়ে যাবে এই শোকের মেঘ ও দুঃখের ঘটনাটা।

তার সঙ্গে আপাততঃ এইটীও বিশ্বাস করে রাখুন যে, আমাদের ভালবাসার ধনটী সম্বন্ধে কোন উদ্বেগ বা অশান্তির আবশ্যকতা নেই; কারণ, মৃত্যুর পরবর্ত্তী জীবন এখন আর ঘনরহস্যাবৃত নয়। ইহার সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সব সংবাদই পাওয়া গেছে এবং নিয়তই পাওয়া যাচ্চে। এ জীবনও যেমন প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা সুগঠিত, মৃত্যুর পরবর্ত্তী জীবনও তেমনি ঐশ্বরিক বিধানের মঙ্গলময় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহা এখন আর কবিকল্পনা, বা পুরাতন গোঁড়ামির শাস্ত্রকল্পনা নয়। বিজ্ঞানের আলোতে এখন ইহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারগুলি সত্যরূপে উদ্ভাসিত হয়ে আছে। ভক্ত কবীর তাঁর ধ্যান-বলে মৃত্যুকে দেখেছেন ঝুলনের মত—জন্ম মৃত্যু যেন বিধাতার ডান হাতের ও বাঁ হাতের অদল বদল খেলা মাত্র—

জনম-মরণ-বীচ দেখো অন্তর নহী—
দচ্ছ ঔর বাম য়ুঁ এক আহী।
জনম মরণ জঁহা তারী পরত হৈ
হোত আনন্দ তহঁ গগন গাজৈ।
উঠত ঝনকার তহঁ নাদ অনহদ ঘুরৈ,
তিরলোক মহলকে প্রেম বাজৈ॥
চন্দ্র তপন কোটী দীপ বরত হৈ,
তূর বাজৈ তহাঁ সণ্ড ঝুলৈ।
প্যার ঝনকার তহঁ, নূর বরসত রহৈ,
রস পীবৈ তহঁ ভক্ত ভুলৈ॥—কবীর

"গগন সেথা মগন সদা, নবীন চির আনন্দে
জন্ম আর মরণ, তাঁর বাজিছে তালি দুই হাতে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাগিণী উঠে ঝঙ্কারিয়া কী মূর্চ্ছনা কী ছন্দে,
ত্রিলোক হতে রসের ধারা মিলেছে আসি দিন রাতে।
সূর্য্য শশী লক্ষ কোটী প্রদীপ সেথা সমুজ্জ্বল,
বাজিছে তুরী ভুবন ভরি' প্রেমিক দুলে হিন্দোলে;
পিরীত সেথা মর্ম্মরিছে, ঝরিছে আলো অনর্গল
আপনা ভুলি ভকত-হিয়া অমৃত পিয়ে বিহ্বলে
জন্ম আর মরণে কোনো তফাৎ নাই—নাই তফাৎ,
নাই তফাৎ যেমনতর দক্ষিণে ও বামে গো ;
কবীর কহে সেয়ানা যেবা, হয় সে বোবা অকস্মাৎ
কোরাণ-বেদ-অতীত-বাণী—অতল যেথা নামে গো।"

মৃত্যু জীবনেরই পরিণতি মাত্র। মৃত্যু বিশ্বজননীর কোল। সেখানে যে কিছুই নষ্ট হয় না, কোন দুঃখই যে সেখানে নেই ; মৃত্যু হচ্চে মাতৃক্রোড়ে এক স্তন হতে অন্য স্তনে যাওয়া মাত্র।

'স্তন হতে তুলে নিলে শিশু কাঁদে ডরে।
মুহূর্ত্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে॥
..................সে যে মাতৃপানি
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি॥"

যে মৃত্যুর ভয়ে জগৎবাসী সন্ত্রস্ত সেই পরম বিভীষিকাময় মৃত্যু কিন্তু জ্ঞানী ও ঋষির কাছে অভয় ; শুধু তাই নয়—তাহা সুন্দর, অতি সুন্দর —"মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান।"

শুধু অচেনা ও অজানা বলেই না আমাদের এত ভয় মৃত্যুকে ; তা নইলে সে ত চির সুহৃদ, সে যে রক্তমাংসের সঙ্গে গাঁথা বন্ধু। বয়সের জীর্ণ পথশেষে, মরণের সিংহদ্বার পার হয়ে, নব জীবন ও নব যৌবন-লাভের ডাক যে নিরন্তর আমাদের কানে আসছে ; কিন্তু শুধু সেই অজানাকেই ভয়। ঋষি কবি আশ্বাস দিয়ে বলেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে।
অচেনাকে চিনে চিনে
উঠবে জীবন ভরে।
জানি জানি আমার চেনা
কোন কালেই ফুরাবে না,
চিহ্নহারা পথে আমায়
টানবে অচিন ডোরে।
ছিল আমার মা অচেনা
নিল আমায় কোলে।
সকল প্রেমেই অচেনা গো,
তাই ত হৃদয় দোলে।

পরে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এই ব্যাপার বিস্তারিতভাবে দেখা যাবে। এখানকার জন্য শুধু এইটুকু ধরে রাখা যাক যে—

"ফুরায় যা, তা
ফুরায় শুধু চোখে
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার
যায় চলে আলোকে।"

কিন্তু ঐ আলোক এখন নিছক কবিকল্পনা নয়; আমরা নিত্য তার সংবাদ পাই, আমরা নিত্য তথাকার খবরাখবর দেখি ও শুনি।

তারপর আর একটি কথা এইখানে আমাদের ধরে নিতে হবে যে, আমাদের শোক করা উচিত নয়; কারণ আমাদের শোকের দ্বারা আমাদের প্রিয়কে কষ্টই দেওয়া হবে মাত্র। এ সব কথার সত্যতা আমরা পরে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে দেখব। বর্ত্তমানে নিঃসন্দেহে এইগুলিকে বিশ্বাস করে নেওয়া যাক। তা যদি পারি, তবে শোকের মেঘ বোধ হয় কাটতে দেরী হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মিথ্যা কথা, কে বলে যে হারিয়ে গেছে
কিছু কি আর হারায় ?
না হারানোর বাণী যে ভাই আছে সবার মাঝে
রবি শশী তারায়।
বিধাতার এই মধুর বাণী রটাও ভুবন ভরে
মিথ্যা কান্না হাসি
জগৎ জুড়ে জীবন মরণ, আছে যাওয়া আসা।
শুকায় ফুলের রাশি—
আবার মধুর প্রভাত বায়ে ফুল যে উঠে ফুটে
দোলে সমীর ভরে ;
যুগান্তরের এমনি ধারা, ধরায় জিনিস কভু
হারায় কি আর ওরে ?
ধরা যেদিন সৃষ্টি হোল সেদিন হতে আজও
যা ছিল তা আছে
বিধির মধুর দৃষ্টি যে ভাই সেদিন হতে আজও
আছে তাহার পাছে।" (সজনী)

সুতরাং কে পালাবে কোথায় ? এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আত্মায় আত্মায় গাঁথা আছে। পালানোর হারানোর কথা উঠে না।

আমরা শুধু বলতে পারি ধন্য বিধির বিধান
শরীর হোলো পাত।
যুগান্তরের একটি তারা, খসলো আজি আকাশে
খসলো অকস্মাৎ ॥

আর ঐ যে বললুম, 'রবিবার মেঘমেদুর সন্ধ্যায় তাকে জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে এসেছি', সেটাও ভুল ও মোহমাত্র। তাকে পোড়াইনি, তাকে পোড়ান যায় না—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"নৈনং ছিন্দতি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মরুতঃ ॥"

ইহাকে অস্ত্র দ্বারা ছেদন করা যায় না, আগুনে পোড়ান যায় না, জলে ইহাকে ভেজান যায় না, বায়ু ইহাকে শুকাতে পারে না।

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়ম্ ক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থানুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥"

ইহা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী স্থির, অচল ও সনাতন। আমাদের এই স্বরূপ, আত্মার এই সত্য রূপ জানলে মৃত্যুর রূপ সম্পূর্ণ বদলে যায়। বাস্তবিক মৃত্যু তো কোথাও নাই—

"নাহি তোর নাহি রে ভাবনা
এ জগতে কিছুই মরে না।
যতটুকু বর্ত্তমান তারেই কি বল প্রাণ?
সে ত শুধু পলক নিমেষ।
অতীতের মৃতভার পৃষ্ঠেতে রয়েছে তার
কোথাও নাহিক তার শেষ।
যত বর্ষ বেঁচে আছি, তত বর্ষ মরে গেছি,
মরিতেছি প্রতি পলে পলে,
জীবন্ত মরণ মোরা, মরণের ঘরে থাকি
জানিনে মরণ কারে বলে॥"

একদিকে ভাবতে গেলে তাহলে এই জীবনও মরণের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছু নয়। প্রতি পলে কত পরিবর্ত্তন ঘটে এই দেহের অন্তরালে; শৈশবের পর যৌবন, যৌবনের পর বার্দ্ধক্য, বার্দ্ধক্যের পর দেহান্তর— এ সবই ত একই মৃত্যুর শৃঙ্খল-পরম্পরা।

তাহলে—"মৃত্যুরে হেরিয়া কেন কাঁদি?
জীবন তো মৃত্যুর সমাধি॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃষিকেশ—শিবালয় আশ্রম হতে শ্রীল বিজ্ঞানানন্দ স্বামীজী, আমার শোকের সংবাদ পেয়ে যে অমৃতোপম সান্ত্বনাসূচক পত্র পাঠিয়েছিলেন, তাহা এস্থলে জানান অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

Shivalaya.
Rikhikesh.
16. 6. 43.

নারায়ণেষু,

অনেকদিন পরে তোমার পত্র পেলাম। কিন্তু পত্রে তোমার দুঃখের সংবাদ পড়ে ব্যথিত হলাম। তুমি ত ভাই বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ এবং বিচারশীল, তথাপি মূঢ়জনের ন্যায় এত অধীর হচ্চ জেনে আশ্চর্য্য লাগছে। অর্জ্জুনের ঘোর বিষাদের সময় ভগবান্ তাকে জ্ঞানের উপদেশ দিয়ে শেষে একটী কথা বললেন—

"জাতস্য হি ধ্রুবোর্মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদ্ পরিহার্য্যের্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥"

কথাটা সাধারণ, কিন্তু কত হৃদয়গ্রাহী—চিন্তা করে দেখ দেখি ভাই। বাংলাতে প্রবাদ আছে "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?" অমরত্ব যখন জীবধর্ম্ম নয়, তখন কারু জন্য বৃথা অনুতাপ করা কি বিদ্বানের শোভা পায়? আজ দশ বৎসর—যে তোমার প্রিয় কন্যা হয়ে তোমার এত আদরের বস্তু হয়েছিল, ঠিক দশ বৎসর পূর্ব্বে সে কোথায় কিভাবে ছিল, অর্থাৎ তার পূর্ব্ব জন্মকথা তুমি যদি জানতে, তবে হয়ত শোকমগ্ন হতে না। প্রত্যেক জীব স্বকর্ম্ম ভোগ করার জন্য বিশিষ্ট মাতা পিতাকে আশ্রয় করে সংসারে আসে, আবার কর্ম্মশেষে চলে যায়। স্বাধীন সম্বন্ধ কারু সাথে কারুর নাই। অথচ মমতার শৃঙ্খলায় বেঁধে সংসারপ্রবাহ বেশ মজায় চলেছে! প্রিয় আত্মন্, তুমি যাকে কিছুদিনের জন্য কন্যা বলে মনে করে তার বিয়োগে এখন এত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধীর হচ্ছ, বলতে পার তার কোন্ স্বরূপটিকে কন্যা মনে করতে? যদি তার শরীরমাত্রকে কন্যা বলতে, তবে সে শরীরটাকে কেন স্বেচ্ছায় ভস্ম করে চলে এলে? সেটাকে প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মীদের ন্যায় কোন অ্যাসিডের মধ্যে রেখে বহুকাল তাকে দেখলে পারতে। কিন্তু তাও ত তুমি ইচ্ছা করনি। যদি স্থূল শরীরকে ছেড়ে সূক্ষ্ম আর 'কারণ শরীরের' উপর কন্যাভাব আরোপ কর, তবে বলি, তুমি ত কন্যার সেই রূপ কখনও দেখনি? তা'হলে তার আবার সংযোগ বিয়োগই বা কি, আর তার জন্য সুখ দুঃখই বা কি?

আর যদি সূক্ষ্ম 'কারণ শরীর'কে ছেড়ে আত্মাকে তোমার কন্যার স্বরূপ মনে কর, তবে ত তোমার আত্মরূপে এখনও সে জীবন্ত জ্বলন্ত তোমার হৃদয়েই আছে। সর্ব্বগত আত্মার আবার বিচ্ছেদ কি? যাই হউক ভাই, কোনও ভাবেই বিচার করলে এত অধীর হতে পারবে না। সংসারে যারা এসেছে তাদের একদিন যেতেই হবে, আগে আর পরে। পরিবর্ত্তনশীল জগতের এই নিয়মকে কে লঙ্ঘন করতে পারবে বল? যখন অবতারগণের শরীরও এ সংসারে চিরকাল থাকেনি তখন কর্ম্মবদ্ধ জীবের কি কথা? তার কর্ম্মভোগ এখানে শেষ হয়েছিল—তাই সে চলে গেছে আবার অন্যভাবে কর্ম্মভোগ করবার জন্যে। তুমি জানবে, তোমার কন্যা প্রেতলোকে দুঃখ পাবে না, সে শীঘ্রই আবার জন্ম নেবে। এবারও হয়ত স্ত্রীশরীরেই আসবে। কোথায় কিভাবে আসবে এত চিন্তা করতে ইচ্ছা করেনি, আর জেনেও লাভ নেই। এসব বৃথা অনুসন্ধিৎসা আমার মনে ওঠে না; হঠাৎ দু একটা কথা যা আসে তাই বলে দিই। তুমি তাকে দুঃখী মনে করে দুঃখী হয়ো না। যদি তাকে অধিক সুখী করতে চাও তবে তার রূপের চিন্তা করে, তোমার শুভ ভাবনা তার প্রতি প্রেরণ কর। বিষাদ একেবারে ছেড়ে দাও, তাতে তার সূক্ষ্ম শরীরে অধিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আন্দোলন হবে, সে অধিক দুঃখ পাবে, তোমাদের দুঃখময় ভাব তার চিত্তকে আন্দোলিত করবে। এজন্য শোক একেবারে ত্যাগ করা উচিত। তার কথা মনে উঠলেই শুভ কামনা করবে। এই তাকে শান্তি দেবার একমাত্র উপায়। অন্যভাবে তাকে শান্তি দেবার এখন আর উপায় নেই। বৃথা-মমতা ত্যাগ করে কর্ত্তব্যমাত্র করে যাও। কন্যার উপর তোমার যা কর্ত্তব্য, করেছ; এখন তোমার কাজ শেষ। শান্ত হও, ধৈর্য্য ধর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভৌতিক দেহ কি ?

ভৌতিক দেহ কি ? এই পর্য্যন্ত যা বলা হোল সবই আমাদের মহাপুরুষদের উক্তি এবং সত্য ও জ্বলন্ত সত্য। আমাদের শাস্ত্রের সঙ্গে অন্য দেশের শাস্ত্রের যা কিছু পার্থক্য আছে, তা সত্বেও কিন্তু আসল বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত। যাই হ'ক, পূর্ব্ববর্ণিত ব্যাপারের পর তা ব'লে যেন ভাবা না হয় যে মৃত্যুর পর সে বুঝি মাত্র "দেহহীন নিঃশ্বাস" রূপেই থাকে ; অথবা মৃত্যুর আগে যেমন ছিল মৃত্যুর পর তার চাইতে কোনও বিষয়ে হীন থাকে। বহু বহু পূর্ব্বে St. Paul (সন্ন্যাসী পল) বলে গেছেন যে, "সকলেরই একটা স্বাভাবিক দেহ এবং একটা ভৌতিক দেহ আছে।" কিন্তু এই কথাটাকে ভুল বোঝা হয়। কারণ, অনেকেই মনে করে, এই যে দুই রকম দেহের কথা বলা হয়েছে ইহারা পর পর দেখা দেয়, অর্থাৎ 'স্বাভাবিক দেহ' বিনাশের পর 'ভৌতিক দেহের' উদ্ভব সম্ভব হয়। কিন্তু তা নয়। এই দুই প্রকার দেহ এক সঙ্গেই থাকে। আমাদের সকলেরই একটা বাহ্যিক (Physical) দেহ আছে যেটা আমরা দেখতে পাই এবং একটা আভ্যন্তরিক দেহ আছে যাকে আমরা দেখতে পাই না। এই অদেখা দেহটাকেই সেণ্ট পল Spiritual বা 'ভৌতিক দেহ' বলেছেন। যখন আমরা এই 'বাহ্যিক দেহটাকে' ত্যাগ করি (নিদ্রা ও মৃত্যুর মাঝে তা সংঘটিত হয়), তখন আমরা এই ভৌতিক দেহের আবরণে থাকি। আমরা সাধারণতঃ একটা গেঞ্জি বা শার্ট পরে সর্ব্বদা ঘরে থাকি ; কিন্তু বাহিরে যাবার সময় তার উপরে একটা ওভারকোট চাপাই। ঐ ওভারকোটটাই সকলে দেখতে পায়, তার মধ্যকার জামাটা দেখা যায় না। আমাদের বাহ্যিক দেহটা ঠিক ঐ ওভারকোটটার মত। আর তার নীচে যেটা থাকে সেটা হচ্চে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Spiritual বা ভৌতিক দেহ। তা'হলে দেখা গেল যে, একই সঙ্গে আমরা ভৌতিক দেহ ও রক্তমাংসের দেহ ধারণ করে আছি।

উপর্য্যুক্ত ঐ বৈজ্ঞানিক সত্যটীকেই আমরা উপরে ওঠবার প্রথম ধাপ রূপে অবলম্বন করব। এইবার ক্রমশঃ অগ্রসর হই। আমরা যে আমাদের এই রক্তমাংসের দেহটীকে ত্যাগ করি তা শুধু মৃত্যুর মাঝেই নয়। কারণ, প্রতি রাত্রেই নিদ্রার মাঝে কিছুক্ষণের জন্য আমরা এই দেহটীকে পরিত্যাগ করি ও আমাদের বায়বীয় বা ভৌতিক দেহ নিয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করি। তখন এই পৃথিবীর জীবজন্তুরা তাদের বাহ্যিক দেহ দ্বারা আমাদিগকে দেখতে পায় না; কিন্তু ঐ সময়ে যারা ঐমত ভৌতিক দেহ অবলম্বন করে ঘুরছেন তাদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই দেখা সাক্ষাৎ হয়ে থাকে। রক্তমাংসের দেহ দ্বারা স্থূল দেহ দেখা যায়; আবার ভৌতিক দেহ দ্বারা ভৌতিক দেহই দেখা যায়। তারপর যখন আমরা পুনঃ আমাদের ওভারকোটটী গায়ে দিই, অর্থাৎ ভ্রমণান্তে যখন পুনঃ দেহমধ্যে প্রবেশ করি (অর্থাৎ জাগরিত হই), তখনও অনেক সময় আমরা আমাদের ঐ ভ্রমণ বৃত্তান্ত কিছু কিছু স্মরণ করতে পারি; ঐটাকে আমরা বলি স্বপ্ন। তাহলে, মৃত্যুও একপ্রকার নিদ্রা। কিন্তু পার্থক্য এই যে, নিদ্রার মধ্যে আমরা যখন তখন দেহ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি ও জাগরিত হই; কিন্তু মৃত্যু হলে আমরা আর পুনরায় সেই দেহে প্রবেশ করতে পারি না। তা নাই পারি, কিন্তু একথা বেশ বোঝা গেল যে, মৃত্যুর পর আমাদের আদরের ধন যে অবস্থায় যায়, নিদ্রার মধ্যে আমরাও ঠিক সেই অবস্থায় পৌঁছে থাকি।

কিন্তু সে অবস্থাটা কি? মৃত্যুর পর কোন্ অবস্থা আমরা প্রাপ্ত হই। এই বিষয়ে বহু বহু বিভিন্ন মত আছে। আবার ঐ সব মত নিত্য পরিবর্ত্তনও হচ্চে। বহুপূর্ব্বে ইউরোপে এই মত প্রচলিত ছিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে, "আত্মাকে চিরকালের মত কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়।" আজ সে কথা সম্পূর্ণ অর্ব্বাচীন ছাড়া কেহই বিশ্বাস করবে না। যিশুখ্রীষ্টের কথার ভুল অর্থ ক'রে, মধ্যযুগীয় ধর্ম্মপ্রচারকরা অশিক্ষিত নরনারীকে ভয় দেখিয়ে ভাল মানুষ করবার চেষ্টা করতেন। নরনারীর জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে এই হাস্যকর শাস্ত্রবুলি লোপ পায় এবং আধুনিক পাদ্রীরা অন্যভাবে উহা প্রকাশ করতে চেষ্টা পান। কিন্তু তা অস্পষ্ট ও অসরল।

তারা একটা ভুল নিয়ে যাত্রা শুরু করল। ভগবানকে তারা অঙ্কিত করল ঠিক যেন এক কঠোর দয়ামায়াহীন ক্রুদ্ধ দেবতা। তিনি তাঁর সৃষ্ট প্রাণীকে যেন সর্ব্বদা দণ্ড দিতেই ব্যস্ত আছেন। ভগবান্ হচ্ছেন **প্রেমময় পিতা**—যিশুর এই মহান্ কথা তারা কানে তুলল না। কিন্তু যাঁরা শ্রীভগবানের প্রেমের কথা জানেন ও বিশ্বাস করেন, এই অসীম সৌরজগৎ যাঁর প্রেমে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে বলে অনুভব করেন, তারা ঠিকই বোঝেন যে, এপারের জগতের ন্যায় পরপারের জগতেও সেই চিরানন্দ চিরপ্রেম, সেই সত্য শিব ও সুন্দরের মহিমা প্রকাশিত। কিন্তু তাঁরাও প্রমাণ দিতে পারেন নি। কেউ বললেন স্বর্গ, কেউ বললেন নরক, কেউ বললেন—'শেষে একদিনে একসঙ্গে সবার বিচার হবে।' কিন্তু ঐখানের কথা কেহই ঠিক করে বলতে পারেন নি। কেউ সাহস করে বলতে পারলেন না যে, এটাই সত্য। কেউ ছল করেও বলতে সাহস পাননি যে, তিনি চোখে দেখে এসেছেন, অথবা তিনি নিজে জানেন। সবাই বলতে লাগলেন যে—"শাস্ত্র বলেন, শাস্ত্রে আছে।" সুতরাং এটা তাদের জানা কথা নয়। কিন্তু শোনা কথায় আর কতটা বিশ্বাস রাখা যায়—বিশেষতঃ এই বিংশ শতাব্দীর দৃপ্ত বিজ্ঞানের যুগে?

সেই অন্ধবিশ্বাসের যুগ চলে গেছে। এখন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সুপ্রমাণিত না হলে আধুনিক শিক্ষিত নরনারীর তার্কিক ও অবিশ্বাসী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন বিশ্বাস করবে না। সুতরাং পূর্ব্বে একান্তই যাহা ছিল ধর্ম্মের রাজত্ব এখন সেখানেও বৈজ্ঞানিক আলো তুলে ধরতে হোল। এবারে রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলেন বৈজ্ঞানিক সাধক ও ঋষির দল (Theosophical Society and the Society for Psychical Research)। মৃত্যু ও মৃত্যুর পরের রহস্য আজ তাঁরাই দিলেন উদ্‌ঘাটিত করে। অজ্ঞাত ও অন্ধকারের মাঝে থেকে পরম বিস্ময়ের সহিত যাহা চিরদিন ভয় ও শোক দিয়ে এসেছে, আজ এদের দয়ায় তার স্বরূপ ধরা গেছে এবং আমরা সত্যরূপে সেই অজ্ঞাত লোকের বৃত্তান্ত জানতে পেরেছি।

মৃত্যুর পর কিভাবে তাঁদের জীবনযাত্রা চলে তা সংক্ষেপে এইখানে জানিয়ে দেওয়া ভাল। পরলোকের মাঝে অনেকরকম শ্রেণীবিভাগ থাকলেও, **পার্থিব জীবনের চাইতে ইহা সর্ব্বাংশে রমণীয় ও সর্ব্বথা শান্তিপ্রদ।** মৃত্যুর পর আমরা স্বর্গেও যাই না, বা নরকের অতলস্পর্শী অগ্নিময় গহ্বরেও পড়ি না। মৃত্যুর পূর্ব্বেও আমরা যেমন মৃত্যুর পরেও আমরা ঠিক সেই মানুষই থাকব। মৃত্যুর দ্বারা মানুষের মধ্যে কোনও পরিবর্ত্তন আসে না। মৃত্যুর পূর্ব্বেও যার যেমন বুদ্ধি, যার যেমন মনোবৃত্তি, যার যেমন আশা আকাঙ্ক্ষা, যার যেমন মনমেজাজ, মৃত্যুর পরও তার তেমনিই থাকে। পার্থক্য বলতে গেলে, **শুধু এই পার্থিব দেহটাই তখন থাকে না।**

আমরা এই পার্থিব জগতে সদাই অর্থের কাঙাল। টাকা নইলে এখানে খাদ্য মেলে না, আশ্রয় মেলে না, সুখ ও শান্তি মেলে না। কিন্তু পরলোকে টাকার কোনও আবশ্যকতাই নেই। টাকা ব্যতীতই তথাকার সুখ শান্তি সৌন্দর্য্য সকলের ভাগ্যেই মিলে যায়। সেখানে সূক্ষ্মদেহে যার যেখানে খুশি যেতে পারে। যে ভালবাসে অসীম নীল সমুদ্রের মহান দৃশ্য সে সেইখানেই মনের আনন্দে নৃত্য করে। অত্যুচ্চ পর্ব্বতরাজির অভ্রভেদী বিরাট রূপে যার মনপ্রাণ আনন্দ পায় সে সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপই প্রাণভরে ভোগ করে। এইভাবে, এই সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা-ভরা অসীম সৌন্দর্য্যময়ী ধরিত্রীর মাঝে, তারা শিব ও সুন্দরের মহিমা উপভোগ করে; শুধু তাই নয়, যে সঙ্গীতের উপাসক সে জগতের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গীতের আসরে উপস্থিত হয়ে নিজ কর্ণ শীতল করে, অথবা নিজ অত্যুগ্র ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে নিমেষে নিজেই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ হয়ে যেতে পারে। ঐভাবে কাব্যপ্রিয় আত্মা কবিত্বের সুষমায় নিজেকে মণ্ডিত করে দেয়, শিল্পী সে নিজেকে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে ফেলে। এই পার্থিব জগতে থাকাকালীন যার যা নেশা ও ঝোঁক থাকে, পরলোকে গিয়ে সে পুরাপুরি তা মিটিয়ে নেয়। এইখানে তার ষোল আনা স্বাধীনতা। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এই আশ মেটানর সঙ্গে তার দেহের কোন সম্বন্ধ নেই; ইহাতে আছে শুধু মনের ভাবধারার পরিপূর্ণতা। সুতরাং যার যা কাম্য তাই যদি তথায় পাওয়া যায়, যার যা আশা তা যদি তথায় মিটে যায়, তবে কি সত্যই সেস্থান অতি মনোরম নয়? সত্যই কি তা আমাদের চিরকাম্য ভূমি নয়?

কিন্তু সবাই তা'বলে সেখানে সুখী নয়। পার্থিব জীবনে যে ছিল অতি লোভী ও কৃপণ, পরলোকে সে অর্থের স্পর্শ না পেয়ে কাতর হয়। এখানে যে থাকে মদ্যপ, তথায় মদ্যের অভাবে সে হয় অশান্ত। এখানের কামুক তথায় গিয়ে কামবাসনা মিটাতে না পেরে অজস্র আর্ত্তনাদ করে। এইভাবে পার্থিব জীবনে যারা তামসিকতাপূর্ণ জীবন যাপন করে এসেছে, সেই সব পাপীতাপী ও নারকীরাই পরলোকে গিয়ে মনের যাতনা ও ব্যথা পায়। কিন্তু সর্ব্বদাই মনে রাখতে হবে যে, সেটা শাস্তির জায়গা নয় এবং তাই যে মুহূর্ত্তে এই সব তামসিক আত্মা দুরাকাঙ্ক্ষা ও দুরাশা ত্যাগ করে, সেই মুহূর্ত্তেই তারা পূর্ণ আনন্দের অধিকারী হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারা আমাদের দেখতে পায় কি না, তারা আমাদের কথা শুনতে পায় কি না—এই ব্যাকুল প্রশ্ন স্বভাবতঃই শোকতপ্ত হৃদয় হতে উত্থিত হয়। কিন্তু এখানে একটু বোঝবার আছে। যদিও তারা আমাদের দেখতে পায়, যদিও তারা আমাদের দেখে বুঝতে পারে আমরা সুখে আছি কি দুঃখে আছি—তবুও এটার মধ্যে একটু কথা আছে। আমাদের দেহ হচ্ছে পার্থিব এবং এর সঙ্গে ঠিক এই রকমই দেহ আর একটা আছে, সেটাকে বলে Astral বা সূক্ষ্ম, বায়বীয়, বা ভৌতিক। পার্থিব দেহ নিয়ে আমরা শুধু পার্থিব জীবকেই দেখতে পাই ও তাদের কথা শুনতে পাই। কিন্তু ইহা দ্বারা আমরা সূক্ষ্মদেহ দেখতে পাই না। তেমনি, যারা মৃত্যুর পর পার্থিব দেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্মদেহ ধারণ করেছেন, তারাও দেখতে পান আমাদের পার্থিব দেহের অন্তরালে যে সূক্ষ্মদেহ আছে সেইটীকে। আমরা যখন নিদ্রাগত হই তখন আমরা নিদ্রিত দেহটীকে ত্যাগ করে সূক্ষ্মদেহ ধারণ করি এবং ঐ অবস্থায় আমরা প্রেতাত্মা, অর্থাৎ সূক্ষ্ম-দেহধারীদের সহিত মিলিত হই, আলাপ আলোচনা করি। কিন্তু আবার যখন জাগরিত হই, তখন তাদের কাছে আমরা অদৃশ্য হয়ে পড়ি; অর্থাৎ জাগ্রত হলেই আমরা ধারণ করি আমাদের স্থূলদেহ এবং তাই তখন আর এই স্থূলত্বটা তাদের দৃষ্টির মধ্যে পড়ে না। প্রতি রাত্রে ও প্রতি নিদ্রার মধ্যে এই যে পরিচিত মৃত নরনারীর সহিত আমাদের মিলন ও কথাবার্ত্তা, ইহা আমরা জাগ্রত হবার পর স্মরণ রাখতে পারি না বলেই আমরা ভাবি যে, যে মারা গেল সে বুঝি চিরদিনের মতই চলে গেল। কিন্তু পরলোকগত আত্মার এরূপ ভুল হয় না; কারণ, তারা আমাদের সর্ব্বদাই দেখতে পান।

জীবন ও মৃত্যুটা আমাদের কাছে কি রকম এবং জীবনটা যে আমাদের পূর্ণ যাত্রার পথে একটা দিন মাত্র, তা বোধ হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কটা উপমা দিয়ে বোঝালে বেশ হয়। আমরা সকালে ঘুম থেকে ক্লান্তিহীন ও সুস্থ হয়ে উঠি, পোষাক পরি ও কাজে চলে যাই; পরে যখন রাত্রি আসে তখন পোষাক খুলে শুয়ে পড়ি এবং পুনরায় সকাল হলে উঠি ও কাজে লাগি। ঠিক তেমনি আমরা যখন জীবন গ্রহণ করি তখন এই দেহটাকে ধারণ করে জীবনসমুদ্রের কর্ম্মতরঙ্গে ঝাঁপ দিই ও কর্ম্ম শেষ হলে এই দেহটাকে ছেড়ে মৃত্যুর মাঝ দিয়ে চির শান্তি ও চির আনন্দধামে চলে যাই। পুনরায় যখন আমাদের তথাকার বিশ্রাম শেষ হয়ে যায়, আবার তখন দেহ ধারণ করে নবজীবনের মাঝে পূর্ব্ব পরিত্যক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হয়ে পড়ি। এইভাবে পুনঃপুনঃ দেহধারণ ও দেহত্যাগের মাঝ দিয়ে আমরা অগ্রসর হতে থাকি, যতদিন না আমাদের যাত্রা হয় শেষ এবং যতক্ষণ না আমরা তাঁরই সঙ্গে একাত্মভূত হয়ে যাই—যিনি শরতের নীলিমাময়, মেঘমুক্ত আকাশের হাস্যময় এবং শতকোটী পূর্ণশশধরের রজতশুভ্র কিরণময়।

কিন্তু সব চাইতে মর্ম্মান্তিক হয় যখন প্রাণের প্রাণ শিশু, তাদের মা বাপের ও আত্মীয়স্বজনের কোল শূন্য করে চলে যায়। তার অভাবে আমরা দিবানিশি হাহাকার করি ও চতুর্দ্দিক শূন্য দেখি। মৃত্যু ও পরলোক সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের অভাব জন্যই আমাদের এই অহেতুক শোক ও মনস্তাপ। তারা আমাদিগকে হারায় না। তাদের বাবা, মা, দাদা, দিদি, খেলার সাথী সকলকেই তারা ঠিকমত পায়। তবে, দিনের বেলা, বা আমাদের জাগ্রত অবস্থার মধ্যে নয়—কিন্তু প্রতি রাত্রি ও প্রতি নিদ্রার মধ্যেই আমাদের হয় নিত্যকার সাক্ষাৎ ও মিলন। আমাদের জাগরণের মধ্যেও তারা একা থাকে না। ঐ সময় তারা তাদের অসংখ্য সাথী পায়। একসঙ্গে সবাই হাসে খেলে। তথায় যে সবই আনন্দ, সবই আলো, সবই মধুর। শোক দুঃখ তাপ, অভাব অনুযোগ কান্না যে তথায় আদৌ নেই। সেখানে তারা যা খুশি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই পায়, যথা ইচ্ছা তথায় যায়, যা সাধ তাই পূর্ণ হয়। তাদের ইচ্ছা হবামাত্রই তাদের ইচ্ছা পুরণ হয়ে যায়—এই তথাকার স্বর্গীয় বিচিত্র বিধান। যদি কেউ চায় ধনজনপূর্ণ অপরূপ রাজপ্রাসাদ, কেউ চায় নিজেকে রাজা ও রাণী দেখতে—তৎক্ষণাৎ তাদের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সব আশা পূর্ণ হয়। তাই তাদের তথাকার জীবন অবর্ণনীয় আনন্দের প্লাবনে সদা ভাসমান।

তা'হলে মৃতের জন্য শোক ও হাহাকার করা যে বৃথা ও অহেতুক তা বেশ বোঝা যায়। তারা যখন আরও অধিকতর সুখ ও শান্তির রাজত্বে বাস করছে তখন দুঃখ কিসের? তারা হারায়নি; তারা ত আমাদের ছেড়ে যায়নি; তবে কেন কেঁদে মরি? তা-ছাড়া, তারা আছে আনন্দের রাজত্বে, সুখের স্রোতে, তবুও আমরা মাথায় হাত চাপড়াব? অহেতুক শোক করে কাঁদব?

তারপর, আমাদের শোকের ভীষণ ফল তাদের ভোগ করতে হয়। পরস্পরের আত্মার ঘনিষ্ঠতা হেতু আমাদের দারুণ শোক তাদের আনন্দের জ্যোৎস্না ম্লান করে দেয়। তাদের নির্ম্মল সদানন্দময় প্রাণ যন্ত্রণাময় হয়ে যায়। তাদের বর্ণনাতীত ক্ষতি হয়। আমাদের প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক ভাবধারা তাদের উপর কার্য্য করে থাকে। সুতরাং শোক দুঃখ ও চক্ষের জলের ধারা দিয়ে তাদের নির্ম্মল সদানন্দময় প্রাণ আকর্ষণ ও দুঃখের ব্যথায় তিক্ত করা আমাদের কি উচিত হবে? তার চাইতে আমরা এমন ভাব দেখাব যাতে তারা যেন আমাদের জন্য উৎকণ্ঠিত না হয়। চক্রের মধ্যে অনেক বিদেহী আত্মা এই কথাই বারে বারে জানিয়েছেন যে, তারা তাদের আত্মীয়দের শোকের দ্বারা বড়ই কষ্ট পাচ্চেন—এমন কি, অনেকে বলেছেন যে, তাদের প্রিয়তম প্রিয়তমার বুকফাটা আর্ত্তনাদে তাদের সব আনন্দ লোপ পেয়েছে ও তারা বড়ই যন্ত্রণা ভোগ করছে। আমাদের প্রত্যেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাব ও চিন্তার ছায়া যখন তাদের উপর প্রতিফলিত হবেই, তখন ধর্ম্মের চিন্তা, সাহসের কথা, আনন্দের ধারা দিয়ে আমরা যাতে তাদের আনন্দ শতগুণ বর্দ্ধিত করতে পারি সেইমত আমাদের চেষ্টা করা উচিত। যারা পরলোকের সংবাদ ও জ্ঞান না পেয়েই হঠাৎ সেই অজানা দেশে চলে যায়, তারা তথায় গিয়ে নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে প্রথমটা খুবই মুহ্যমান হয়ে পড়ে। আমরা আমাদের এই নবলব্ধ সত্য জ্ঞান, নিদ্রার মধ্যে তাদের সঙ্গে মিলনের সময় তাদের প্রকাশ করে বুঝিয়ে বলতে পারি এবং তাদের ভীরু ও মুহ্যমান চিত্তকে নিশ্চিন্ত ও হর্ষোৎফুল্ল করতে পারি। এক্ষণে ইহাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। তারাও আমাদের কাছে ঠিক এইরূপই চায়।

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma An... ...mayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত্যু কি ?

মৃত্যু কি ? এর চাইতে জানবার বিষয় আর কিছু নেই। ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, স্ত্রী পুরুষ—এমন কি, পশু পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা সকলেই একদিন ইহার কোলে আশ্রয় লয়। জগতে এমন কেউ নেই, যার নিজের লোক কেউ না কেউ চিরদিনের জন্যে তাকে ত্যাগ করে গেছে। ভগবান বুদ্ধদেবের নিকট একদিন এক মাতা তার সদ্যোমৃত শিশুটীকে কোলে করে বুকফাটা আর্ত্তনাদ করতে করতে এসে উন্মাদিনীর মত আছড়ে পড়ে বললেন "প্রভু আমার মৃত পুত্রকে বাঁচিয়ে দিন।" তিনি বল্লেন, "বাঁচিয়ে দোব মা, তবে তোমায় একটা কাজ করতে হবে; যার বাড়ীতে কেহ কখনও মরেনি এমন লোকের ঘর থেকে এক মুঠা সরিষা নিয়ে আসতে হবে।" মা ছুটলেন, বলে গেলেন এখুনি নিয়ে আসছি বাবা। কিন্তু যে ঘরেই যান সেই ঘরেই কেউ না কেউ পূর্ব্বে মরেছে। মৃত্যুশূন্য ঘর তিনি কোথাও পেলেন না এবং অবশেষে প্রভুর চরণে এসে তিনি তাই বল্লেন। তখন বুদ্ধদেব বল্লেন, "মা, জীবের যা ধর্ম্ম তা হবেই, কোথাও তার নিস্তার নেই; কোনও ঘর, কোনও পিতা মাতা, কোনও স্বামী স্ত্রী ইহার হাত হতে অব্যাহতি পায় না। সুতরাং, সকলেরই যখন এই দশা তখন শোক ত্যাগ কর।"

অথচ সকলেরই যাহা শেষ নিশ্চয়, সে সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের কতই না কম; আবার যে জ্ঞানটুকু লাভ করা হয় তাহাও কতই না বিচিত্র ও হাস্যকর। মৃত্যুর সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানের অভাবেই আজ সারা দুনিয়া মৃত্যুর হাহাকারে পূর্ণ। ইহার জন্যে পূর্ব্বে কতই না ক্ষতি ও অমঙ্গল ঘটেছে এবং বর্ত্তমানেও কতই না সর্ব্বনাশ হচ্চে। এই অহেতুক ও অমূলক বৃথা শোকের জন্য এই সংসারটাই যেন শ্মশানের রূপ ধরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে। এই অজ্ঞানতা দূর করতে হবে। সত্যের আলোকে মৃত্যুর ভয়াল অন্ধকার দূর করতে হবে। অতীতের শিক্ষা দীক্ষা ও ধর্ম্মের গোঁড়ামী, অতীতের কুসংস্কারপূর্ণ ধর্ম্মমত, ভগবান্ যিশুখ্রীষ্ট ইত্যাদির মতের ভ্রমপূর্ণ অনুবাদ—এই সব মিলেই মৃত্যুকে বিভীষণ আকার দিতেছে।

মৃত্যু কি ? হয়ত এক কথায় এর উত্তর দেওয়া যেতে পারে। 'মৃত্যু হচ্চে জীবনের শেষ' ; অথবা, ইহা হচ্চে 'দেহ হতে আত্মার বিচ্ছেদ'। কিন্তু এত সোজা ইহা নয়, এবং ইহার সম্বন্ধে অসংখ্য রকম মতভেদও বর্ত্তমান। এই সম্বন্ধে Mr. John R. Meader এবং Mr. Hereward Carrington "Death, its Causes and Phenomena" নামক বইতে অসীম পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্য সহকারে মৃত্যু সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট ধারণা দিতে চেষ্টা করেছেন।

যতগুলি ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারিত হয়েছে, সব চাইতে মারাত্মক হচ্চে "মৃত্যুই সব শেষ" এই মত। মৃত্যুতেই সব শেষ হয়ে গেল, মৃত্যুর পর আর কিছু থাকল না—এই সর্ব্বনাশকর মতই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক। এই জীবন এবং ইহলোকই আমাদের সর্ব্বস্ব, ইহার পর আর কিছুই বাকী থাকে না, পরলোক পুনর্জ্জন্ম সব গল্প মাত্র, ইত্যাকার মত শুধু সাধারণ লোক নহে পরন্তু বহু বহু ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিক পণ্ডিতগণও প্রচার করেন। আমাদের মহামুনি চার্ব্বাক বলেন—"যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"—অর্থাৎ যতদিন বাঁচবে, সুখে ও আনন্দে কাটিয়ে দাও। কারণ, এই জগতেই ইহজীবনেই তোমার সর্ব্বস্বের সমাধান হয়ে যাবে। ইহলোক-সর্ব্বস্ব জড়বাদীরা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন—চৈতন্য মস্তিষ্কের স্পন্দন মাত্র, স্থূলদেহের বিনাশের সঙ্গেই সমস্ত ফুরিয়ে যায়। জীবনের অমরত্ব ও অক্ষয়ত্ব তাদের কাছে মিথ্যা কথা। মাধবাচার্য্যকৃত "সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামক গ্রন্থে অই প্রত্যক্ষবাদী “চার্ব্বাক” সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। ইহারা দেহ ছাড়া পৃথক চৈতন্যের অস্তিত্ব এবং পারলৌকিক আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ইহাই প্রাচীন নাস্তিক্যবাদ এবং ইহারই উপর ভিত্তি করিয়া আধুনিক জড়ত্ববাদ (Materialism) গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার নাম “লোকায়তিক,” যেহেতু ইহারা পরলোক স্বীকার করেন না; ইহলোকই ইহাদের কাছে সর্ব্বস্ব; এই জীবনের সুখশান্তিই ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য। “বৃহস্পতি-সূত্র” নামক নাস্তিক্য-মতের আর একখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ আছে। তাতেও এই মত প্রতিপন্ন করা আছে যে, ইহজীবনই সব, ইহজীবনের সুখই পরম লক্ষ্য। ইহারা বলেন যে, ‘চৈতন্য’ নামে পৃথক আর কিছুই নাই, জড়দেহ থেকেই চেতনার উৎপত্তি হয় মাত্র। এই সূত্রে তারা উপমা দিয়ে বলেন যে, গুড় ও চাউলের পৃথক কোনও মাদকতা আছে কি? তাহাদের রাসায়নিক সংযোগই ঐ মাদকশক্তি আনে। তেমনি মাটি, জল, তেজ, বায়ু প্রভৃতি অচেতন হইলেও, উহারা মিলিত হয়ে যখন দেহ ধারণ করে তখন তার মধ্যে জীবনীশক্তি জন্মে। এই ভৌতিক দেহটিকেই আত্মা বলা হয়। ইহা ব্যতীত আর কোন সূক্ষ্মদেহ নাই। “চার্ব্বাক দর্শন” থেকে ২।৪টী শ্লোক তুলে দিতে চাই—

“অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্য্যনলোনিলাঃ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে॥
কিন্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রবেভ্যো মদশক্তিবৎ।
তেষু বিনষ্টেষু সৎসু স্বয়মেব বিনশ্যতি॥”
“অহং স্থূলঃ কৃশোঽস্মীতি সমানাধিকরণ্যতঃ।
দেহঃ স্থৌল্যাদি যোগাচ্চ স এবাত্মানচাপরঃ॥
মম দেহোঽয়মিত্যুক্তি সম্ভবেদৌপচারিকী॥”
“নচ স্বর্গো নাপবর্গোবা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ ॥
অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদন্তং ভস্মগুণ্ঠনম্ ।
বুদ্ধি পৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতুনির্ম্মিতা ॥
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি ।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে ॥
মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেৎতৃপ্তিকারণম্ ।
গচ্ছতামিহ জন্তূনাং কার্য্যং পাথেয় কল্পণম্ ॥
স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ ।
প্রাসাদস্যোপরিস্থানামত্র কস্মান্ন দীয়তে ॥
যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ॥
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেববিনির্গতঃ ।
কস্মাদ্ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহ সমাকুলঃ ॥
ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিতস্ত্বিহ ।
মৃতানাং প্রেতকার্য্যানি নত্বন্যাদ্বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥
ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ ।
জর্ফরী তুর্করীত্যাদি পণ্ডিতানাং বরঃ স্মৃতম্ ॥
অশ্বস্যাত্র হি শিশ্নস্তু পত্নীগ্রাহ্যং প্রকীর্ত্তিতম্ ।
ভণ্ডৈস্তদ্বৎ পরঞ্চৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীর্ত্তিতম্ ।
মাংসানাং খাদনং তদ্বন্নিশাচরে সমীরিতম্ ॥”

এই যে মতবাদ, এই যে “হেসে নাও দুদিন বৈ ত নয়” প্রস্তাব, এই জড়ত্ববাদ বা নাস্তিক্যবাদ ইহলৌকিক ও সামাজিক ধর্ম্মভাবের মূলে বিষম কুঠারাঘাত করে এবং মানুষকে ঘৃণিত পশুতে পরিণত করে দেয়। এই সর্ব্বনাশা মতবাদের বিরুদ্ধে প্রাচীন ভারতবর্ষে বেদান্তবিদ্‌গণ, মীমাংসকগণ ও নৈয়ায়িকগণ কতই না গ্রন্থ লিখে গেছেন। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখনকার ও এখনকার মতবাদ প্রায় একইরূপ আছে। পরলোকে বিশ্বাস, পরমাত্মার বিশ্বাস, এযে তাঁর বিশেষ দয়া ছাড়া হবার নয়। মহামায়ার দুরত্যয়া কঠিন মায়ায় সৃষ্ট জীব আবদ্ধ; তা থেকে মুক্তি পাওয়া কি সোজা? তাই ভগবান গীতায় বলেছেন—

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মমমায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে।"

অর্থাৎ, আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা অলৌকিকী মায়া অতিক্রম করা অতিশয় কষ্টকর। যাহারা আমাকেই আশ্রয় করে তাহারাই কেবল এই দুস্তর মায়া উত্তীর্ণ হয়।

ভগবৎ দয়া ভিন্ন মানুষের বুদ্ধিযোগ স্ফুরণ হয় না। এই বুদ্ধি কিরূপে স্ফুরণ হবে তাহাও তিনি প্রকাশ করে দিয়েছেন—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগ্য তং যেন মামুপয়ান্তিতে।।"

যাহারা নিত্য আমাতে যুক্ত হয়ে প্রীতিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে; আমি তাদের এই বুদ্ধি দিই যদ্দ্বারা তাহারা আমাকে আত্মরূপে উপলব্ধি করতে পারে।

তাই সর্ব্বশেষে সংক্ষেপে বলেছিলেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ!"

"অতএব শোক করিও না" এই শেষ বাক্যে শ্রীভগবান্ দয়া করে তাঁর মত প্রকাশ করলেন।

পূর্ব্বেকার অন্ধ বিশ্বাসের যুগ আর নাই। তাই ভারতীয় আর্য্য ঋষিরা দর্শন শাস্ত্রে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা করে থাকলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বসাধারণ নরনারীর মন তৃপ্তি পায় না। তারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ চায়। আধুনিক স্পিরিচুয়ালিষ্টগণ **প্রত্যক্ষভাবে** আত্মতত্ত্বের গবেষণা দ্বারা বর্ত্তমান কালে অতুলনীয় উপকার করছেন। আমাদের স্থূলদেহ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে যে জীবন শেষ হয় না, মৃত্যুই যে সব শেষ করতে পারে না, মৃত্যুর পরও যে মানুষের নিজের আকৃতিপ্রকৃতি সূক্ষ্মদেহে বর্ত্তমান থাকে, সেই দেহকেও যে প্রত্যক্ষ দেখা যায়, তাদের সঙ্গেও যে নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হতে পারে, বর্ত্তমান স্পিরিচুয়ালিষ্টগণ প্রত্যক্ষভাবে তাহা দেখাইয়া জগৎবাসীকে স্তব্ধ, বিস্মিত ও পরম আনন্দিত করলেন। তা'হলে আমার মৃত আত্মীয় এখনও ঠিক তেমনিই আছে, তার সঙ্গে আমার আবার আগের মতই দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হওয়া সম্ভব—এই বিশ্বাস প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়া মাত্রই শোক দূরীভূত হবে সন্দেহ নেই।

সুতরাং, এই আলোচনা আমাদের পক্ষে পরম মঙ্গলকর। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ জজ এডমণ্ড্স সাহেব এই বিষয়ে বড়ই চমৎকার দুটী কথা বলেছেন, যথা—"মানুষের যত দুঃখ আছে মৃত্যুর শোকই সব চাইতে গুরুতর।" আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনায় ইহার সমাধান আছে। মৃত্যুটা এই স্থূলদেহের বিনাশ মাত্র। কিন্তু মৃত্যুতে আমাদের আধ্যাত্মিক দেহের বিনাশ হয় না। আধ্যাত্মিক দেহ আমাদের এই জড়দেহেরই মত। উহা স্থূলদেহধারী আমাদের সহসা দৃষ্টিগোচর না হলেও বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নরনারী ও মিডিয়ামের দৃষ্টিগোচরে আসে। উহাদের সহিত স্বাভাবিক কথাবার্ত্তাও হয়। ইহাতে শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ের জ্বালা ও বেদনা সত্যই দূর হয়ে যায়। যাঁরা ইহা জানেন ও বিশ্বাস করেন তাঁদের এই দেহত্যাগের চিন্তা নেই। মৃত্যুর ভয় তাদের নিকট আসে না। এই জীবনে বিবিধ দুঃখের মধ্যেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরলোকের সুখের আশায় তাঁরা সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও উৎসাহিত হয়ে সৎকর্ম্মে যত্নবান হন।

আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকায় আধ্যাত্মিকতত্ত্ব সম্বন্ধে খুব বেশী আলোচনা হচ্চে এবং ইহার দ্বারা মৃত্যু ও পরলোক সম্বন্ধে বিবিধ সত্য আবিষ্কৃত হচ্চে। আমাদের দেশেও ইদানিং এই আলোচনা জোরে চলতে শুরু হয়েছে।

কিন্তু আগেই ইঙ্গিত করেছি যে, 'মরণের পর পারলৌকিক অস্তিত্বে' বিশ্বাস না থাকলেও—এই জড়দেহের বিনাশের পরও চৈতন্যশক্তির অস্তিত্বে যদি বিশ্বাস না থাকে তবে প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব বোঝা যাবে না। এই বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল। স্পিরিচুয়ালিষ্টগণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা এই বিশ্বাস দৃঢ় করে দিয়েছেন। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিতই ইহার সামঞ্জস্য আছে। স্পিরিচুয়ালিষ্টগণ মৃত্যু সম্বন্ধে দুইটি প্রধান ও সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, যথা—(১) জড়দেহ ত্যাগের পরও মানুষের আকার প্রকার ও ভাবভঙ্গী তার আধ্যাত্মিক দেহে বর্ত্তমান থাকে এবং (২) দেহত্যাগের পরও মুক্তদেহী মানুষের সহিত আমাদের কথাবার্ত্তা চলতে পারে।

মৃত্যু ও পরলোক সম্বন্ধে অনেক সুশিক্ষিত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত অনেক বই লিখেছেন। তাহাতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, আমাদের স্থূল জ্ঞানের অগোচরে সূক্ষ্মজগতের কার্য্যপ্রণালীও বিধিবদ্ধভাবে চলছে। ইহাদের আবিষ্কৃত প্রণালী অবলম্বন করলে ঐ সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখা যায়, তাদের সঙ্গে ইচ্ছানুযায়ী কথাবার্ত্তা চলে। সূক্ষ্ম জগতের কার্য্যাবলী ও নিয়মসমূহ ঋষি প্রণীত শাস্ত্রাদিতে জানা যায় বটে, কিন্তু স্পিরিচুয়ালিষ্ট পণ্ডিতগণ তাহা নিত্য দেখছেন ও দেখাচ্ছেন। সাংখ্যদর্শন বলেন, "আমাদের ভূতাত্মা ও সূক্ষ্মাত্মা, ভূত ও সূক্ষ্ম দুই, এই দেহে বাস করেন।" ইহার উপরে "কারণ দেহ"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামে আরও অতি সূক্ষ্মতম একপ্রকার দেহের উল্লেখও তথায় পাওয়া যায়। সাংখ্যদর্শন যাকে "সূক্ষ্মদেহ" বলেছেন, থিওজফিষ্টগণ উহাকে ইথারিক (etheric body) দেহ বলেন। এই সূক্ষ্মদেহের ক্রিয়া-শক্তি অলৌকিক ও অদ্ভুত। আমাদের স্থূলদেহে যে সকল যন্ত্র আছে, এই সূক্ষ্মদেহেও সেই সকল যন্ত্র আছে, তবে তাদের ক্ষমতা আরও বেশী। তারা স্থূল আচরণের বাধা অতিক্রম করেও কাজ করতে পারে। এই স্থূল চোখ দুটো বন্ধ করে দিলেও, সূক্ষ্মদেহের চক্ষু দর্শনের কাজ করে। এই স্থূল কান দুটো বন্ধ করে দিলেও, সূক্ষ্মদেহের কর্ণ শ্রবণকার্য্য করতে পারে। এই সূক্ষ্মদেহ অস্থি মেদ মাংস ইত্যাদিতে গঠিত নয়। উহা দেখিতে ঠিক এই স্থূলদেহের মত হলেও উহা সূক্ষ্ম পদার্থ বিশেষে নির্ম্মিত। এই দেহধারী পরলোকগত ব্যক্তিগণ যখন এই জগতের নরনারীর সামনে উদয় হয় তখন তাহাদের আকার দেখিয়া পূর্ব্বজন্মের সেই ব্যক্তি বলে অনায়াসেই চেনা যায়। মহাভারতে দেখা যায়, শত পুত্রের মৃত্যুশোকে কাতরা গান্ধারী যখন উন্মাদিনী হয়ে পড়লেন তখন ব্যাসদেব তাঁর কাছে এই সূক্ষ্মদেহধারী তাঁর শত মৃতপুত্রকে এনে-ছিলেন। তাদের দেখে গান্ধারী ঠিকমত চিনতে পারেন এবং তাঁরাও তাঁদের দুঃখহীন আনন্দময় অবস্থার কথা জানিয়ে শোকসন্তপ্তা মাতাকে শান্ত করেন। তারা আছে, তারা আসে, তারা আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়।

যোগ ও সাধনার দ্বারা এই প্রাকৃত দেহেই সূক্ষ্মদেহের শক্তিলাভ করা যায়। তখন তিনি এই স্থূল চোখ দুটো বন্ধ করে ত্রিজগতের দৃশ্য দেখতে পান। ভারতীয় যোগিগণ সাধনার দ্বারা এই মত অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন। অষ্টসিদ্ধি বলতে দেহের অনিমা (অতি ক্ষুদ্র হয়ে যাওয়া), মহিমা (অতি বৃহৎ হওয়া), লঘিমা (লঘু হওয়া), প্রাপ্তি, প্রাকাম্য (দুস্প্রাপ্য বস্তুও ভোগ বা দর্শন ক্ষমতা), ঈশিতা (শক্তি প্রেরণ সামর্থ্য),

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বশিতা (কাম্য প্রাপ্তি) বোঝায়। আরও অনেক প্রকার সিদ্ধি আছে, যথা—ক্ষুৎপিপাসারাহিত্য, দূরদর্শন, দূরশ্রবণ, মনের ন্যায় যথেচ্ছাগমন, পরকায় প্রবেশ, স্বচ্ছন্দ মৃত্যু, ত্রিকালজ্ঞত্ব, পরচিত্তজ্ঞতা ইত্যাদি। বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, রামকৃষ্ণদেব, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রাধারমণ চরণদাস বাবাজী, পাগল হরনাথ, কাঠিয়া বাবা, ত্রৈলঙ্গ স্বামী ইত্যাদি মহাপুরুষদের জীবনী পাঠে জানা যায় এই সকল কত সত্য। ইহার অনেক ব্যাপারই আজকাল পরলোক-প্রাপ্তিসিদ্ধ ব্যক্তিগণ মিডিয়ামের সাহায্যে জনসাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করেন।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থিওজফিষ্টগণ কি বলেন ?

মৃত্যু সম্বন্ধে থিওজফিষ্টগণ কি বলেন ? মৃত্যু হলে আত্মা দেহ ছেড়ে চলে যায়, ইহাত বহুবার বলা হয়েছে ; কিন্তু ঐ সম্বন্ধে পৃথক্ কিছু বলবার আছে। 'মানুষের আত্মা আছে'—ঠিক এইভাবে অধ্যাত্ম-বিদ্‌গণ (থিওজফিষ্টগণ) উহা বলেন না। ইহারা বলেন যে, 'মানুষই হচ্চে আত্মা' এবং 'দেহ'টা হচ্চে তার বাহিরের একটা আবরণ, যেটা রুগ্ন বা জীর্ণ হলেই তিনি ত্যাগ করেন। এটা অন্ধবিশ্বাসের কথা নয়, পরন্তু প্রত্যক্ষ করা সত্য। সাপের যেমন খোলস, আমাদেরও তেমনি এই দেহ।

'মানুষ' সম্বন্ধে আমরা যতটা দেখি বা জানি, তার চাইতেও কিন্তু অনেক বেশী তার সম্বন্ধে অজানা থেকে যায়। সেই অজানা ব্যাপার-গুলি সম্বন্ধে জানতে হলে আমাদের জ্ঞানকে আরও উচ্চস্তরে তুলতে হবে ; তবেই 'মানুষ' সম্বন্ধে সব কিছু জানা যাবে।

বিজ্ঞান এখন প্রমাণ করে দিয়েছে যে, আমরা যতটুকু দেখতে পাই, বা স্পর্শ করি—তা-ছাড়াও অনেক জড়বস্তু এই পৃথিবীতে আছে। 'ইথার' সাহায্যেই আমরা সর্ব্ব বস্তুর দর্শন পাই। কিন্তু আরও এমন বস্তু আছে যা আবার এই 'ইথার'কেই নানাভাবে প্রভাবিত করে। স্থূলদেহ দ্বারা ঐ সূক্ষ্ম জিনিসের দর্শন অসম্ভব হলেও যেমনভাবে vibration দ্বারা আমরা বস্তুজগতের দর্শন স্পর্শন ও জ্ঞানলাভ করি, ঠিক তেমনিভাবেই ঐ সব সূক্ষ্মতম জিনিসেরও জ্ঞান পেতে পারি। আমাদের স্থূল শরীর যেমন জগতের অন্যান্য স্থূল বিষয়ের নিকট হতে vibration বা তরঙ্গ লাভ করে, সেই সেই বিষয়ের বিদ্যমানতা সম্বন্ধে জ্ঞান পায়, তেমনি আমাদের মধ্যেকার সূক্ষ্মশরীর বাহ্যিক ঐ সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের নিকট হতে vibration বা তরঙ্গ লাভ ক'রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সকল বস্তুর সহিত পরিচিত হয়। মানুষের মধ্যে এই সকল সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম জিনিস আছে। সাধনার দ্বারা যোগ্যতা অর্জ্জন করলে প্রত্যেকটীর সহিতই পরিচিত হতে পারা যায়। কেমন করে আমাদের মধ্যস্থ সূক্ষ্ম পদার্থগুলির ব্যবহার করতে পারা যায় এবং কেমন করে সেই সকলের দর্শন লাভ সম্ভব হয় তাই শিক্ষা করার নাম সাধনা ও যোগ। ইহারই নাম clairvoyance বা দিব্যদর্শন। সাধারণ লোক জানে না যে, তার চারদিকের জগতের কতটুকু মাত্র তার বোধগম্য হয়েছে। অবশ্য বিজ্ঞানবলে নিত্য নূতন নূতন জ্ঞানলাভ হচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তথাপি আমাদের জ্ঞান অতি নগণ্য। কি করে যে আমরা সব জিনিসের জ্ঞানলাভ করি তা বুঝিয়ে বল্লেই অনেকটা পরিষ্কার হবে। বাতাসের undulation বা তরঙ্গ আমাদের কানে শব্দ হয়ে আসে, তাই আমরা কথাবার্ত্তা ইত্যাদি সব শুনতে পাই। ইথারের oscillation অর্থাৎ দোলন আমাদের চোখে আলো দেয় এবং তাই উহা দ্বারা আমরা সব দেখতে পাই। বাইরের বস্তু সকল এইভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে ধরা দেয়। তা'হলে বেশ বোঝা যায় যে দৃশ্যমান জগতের মধ্যে আরও যে অদৃশ্য ও সূক্ষ্মতর জিনিস সকল আছে তার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হলে, বা তাদের দেখতে শুনতে হলে আমাদের মধ্যেকার সূক্ষ্মতর ইন্দ্রিয়াদির উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। ইহা নূতন কথা নয়; St. Paul ঠিক এইমত কথাই বলেছেন এবং ভারতবর্ষীয় যোগীরাও নিজেদের জীবনের মধ্যে ইহারই সত্যাসত্য প্রত্যক্ষ করিয়ে দিচ্চেন। এইভাবে প্রত্যক্ষরূপে বস্তুজগতের সাতটা পৃথক শ্রেণী ধরা গেছে; তাহাদের আমরা এক একটী স্তর নামে অভিহিত করি। তাহারাও এক একটী জগৎ। কিন্তু এই জগৎ ছেড়ে পৃথক্ কোনও স্থানে তাহারা অবস্থিত নয়।

মানুষের মধ্যে ভগবান্ তিন রকম জিনিস দিয়ে তাকে ঠিক নিজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিগুণাত্মিকা স্বভাবের অনুকরণে সৃষ্টি করেছেন। খুব উচ্চস্তরের জিনিসটার নাম স্পিরিট (spirit); তারই নীচের স্তরের জিনিসটার নাম intuition এবং শেষেরটির নাম intelligence বা মনোবুদ্ধি। এই তিনটার একত্র সম্মিলনে যাহা হয় তার নাম ego বা অহং; এই egoকেই soul বা 'আত্মা' বলা যায়। ইহা অবিকৃত। ইহার পরিবর্ত্তন নাই এবং সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত যেদিন মহামিলন হয়ে যাবে তার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঠিক একইরূপে থাকে। জন্ম বা মৃত্যুর দ্বারা ইহার কোন হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। সাধারণতঃ আমরা যাকে জীবন বলি তাহা আমাদের সম্পূর্ণ জীবনের মধ্যে একটা দিন মাত্র। যে দেহটা আমরা দেখছি, যেটা জন্মগ্রহণ করে ও মরে, সেটা আমাদের পোষাকমাত্র; জীবনযাত্রার সঙ্গে তাহা পরিধান ও পরিবর্ত্তন করা হয়। এই দেহটি ছাড়াও আমাদের অন্যান্য দেহ আছে।

জন্মের পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম আমাদের ধারণ করতে হয় মনোদেহ। ইহা দ্বারা তাহার চিন্তা সকল স্থিরীকৃত হয়। তারপর আরও জড়ময় আবরণ গ্রহণ করি; ইহাকে astral বা ভৌতিক, বায়বীয়, বা সূক্ষ্মদেহ বলে। এই দেহ দ্বারা আমাদের মানসিক ভাবধারা (passions, emotions) পূর্ণত্ব পায়। তার পরেই আমরা শিশুর আকারে জড়দেহ ধারণ ক'রে ধরাধামে জন্মগ্রহণ করি।

জন্মের সময় যেমন পর পর তিনটী মূর্ত্তি গ্রহণ করা হয়, মৃত্যুতেও তেমনি সেই তিনটী দেহকে পর পর ত্যাগ করি; কিন্তু ইহা ঠিক বিপরীতভাবে ত্যাগ করা হয়। জড়দেহটা আমরা সর্ব্বশেষ ধারণ করে জন্ম নিই; কিন্তু মৃত্যুতে আমরা এই জড়দেহটাকেই সর্ব্বপ্রথম ত্যাগ করি। ইহাতে অহং বা ego, বা পূর্ব্বকথিত 'আত্মার' কিছুই হয় না। আমরা যেমন শোবার আগে গায়ের ওভারকোটটা খুলে ফেলি, আত্মাও তেমনি তার গায়ের ওভারকোটরূপ দেহটাকে খুলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফেলেন মাত্র। কিন্তু জড়দেহটা ছেড়ে দিলেও আত্মা ভৌতিক দেহটা নিয়ে থাকেন এবং যতদিন ঐ দেহের সঙ্গে যুক্ত মানসিক বৃত্তিগুলির ও কামনা বাসনাগুলির তৃপ্তি ও ক্ষয় না হয়, ততদিন ঐ দেহটাকে বয়ে বেড়াতেই হবে। যখন পৃথিবীতে থাকাকালীন কামনা বাসনার শেষ রশ্মিটুকুও ঐ ভৌতিক দেহে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়, তখন ঐ ভৌতিক দেহ ত্যাগ হয়; ইহাকেই বলা হয় দ্বিতীয় মৃত্যু। কিন্তু তখনও তার সঙ্গে 'মনোদেহ' যুক্ত থাকে। আত্মার দৈহিক ও ভৌতিক জীবনের যতকিছু চিন্তা—যতদিন না সম্পূর্ণ লোপ হয়ে যায় ততদিন 'মনোদেহ' ছাড়া যায় না। ঐ ঐ চিন্তা ক্ষয় হবামাত্রই মনোদেহ ত্যাগ হয়ে যায় এবং তখন আবার দেহমুক্ত আত্মারূপেই তিনি প্রতিভাত হন।

তা'হলে দেখা যাচ্চে, সাধারণে যাকে মৃত্যু বলছে—মৃত্যু তেমন নয়। ইহা একটা অবস্থান্তর মাত্র। আমি আগেই বলেছি—আত্মা মনোময়, ভৌতিক ও জড়দেহ, পর পর ধারণ করে। প্রতি রাত্রেই যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে—তখন সে সাময়িকভাবে জড়দেহ হতে নিজেকে খসিয়ে নিয়ে ভৌতিকদেহ অবলম্বন করে। জড়দেহটা তখন বিছানায় পড়ে থাকে। ভৌতিক দেহ নিয়ে তখন সেই মানুষ ভৌতিক জগতে বিরাজ করে এবং তথায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করে। সেখানে সে নানা দৃশ্য দেখে, বহু মৃত পরিচিতের সঙ্গে দেখা হয়। ইহার কিছু কিছু কখনও নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নরূপে তার মনে থাকে। সে যখন ঐ দেহে ফিরে আসে—তখন তার নিদ্রাভঙ্গ হয়, অর্থাৎ স্বাধীন ও উচ্চস্তর হতে সে নিম্নে অবতরণ করে। পূর্ব্বদৃষ্ট দৃশ্যাবলী, বা কথোপকথন পর্য্যন্ত তার এখন আর মনে রাখবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু সাধনার দ্বারা ঐ জ্ঞানটাকে বরাবর বজায় রাখা সম্ভব হয়। তাই যাঁরা ঐ ক্ষমতা লাভ করেছেন সেই সব যোগী সজ্ঞানে ভৌতিক জগতে বিচরণ করেন এবং পরে জড়দেহে আসিলেও সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কারভাবে স্মরণ করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলতে পারেন। তাঁদের সাধনা ও কৃপাতেই আজ ভৌতিক জগতের বিস্ময়কর ও অজ্ঞাত জিনিস স্পষ্টরূপে জানা গেছে। গল্প বা গুজবরূপে নহে, পরন্তু চোখে দেখা সাক্ষীর প্রত্যক্ষ প্রমাণের ন্যায় ঐ সব অজানা রহস্যের স্বরূপ ধরা পড়েছে। এই ভৌতিক রাজ্যে যখন এই সব যোগী, বা থিওজফিষ্ট নিদ্রাকালে গমন করেন, তখন তথায় ইঁহারা মৃত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ পান। তাঁরাও ভৌতিক দেহ অবলম্বন করে তথায় থাকেন। তৎকালে উভয়ের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ, কথোপকথন, মেলামেশা, হাসিখুসি সবই হয়। তারপরে নিদ্রান্তে জড়দেহে ফিরে এসে সবই তাঁরা স্মরণ করে বলতে পারেন।

মৃত্যু হলে মানুষ তার জড়দেহটা ছেড়ে দেয় বটে, তবে তার সঙ্গে তখনও 'ইথারিক' অংশটা (জড়দেহের একটা অংশবিশেষ) জড়িত হয়ে থাকে। তাই মৃত্যু হবামাত্রই মানুষ সঙ্গে সঙ্গেই astral বা সূক্ষ্ম জগতে যেতে পারে না; কারণ, তখনও তার সঙ্গে জড়দেহের কতকটা অংশ সূক্ষ্মভাবে জড়িত থাকে। এই কারণে মৃত্যু হবামাত্রই মানুষ কতকটা অজ্ঞানভাবে থাকে। তখন সে তার দৈহিক ইন্দ্রিয়গুলিও ব্যবহার করতে পারে না এবং সূক্ষ্মদেহের ইন্দ্রিয়গুলিও ব্যবহার করতে পারে না। এই ভাবটা কেউ কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে—কেউ বা কয়েক ঘণ্টা, বা কয়েক দিনের মধ্যেই কাটিয়ে ওঠে। এই ভাবটা কাটাবার জন্যে কার কতটা সময় দরকার হয়, সে সম্বন্ধে পরে বলা যাবে।

যাঁরা পরলোকতত্ত্ব জেনেছেন, মৃত্যুকালে তাঁরা অতি স্বচ্ছন্দে দেহ হতে আত্মাকে পৃথক করে নিতে পারেন। কিন্তু যারা এসব বিষয়ের কিছু জানে না, এই জীবন ও এই জগৎ ভিন্ন যাদের আর কোন জ্ঞান নেই, তারা এই সময় খুব ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। মৃত্যুর পরই তারা ঐ প্রাণহীন দেহটাতে ফিরে আসতে, অথবা ইহজগতের সহিত যে কোনওরূপ একটুকু সম্পর্ক রাখতে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ছটফট করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকেই পারে না, কিন্তু অতি অল্পক্ষেত্রে ঐ আত্মা কতকক্ষণের জন্য সিদ্ধমনোরথ হয়। তখন সে ঘন কুয়াশার মধ্যে দৃষ্ট বস্তুর ন্যায় আবছা আবছা ইহলোকের তৎকালীন ঘটনাগুলি দেখতে পায় এবং সেই সময়টুকুর জন্য সে ঐ কুয়াশার মত এক অস্পষ্ট ও অসহায় জগতের মধ্যে বিচরণ করে। ঐ অবস্থার মধ্যেই সে তার কবর, শ্মশান, বা মৃতদেহের নিকট আকার ধরে ভূতের ন্যায় দেখা দেয়। ইহাতে কিন্তু সুখের কিছু নাই, বরং ইহাতে তার পরম দুঃখ ও শোক জন্মায়। এই বন্ধনটা না কাটালে তার মুক্তি নেই। ঐ etheric অর্থাৎ বায়বীয় বস্তুর দ্বারা কুয়াশার মত জড়িত থাকার জন্য সে তার সামনের আলোময় ও আনন্দময় astral জগৎ (জ্যোতির্লোক) দেখতে পায় না। ইহলোক ও পরলোক উভয়ের মধ্যেই তখন সে থাকে এবং ত্রিশঙ্কুর মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। কালক্রমে এবং অতি সত্বর তার ঐ কুয়াশা-দেহটা খসে যায় এবং তখন সে বহুআকাঙ্ক্ষিত astral জগতে প্রবেশ করে। ইহাকেই বৈতরণী পার হওয়া বলে। নচেৎ বৈতরণী নামে কোন নদী নেই।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, মৃত্যুর পরমুহূর্ত্তের আচ্ছন্ন ও অজ্ঞান অবস্থার পরেই আত্মা তার ভৌতিক জগতের (astral) কার্য্যাবলীর সহিত নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা পায়। এই যে ইহলোক হতে পরলোকে মহাযাত্রা করা হয় এতে আদৌ কোন কষ্ট নেই। মৃত্যুর যে সব বহুশ্রুত কাল্পনিক ভয় ও কষ্টের কথা আমাদের জানা আছে তা মিথ্যা ও সর্ব্বৈব মিথ্যা। মৃত্যুর পূর্ব্বে রোগ বা দুর্ঘটনা হেতু দৈহিক যাতনা হতে পারে; কিন্তু আসল যে মৃত্যু—তৎকালে দুঃখ কষ্ট ও যাতনা ত নেই-ই, বরং তাহা পরম শান্তি ও সুখকর। বহুপরিচিত ও অভ্যস্ত গৃহটী ছেড়ে চলে যেতে হলে যেমন একটা ভীষণ যাতনা হয় ও গৃহস্বামী গৃহত্যাগ করতে অনিচ্ছুক হয়, ঠিক তেমনি মৃত্যুকালে এই চিরপরিচিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসগৃহটীকে (দেহ) ছাড়তে হয় বলে মোহাচ্ছন্ন ও অজ্ঞান মন বিচলিত হয়। নিঃশ্বাস পাছে বন্ধ হয়ে যায়—এই ভয়ে কি তার আকুলি বিকুলি, কি তার গভীর মর্ম্মভেদী প্রচেষ্টা। কিন্তু আসল যে মানুষ, অর্থাৎ আত্মা স্বয়ং সে সময় পরম আনন্দ পায়। সে যে তার মুক্তির সময়; তার জড়দেহরূপ ভারটীকে ত্যাগ করে এবারে যে সে বায়ুর মত হাল্কা হবে, এবারে যে সে হবে স্বাধীন, তার গতি হবে বাধাবন্ধহীন। সুতরাং ইহা যে তার চির আকাঙ্ক্ষিত শুভ মুহূর্ত্ত; তাইত ঋষি কবি বলেছেন "মরণ রে! তুহুঁ মম শ্যাম সমান।" তাই ত মৃত্যুর মহাযাত্রার পূর্ব্বে, ধ্যানস্তিমিত লোচনে, অসীম শান্ত সুরে তিনি বলে উঠলেন—

"সম্মুখে শান্তি পারাবার,
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।"

মৃত্যুর পার্শ্বে যাঁরা যাঁরা থাকেন তাঁদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে এই সময় যাতে দেহত্যাগী আত্মার মহাযাত্রার পথে কোন অশান্তি ও কষ্ট না হয় তাই দেখা। আমরা জানি যে, এই সময়কার শোক ও হাহাকার ঐ মহাযাত্রার পথিককে অসীম যন্ত্রণা দেয় ও তাকে টেনে থামিয়ে রাখতে চায়। তাই এই সময় নিজেদের স্বার্থ ও শোক ভুলে গিয়ে ঐ আত্মার জন্য প্রার্থনা করতে হয়, ভগবানকে ডেকে বলতে হয় ইহার পথ মধুময় হোক। শোকাকুল আত্মীয়স্বজন, তাদের দুচোখভরা অশ্রু এবং তাদের বুকভেদী হাহাকার মৃত্যুপথযাত্রীর পক্ষে এক বিষম অন্তরায়। যে সুখময় ও যন্ত্রণাময় বন্ধন কাটিয়ে সে বিদায় নিচ্চে, আত্মীয়দের মোহ ও আকর্ষণ তাকে সেই বন্ধনের মাঝেই টেনে রাখতে চায়। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় মহর্ষি কণ্বমুনি যেমন এক হাতে চোখ মুছতে মুছতে অন্য হাতে ভগবানকে ডেকে আকুল প্রার্থনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেছিলেন যাতে তার দুর্গম যাত্রা শুভ হয়, তেমনি যেন আমরা করি। মহাযাত্রায় পথিকের সামনের পথ শান্তি ও আনন্দে ভরে যাক, অন্ধকারের কুয়াশা ভেদ করে জ্যোতির প্লাবনে তথাকার দিগ্‌বিদিক্ ভরে উঠুক, তথাকার জল স্থল অন্তরীক্ষ সব মধুময় হোক।

মৃত্যু সম্বন্ধে থিওজফিষ্টগণ (অধ্যাত্মবিদ্‌গণ) বহুবিধ অদ্ভুত গবেষণা করে বর্ত্তমানের স্থির সিদ্ধান্তগুলিকে আমাদের কাছে ধরেছেন। তাঁহারা 'আত্মা'কে ওজন করতে এবং তার প্রতিমূর্ত্তি নিতেও চেষ্টা করেছেন। এই সম্বন্ধে Messrs. Carrington and Meaderএর সুবিখ্যাত প্রামাণিক গ্রন্থ পাঠ করলেই সব জানা যাবে। মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বে আত্মা যেসময়ে দেহত্যাগ করে চলে যান, ঠিক সেই সময়ে তার ফোটো নেবার উপযুক্ত একটি বিস্ময়কর যন্ত্র প্যারিসের ডাঃ Baraduc করেছিলেন। তিনি ঐ সংক্রান্ত বহু ফোটো গ্রহণ করেছেন এবং প্রত্যেকটিই প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য। এইভাবে অদ্ভুত পরীক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকার কালে ঐ মহাপুরুষ অনেকগুলি বিস্ময়-কর আবিষ্কার করলেন। তিনি দেখলেন যে, মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মৃতদেহটার ঠিক উপরে এবং ঐ দেহটার সহিত আলোর রেখা দ্বারা যুক্তভাবে ৩টি পৃথক জ্যোতি (luminous matter) প্রকাশ পায়; এক ঘণ্টা পরে ঐ তিনটী জ্যোতি মিলে একটী হয়ে যায়, ঐ যুক্তকারী আলোর রেখাগুলি (cords) ভেঙ্গে যায় এবং আলোর globeও উড়ে চলে যায়।

দেহত্যাগকারী আত্মাকে ওজন করবার চেষ্টাও করা হয়েছে। ডাঃ Duncan Mac Dougall এই বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেছেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তার দেহটী একটা অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের উপর স্থাপন করা হয়। ডাঃ ম্যাকডুগল ঐ সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগ ও সতর্কতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করে গেছেন; তিনি বহুবিধ ক্ষেত্রে পরীক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে দেখেছেন যে, ঠিক মৃত্যুর মুহূর্ত্তে সেই দেহটীর ওজন সুনিশ্চিত-ভাবে একটু কম হয়, ইহা স্থলবিশেষে সিকি আউন্স হতে দেড় আউন্স পর্য্যন্ত।

অবিশ্বাসীর দল হয়ত এইখানে একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলবেন যে, যাকে চক্ষে দেখা যায় না তেমন সব জিনিসের ফটো তোলা অসম্ভব। কিন্তু আমি এই ক্ষেত্রে তাঁদের আমাদের দেশেরই একটা সত্য ঘটনা জানাব। এ জগতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। আমরা জানি না বলেই যে তার অস্তিত্ব অসম্ভব, ইহা শুধু মূর্খের মুখেই শোভা পায়।

কারও চিত্র আঁকতে হলে, তাকে বা তার কোনও ছবি না দেখলে চিত্রকর ছবি আঁকতে পারেন না। তেমনি কারও ফটোগ্রাফ তুলতে হলে তাকে বা তার কোন অঙ্কিত চেহারাকে ক্যামেরার সামনে বসিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু মানুষ মরে যাবার পর, তার ফটো বা অন্য কোনও প্রকার ছবি না দেখেও যে তার ছবি আঁকা সম্ভব—ইহা মার্কিন দেশীয় মিডিয়াম "ব্যাঙ্গ্স ভগিনীদ্বয়" (Bangs Sisters) প্রমাণ করে দিয়েছেন। তাঁরা এক অদ্ভুত শক্তিবলে, ফটো বা কোনওরূপ ছবির সাহায্য না নিয়ে অনেক মৃত ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি এঁকে দিয়েছেন। এই সংবাদ আমেরিকার ও ইউরোপের অনেক শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তি স্বচক্ষে দেখেছেন। ইহা ছাড়া মাদ্রাজের মিঃ সুবা রাও নামক জনৈক ভদ্রলোক স্বয়ং চিকাগোয় গিয়ে ব্যাঙ্গ্স ভগিনীদ্বয়ের নিকট হতে তাঁর স্ত্রীর ছবি আঁকিয়ে এনেছিলেন। এই সংবাদ 'ওয়েষ্ট কোষ্ট স্পেক্টেটার' নামক সংবাদপত্রে পাঠ করে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তাঁর পরলোকগত তৃতীয় পুত্র পরশকান্তির ছবি তাঁদের দ্বারা তোলাতে মনস্থ করলেন এবং ঐ জন্য আবশ্যকীয় অর্থ ও উপদেশ আমেরিকার চিকাগো সহরের জনৈক বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বেলা ১১টার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় প্রখর রৌদ্রের তেজের মধ্যে কি করে যে প্রেতাত্মার ঐ অদ্ভুত প্রতিকৃতি ক্যাম্বিসের উপর আঁকা হোল তা আমি মহাত্মা শিশির-কুমারের নিজ লেখা হতে তুলে জানাচ্ছি।

"ব্যাঙ্গ্স ভগিনী তখন ক্যাম্বিস হতে কিছু দূরে উপবেশন করলেন এবং দেওয়ালের দিকে কিছুকাল চেয়ে থাকলেন, ঠিক যেন সাধন-ভজন করছেন। তারপর তিনি বললেন যে, তিনি একটি যুবকের মূর্ত্তি দেখতে পাচ্ছেন। সেই যুবকের যেরূপ বর্ণনা তিনি দিলেন তাহা হুবহু পরশকান্তির চেহারার সঙ্গে মিলে গেল। তারপর ব্যাঙ্গ্স ভগিনী উঠে সেই ক্যাম্বিসের কাছে গেলেন এবং উহা স্পর্শ করে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা তার পার্থিব মূর্ত্তির, না পারলৌকিক মূর্ত্তির ছবি চান? ইঁহারা তার পার্থিব মূর্ত্তির ছবিই চাহিলেন।

ঐ কথা বলবার পরই দেখা গেল যে, ঐ ক্যাম্বিসের কিছু উপরে কুয়াশা বা ধুমের ন্যায় একরূপ পদার্থের আবির্ভাব হোল, কিন্তু পরক্ষণেই উহা অদৃশ্য হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্বিসের উপর একখানি মুখের ছায়াপাত হ'ল এবং ক্রমে উহার চোখ মুখ কান ও নাক ফুটে উঠল। তখন বন্ধুদ্বয়ের মনে হ'ল যেন কোনও অশরীরী আত্মা বা ছায়ামূর্ত্তি শূন্যপথে অদৃশ্যভাবে থেকে এইরূপ করে ছবি আঁকছেন।

তাঁরা মনে মনে এইরূপ আলোচনা করছেন, এমন সময় দেখলেন মুখখানি ক্যাম্বিস হতে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল; কিন্তু পরমুহূর্ত্তে আবার উহা ক্যাম্বিসের উপর ফুটে উঠল। এইরূপ কয়েক-বার মধ্যে মধ্যে অদৃশ্য হবার পর যখন ছবিটী সম্পূর্ণ হ'ল তখন দেখা গেল উহা পরশকান্তির ফটোর ঠিক অনুরূপ। পরলোক ও আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইহাও একটি চাক্ষুষ প্রমাণ এবং ইহা সত্যের চাইতেও সত্য।

ইহার চাইতেও পরম বিস্ময়কর সত্য সংবাদ আমি আপনাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi.

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানাব। শুধু ফটো নয়—বিদেহী আত্মা দেহ ধারণ ক'রে (এবং তাহা শুধু ছায়া নয়) সামনে আসেন। তাকে স্পর্শ করা যায়। তারও নাড়ী এবং হৃৎস্পন্দন অনুভব করা যায় এবং এমন কি, তিনিও এসে বৈজ্ঞানিকের পুত্রকে কোলে নিয়ে দাঁড়ান। এসব কথা পরে পরে আমি আপনাদের বলে মানুষ যে অমর তাই প্রমাণ করব।

LIBRARY
No. ....
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরলোকে স্বর্গ ও নরক আছে কি ?

পরলোকে স্বর্গ ও নরক আছে কি ? মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক কিছু আলোচনা আমরা আগেই করেছি ; এইবারে জগতের বৃহত্তম ধারণা 'স্বর্গ ও নরক' সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আমরা স্বর্গ ও নরকের কথা শুনতে পাই। যারা পাপী, মৃত্যুর পর যমদূতেরা তাহাদের জীবাত্মাকে নরকে নিয়ে যায় ; সেই নরকের মধ্যে তাহাদের ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। সেথায় শাস্তি দেবার বিভিন্ন ধরণ। যমদূতের চেহারার করাল ভীষণতা এবং নরকের অতলস্পর্শী অগ্নিময় বা কৃমিকীটবিষ্ঠাপূর্ণ গহ্বর ইত্যাদির কথা স্মরণ হলে বিশেষ সাহসী ব্যক্তিরও হৃৎকম্প উপস্থিত হবে। আর, যে এই জীবনে কোনও অন্যায় করেনি তার মৃত্যুর পর দেবদূতেরা এসে তার সূক্ষ্মদেহকে সোজা স্বর্গে নিয়ে যায় ; তথায় সে পরম সুখে থাকে। তাহাই হোল স্বর্গ। স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে এই সাধারণ জ্ঞান প্রচলিত হয়ে আসছে।

কিন্তু Seance-এ (অর্থাৎ প্রেতাত্মাকে আহ্বান করবার চক্রে) উপস্থিত সকল প্রেতাত্মাই একবাক্যে প্রকাশ করেছেন যে, প্রেতলোকে নরকের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ মিথ্যা ও নিছক কল্পনা। মৃত্যুর পর কোনও আত্মাকেই নরক নামক কোন স্থানে লইয়া যাওয়া হয় না। পরলোকে নরক বলে কোন বিশেষ স্থান নেই। নরকের যে সব কাহিনী প্রচলিত আছে সে সব মিথ্যা। পরলোকে অবশ্য 'নরক-যন্ত্রণা' আছে। যারা পাপী, নানান অন্যায় কাজ ক'রে যাদের আত্মা কলুষিত হয়েছে, তাদের মনে ঐ সব কাজের চিন্তা সর্ব্বদা উপস্থিত থেকে তাদের সত্যই এক অব্যক্ত যন্ত্রণা দেয়। যেখানে তারা কোনও গুরুতর পাপ কাজের অনুষ্ঠান করেছে, সেই সেই স্থানে তারা সর্ব্বদা ঘুরে ফিরে বেড়ায় এবং প্রায়ই ঐ সব দুষ্কার্য্যের পুনরভিনয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখে। যে খুন করেছে সে দেখে যে, সে যেন পুনরায় ঠিক তেমনি মানুষ খুন করছে। মরজগতে মানুষ একাধিক কামনা বাসনার দাস হয়; এই সকল কুঅভ্যাস আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পরলোকে যায় ও তথায় তজ্জন্য ভীষণ যাতনা ভোগ করে। পরলোকে আমাদের জড়দেহ না থাকায় ঐ সকল নেশা বা বাসনার তৃপ্তিসাধন করা যায় না। ঐ অতৃপ্ত বাসনাই হচ্চে তথাকার সকল যাতনার মূল। অবশ্য ঐ সকল অতৃপ্ত কামনা ওপারে শীঘ্রই ক্ষয় পায়।

যাঁরা সৎপ্রকৃতিসম্পন্ন, ইহজীবনে যাঁরা নিজেদের কামনাকে জয় করেছেন, কুপ্রবৃত্তিকে যাঁরা দমন করেছেন, তাঁরা মৃত্যুর পরই জ্ঞান-লাভের সঙ্গে একেবারে সোজাসুজি স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করেন। এই স্বর্গরাজ্য Astral জগৎ অপেক্ষা আরও আনন্দময়। কামনা বাসনা-হীন আত্মার Astral জগতে থাকবার দরকার হয় না।

কিন্তু এ জগতের বেশীর ভাগ লোকই প্রায় কামনা ও বাসনার দাস। মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত তার মনে অনেক ইচ্ছা, অনেক সাধ, অনেক আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করে। তাই মরণের পর তার আত্মা ঐ সকল ইচ্ছাজড়িত দেহ নিয়ে Astral জগতে যায়। যতদিন ঐ সকল ইচ্ছা তার কাছ থেকে না চলে যায়, ততদিন আত্মা ঐখানে বাস করে। কালক্রমে ঐ সকল ক্রমশঃ ক্ষয় হয় এবং তখন যথাসময়ে তিনি উচ্চতর লোকে চলে যান। মুক্তজীব ছাড়া মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সকল প্রেতাত্মাকেই ঐ প্রেতলোকে যেতে হয়। ইন্দ্রিয় পরি-তৃপ্তি বাসনার সামান্যমাত্র প্রভাব বর্ত্তমান থাকতে তার উচ্চস্তরে যাওয়া অসম্ভব। তাই 'নরক' না বলে বরং ইহাকে শোধনাগার (Purgatory) বল্লেই ঠিক বলা হবে। যাদের মনের গ্লানি প্রেত-লোকে থাকবার কালে দূর হয় না, তারা নির্দ্দিষ্টকাল প্রেতলোকে থাকবার পর পুনরায় জড়জগতে ফিরে আসে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নরকযন্ত্রণার কথা বলতে গেলে উদাহরণ স্বরূপ ইহলোকের মাতালদের কথাই ধরা যাক্। মদ খাবার অভ্যাস ও নেশা যাদের আছে তারাই জানে যে, মদ পাবার জন্য তারা জগতের সবচাইতে হীনতম কাজ করতেও পশ্চাৎপদ হয় না। এই নেশাতে কত লোক পাগল হয়ে যায়। সবচাইতে প্রিয়তম স্ত্রী বা পুত্রকে দিনের পর দিন অনাহারে মৃতপ্রায় রেখেও, মাতাল তার মদের খরচ জোগায়। তারপর একদিন তার মরণের ডাক আসে। কিন্তু মৃত্যুতে তার পরিবর্ত্তন হয় না। তার অভ্যাস, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিগুলি তার সঙ্গে সঙ্গেই চলে এবং তাদের প্রভাব বরং আরও প্রবল হয়। পরলোকে তার জড়দেহ থাকে না, সুতরাং ঐ বাসনাও তার মেটান হয় না; অগত্যা অতৃপ্ত বাসনার আগুনে সে তিল তিল করে পুড়ে ছাই হতে থাকে।

কিন্তু তথাপি ইহা নরক নহে। আপনি ইহাকে 'শোধনাগার' বলতে পারেন কারণ অনুতাপের অনলে পুড়ে এইখানেই হবে তার স্বর্গপ্রাপ্তি। অতৃপ্ত বাসনার যন্ত্রণা যতই হোক না কেন, একদিন ইহা ক্ষয়প্রাপ্ত হবেই এবং তখন সেই আত্মা স্বর্গরাজ্যে যাবে।

ইচ্ছাগুলি ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু তার চরিত্রের একইভাবের দুর্ব্বলতা থেকেই যায় এবং পরে হয়ত পুনরায় সে ইহাদের দাস হতে পারে। পরজন্মে এই সকল ইচ্ছাপূরণ উপযোগী Astral-দেহ ধারণ করে সে জন্ম নেবে এবং পুনরায় সেই গত-জীবনের মত কার্য্যকলাপও সে হয়ত প্রকাশ করবে। কিন্তু এই বিষয়ে কোনও নিশ্চয়তা বা বাধ্য-বাধকতা থাকে না। তাই যদি সুকৃতি বশে সে সৎ মাতা পিতার গর্ভে ও ঔরসে স্থান পায়, তাহলে বাল্যকাল থেকে তাঁদের শিক্ষা দীক্ষায় সে তার ঐমত প্রকৃতিকে বশ করতে সক্ষম হবে এবং ফলে তার প্রকৃতি-টাই যাবে সম্পূর্ণ বদলে। তখন কুপ্রবৃত্তির ফলাফল চাক্ষুস দেখে ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝে সে পরম জ্ঞানী হয়ে যাবে ; ঐ সকল আর তাকে আকর্ষণ করতে পারবে না এবং তাই তখন আর প্রবৃত্তিগুলিকে বশ করতে তাকে বেগ পেতে হবে না। পরলোকে গিয়ে অতৃপ্ত কামনার জন্য আত্মা যে যাতনা ভোগ করেন ইহা তাই একরূপ তার পক্ষে মঙ্গল স্বরূপ ; কারণ, ঐখানের ঐমত যাতনা ভোগ করা ছাড়া তার পক্ষে দেবত্বে উঠবার ত আর কোনও দ্বিতীয় পথ নেই।

এইখানে একটা প্রশ্ন আছে ; ইহলোকের কি কি ধরণের লোক পরলোকে কি কি প্রকার অবস্থা লাভ করে ? বহু বহু চক্রে, ভিন্ন ভিন্ন প্রেতাত্মাকে এই একই প্রশ্ন বহুবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এবং সর্ব্বত্রই সকলে একইরূপ উত্তর দিয়েছেন। এই পৃথিবীতে মানুষদের মধ্যে এমন শ্রেণী আছে, যারা ঠিক পশুপক্ষীর মত আহার ও সন্তান উৎপাদন ভিন্ন আর কিছুই জানে না। কতকটা সমাজবদ্ধভাবে বাস করলেও তারা অতি হীনমতি ও অসভ্য। তারা পারে না এমন কাজ নেই। তারা বুড়ো বাবা মাকে কেটে তাদের মাংসে নিজ ক্ষুধার নিবৃত্তি করে। নিজ মাতা ও কন্যার গর্ভে সন্তানোৎপাদন করে। এক কথায় বলতে গেলে তাদের পশু ভিন্ন আর কিছুই বলা চলে না। এই ধরণের মানুষ মৃত্যুর পর ওপারে গিয়া যখন দেখে যে, এপারের তাদের স্বভাবসিদ্ধ রীতিনীতি ও জীবনযাত্রার সঙ্গে ওখানের কিছুই মিল নেই —এমন কি, সে সকল ওখানে অচল, তখন তারা এই ইহলোককেই আঁকড়াইয়া থাকিবার চেষ্টা করে। যখন সে চেষ্টা তাদের বিফল হয়, তখন তারা ইহলোকে ফিরে আসবার জন্য উন্মাদের ন্যায় আপ্রাণ প্রয়াস পায়। তারা তখনও বুঝতেই পারে না যে, তাদের মৃত্যু হয়েছে। তাই তারা যেন ইহলোকেই জীবিত আছে এইরূপ ভাবে সেইমত কাজ করতে চেষ্টা করে। যখন তাহাও অসম্ভব বলে বোঝে তখন সে ব্যাকুলভাবে চারদিকে ঘুরে বেড়ায় এবং সুবিধা ও সুযোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মত এপারের কোনও জড়দেহকে ভর করে। আমরা ইহাকেই বলি ভুতে পাওয়া।

কিন্তু অধিকাংশ লোকই হচ্ছে ভাল মন্দে জড়ান। তারা সরল গোবেচারা ভাল মানুষ। মন্দ কাজ প্রায় করে না, তবে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য করবার দরকার হলে পেছপাও হয় না। মৃত্যু বা পরলোক সম্বন্ধে তারা কখনও কোনও জ্ঞান বা শিক্ষা পায় না এবং ঐ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যে দরকার তাও মনে করে না। ইহাদের মধ্যে অনেকে হয়ত প্রত্যহ গীতা, মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদি পাঠ করে। সকাল সন্ধ্যা আহ্নিক ও সন্ধ্যা করে এবং মনে করে যে, এইভাবে চললেই বুঝি মৃত্যুর পর তারা সোজাসুজি স্বর্গে চলে যাবে। তাদের ধারণা যে, নিত্য নিয়মিত পূজা পাঠ, স্তোত্র পাঠ ইত্যাদির দ্বারা বুঝি স্বর্গলাভ হয়। কিন্তু ইহা ভুল। তাই ঐ সব লোক মৃত্যুর পর পর-লোকে গিয়ে যখন দেখে যে, তাদের ধারণামত কিছুই তথায় হয় না, তখন স্বভাবতঃই তারা দিশেহারা ও ব্যাকুল হয়ে যায়। কিন্তু ঐ অবস্থায় তথায় উপদেশ ও শিক্ষা দেবার জন্যে অনেক মুক্তাত্মা নিযুক্ত আছেন। তাঁরা ঐ সকল ব্যাকুল ও বিভ্রান্ত আত্মাকে ঠিকপথ চিনতে সাহায্য করেন। আবার অনেকে হয়ত ঐ সকল উপদেষ্টার কথা গ্রাহ্য করেন না; তারা অনেকদিন পর্য্যন্ত মরলোক ও প্রেতলোকের মধ্যে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। ইহাদের মধ্যে অনেকে এইরূপ লক্ষ্যহীন-ভাবে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে প্রকৃত পথের সন্ধান পায় এবং আবার অনেকে ঐভাবে অনির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরতে ঘুরতে পুনরায় মরজগতে এসে জন্ম নেয়। পূজা পাঠ করা না-করার উপর পরলোকের কিছু আসে যায় না। মনটাই হোল প্রধান জিনিস। যদি জীবনে একদিনও পূজা বা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করা না হয়—এমন কি, যদি দেবদেবীকেও মানা না যায় তথাপি যদি কাম ক্রোধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে সাধারণভাবেও বশ করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর পর পরলোকে কোনও কষ্ট পেতে হবে না; প্রেতলোকে কিছুদিন থাকবার পর স্বর্গেও যাওয়া ঘটবে। নিত্য পূজা-র্চ্চনা ইত্যাদি করা সত্ত্বেও যদি কেহ ইন্দ্রিয় ও বাসনার দাস হয়, তা'হলে পরলোকে যন্ত্রণাভোগ অনিবার্য্য। **ইন্দ্রিয় ও বাসনা দমন ভিন্ন স্বর্গগমনের আর কোনও পথ নেই।**

দুই শ্রেণীর লোকের কথা বলা হোল। কিন্তু আর এক শ্রেণী আছেন যাঁদের 'মুক্তজীব' বলা হয়। ইঁহারা ইন্দ্রিয় দমন ক'রে সকল প্রকার বাসনা ও রিপুর হাত থেকে মুক্তি পান। ইঁহারা মৃত্যুর পর সঙ্গে সঙ্গেই প্রেতলোক অতিক্রম করে উচ্চতর লোকে গমন করেন। রামকৃষ্ণ দেব, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষরা এই শ্রেণীর মধ্যে পড়েন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত্যুর পর জীবন—তার প্রমাণ

মৃত্যুর পরেও যে জীবন থাকে—তার প্রমাণ কি? মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা ও ভুল ধারণা আমাদিগকে নানাভাবে ভ্রান্ত করে রেখেছে। 'সে দেশ থেকে কেউ আসে না ফিরে' এবং 'যে যাবে সে একেবারেই যাবে' এই ধারণাই আমাদের অধিকাংশের মধ্যে বদ্ধমূল। কিন্তু পুনর্জ্জন্মবাদ সম্বন্ধে ধীর মস্তিষ্কে একটু আলোচনা করলেই সব বিপরীত হয়ে যাবে। যদি আমরা এই সঠিক কথাটা মনে রাখি যে, আরও আগে আমরা বহুবার মরেছি, এটা আমাদের কাছে নূতন যাত্রা নয়, বহুবার আমরা ঐ মহাযাত্রায় যোগ দিয়েছি এবং 'কতবার এসেছি, কত ভালবেসেছি'—তাহলে মৃত্যুর পরও যে আমাদের সত্তা বর্ত্তমান থাকে তা বেশ বোঝা যায়। সেখানের সকলকেই ফিরে আসতে হবে, দুদিন আগে আর দুদিন পরে। তাঁদের মধ্যে অবশ্য উন্নত আত্মা আছেন, যাঁরা সাতশত হতে বারশত বছরের পর আসেন; কিন্তু অধিকাংশই প্রায়ই নানাবিধ কারণে এখানে আসেন। তাদের আমরা ইংরাজীতে বলি Apparitions বা ভৌতিক ব্যাপার।

কিন্তু এই **ভৌতিক পরিচয়** প্রাপ্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বে বড়ই অদ্ভুত ধারণা ছিল। যদিও ভৌতিক দৃশ্যাবলী পূর্ব্বে এখনকার চাইতে বেশী দেখা যেত, তবুও যিনি তা দেখতেন তিনি সযত্নে তাহা গোপন রাখতে চেষ্টা পেতেন; অন্যথায় তাকে হয়ত জনসমাজে লাঞ্ছিত, অপমানিত, বা উন্মত্ত নামে অভিহিত হতে হোত। এখন আর ঐমত ধারণা নেই। এই সকল ব্যাপারে ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলে এখন নিজের মূর্খতা প্রকাশ করা হবে মাত্র। আজকাল জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্, শ্রেষ্ঠ মনোবৈজ্ঞানিক, শ্রেষ্ঠ সাধক সকলেই প্রেততত্ত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বন্ধে বিশিষ্ট গবেষণা ও সত্য সিদ্ধান্ত করেছেন এবং ঐ সকল গবেষণা অধুনা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্যসিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হয়েছে। সুতরাং এখন আর উহাকে গোঁড়ামি, অজ্ঞতা ইত্যাদি বলা চলবে না।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই ব্যাপার নিত্য ঘটছে। প্রতিনিয়ত তার সত্য বর্ণনা সকলেই পাচ্চে। তাঁরা যেখান থেকে আসেন সেখানকার ব্যাপার অল্প হলেও নির্ভুলভাবে আমাদের দিচ্চেন। ঐ সব নানা-বিধ ঘটনার বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা তথাকার অনেক বিষয় জানতে পারি। ঐ সব ব্যাপার প্রত্যক্ষ জানলে, যে কোনও বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি মৃত্যুর পরও জীবনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এক বিন্দুও সন্দেহ পোষণ করবেন না।

Mr. W. T. Steadএর প্রণীত 'Real Ghost Stories' নামক বহির উপক্রমণিকায় এই কথা বলা আছে যে, 'সাধারণের মাঝে এমনি একটা ধারণা বর্ত্তমান আছে যে, ভূত বলে কোন জিনিস নেই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক, কবি, দার্শনিক প্রভৃতি যিনিই এই সম্বন্ধে পরীক্ষা করেছেন তিনিই বলেছেন যে, ইহা সত্য—সত্যই ভূত আছে। ভূত সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব সম্বন্ধে, অনেক মত থাকতে পারে; কিন্তু ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কারও কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না। যদি কেউ ভূত সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ পোষণ করেন, তবে তিনি নিজে যেন ঐ সম্বন্ধে অনুশীলনে রত হন। ছয় মাস, বোধ হয় ছয় সপ্তাহ, এমন কি ছয় দিনের মধ্যেই ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস করতে তাকে বাধ্য হতেই হবে'।

কিন্তু আর এক রকম উপায়ে অনেক ব্যক্তি তথায় গিয়ে ফিরে আসেন। ইহাকেই বলে স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম্ বা প্রেততত্ত্ব। ইহার মধ্যে জাল জুয়াচ্চুরি মিথ্যা হয়ত অনেক স্থানে থাকে, কিন্তু অনেক স্থলে (এবং বিশেষতঃ সাধুপ্রকৃতির বৈজ্ঞানিকদের কাছে) ইহা খাঁটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য। দূরদর্শন (clairvoyance) সম্বন্ধে খুব উচ্চ শক্তি ও সাধনা না থাকলে অনেক স্থলে ভুলভ্রান্তি হতে পারে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ইহা সত্যের অপরূপ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। এই Spiritualism বা প্রেততত্ত্বের সাহায্যেও আমরা নিখুঁতভাবে জানতে পারি যে, মৃত্যুর পরও আমাদের জীবন থাকে। শুধু তাই নয়, তথাকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবন-বৃত্তান্তও আমরা চাক্ষুষ পেতে পারি।

প্রেততত্ত্ব দ্বারা যে সব পারলৌকিক বৃত্তান্ত জানা যায়, তার বিরুদ্ধে একটা কথা এই শোনা যায় যে, ঐ সকল বৃত্তান্ত সর্ব্বত্র ঠিক একইরূপে প্রকাশিত হয় না; বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আত্মা বিভিন্ন রকম কথা বলেন। রেভাঃ লেডবিটার সাহেব এই সূত্রে বলেছেন যে, "হাঁ, উহা সত্য। নানা আত্মা নানা স্থানে হয়ত বিপরীত কথা প্রকাশ করেন। উহাদের সবগুলিই যে সত্য তা আমি বলি না। উহাদের সবগুলিই যে প্রমাণিত বলে গ্রহণ করা উচিত, তাহাও ঠিক নহে।" কিন্তু তাদের বর্ণনার মধ্যে যে পার্থক্য বা বিভিন্নতা থাকে তার কারণ আছে। একটা ঘটনা সম্বন্ধে চোখে দেখা লোকের সাক্ষ্য গ্রহণকালেও আমরা অনেক পার্থক্য দেখি; সত্য ঘটনা চোখে দেখেও বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নরূপে তাহা অনেক স্থলে প্রকাশ করেন কেন? উহার মূলে থাকে দর্শকের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বর্ণনার ক্ষমতা প্রভৃতির বিভিন্নতা। ঠিক তেমনি বিভিন্ন প্রেত ঠিক একই ক্ষমতাসম্পন্ন বা একই স্তরের নহেন। তাই তাদের মধ্যে যে যতটুকু জানেন, যার যতটুকু জ্ঞানের সীমা, যার যতটুকু প্রকাশের ভঙ্গিমা, তিনি ঠিক তেমনি ও ততটুকুই বলতে পারবেন। ইহার মধ্যে শঠতা বা মিথ্যার কিছু নেই। তাই আমেরিকা বা ইউরোপের মিডিয়ামদের মুখে প্রেতের বর্ণনা তাদের ধর্ম্মতত্ত্বের সঙ্গে মিলযুক্ত থাকে, আবার ভারতবর্ষে হয়ত অন্যরূপ পাওয়া যায়। কিন্তু যদি আপনারা এইটী মনে রাখেন যে—'Like attracts

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

like', অর্থাৎ এক বস্তু সেইরূপ বস্তুকেই আকর্ষণ করে, তা'হলে দেখবেন যে, মৃত্যুর পূর্ব্বেও যেমন সমধর্ম্মীরা সমধর্ম্মীদের সহিত একত্রিত থাকে, মৃত্যুর পরও তেমনি তারা পৃথকভাবে বাস করেন না। সেখানে গিয়েও যার যে জাতি ও ধর্ম্ম সে ঠিক সেই দলেই স্থান পায়।

কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপায় আছে। আমরা আমাদের জীবিত অবস্থাতেই তথায় গিয়ে তথাকার সংবাদ নিখুঁতভাবে জানতে পারি, তথাকার অধিবাসীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা কইতে পারি এবং তারপর আবার এখানে ফিরে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে পারি।

আমাদের শুধু এই স্থূলদেহ ও স্থূলদেহস্থ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাই যে আমরা জ্ঞানার্জ্জন করতে পারি, তা নয়। আমাদের স্থূলদেহও আছে, আবার সূক্ষ্মদেহও আছে। স্থূলদেহের দ্বারা আমরা স্থূলদেহীদের সম্বন্ধে জানতে পারি, দেখতে পারি ও নানান জ্ঞানলাভ করতে পারি। তেমনি সূক্ষ্মদেহ দ্বারা সূক্ষ্মদেহীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারি। আত্মার অনেকগুলি দেহ আছে; একটির পশ্চাতে, বা মধ্যে অপরটি থাকে। ঐ সকল দেহের নিজস্ব ইন্দ্রিয়াদিও আছে এবং তদ্দ্বারা উহারা নিজ অনুরূপ দেহধারীর সহিত আলাপ আলোচনা করতে পারেন।

মৃত্যু হলে আত্মা এই স্থূলদেহ ত্যাগ ক'রে যাকে আমরা Astral বা জ্যোতির্ম্ময় দেহ বলি তাই ধারণ করেন এবং সেই দেহের নিজস্ব ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহারে অভ্যস্ত হন। ইহা দ্বারা তখন তিনি এই জগতের ঠিক উর্দ্ধে, বা মধ্যে অবস্থিত যে সূক্ষ্ম (Astral) জগৎ আছে, তাহাকে চিনতে ও জানতে পারেন। যদি আমরা আমাদের জীবিত অবস্থাতেই আমাদের সূক্ষ্ম (Astral) ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহার শিখতে পারি, তা'হলে মৃত্যু না হলেও এই জীবনেই আমরা মৃত্যুর পারে গত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভ করতে পারবো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুধু মৃত্যু হলেই যে আমরা দেহত্যাগ করে সূক্ষ্মদেহ (Astral body) অবলম্বন করি তা নয়, আমরা যখনই নিদ্রামগ্ন হই তখনই ঐ অভিজ্ঞতা লাভ করি। মৃত্যু ও নিদ্রায় এই পার্থক্য যে, নিদ্রার মধ্যে যখনই ইচ্ছা পুনরায় ঐ আত্মাকে স্থূলদেহ মধ্যে আনা যায়, কিন্তু মৃত্যু হলে তাহা আনা সম্ভব হয় না। স্থূলদেহ থেকে ঐ সূক্ষ্মদেহ নিয়ে আত্মা বেরিয়ে গেলেই স্থূলদেহটা নিদ্রাগত হয়। কারণ, প্রকৃত কথা বলতে গেলে 'দেহটাই ঘুমিয়ে পড়ল' এই কথা বলতে হয়; নচেৎ 'মানুষ'ত ঘুমায় না, সে ত তার সূক্ষ্মদেহ (Astral body) নিয়ে বেরিয়ে পড়ল এবং সূক্ষ্মজগতের (Astral Plane) অধিবাসীদের কাছে গিয়ে হাজির হোল। বর্ত্তমানের জাগ্রত বিবেক ও বিজ্ঞানের যুগে, উন্নত মানুষ যদি তার সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদির (Astral Senses) ব্যবহার সম্বন্ধে একটু অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে, তা'হলে নিদ্রাবস্থায় সূক্ষ্মদেহ নিয়ে সে যখন সূক্ষ্মজগতে (Astral Plane) উপনীত হয় তখনকার কথাবার্ত্তা, ঘটনা বৃত্তান্ত সবই হৃদয়ে বদ্ধমূল ক'রে পুনরায় ফিরে তার স্থূলদেহতে উপস্থিত হতে পারে। তারপর জাগ্রত হলে সে সঠিক ভাবেই তার পূর্ব্বলব্ধ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারে। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ না করার জন্যই অনেকে নিদ্রাবস্থার ব্যাপারগুলি স্মরণ রাখতে পারে না। তারা নিদ্রার মধ্যে সেই সূক্ষ্ম-জগতে যায় বটে, তবে তথাকার ব্যাপারগুলি হৃদয়ে বদ্ধমূল করে নিয়ে আসতে পারে না। কিন্তু সূক্ষ্মজগতের ব্যাপারগুলি সঠিকভাবে দেখবার ও জানবার ক্ষমতা লাভ করার জন্য সাধনা চাই, নিজের আত্মোন্নতি চাই, নইলে কুয়াশার মধ্যে দেখার মত তথাকার সবই সে অস্পষ্ট ও আবছায়া দেখবে, অথবা এক নূতন ও অদ্ভুত জগতের মধ্যে নিজেকে খুবই বিপন্ন ও ভীত মনে করবে। সুতরাং উপযুক্ত গুরুর নিকট ঐ শক্তিলাভ করার জন্য সাধনা দরকার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাল্যকাল হতে ঐ সম্বন্ধে শিক্ষা দরকার। শিক্ষা দ্বারা ক্রমশঃ এতদূর ক্ষমতালাভ হয় যে, জাগ্রত অবস্থাতেই এবং স্থূলদেহ ধারণ করার সঙ্গেই তিনি সূক্ষ্মজগতের সবই দেখতে ও শুনতে পান। তখন তিনি তাঁর সামনে সব সময়েই মৃত ব্যক্তিদের আত্মা দেখতে পান এবং সুযোগ মত তিনি তাদের জীবন সম্বন্ধে অনুশীলন করতে পারেন। আমাদের দেশে অনেক সন্ন্যাসী, ঋষি ও সাধক আছেন যাঁরা এই সাধনাবলেই ত্রিকালজ্ঞ হতে পেরেছিলেন। এই সম্বন্ধে পরে দিব্য দৃষ্টি সম্পর্কে বলবার সময় সব বলছি। তাঁদের কৃপাদত্ত বর্ণনায় আমরা মৃত্যুর পরবর্ত্তী জীবনের সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ লাভ করতে সক্ষম হয়েছি। সূক্ষ্মজগতের কথা এখন আর কাল্পনিক নয়। আমরা এই গ্রহনক্ষত্র-খচিত সমুদ্রপর্ব্বতশোভিত স্থূলজগতকেও যেমন চোখে দেখছি, ঐ সূক্ষ্ম-জগৎও তেমনি চাক্ষুষ দেখা যায়। তাই মৃত্যুকে যেন আমরা আর ভয় না করি, বা তাহাতে যেন শোকগ্রস্ত না হই, কারণ আমরা অমর। মৃত্যুর দ্বার পার হয়ে আমরা নব নব জগতে যাত্রা করি মাত্র।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবন—তার প্রমাণ শীর্ষক বক্তৃতায় আমি আপনাদের অনেক কথা বলে বুঝাবার চেষ্টা করেছি যে আত্মার মৃত্যু নাই। আত্মা অমর, জীবাত্মা অনন্তকাল বিদ্যমান থাকেন ও সংসার-চক্রের মধ্যে অসংখ্যবার জন্মগ্রহণ করেন। গীতায় ভগবান অর্জ্জুনকে বলেছিলেন—

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বানি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥"

(৪র্থ অধ্যায় ৫ম শ্লোক)

অর্থাৎ—হে অর্জ্জুন, আমার এবং তোমার বহুজন্ম অতীত হয়েছে আমি তা সব জানি, তুমি অবিদ্যা দ্বারা আবৃত বলিয়াই তা জান না।

শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে আরও বল্লেন যে—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভুত্বাঽভবিতা বা ন ভূয়ং
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরানো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"

অর্থাৎ আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইনি পুনঃপুনঃ উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হন না।—ইনি জন্ম-মৃত্যু রহিত, অপক্ষয়হীন এবং বৃদ্ধিশূন্য ; শরীর নষ্ট হলেও আত্মা বিনষ্ট হন না।

ঠিক এই কথাই ব্রহ্মসূত্রে (২।৩।১৬—১৭) এবং কঠোপনিষদে (১।২।১৯—২০) বলা আছে। মৃত্যুটা কি ? শ্রীভগবান অতি চমৎকার ভাবে তা আমাদের বলেছেন—মৃত্যু আর কিছুই নয়, মানুষ যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করে অন্য নূতন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও তেমনি তার জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করে মাত্র। শ্রীভগবান বল্লেন—এই যে আত্মা ইহা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থির, অটল এবং সনাতন। হে অর্জ্জুন—জীবগণের শরীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎপত্তির পূর্ব্বে অপ্রকাশিত থাকে; স্থিতিকালে প্রকাশিত হয়; এবং আবার বিনাশের পরও অপ্রকাশিত থাকে (২।২৮)।

জীবাত্মার দুইটি কাজ, একটি জন্মগ্রহণ অপরটী হচ্ছে মৃত্যু। যতকাল পর্য্যন্ত তার মুক্তি না হয় ততকাল তাকে পুনঃপুনঃ বহু জন্মগ্রহণ করতেই হবে। সূতায় গাঁথা ফুলের মালার মত এক একটি ফুল খসে পড়লেও যেমন সেই সূতাটা ঠিকই থাকে, তেমনি আত্মাগৃহীত দেহগুলির একে একে ক্ষয় হলেও আত্মা অবিকৃতই থাকে। আত্মার ধ্বংস হতে পারে না। সাপের খোলস ত্যাগের মত তিনি পুনঃপুনঃ দেহত্যাগ করেন মাত্র।

যিনি এই দেহকে কাজে নিযুক্ত করেন তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মা, আর যে দেহ কর্ম্ম করে তাকে পাঞ্চভৌতিক দেহ বলা হয়। মনুসংহিতায় বলা আছে—মানুষ শারীরিক পাপ দ্বারা স্থাবরযোনি, কঠিন পাপ দ্বারা তির্য্যকযোনি, এবং মানসিক পাপ দ্বারা অন্ত্যজযোনি লাভ করে। সুতরাং আত্মার কর্ম্মনাশ না হলে তাঁহার জন্মান্তর পরিগ্রহের নিবৃত্তি হবে না। মুক্তি হলেও কিন্তু আত্মার নাশ হবে না। তখন তিনি স্বরূপে অবস্থান করেন।

বৈজ্ঞানিক মতে অধুনা বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রত্যেক সাত বৎসর বয়সে দেহের সম্পূর্ণ নবীকরণ বা নূতন গঠন হয়। সাত বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক পরমাণুর বিচ্যুতি হ'য়ে দেহের মধ্যে নূতন পরমাণুর সংস্থাপন হয়; কিন্তু সেই দেহধারী ব্যক্তিটীর ব্যক্তিত্ব লোপ পায় কি? তাহলে, যদি দেহের এমনি শত পরিবর্ত্তনের পরও জীবের আত্মত্ব লুপ্ত বা বিলুপ্ত না হয়, মৃত্যুতেই বা তা হবে কেন? মৃত্যুও ত একটা দৈহিক পরিবর্ত্তন মাত্র। মৃত্যুতে আত্মার ধ্বংস হতে পারে না।

মৃত্যু শব্দের মানে হচ্চে দেহের সহিত আত্মার বিচ্ছেদ মাত্র, আত্মার ধ্বংস নহে। আমি সাত বৎসর আগেও যা ছিলুম, সাত বৎসর

৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরেও তাই আছি। শুধুমাত্র দৈহিক ও মানসিক বহু পরিবর্ত্তন হয়েছে। কিন্তু আমার আমিত্ব ত তাতে যায় নাই। তাহলে মৃত্যুরূপ শারীরিক পরিবর্ত্তনেই বা আমিত্বের বিনাশ হবে কেন? পদ্মপুরাণ বলেন যে এই দেহে একাধিক একশত প্রকারের মৃত্যু বর্ত্তমান। তাই ত' কবি বলেছেন—"মরিতেছি প্রতি পলে পলে।" আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে পরে আমি পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে বলবার সময় বলব। মৃত্যুর পরও আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বহু কথা সেই সূত্রে আসবে।

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে মৃত্যুর পর জীবন—তার প্রমাণ সম্বন্ধে ভৌতিক পরিচয়, স্পিরিচুয়ালিজম, বা প্রেততত্ত্বের সাহায্যের কথা বলেছি। ঐ সব উপায়ে আমরা পরিষ্কার ভাবে বিদেহী আত্মার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, কথাবার্ত্তা ইত্যাদি করছি, নানাস্থানে, নানাভাবে, তাঁরা আমাদের কাছে এসে মৃত্যুর পরও যে আত্মা বর্ত্তমান আছেন, মৃত্যুটা যে সাময়িক দেহ পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই নয়, এই সব কথা জানিয়ে দিচ্ছেন। মৃত্যুর পরও বিদেহী আত্মা শত স্থানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের আত্মীয় স্বজনের মঙ্গলদায়ক উপদেশ শোনাচ্ছেন। আজ বিজ্ঞানের প্রভাবে আমরা বিদেহী পুরুষের ফটো পর্য্যন্ত পাচ্ছি। মৃত্যুর পর তাঁরা কে কোথায় আছেন ও কে কি করছেন, সব কথাই পরিষ্কার ভাবে তাঁরা বলছেন। তাঁদের জীবিত অবস্থার অতি গুহ্যতম ঘটনা বা বিষয়ের কথাও তাঁরা পুত্র পৌত্রাদিগণকে সঠিক জানাচ্ছেন। মৃত্যুর পরও যে আত্মার অস্তিত্ব আছে, অর্থাৎ মৃত্যুর পরও যে জীবন আছে, তাতে আর অবিশ্বাস আসবার কারণ কি হতে পারে? হিন্দুশাস্ত্র সর্ব্বদার জন্য সমস্বরে বলছেন—আত্মার ধ্বংস নাই, আত্মা অনন্ত, আত্মা অমর। আত্মার বৈশিষ্ট্য রক্ষা সম্বন্ধে বেদান্ত বলেছেন যে "প্রত্যেক আত্মাই তাঁর পার্থিব জীবনে অর্জ্জিত সকল অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, ধারণা নিজের সঙ্গে নিয়ে যান। মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়চেতনাও আত্মার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনারা যদি হিন্দুদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্রগুলি ভাল করে পাঠ করেন তবে দেখবেন যে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণ তাঁর নামে প্রার্থনা ও সৎকাজ করেন তাঁর সদ্গতি লাভের জন্যই। মৃত্যুকালে শাস্ত্রোক্ত যে সব করণীয় কার্য্যের বিধান আছে, তাহা ঐ একই কারণে—অর্থাৎ মৃত্যুর পর বিদেহীর সদ্গতি লাভের জন্যই। হিন্দুদের বেদ-বেদাঙ্গ-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত-গীতার সমস্ত উপদেশ আত্মার পারলৌকিক উন্নতি, সুখ ও শান্তির জন্যই। মনে রাখতে হবে যে, আজ হতে প্রায় ৪ হাজার বৎসর আগে (খ্রীঃ পূঃ ২০০০ বৎসর আগে) মহাভারত ও গীতা পাই আমরা। যদিও বেদের সন তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে তবুও অন্ততঃ আজ হতে প্রায় ৪০ হাজার বৎসর আগে বেদের সৃষ্টি হয়, এই কথাই আজ সর্ব্ববাদীসম্মত। এই যে সুদূর অতীততম কাল থেকে প্রায়শ্চিত্তাদি, শ্রাদ্ধাদি এবং তর্পণাদি শাস্ত্রের বিধান আসমুদ্র হিমালয় পালন করছেন, এসব কি জন্য? ইহার একমাত্র অর্থই হচ্চে যে মৃত্যুর পর বিদেহী আত্মার পারলৌকিক উন্নতি, পারলৌকিক সুখ ও শান্তি। হিন্দুশাস্ত্রে শ্রাদ্ধ বা তর্পণের মন্ত্রগুলি যদি মন দিয়ে পাঠ করেন আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি মৃত্যুর পরও আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আপনাদের কোনও অবিশ্বাসই আসতে পারে না। মৃত্যুর পর যদি কিছুই আর না থাকে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যদি সব শেষ হয়ে যায় তবে আত্মার বৈতরণীপারের জন্য সেই যমদ্বারে মহাকালের তপ্ত বৈতরণীর স্রোতে অবলীলায় ভেসে যাবার জন্য কেন বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা বা গোদানের মাহাত্ম্য বর্ণনা? কেনই বা মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৩২।৩৭) একথা বলা হয়েছে "পিতৃগণ শ্রাদ্ধ দ্বারা তৃপ্ত হয়ে শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তিকে আয়ু, প্রজ্ঞা, ধন, বিদ্যা, স্বর্গ ও রাজ্য প্রদান করেন"?

কেনই বা তবে ব্রহ্মলোক অবধি চতুর্দ্দশ লোকে অবস্থিত পিতৃপিতা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাদির তৃপ্তির জন্য, এই মন্ত্রে জলদ্বারা তর্পণের পরম উদারতাময় এক স্বর্গীয় বিধান চলে আসছে ?

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মলোক অবধি চতুর্দ্দশ লোকে অবস্থিত সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্বাদি জীবগণ ও ব্রহ্মাদি দেবগণ, মরীচি আদি ঋষিগণ, অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ, মনুষ্যগণ এবং পিতৃপিতামহাদি ও মাতা, মাতামহাদি সকলে তৃপ্ত হউন।

জন্মজন্মান্তরে আমার যে বহুকোটি কুল গত হয়েছে, সেই সেই কুলের পিতা ও পিতামহাদি এবং সপ্তদ্বীপনিবাসী সমুদয় মনুষ্যদিগের পিতা পিতামহাদি সকলে আমার প্রদত্ত জলের দ্বারা তৃপ্ত হউন।

মৃত্যুর সঙ্গেই যদি সব শেষ হয়ে যায়, মৃত্যুর পর যদি আর কিছুই না থাকে, তবে কেন বৃথা এই সব অমর বিধান ও অমর উক্তি, কেন ভবে সেই বিদেহী আত্মার শান্তি, সুখ ও উন্নতির জন্য এত আপ্রাণ ব্যাকুল প্রচেষ্টা ?

শ্রাদ্ধ আসরে সব চাইতে প্রাণমাতান, সব চাইতে প্রাণকাঁদান মন্ত্র একটা আছে। তা এইখানে না জানিয়ে পারছি না—

আকাশস্থঃ নিরালম্বঃ বায়ুভূতঃ নিরাশ্রয়ঃ
ইদং নীরং ইদং ক্ষীরং স্নাত্বা, পিত্বা, সুখী ভব।

ওগো আমার বাবা, ওগো আমার গর্ভধারিণী মা, তুমি দেহ ত্যাগ করে চলে গেছ। তোমার দেহ আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছি। আজ তুমি বায়বীয় দেহধারী, আকাশস্থ, কোনও অবলম্বনবিহীন ও নিরাশ্রয় হয়ে রয়েছ। তোমার জন্য এই জল দিচ্ছি তুমি স্নান কর, এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষীর দিচ্ছি, তুমি পান কর। জলে স্নান করে, ক্ষীর পান করে তুমি সুখী হও।

যদি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হয়েই গিয়ে থাকে, দেহ ভস্মীভূত হবার পর যদি তার আর কোনও অস্তিত্বই না থাকে, তবে পুনরায় সেই বিদেহী আত্মাকে এই ভাবে কাতর আহ্বান জানিয়ে তাকে স্নান করে ও ক্ষীর পান করে তৃপ্ত ও সুখী হবার জন্য প্রার্থনা জানানোর কোনও অর্থ হয় কি? অথচ স্বয়ং শ্রীভগবান হতে আরম্ভ করে দ্রষ্টাঋষিগণ পর্য্যন্ত বারবার এই বাক্যের সার্থকতা ও সত্যতা নির্দ্দেশ করেছেন ও করছেন।

হিন্দুশাস্ত্রে অপর এক স্বর্গীয় মহাবিধি আছে তার নাম তর্পণ। জল দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন করাকেই তর্পণ করা বলে। মৃত্যুর পর ১০ দিন বা ৩০ দিন পরে যে শ্রাদ্ধের বিধান আছে সে সম্বন্ধে আমি আগেই বলেছি। মনে এ সংশয় আসতে পারে যে, মৃত্যুর পরই সেই সমসাময়িক শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা তখনকার মৃতের জন্য শোক বা মায়ার জন্যই করা হয়েছে। ইহার দ্বারা আত্মার বরাবরের জন্য অমরত্ব ঠিক মত প্রমাণ হয় না। তাই আমি এস্থলে তর্পণ-বিধির উল্লেখ করছি।

তর্পণ-বিধি কোনও তৎকালীন নিয়ম নয়। ইহাতে জল দ্বারা সমগ্র পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন করা হয়। দেহের বিনাশ হলেও আত্মার বিনাশ নাই। তাই, আমাদের মতে পিতৃগণের দেহে যে আত্মা অবস্থিত ছিলেন, তিনি এক্ষণে যে শরীরেই অবস্থান করুন না কেন, সেই দেহেই এই শাস্ত্রোক্ত জল-তর্পণ দ্বারা তৃপ্তিলাভ করবেন। প্রশ্ন উঠবে যে, যদি সূক্ষ্ম দেহেই আত্মা বর্ত্তমান থাকেন তবে এই স্থূল জল তর্পণ বা স্থূল দ্রব্যাদির দ্বারা শ্রাদ্ধ দ্বারা কিরূপে তাঁদের তৃপ্তি-বিধান করা সম্ভব? এ সম্বন্ধে বলতে হলে বহু কথা বলতে হবে। তার স্থান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা নয়। তবে সংক্ষেপে এইটি জেনে রাখুন যে যেহেতু তর্পণ-জলের ও শ্রাদ্ধীয়-দ্রব্যের **পরমাণু** বা সূক্ষতম অংশ মন্ত্রবলে সেই আত্মার বর্ত্তমান দেহের ভক্ষ্যবস্তুর পরমাণুর সহিত মিশে যায়, তাই তদ্দ্বারাই তাঁর তৃপ্তি ও শান্তিবিধান হয়।

তর্পণ করবার কতকগুলি শাস্ত্রোক্ত বিধি আছে। প্রথম হতে যথাবিধি শাস্ত্রমতে প্রথমে **তিলকধারণ**, পরে **শিখাবন্ধন**, পরে **আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ**, তারপর **তীর্থ-আবাহন মন্ত্র** শেষ করতে হয়। তারপর প্রথমে **দেবতর্পণ**, পরে **মনুষ্যতর্পণ**, পরে **ঋষি-তর্পণ**, পরে **দিব্যপিতৃতর্পণ**, **যমতর্পণ**, **ভীষ্মতর্পণ**, ইত্যাদি সমাপনান্তে **পিতৃ-আবাহন** করতে হয়। দক্ষিণমুখে দাঁড়িয়ে, জোড়-হাত করে অসীম ভক্তিভরে বলতে হয়—

"আগচ্ছন্তু মে পিতরঃ ইমং গৃহ্ণন্ত্বপোঽঞ্জলিং" অর্থাৎ ওগো আমার পিতৃগণ আসুন, এই অঞ্জলি পরিমিত জল দয়া করে গ্রহণ করুন।

ঐ পিতৃ-আবাহনের পর, গোত্র, সম্বন্ধ ও নাম উল্লেখ করে ভক্তি সহকারে **পিতা**, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, **মাতা**, পিতামহী, প্রপিতামহী, এই নয়জনের প্রত্যেককে তিন অঞ্জলি করে সতিল জল দিতে হয়। পরে মাতামহী, প্রমাতামহী প্রভৃতি যাঁরাই দেহত্যাগ করেছেন তাঁদের এক এক অঞ্জলি জল দিতে হয়। পরে এই মন্ত্র দ্বারা জল-তর্পণ করতে হবে—

নমঃ, অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা, যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিং॥

অর্থাৎ— আমার বংশে যে সকল জীব অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয়েছেন (অর্থাৎ যাঁহাদের দাহাদি সংস্কার হয়েছে) এবং যাঁহারা দগ্ধ হন নাই (অর্থাৎ কেহই যাঁহাদের দাহাদি সংস্কার কার্য্য করে নাই) তাঁরা তৃপ্ত হউন এবং তৃপ্তিলাভ করে উৎকৃষ্ট স্থান অর্থাৎ স্বর্গ লাভ করুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপরে বলতে হয়—

নমঃ, যে বান্ধবা, অবান্ধবা বা, যে অন্য-জন্মনি বান্ধবাঃ।

তে তৃপ্তিং অখিলাং যান্তু, যে চ অস্মৎতোয়-কাঙ্খিণঃ॥

অর্থাৎ—যাঁহারা আমাদের বন্ধু ছিলেন, এবং যাঁহারা বন্ধু নহেন, যাঁহারা জন্মজন্মান্তরে আমাদিগের বন্ধু ছিলেন, এবং যাঁহারা আমাদের নিকট হতে জলের প্রত্যাশা করেন—তাঁহারা সকলেই সম্পূর্ণরূপে তৃপ্তিলাভ করুন।

এমন কি বনবাস-কালে ভগবান স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রও এই বেদোক্ত তর্পণ কার্য্য করেছিলেন। তিনি সংক্ষেপে একটী মাত্র মন্ত্রে, তাঁর পিতৃপিতামহদের অমর আত্মার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষি-পিতৃ-মানবাঃ
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃ-মাতামহাদয়ঃ।
অতীত-কুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপ-নিবাসিনাং
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যতু ভুবনত্রয়ম্॥

অর্থাৎ ব্রহ্মলোক অবধি যাবতীয় লোকে অবস্থিত জীবগণ, দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যগণ, পিতৃ-পিতামহাদি এবং মাতা-মাতামহাদি সকলে তৃপ্ত হউন, আমার শুধু একজন্মের নয়, (এবং শুধু আমারও নয়) আমার বহু-কোটি কুল, বহুজন্মান্তরে এক হয়েছেন সেই সেই কুলের পিতৃ-পিতামহাদি ও সপ্তদ্বীপবাসী (জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর এই সপ্তদ্বীপ) সমুদয় মানবগণের পিতৃ-পিতামহাদি এবং ত্রিভুবনের যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমাদি পদার্থ, আমার প্রদত্ত জলে তৃপ্ত হউন।

শুধু রামচন্দ্র নহেন, তাঁর অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণও তর্পণ করেছিলেন। বনবাসকালে রামসীতার সেবায় নিযুক্ত থাকায় সময়াভাবে তিনি সংক্ষেপে এই তর্পণ করেন। যারা অশক্ত, তারাও এই লক্ষ্মণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তর্পণের একটী মাত্র মন্ত্রে তর্পণ করিয়া ৩ বার জল দিলেই হবে। লক্ষ্মণ-তর্পণের মন্ত্র এই—

"আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু।"

অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমুদয় জগতের লোক তৃপ্ত হউন।

তার পরই, স্নানের পর বস্ত্র নিংড়ান জল দিয়া যাঁদের কেহই কোথাও নাই, তাঁহাদিগকে এই বলে তর্পণ করতে হবে—

"যে চাস্মাকং কুলে জাতা, অপুত্রা গোত্রিণো মৃতাঃ।
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তেন, বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং।"

অর্থাৎ যাঁহারা আমাদের বংশে জন্মিয়া পুত্রহীন ও বংশহীন হইয়া মারা গিয়াছেন, তাঁহারা আমার দেওয়া এই বস্ত্র-নিংড়ান জলে তৃপ্ত হউন।

পিতৃস্তুতির পর নিম্নোক্ত মন্ত্রে পিতৃ-প্রণাম করে শ্রীহরির নাম স্মরণপূর্ব্বক তর্পণ শেষ করতে হবে। সেই মন্ত্রটীও আমি এখানে জানাচ্ছি—

"নমঃ পিতৃভ্যমস্তে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ
স্বধাভুজঃ কাম্য ফলাভি সন্ধৌ।
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং,
বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু॥"

অর্থাৎ—যাঁহারা স্বর্গে মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, যাঁহারা শ্রদ্ধান্ন ভোজন করেন, অভীষ্ট-ফলের কামনা করিলে যাঁহারা সকল বাঞ্ছিত-ফল দান করিতে সমর্থ, এবং কোনও ফলের কামনা না করিলে যাঁহারা মুক্তি প্রদান করেন, সেই পিতৃগণকে প্রণাম করি।

আত্মার অমরত্ব অর্থাৎ মৃত্যুতেই যে সব কিছুর ধ্বংস হয় না, ইহা বুঝাবার বা প্রমাণ করবার জন্য আর বেশী কিছু বলবার আবশ্যকতা আছে বলে মনে হয় না। কোন সুদূর অতীতে, এমনকি সৃষ্টির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদিম প্রভাব হতে, আজ হতে প্রায় ৪০ হাজার বছর আগে দ্রষ্টা ঋষিদের সামনে যে সকল মন্ত্র মূর্ত্তি ধারণ করে উদয় হয়েছিলেন, সেই বেদ-বেদাঙ্গ-উপনিষদ-গীতা সর্ব্বত্রই এই একই কথা বার বার তারস্বরে বলা আছে—আত্মা অমর, জীবাত্মা অমর মানুষ অমর।

হিন্দুদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ হচ্ছে বেদ। বিদ্ ধাতুর মানে জানা, তাহা হতেই বেদ শব্দের উৎপত্তি, ইহার অর্থ জ্ঞান। এই জ্ঞান হচ্চে দিব্যজ্ঞান, যাহা বিশ্বের সৃষ্টির অন্তরতম সত্য এবং উহাকে নিত্য ধারণ করে আছে। বেদ কোনও পুরুষ হতে আসে নাই। ইহা অপৌরুষেয়, অনাদি ও অনন্ত। বেদের অপর নাম শ্রুতি। যাহা শোনা যায় তাকেই শ্রুতি বলে। ঋষিগণ এই বেদ বা জ্ঞান মন্ত্ররূপে প্রথমে শুনেছিলেন। পরে তাহা গুরুশিষ্য পরম্পরায় শিষ্য গুরুর মুখ হতে শুনে শ্রুতি রূপে রক্ষা করে আসছেন। যাঁহারা তপোপ্রভাবে দিব্য দৃষ্টিতে এই মন্ত্র দর্শন করেন অর্থাৎ সাধনার বলে যাঁহারা এই জ্ঞানরাশি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন, তাঁরাই হবেন ঋষি, অর্থাৎ ঋষি-দ্রষ্টা, মন্ত্র-দ্রষ্টা।

বেদের উচ্চতম জ্ঞানের পরিপূর্ণ প্রকাশ রয়েছে উপনিষদে; বেদের অন্তভাগ বলে ইহার অন্য নাম বেদান্ত। উপনিষদ্ নামে শতাধিক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর, তার মধ্যে প্রধান ও প্রামাণিক হিসাবে ১১ খানির ভাষ্য রচনা ও ব্যাখ্যা করে গেছেন। সেইগুলিই বর্ত্তমানে আমাদের একমাত্র প্রামাণ্য। এই ১১ খানি উপনিষদের নাম হচ্চে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক।

এই উপনিষদের মধ্যে সর্ব্বত্রই প্রায় এই একমাত্র সত্য সমাধান করা আছে যে আত্মা অমর। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সব শেষ হয় না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সবই বরং রয়ে যায়। ইহার মধ্যে কঠোপনিষদে নচিকেতা ও যমের উপাখ্যান অবলম্বন করে কঠোপনিষদ প্রকাশিত হয়েছে। স্বয়ং যমরাজ, নচিকেতাকে বহু পরীক্ষার পর এই গূঢ়তম তত্ত্ব, এই মৃত্যুতত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন। আত্মা আছেন ইহা ঘোষণা করে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে আত্মবিদ্যা দান করেন, যম নচিকেতাকে কেশরিগর্জ্জনে উদ্বুদ্ধ করে বল্লেন—

"ওঠো, জাগো বরণীয় পুরুষদের লাভ করে প্রবুদ্ধ হও। জ্ঞানিগণ বলেন যে সে পথ ক্ষুরধারার ন্যায় নিশ্চিত, দুরতিক্রমনীয় ও দুর্গম।" (কঠোপনিষৎ ১-৩-১৪)।

এই বহির বহুস্থানে উপনিষদের বহু শ্লোক ও কথা আমি বলেছি। বেদ উপনিষৎ গীতা, ইহাই হচ্চে হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ।

কল্পনাতীত অতীতে, আজ হতে প্রায় ৪০ হাজার বছর আগে উপনিষদের ঋষি ব্রহ্ম সাক্ষাৎ ক'রে, সমুদয়-সংশয় পাশ ছেদন ক'রে সমগ্র বিশ্ববাসীকে মুক্তকণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করলেন—"অন্ধকারের পরপারে আদিত্যবর্ণ এই মহান্ পুরুষকে আমি জেনেছি। একমাত্র তাঁকে জেনেই মানুষ মৃত্যু অতিক্রম করতে পারে। অন্য আর কোনও পথ নাই।" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৩৮)।

ঋক, সাম ও যজুঃ প্রথম এই ৩ খানি বেদ সংগৃহীত হয়েছিল। আদি বেদ হচ্চে ঋগ্বেদ।

এই ঋগ্বেদের ঋষি নয়ন মেলে দেখলেন সমগ্র বিশ্বে আনন্দের প্লাবন বয়ে চলেছে। যেন আনন্দের সাগর থেকে বান এসে গেছে সমগ্র ভুবনের উপর। তিনি যাহা দেখছেন তাহাই মধু, তাহাই আনন্দ। গগনের চন্দ্র-সূর্য্য ও এই ধরণীর প্রতি ধূলিকণায় আনন্দ। ঋষির শ্রবণে দিব্যমন্ত্র ধ্বনিত হোল; তাঁর বক্ষে দিব্যমন্ত্র ফুটে উঠল—ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ৯০, ৬-৮)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মধুবাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ ॥"

বাতাসে আকাশে মধু বইছে, নদ ও নদীতে মধু ক্ষরছে—আমাদের ওষধি সকল মধু হউক।

"মধু নক্তমুতোষসো
মধুমৎপার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥"

হোক মধুময় রজনী ও ঊষা। হোক মধুময় পৃথিবীর ধূলিকণা। আমাদের পালয়িতা ঐ দ্যুলোক মধুময় হোক।

"মধুমান্ নো বনস্পতিঃ
মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবে ভবন্তু নঃ ॥"

"আমাদের বনস্পতি হোক মধুময়।
ঐ সূর্য্য হোক মধুময়
মধুময় হোক আমাদের ধেনুগণ।"

আদিম বেদ ঋগ্বেদের এই শ্লোকগুলিকে আমরা যদি আমাদের সাধারণ জ্ঞান নিয়ে বিচার করে দেখি, তবে কি সত্যই মনে হয় না যে, যদি মৃত্যুতেই আমাদের জীবনের সব শেষ হয়ে যেত, তাহলে এতবড় হৃদয়ভেদী নৈরাশ্য ও ক্রন্দনের মাঝে, প্রাণপ্রিয় আত্মার স্বজনকে চিরতরে হারানোর মর্ম্মন্তুদ হাহাকার ভরা পৃথিবীতে দিব্যদ্রষ্ট মহাঋষির সামনে কি করে উদয় হোত এই মহা আনন্দের কলরোল? প্রতিমুহূর্ত্তে যেখানে লক্ষ লক্ষ ঘর শূন্য করে, বুক ভেঙ্গে দিয়ে চলে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ প্রিয়তম ও প্রিয়তমা, যদি চিরদিনের জন্যই এই মহাযাত্রা, যদি চিরকালের জন্যই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই বিদায় দেওয়া-নেওয়া, তাহলে কি ঋষি আনন্দে পাগল হয়ে, আত্মহারা হয়ে, দিক মাতান সুরে গেয়ে উঠতে পারতেন—

“মধু বাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
ওঁ মধু মধু মধু।”

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত্যু সম্বন্ধে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা

মৃত্যু সম্বন্ধে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা। শুধু খ্রীষ্টান ধর্ম্মই নহে, বর্ত্তমান তামসিক ও বস্তুতান্ত্রিক জগতের জ্ঞান নিয়ে আমরা যতই অগ্রসর হয়েছি মৃত্যু সম্বন্ধে ততই নানা অলীক ও ভ্রান্ত ধারণা আমাদের মনে উদয় হয়েছে। অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মতে মানুষ মৃত্যুর পর—হয় অনন্ত সুখৈশ্বর্য্যসম্পন্ন স্বর্গে চলে যায়, নতুবা ভয়ঙ্কর নরকে পতিত হয়। এই ধারণার জন্য ক্ষতিও হয়েছে যত বেশী, অবিশ্বাসও এসেছে তার চাইতে বেশী। যারা ঐ মত পোষণ করত, তারাও ঐ অদ্ভুত পরিণামের উপর বিশ্বাস করতে পারত না। ইহা কি সম্ভব? ইহা কি বিশ্বাস করা যায়? তাই তারাও মৃত্যুর পর এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে দিন কাটাত। তারা মনে মনে প্রার্থনা করত যে, তাদের ঐ খামখেয়ালী ভগবান যেন তাদের পক্ষে একটু সদয় হন।

কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভুল। প্রকৃতি বা ভগবানের মধ্যে খেয়াল বলে কিছু নেই। তার মধ্যে সব কিছুই ঠিক পর পর নিয়মিতরূপে সংঘটিত হবে। সব কিছুই ধীরে ধীরে ও ক্রমে ক্রমে হবে। গাছে মুকুল দেখা মাত্রই তাহা পাকা আমে পরিণত হবে না; ফুলের কুঁড়ি গজাবামাত্রই তাহা প্রস্ফুটিত শতদলে পরিণত হবে না। ধীরে ধীরে প্রকৃতির বিধান অনুসারে উহা হবে। উহার মধ্যে ম্যাজিক বা মন্ত্র ব'লে কোনও জিনিস নেই।

মরবার মুহূর্ত্তে যে ধারণা পোষণ করা হয়, তাহার সৎ ও অসৎ গুণের সহিত মৃত ব্যক্তির পরলোকে স্বর্গ বা নরক-গমন নির্ভর করে—এই অদ্ভুত মতটী নিয়েই আলোচনা করছি ও ইহা যে কত বড় ভুল ও মিথ্যা তাহাই বোঝাবার চেষ্টা করছি। আমি আগেও বলেছি যে, মৃত্যুতে মানবের স্বভাবের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না; মৃত্যুর ১ দিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগেও সে যেমন ছিল মৃত্যুর পরেও সে ঠিক তেমনি থাকবে, তার চাইতে একবিন্দু কম বা বেশী হবে না। মৃত্যুর আগে যিনি ছিলেন ভক্তিমান ও ধার্ম্মিক, মৃত্যুর পরেও তিনি ঐ গুণে গুণান্বিত থাকবেন; মৃত্যুর আগেও হীনমতি ও দীনচিত্ত ব্যক্তি মৃত্যুর পরেও ঐ চিত্তটীকে সঙ্গে নিয়ে যান। মৃত্যুতে আসল মানুষের এক তিল পরিবর্ত্তন হয় না, স্থূলদেহ ত্যাগ করাটা তার কাছে জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করার মতই। ইহা নরনারীর জীবনে অপর সহস্র রকম প্রাকৃতিক ঘটনার তুল্যই। সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের মনের অবস্থার সহিত তার পরলোকে স্বর্গ বা নরক নির্ভর করে, ইহার কোনও অর্থ হয় না। এই সূত্রে Rev. Leadbeater বলেছেন—"This extraordinary theory of salvation by hysteria, salvation by feeling oneself 'saved'—is perhaps one of the most astonishing aberrations of the human intellect, if indeed one can suppose intellect of any kind to be engaged in such a superstition at all." উপরে বাংলায় যা বলেছি ইহার অর্থও ঠিক তাই।

বিভিন্ন প্রেতাত্মা যে সকল কথা জানিয়েছেন তাতে এই অবিশ্বাস্য বিষয়টীর কোনও উল্লেখই নাই। তাঁরা পাপ বা পুণ্য বলে কিছুই বলেন না। স্বর্গ ও নরক বলেও কোনও কথা তাঁরা জানাননি। তাঁরা বলেন যে, পরলোকগত আত্মা যদি বাসনা কামনার হাত থেকে মুক্ত না হতে পারে তবে বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য তাকে পুনঃ এই জগতে ফিরে আসতেই হবে। আর সর্ব্বাপেক্ষা হীনতম পাপী, খুনী ও নারকীর মন থেকে মৃত্যুর পূর্ব্বে ঐ সকল কুবাসনা যদি একেবারে মুছে যায় তা'হলে তাকে আর এপারে ফিরে আসতে হয় না। মহাপাপ করেও যদি কেহ মরণের আগে তার কুপ্রবৃত্তিগুলিকে দমন করিতে পারে তাকে আর পরলোকে কোনও শাস্তি গ্রহণ করতে হয় না। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবৃত্তিদমনই মহাপুণ্য। আমি আগেও এই কথা জানিয়েছি যে, এই স্থূলদেহ নাশের পরই, সাধারণতঃ প্রেতাত্মা প্রেতলোকে যায়। যতদিন তার অতৃপ্ত কামনাগুলি ক্ষয় না পায় ততদিন সে প্রেতলোকে থাকে। তারপর ঐগুলি নিশ্চিহ্নভাবে যখন দূর হয় তখনই ঐ আত্মা উচ্চতর লোকে গমন করে। বাসনা ক্ষয় না পাওয়ার জন্যই প্রেতরূপে ইহলোকে অদৃশ্যভাবে সে ঘুরে বেড়ায়; তারপর একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাকে ইহলোকে বা আরও নিকৃষ্টতর লোকে জন্ম নিতে হয়।

সুতরাং প্রবৃত্তিগুলি দমন না হলেই আমাদের যা কিছু কষ্ট, বা ফিরে আসা-আসি। স্বর্গ বা নরক না হলেও, পুনর্জন্মের উহাই মূল হেতু। মুক্তিকোপনিষৎ ঠিক এই কথাই বলেছেন। শ্রীরামচন্দ্রের মুখনিঃসৃত বাণীগুলিই উহাতে আছে। তিনি বলেছেন—"যেমন পুত্রকাম-যজ্ঞ দ্বারা পুত্রলাভ করা যায়, সেইরূপ নিদিধ্যাসন দ্বারা সমাধি-লাভ করবার পর জীবন্মুক্তি লাভ করা যায়। সর্ব্বপ্রকার বাসনা ক্ষয় হলেই এই অবস্থা লাভ হয়। বাসনা ক্ষয়, প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ এবং মনোনাশ, এই তিন প্রকার সাধনা এক সঙ্গে অভ্যাস করলেই মুক্তিলাভ করা যায়। বাসনা বিনষ্ট করবার দুইটী উপায় আছে—সম্যক্ আলোচনা ও সত্যাশ্রয়। আসক্তি ত্যাগ করে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করলে এবং এই দেহ একদিন বিনষ্ট হবেই এইরূপ সর্ব্বদা চিন্তা করলে বাসনা ক্ষয় পায়। প্রথমে সংসার বাসনা ত্যাগ করে মৈত্রী, করুণা প্রভৃতি শুভ বাসনা ইচ্ছা করা উচিত; তারপর ক্রমে ঐ শুভ বাসনাও ত্যাগ করে শুধু মাত্র ভগবৎ তত্ত্বে বিলীন হতে হবে। পুনর্জন্ম হতে মুক্তিলাভের ইহাই একমাত্র উপায়।"

সুতরাং মৃত্যুর জন্য তৈরি হওয়া মানে জীবনটাকে ভালভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া। যদি সৎভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা হয়ে থাকে তাহলে মরবার সময় সে কি ভাবছিল, বা কি করছিল তাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুই আসে যায় না। জীবনে যদি পরলোকের উপযুক্ত পাথেয় তার সংগৃহীত না থাকে তবে মৃত্যুর মুহূর্ত্তের চিন্তা বা কার্য্যের দ্বারা তাহার উপকার হবে না। তা বলে, মৃত্যুর পূর্ব্বে, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের জন্য হঠাৎ অনুতাপ করার যে কোনও মূল্য নেই এ কথা বলা চলে না। ঘনায়মান মৃত্যুর ভীতি যদি তার মনে অনুতাপ আনতে পারে এবং পরলোকে গিয়েও যদি ঐ ভাব তার বজায় থাকে, তবে ভবিষ্যৎ শুভ নিঃসন্দেহ।

জগতে হঠাৎ মৃত্যু আমরা অনেক পাই। দুর্ঘটনা ইত্যাদি ত আছেই; তা-ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের মৃত্যুও চিন্তার বিষয়। কর্ত্তব্যের অনুরোধে প্রাণ দেওয়ার সর্ব্বোচ্চ উদাহরণ সৈন্যদের মৃত্যু। সে যে জন্য যুদ্ধ করছে, সেটা ভাল কি মন্দ এসব কথায় কিছু আসে যায় না। যুদ্ধরত সৈনিকের কাছে ইহা একটা কর্ত্তব্য, ইহা তার নিকট জন্মভূমির আহ্বান। এই আহ্বানে সে তার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে; তার আশা আকাঙ্ক্ষা, তার স্নেহ মমতা, তার পুত্র-কন্যা, তার প্রিয়তমা পত্নী সকলকে সে ফেলে ঐ আহ্বানে সাড়া দেয়। তারপর তার সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করে কর্ত্তব্যের মধ্যেই সে বিসর্জ্জন দেয় তার জীবন। অতি সাধারণ শ্রেণী থেকে সৈন্য গ্রহণ করা হয়। তাদের গার্হস্থ্য জীবনে এত বড় ধারণা এত বড় উৎসর্গ আসবার ও শিখবার কোনও সম্ভাবনা নেই। যুদ্ধের মধ্যে তারা অতি উচ্চস্তরে যাবার শিক্ষা পায়। কর্ত্তব্যের আহ্বানে সে অটল পদে দাঁড়ায়, মৃত্যুও তাকে এক পা হঠাতে পারে না। তাই মৃত্যুর মুহূর্ত্তে তার মনে কি ছিল না ছিল তা নিয়ে তার ভবিষ্যৎ স্বর্গ নির্ভর করে না। এই জন্যই মুসলমান ধর্ম্মে এবং ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে পুনঃপুনঃ বলা হয়েছে সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ দিলে অক্ষয় স্বর্গবাস হবে।

তবে আর একদিক দিয়ে ইহাকে বিচার করতে হবে। ইহাও এক প্রকার হঠাৎ মৃত্যু। ইহা সত্যই ভয়াবহ, তাই মিশনারী পাদ্রীরা প্রার্থনায় বলেন "দয়াল প্রভু! আকস্মিক মৃত্যু থেকে আমাদিগকে রক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর।" কেন ইহা অবাঞ্ছনীয়? বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত যিনি জীবনধারণ করে প্রাকৃতিক নিয়মে বৃদ্ধ বয়সে মরণের কোলে যান তাঁর কামনা বাসনা ইহলোকেই অনেক পরিপূর্ণতা লাভ করেছে ও তদ্ধেতু বাসনাও অনেক ক্ষয় পেয়েছে। তাই প্রেতলোকে (Astral life) তার বাসনা স্বভাবতঃই ক্ষীয়মাণ; সেজন্য প্রেতলোকে তাকে বেশীদিন কাটাতে হবে না। ক্ষীয়মাণ বাসনার শেষ রশ্মিটুকু ক্ষয় হলেই সে সত্বর উচ্চতর লোকে (Mental Plane—Devachan) চলে যায়। বহুদিন ধরে কঠিন ও কষ্টকর ব্যাধিতে ভুগলেও ফল প্রায় একইরূপ হয়। কিন্তু যৌবনের অরুণরথের তরুণ সারথীরূপেই, আশা আকাঙ্ক্ষার দুকূল-ভাঙ্গা প্লাবনের মধ্যেই, যাকে হঠাৎ ছাড়তে হয় এই প্রেমপ্রীতিগীতি ভরা সাধের সংসার, পেছনে যার পড়ে রইল লক্ষকোটী অপূর্ণ আশা আকাঙ্ক্ষা, মহাযাত্রার পথে যার উঁকি দিতে লাগল স্মিতাননা ষোড়শী প্রিয়ার বিলোল আত্মহারা কটাক্ষ ও প্রাণপ্রিয় শিশুগুলির বুকফাটা আর্ত্তনাদের বজ্রাগ্নি, তার অবস্থাটা পৃথক হবেই। ঐ অপূর্ণ আশা আকাঙ্ক্ষা তার প্রেতলোকের বাস (Astral life) দীর্ঘতর করবেই। সত্যই সে—

—'ফুটিতে পারিত গো ফুটিল না সে;
নিরাশে মরে গেল, মুকুলে ঝরে গেল,
প্রাণভরা আশা সমাধি পাশে।'

কিন্তু ঐ অপূর্ণ আশা ও আকাঙ্ক্ষা ক্ষয় পেতেই হবে; তখন তার গতি হবে উচ্চ হতে উচ্চতর লোকে।

এইভাবের কতকগুলো ঘটনায় দেখা যায় যে, এইভাবে অকালে হঠাৎ ইহলোকের জীবন শেষ হলে ঐ সব আত্মা হঠাৎ প্রেতলোকে উপস্থিত হয়; কিন্তু তারা তখন অজ্ঞান ও মুহ্যমান হয়ে থাকে, যদিও ঐ অজ্ঞানতার বা আচ্ছন্নতার মাঝে তারা একটা সুখের ঘোরে

৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়ে থাকে। আবার কেউ কেউ বা তখুনি প্রেতলোকের বিশিষ্ট স্থানে বিভূষিত হয়ে পড়ে। তবে এটা ঠিক যে, ঐ আচ্ছন্নতা অনেকটা আশীর্ব্বাদ তুল্য; যেহেতু মৃত্যুর পরই যে কয়েকটা অবাঞ্ছিত ও কষ্টকর আকর্ষণ থাকে সেগুলো তখন তাকে আর কষ্ট দিতে পারে না।

এইরূপে যুদ্ধে বা দুর্ঘটনায় যারা আকস্মিক মৃত্যুর কবলে পড়ে এবং হঠাৎ প্রেতলোকে গিয়ে তথাকার নূতন আবেষ্টনীর মধ্যে চিরপরিচিতদিগকে হারিয়ে যারা অত্যন্ত কাতর, ভীত ও আত্মহারা হয়, তাদের সাহায্যের জন্য প্রেতলোকে অনেক অদৃশ্য-সাহায্য-কারী (Invisible helpers) আছেন। তাঁরা তাঁদের সুমধুর উপ-দেশে ও মিষ্টতম ব্যবহারে ঐ সব ব্যথিত আত্মার বেদনা দূর করেন এবং ঐ অপরিচিত স্থানের উপযোগী সমস্ত জ্ঞান তাঁরা শিক্ষা দেন। তাঁরা তাদের সান্ত্বনা দেন, নিশ্চিন্ত করেন এবং ঐখানে কি করা উচিত তা বলে দেন। ঐখানে তাঁরাই আমাদের মাতা, পিতা, বা গুরুর স্থান গ্রহণ করেন এবং ঐ ভীত, ব্যথিত এবং আত্মীয়বিয়োগবিধুর আত্মাকে সঠিকরূপে তথাকার অবস্থা সম্যক্ বর্ণনা করে বুঝিয়ে দেন যে, আত্মহারা বা ভীত হবার কিছু নেই, পরস্পর ছাড়াছাড়ি হবার কিছু নেই, শোকতাপ করবার কিছু নেই—মহাযাত্রার পথে দু'দিন আগে সে এসে পড়েছে মাত্র, একটু এগিয়ে সে চলেছে মাত্র; নচেৎ যাদের জন্য সে কাতর, যাদের আকর্ষণে সে ব্যথিত তারাও আসবে এই পথে, মিলনের অপরূপ মাধুরিতে একদা হয়ত সবই মধুময় হয়ে যাবে।

মৃত্যুর জন্য আত্মাকে তৈরি করবার যে অভিনব বিধান এই ভারতবর্ষে ঋষিরা করে গেছেন, তা যেমন অপূর্ব্ব তেমন সত্য। এই বিধানে মানুষ ২১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করবে; তার পরের ২১ বৎসর হবে তার কর্ম্মজীবন; ঐ সময়টা সে তার সংসারের কর্ত্তারূপে সংসারের উন্নতিতে মনোনিবেশ করবে। তারপর মধ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বয়সে সে তার পুত্রের হাতে সমস্ত দায় ঝঞ্ঝাট ছেড়ে সস্ত্রীক বনের ধারে একটা ছোট কুটীর করে সেইখানেই তার পরবর্ত্তী ২১ বৎসর বিশ্রাম ও ভগবৎ কথা এবং ভগবৎ চর্চ্চায় কাটিয়ে দেবেন। তারপর শেষ ২১ বৎসর তিনি জঙ্গলে গিয়ে একা নিভৃতে সেই পরম পদে আত্মসমর্পণ করে তাঁরই ধ্যানে কাটাবেন। তাই এদেশের শাস্ত্র-বাণীতে আছে "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ।" এইভাবে তৈরি হলে কামনা বাসনা ক্ষয় হয়ে যায় এবং মৃত্যুর পর প্রেতলোকে গিয়ে তখন আর বিশেষ কিছু করবার থাকে না বলেই অবিলম্বে মনোলোকে (Mental World) অর্থাৎ স্বর্গলোকে গমন করেন। ইউরোপীয়ান জাতীর মধ্যে দেখা যায় যে, তারা বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত কর্ম্মের মধ্যে, সংসারের উন্মত্ত বিলাস লালসের মধ্যে, ব্যবসার তীব্র জ্বালা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে এমন নিমগ্ন থাকেন যে, ইহলোকে থাকতে থাকতে তাঁদের আর বাসনা ক্ষয়ের, বা ধ্যান ধারণার অবকাশ মিলে না; তখন বাধ্য হয়েই অপূর্ণ বাসনা নিয়ে, অসীম ভোগাকাঙ্ক্ষা ও উচ্চা-কাঙ্ক্ষার সঙ্গেই তাকে পরলোকের ডাকে চলে যেতে হয় এবং প্রেত-লোকে গিয়ে তাকে বহুকাল ধরে ঐ সব সাধ আকাঙ্ক্ষার হাত থেকে মুক্তি পেতে হয়। ইহাতে, এই বিষয়ের জ্ঞানের অভাব হেতু তার উচ্চগতিতে অযথা বহু বিলম্ব ঘটে।

সুতরাং মৃত্যু, ইহলোক, পরলোক সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের কতই না সার্থকতা। কি করলে প্রেতলোকে স্বচ্ছন্দে যাওয়া যায়, কি করলে প্রেতলোকে বিশেষ সময় নষ্ট না করে সত্বর স্বর্গলোকে গমন করা সম্ভব হয়, এই শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ করা আমাদের প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। সত্যরূপে পারলৌকিক জ্ঞানলাভ করতে পারলে মৃত্যুর পর যখনই সে Astral Plane বা প্রেতলোকে উপস্থিত হয় তখন সে আর ভীত, মোহগ্রস্ত, দুঃখিত ও স্তম্ভিত হয় না; কারণ তথাকার সবই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার জানা ও চেনা আছে। এ সবও যে তার কাছে চিরপরিচিত। সে জানে তথায় কি করতে হবে ও কি করা উচিত। সুতরাং সে তথায় নিজেকে সর্ব্বহারা ও নিঃসহায় না ভেবে চিরপরিচিত কর্ম্মক্ষেত্রের ন্যায় নিজেকে উহার মধ্যে অবলীলায় ও আনন্দে খাপ খাইয়ে নেয়। শুধু নিজের পক্ষেই যে তার ঐমত সুখ ও সুবিধা হয়, তা নয়; মৃত্যুর পর যারা তথায় গিয়ে অজ্ঞানতা হেতু, অপরিচয় হেতু খুবই ভীত ও বিচলিত হয়ে পড়ে, তাদের তার নিজের জ্ঞান, উপদেশ ও সাহায্য দিয়ে সান্ত্বনা ও সাহস দিতে পারে এবং এইরূপে সে তথাকার শত শত অসহায় ও আকুলিত আত্মাকে পরম সুখে সুখী ও নিশ্চিন্ত করতে পারে। ইহার ফলে এই সৎকর্ম্মজনিত সুফল হেতু তার নিজেরও উর্দ্ধগতি খুবই সহজ ও তৎপর হয়।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত্যুতে শোক করবার কিছুই নেই

পূর্ব্বাপর আলোচনাগুলি বেশ ভালভাবে বিচার করলে মৃত্যুর পর শোক করা, আর্ত্তনাদ করা, পরিত্রাহি করা, হৃদয়বিদারক বিলাপে চতুর্দ্দিক বিপর্য্যস্ত করা ইত্যাদি যে সত্যই নিরর্থক তাহা সহজেই বোঝা যায়। কেন আমরা শোক করব? আমাদের প্রিয়তম ধন এই বধির যবনিকার পরপারে যে চিরআলোক-লোক আছে সেই চির-মধুময় চিরানন্দময় চিরগীতিময় অপূর্ব্ব জগতে (Astral) গমন করেছে; তাতে শোকের ত কিছুই নেই। হৃদয়বিদারী শোকের শেলে কেন আমরা বৃথা উন্মাদ হব? ইহাতে যে শুধু আমরাই কষ্ট পাই ও আমাদের জীবন মরুময় করে তুলি তা নয়, ইহাতে আমরা যে আমাদের ঐ প্রাণের প্রাণ নয়নপুতলির শান্ত মহাযাত্রার পথেও অশেষ বাধা দিয়ে থাকি। আমরা যাদের ভালবাসি তাদের মৃত্যুতে শোক করলে সেই পরলোকযাত্রীর অন্তরে গভীর বেদনা ও দুঃখ দেওয়া হয়—তার শান্ত ও সমাহিত চিত্তে শোকের ঝটিকা গিয়ে প্রবলবেগে আঘাত করে। অনেক প্রেতাত্মা এই কথা বিশেষভাবেই বলেছেন যে আত্মীয়দের আর্ত্তনাদ ও চোখের জল তাঁদিগকে ঐ সময় যত কষ্ট দেয় তেমন আর কিছুতে সম্ভব নয়। যখন সে ধীরে ধীরে মহানিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে, স্বাভাবিকভাবে যখন সে আচ্ছন্নতার মধ্যে যায়, উজ্জ্বল প্রেতলোকে পৌছিবার পূর্ব্বে যখন সে শান্তভাবে নয়নদুটি মুদে ফেলে, তখন তার ঐ মধুর স্বপ্নময় আবেষ্টনীর মাঝ থেকে মাঝে মাঝে তাকে কঠোরভাবে জাগিয়ে তোলে তখনকার বন্ধুদের শোক ও আর্ত্তনাদ। তখন পুনঃ মনে পড়ে তার বন্ধনের মোহ, পুনঃ মনে পড়ে তার বাল্যের ও যৌবনের স্বপ্নলীলা, আবার ভেসে ওঠে দৃষ্টিহীন নিথর চোখের সামনে প্রেয়সীর শোকাকুলা উন্মাদিনী মূর্ত্তি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দয়িতের নিঃসঙ্গ জীবনের ভয়াবহ বেদনা, আবার জেগে ওঠে মর্ম্মের মাঝে শত হাহাকার, শত বিহ্বলতা, শত বিফলতা। যে নিস্পন্দ ও নিথর দেহটীকে সে এইমাত্র ছেড়ে যাচ্চে, পুনঃ তার জন্য সহস্র আকর্ষণ জেগে ওঠে তার মনের মাঝে। এইরূপে সেই আনন্দলোক-যাত্রীর পথে জমে ওঠে বাধা ও জঞ্জালের কণ্টকস্তূপ। অসহ্য বেদনায় সেও বিধুর হয়ে পড়ে। তার শান্ত সমাহিত চিত্তে এই যে ঝটিকা আবর্ত্ত, বৃথা ও অহেতুক এই যে মর্ম্মান্তিক আঘাত, ইহা সেই চির-বিদায়ের সময়োপযোগী আদৌ নহে। ইহাতে তাহার মহাযাত্রার অহেতুক বিলম্ব হয় মাত্র, সেই সর্ব্বত্যাগী মহাযোগীর ধ্যানস্তিমিত বক্ষে অহেতুক আঘাত দেওয়া হয় মাত্র। আমাদের এইরূপ বৃথা ক্রন্দন ও শোকের জন্য তাকে বহুক্ষণ আকর্ষণ করে রাখা হয়, যেটা মোটেই বাঞ্ছনীয় ত নয়ই, পরন্তু পরম ক্লেশদায়ক। এই কথা অনেক প্রেতাত্মা বারবার বিশেষ করে জানিয়েছেন। যে শান্তির পারাবারে তরণী ভাসান হোল, তার অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া না বহিয়ে, আমরা পেছন থেকে নানাভাবে নানাজনে তাকে টানতে লাগলুম। একদিকে মহাযাত্রার পথিকের গমনোদ্যোগ, অপরদিকে পশ্চাৎ থেকে আমাদের আকর্ষণ। ইহাতে ঐ মহাপথিকের যে কত কষ্ট হয় তা কি আর বুঝিয়ে বলতে হবে ?

শোক করতে নিষেধ করা নিষ্ঠুরতা বা অবহেলা নয়, মৃত আত্মাকে বিস্মৃতির কোলে ফেলা নয়, পরন্তু ইহা পথিকের পথের বাধার অপসারণ মাত্র। আমি আগেই বলেছি যে, স্বার্থপরতা ও উন্মত্ততাপূর্ণ প্রলাপ ও ক্রন্দনের চাইতে যাতে তার ভাল হবে সেইমত সদিচ্ছা তার প্রতি আমাদের প্রেরণ করা উচিত। এক্ষেত্রে নিজেকে ভুলে, নিজের প্রিয়তমের শেষ বিদায় ভুলে, তার সদ্গতির জন্য আমরা ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করব। তার যাত্রার পথ যাতে নিষ্কণ্টক ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাধাহীন হয়, তার অন্তর ও মন যাতে নিঃশঙ্ক ও নির্ভয় হয় এই জন্য আমরা আমাদের প্রাণ মন দিয়ে ডাকব তাঁকে—যিনি কৃপাময়, যিনি শুভময়, যিনি আমাদের চির আপন প্রভু। তাঁর নাম করব ও তাঁকে ডেকেই বলব "প্রভু, পথিকের পথ আলো করে দাঁড়াও।"

মৃত্যুর সময়কার দৃশ্য বড়ই যন্ত্রণাপ্রদ। নাভিশ্বাসের মধ্যে আকুলি-বিকুলি, গলায় ঘড়ঘড়ানি, ভয়ঙ্কর খেঁচুনি, চোখ মুখের ভয়াবহ ঘূর্ণন ও আকুঞ্চন ইত্যাদি হৃদয়বিদারক দৃশ্যাদিতে মৃত্যুশয্যার দৃশ্য অতিশয় মর্ম্মান্তিক। এই হৃদয়বিদারী যাতনার সম্বন্ধে শত সহস্র গল্প ও ভৌতিক কাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তু বহু বহু প্রেতাত্মাকে মৃত্যুর পরই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এই উত্তর পাওয়া গেছে যে, মৃত্যুতে কোনও যন্ত্রণা বা কষ্ট নেই। আমরা যন্ত্রণাপূর্ণ যেসব ভয়ঙ্কর দৃশ্য তৎকালে দেখতে পাই ঐ সমুদয় দেহের আক্ষেপিক লক্ষণ মাত্র। আসল মৃত্যু তার বহুক্ষণ আগেই সংঘটিত হয়ে যায়; সজ্ঞান-আত্মা (conscious ego) দেহ ছেড়ে চলে যায়, আর তখনই ঐ মুমূর্ষুর দৈহিক বিকৃতি চলে; কিন্তু আসল আত্মার তাতে কিছুই যায় আসে না। প্রায় প্রত্যেক মৃত্যুই সম্পূর্ণ যন্ত্রণাহীন। বহুদিন ধরে দারুণ রোগভোগ করেও যে মৃত্যু হয়, সেখানেও মৃত্যু আত্মার নিকট যন্ত্রণাশূন্য। Rev. Leadbeater সাহেব বলেছেন "In almost every case the actual passing-away appears to be perfectly painless, even wherethere has been long and horrible suffering in the illness which it terminates." মৃত্যুর পরই দেখা যায় যে, মৃতদেহের উপর এবং বিশেষতঃ তার মুখমণ্ডলের উপর একটা ধীর ও সৌম্য, সহাস্য ও প্রশান্ত ভাব বর্ত্তমান; মনে হয়, বুঝি নিশ্চিন্ত মনে পরম আরামে সে ঘুমাচ্ছে। এই যে সৌম্য ও শান্ত ভাব, মৃতের বদনমণ্ডলের উপর এই যে স্মিত আলোক—ইহার দ্বারাও তার যাতনাশূন্য মৃত্যুই প্রমাণ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের পার্থিব জীবন, পারলৌকিক জীবনের চাইতে অনেক নিম্নস্তরে পড়ে। মৃত্যুর পরই আমরা Astral বা প্রেতজগতে যাই। ঐখানের সবিশেষ বৃত্তান্ত আমি ইহার পর বিস্তারিত বর্ণনা করব। তথাকার অনেক কিছুর কথা শুনলেই মনে হবে যে, তাহা বুঝি কাল্পনিক; তাই তাকে world of illusion বলে। কিন্তু প্রেতজগৎ (Astral plane) আমাদের পার্থিব জগতের চাইতে এক ধাপ উপরে বটে। আমরা যে চিরসত্য ও চিন্ময় ধামের দিকে নিত্য অগ্রসর হচ্চি, প্রেতলোক তার নিকটের দিকে আমাদের টেনে নিয়ে চলে। তথাকার কর্ম্ম আমাদের আরও উপরের দিকে নিয়ে যাবে; আমরা সেখান হতে যাবো মনোজগতের দিকে, যাকে স্বর্গ বা দেবস্থান বলা হয়। তাই, পার্থিব জগতের চাইতে প্রেতজগতের কার্য্য বিশিষ্ট ধরণের এবং তথাকার কর্ম্ম করবার শক্তিও আমাদের বিশিষ্ট। এখানে অর্থাৎ ইহলোকে যাহা সম্পাদন করতে বহু সময় দরকার হয়, প্রেতলোকে তাহা খুব অল্প সময় মধ্যেই করা হয়ে যায়। আবার প্রেতলোকের সঙ্গে মনোলোক বা স্বর্গলোকের ঠিক এইরূপই পার্থক্য আছে। আমরা যেমন এইভাবে উচ্চ হতে উচ্চস্তরে উঠতে থাকি তথাকার অবস্থানও আমাদের তেমনি দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়। শুধু তাই নয়; ইহলোকে যে কাজে দীর্ঘ সময় দরকার হয়, পরলোকে ও মনোলোকে তাহা অতি অল্প সময়েই সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থূলদেহ ধারণ করতেই হবে

কিন্তু এই স্থূলদেহ আমাদের ধারণ করতেই হবে। সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর স্তরে গমন করতে হলে এবং সর্ব্বশেষে সেই সচ্চিদানন্দের সঙ্গে এক হতে হলে আমাদের ইহলোকের মধ্য দিয়েই যাত্রা শুরু করতে হবে। এই পার্থিব জগতের স্থূল বস্তু ও স্থূল জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের সব অভিজ্ঞতা সর্ব্বাগ্রে লাভ করতে হবে এবং স্থূলদেহ ভিন্ন তাহা হওয়া সম্ভব নয়।

হয়ত কথা উঠতে পারে যে, যদি প্রেতলোকে ও স্বর্গলোকে যাওয়াই আমাদের একান্ত বাঞ্ছনীয় হয়, যদি আত্মার সার্থকতা নির্ভর করে সেই উচ্চলোকে গমনেরই উপর, তাহ'লে যত শীঘ্র এই পার্থিব দেহ নষ্ট হয় এবং যত সত্বর আমরা মৃত্যুর আশ্রয় পাই ততই আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ। তবে কেন আমরা আমাদের এই দুঃখকষ্টময়, এই শোকতাপভরা, এই নিত্য অভাব অভিযোগপূর্ণ স্থূলদেহটীকে রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় রত থাকি? মৃত্যু হলেই যখন আমরা সেই চিরানন্দময় ধামে যেতে পারব—'যথায় নাইক মৃত্যু নাইক জরা, যথায় চিরশ্যামল বসুন্ধরা চির-স্নিগ্ধ মধু মাসে', তখন এই দেহত্যাগ করাই ত আমাদের পক্ষে মঙ্গল। তাহলে ত আত্মহত্যার দ্বারাও সেই চিরমধুময় ধামে সত্বর যাত্রা করতে পারা যায়। কিন্তু বিশেষভাবে বিবেচনা করলেই এই যুক্তির অসারতা বোঝা যাবে।

আমরা এ জগতে উদ্দেশ্যহীনভাবে আসিনি। এই জগতের মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে জীবনযাপন করবার জন্যই আমরা এই দেহ অবলম্বন করেছি। এই লোকে যিনি যত ভালভাবে, সৎভাবে অপরের মঙ্গলের জন্য জীবনযাপন করতে পারবেন তিনি প্রেত-লোকে ততই সুখের ও আনন্দের আস্বাদ ভোগ করবেন। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্দেশ্যেই আমাদের এই স্থূলদেহ ধারণ করা ও ইহলোকে আসা হয়েছে; কারণ, এই সৎ কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবার জন্য ইহ-লোকেরই প্রয়োজন। এইজন্য ইহলোক ও স্থূলজীবনকে শিক্ষার ক্লাস (Training class), বা তৈরি হবার স্থান বলা হয়। যেমন নীচু ক্লাসে ভালভাবে তৈরি হতে পারলেই উপরের ক্লাসে গিয়ে ছাত্র আনন্দ ও শান্তির পরশ পায়, নীচের ক্লাসে যে যত ভালভাবে শিক্ষিত হয়ে উপরের ক্লাসে উঠে সে তত বেশী নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত হয় ও সুনাম লাভ করে, তেমনি এই পার্থিব জগতে স্থূলদেহ দ্বারা যে যত ভালভাবে তার কর্ত্তব্যগুলি করে যেতে পারে, যে যত ভালভাবে নিজের কামনা বাসনাকে জয় করতে পারে, যে যত দৃঢ়পণে পরের জন্য নিঃস্বার্থভাবে ও নিষ্কামভাবে নিজ জীবন উৎসর্গ করতে পারে—সে পরলোকে গিয়ে ততই আনন্দ পায়। সেইজন্য এই দেহ ও জীবন আমাদের রক্ষা করবার চেষ্টা করতেই হবে; কারণ, ইহার উপরই যে আমাদের পারলৌকিক সুখ শান্তি সবই নির্ভর করছে। তাই আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি আমাদের সংস্কারের মত রক্তমাংসের সঙ্গে জড়িত। এ জগতে যে সব জিনিস আমাদের শেখবার আছে ও করবার আছে তা এইখানেই শিখতে হবে ও করতে হবে, নইলে অন্যত্র তাহা সম্ভব নয়। তাই এইখানে ঐ সব কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করবার জন্য আমাদের পার্থিব দেহ ও জীবনকে রক্ষা আমাদের করতেই হবে; ঐ সব কাজ অসমাপ্ত রেখে গেলে যে আমাদের আবার এই শোক তাপ ভরা পার্থিব জগতে এই স্থূলদেহ নিয়ে ফিরে আসতেই হবে; তখন আবার আরম্ভ হবে—

“পুনরপি জীবনম্ পুনরপি মরণং
পুনরপি জননী জঠরে শয়নং।”

কিন্তু শুধু কি তাই? তার সঙ্গে আরম্ভ হবে বাল্যের শত অসুবিধা ও ঝঞ্ঝাট, শত দুঃখতাপ। তাই এই জীবনের মাঝেই আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় করবার শক্তি সঞ্চয় করে নিতে হবে। সুতরাং মৃত্যুকে আগিয়ে নিয়ে এলেই, বা আত্মহত্যা দ্বারা এই স্থূল দেহভার থেকে নিজেকে মুক্ত করবার ইচ্ছা করলেই মুক্তি আসবে না। এমনভাবে আমাদের দৈহিক শক্তি ও সামর্থ্যকে, শিক্ষা ও জ্ঞানকে নিযুক্ত করতে হবে যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ মহাযাত্রার পথ কুসুমাকীর্ণ হয়ে যায়, যাতে পরলোকে গিয়ে আমরা চিরশান্তি লাভ করতে পারি। তা'হলে, যখন সত্যই মৃত্যু এসে হাজির হবে আমাদের সামনে, তখন যেন এক নিমেষের জন্যও আমরা ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ না হই; তৎক্ষণাৎ যেন তাকে সোল্লাসে আলিঙ্গন করে বলতে পারি—

"সম্মুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।"

যেন বলতে পারি—হে মোর চিরবাঞ্ছিত প্রিয়তম, দীর্ঘ বিরহ অবসানে যদি আজ তুমি আমায় নিতে এসেছ, তবে—

এস প্রিয় এস,
সখা হে এস এস,
মম তৃষিত তাপিত অন্তর চিত,
বঁধু হে বুকে এস।
আমার চিরবাঞ্ছিত এস
আমার বহুলাঞ্ছিত এস
আমার শোক তাপ দুখ মন্থন ধন
অন্তরে এসে বস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস অবিশ্বাস

প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস আসতে পারে। সুতরাং এইখানেই আমাদের ঐ সম্বন্ধে বিচার করা উচিত। মৃত্যুর পর কি হয়, আত্মা কোথায় যায় ইত্যাদি সম্বন্ধে যত কিছু বলা হচ্চে, বা বলা হবে সবই মনে হতে পারে অতীব কৌতূহলোদ্দীপক গল্পমাত্র। কারণ, এই সব যে সত্য তার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ কি আছে? ইহার উত্তরে এই বলা যেতে পারে যে, বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি নিজের চোখে এই সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছেন। এই সকল ঘটনার ও সংবাদের প্রতি অণুপরমাণু জ্বলন্ত সত্যরূপে তাঁদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে। ইহা কবিকল্পনা বা অনুমান নহে, ইহা আষাঢ়ে গল্প বা ভৌতিক ছেলেভুলান কাহিনী নহে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রেততত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বর্ত্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন; এখানে কল্পনা বা কাহিনীর স্থান নেই। যাঁরা এ বিষয়ে কখনও কোনও সংবাদ রাখেননি, বা অন্যান্য বিষয়ে প্রভূত শিক্ষিত হলেও যাঁরা প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে কোনও আলোচনা কখনও করেননি, তাঁদের কাছে সর্ব্বপ্রথম এই সকল কথা হয়ত অবিশ্বাস উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু এই বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা, শিক্ষা ও সাধনা করতে করতেই তাঁরা শীঘ্রই ইহার অবিসংবাদিত সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবেন। এইরূপে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ আজ প্রেততত্ত্বের পূজারীর স্থান গ্রহণ করেছেন।

ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কতই না বিভিন্ন মত প্রচলিত হয়ে আছে। বর্ত্তমানের সন্দেহশীল ও তার্কিক মন সে সকলের উপর সমান সন্দেহ ও অবিশ্বাস পোষণ করেন, যেহেতু সেই সকল তাঁদের তর্কের সমাধান করতে পারে না। তাহাতে বলা আছে অনেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জোরালো কথা, কিন্তু প্রমাণের কথা আদৌ নেই। তাতে বলা আছে 'চোখ মুদে বিশ্বাস কর'; আর যদি বিশ্বাস না কর তবে তোমার আর পরিত্রাণ নেই, সহস্র রকম শাস্তি ও নরক তোমার জন্য ঠিক করা আছে। বহুদিন এইভাবে চলে এসেছিল, ক্রমে মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির উন্মেষ হতে লাগল, যুক্তি না হলে মন মানতে চাইল না; তখন এই সকল শাস্ত্র ও ধর্ম্মের বাণী তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখতে লাগল, কিন্তু এগুলো যুক্তিতে টিকল না। কোথাও কোনও বিষয়ের নিশ্চয়তা দেখা গেল না। সৃষ্টির আদিম গল্প, স্রষ্টার ক্রোধ ও খামখেয়াল, অদ্ভুত অদ্ভুত প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা অদ্ভুত মুক্তি—সবই অদ্ভুত ও অযৌক্তিক রয়ে গেল।

ক্রমে থিওজফি বা অধ্যাত্মবিদ্যার সাধনা আরম্ভ হোল। পূর্ব্বের জানা বিষয়গুলি এইবার সত্যকার কষ্টিপাথরে যাচাই হতে লাগল। ইহার পূর্ব্বে সাধারণতঃ দুইটী মতবাদ প্রচলিত ছিল; যা কিছু হচ্চে সবই chance মাত্র—এইটা ছিল একটা মত। আর একটা ছিল এই যে—মানুষ সুখী হবে বা দুঃখী হবে, বিদ্বান হবে বা মুর্খ হবে, বন্য হবে বা সভ্যজগতে জন্মাবে, সবই নির্ভর করছে ভগবানের খুশি বা খেয়ালের ওপর। এই দুইটী মতই সমানভাবে অযৌক্তিক মনে হোল বহু বহু বিখ্যাত মনীষীর কাছে। জগতের অনেক ব্যাপার আছে যার মীমাংসা এই দুই মতবাদীরা করতে পারলেন না। এইখানেই থিওজফি বা অধ্যাত্মবিদ্যা প্রাধান্যলাভ করল; কারণ, ইহার দ্বারা সকল প্রশ্ন ও তর্কের সত্য মীমাংসা সম্ভব হোল। ইহার দ্বারা সেই সর্ব্বশক্তিমান পরম পিতার অপার করুণা অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত হোল।

পূর্ব্বে থিওজফি সম্বন্ধে ভাল বহি থাকেনি। তখনকার পুস্তকগুলির মধ্যে 'The Occult World', 'Esoteric Buddhism', 'Isis

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Unveiled', 'The Perfect Way' ইত্যাদি একমাত্র পথপ্রদর্শক ছিল। বহুবিখ্যাতা স্বনামধন্যা অ্যানি বেস্যান্ত ঐ বিদ্যায় বিদুষী ছিলেন। তিনি এবং তাঁর সহকর্ম্মীরা অক্লান্তভাবে এই সব সত্য সম্বন্ধে চতুর্দ্দিকে লোকসমাজে প্রচার করছিলেন।

এই বিদ্যার সর্ব্বপ্রথম সাধনা হয়েছিল এই ভারতে। এই দেবভূমির ঋষি ও যোগীরা এই বিদ্যাকে সর্ব্বভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। এখনও এইখানে এমন সব যোগী ও সাধক আছেন যাঁরা অবলীলাক্রমে ইচ্ছামাত্রই ত্রিকালজ্ঞ হতে পারেন, যাঁরা মুহূর্ত্তের মধ্যে ত্রৈলোক্যের সঠিক সংবাদ এনে দিতে পারেন, যাঁরা দেহ হতে আত্মাকে পৃথক করে নিয়ে প্রেতলোকে ও অন্যান্য লোকে স্বেচ্ছায় বিচরণ করে আবার নিজ দেহে প্রবেশ করতে পারেন। তাঁরা সব লোকের সব সংবাদ নিজেরা চক্ষে দেখে এসে এখানে বর্ণনা করতে পারেন। তাঁরা যে কোনও প্রেতাত্মাকে ইহলোকে আহ্বান করে তাঁর সহিত কথোপকথন করতে পারেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যখন গান্ধারী শতপুত্রশোকে উন্মাদিনীর ন্যায় বিলাপ করছিলেন, তখন মহামতি বেদব্যাস তাঁর শোকোপনোদন মানসে, তাঁর পরলোকগত পুত্রগণের প্রেতাত্মাগুলিকে আহ্বান করে গান্ধারীর সহিত কথোপকথন করিয়েছিলেন। ঐ প্রেতাত্মারা পরলোকের অনেক সংবাদ তাঁকে দিয়েছিলেন। সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হয়ে ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে তাঁরা কিরূপ সুখে ও আনন্দে আছেন তাও তাঁকে শুনিয়ে শান্ত করেছিলেন। বুদ্ধদেব তাঁর নিজ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাত বারের জন্মবৃত্তান্ত জানিয়েছেন। শঙ্করাচার্য্য নিজ পার্থিব দেহ হতে নিজের আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করে কাশীরাজের মৃতদেহের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং সেই দেহ দ্বারা যৌনজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করে পুনঃ নিজ দেহে প্রবেশ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনে উক্ত ভাবের অসংখ্য উদাহরণ আছে। আধুনিক যুগের পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাওহারী বাবা, বাবা গম্ভীরনাথ, কাঠিয়া বাবা প্রভৃতি অবতার ও আচার্য্যগণ এই সব তথ্য নিজে নিজে দর্শন করে গেছেন। ইঁহারা সকলেই বলতেন যে, দরকার হলে পরলোকগত আত্মাকে তাঁরা অনায়াসে ইহলোকে আনতে পারেন। পূজ্যপাদ গোস্বামীজী ত বহুবার নিজের আত্মাকে জড়দেহ হতে বার করে নিয়ে ইচ্ছামত স্থানে তাকে নিয়ে গেছলেন। অ্যানি বেস্যান্ত বলেছেন যে, থিওজফিষ্ট গণের মধ্যে অনেকেরই এই ক্ষমতা আছে।

নিম্নে আমি গোস্বামীজীর চোখে দেখা দুইটী ঘটনার কথা জানাব। একটী অতি পবিত্রা বৃদ্ধার মৃত্যুকালে গোঁসাইজী তাঁর মৃতদেহের পাশে উপস্থিত ছিলেন। বৃদ্ধার বয়স তখন প্রায় ৭৪ বৎসর; দেহ জরাজীর্ণ। পবিত্রভাবে জীবনধারণ করার পর কিভাবে মৃত্যু হয় তাই দেখবার জন্যই তিনি ইচ্ছা করেই ঐ বৃদ্ধার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, "মৃত্যুর প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে দেখলাম বৃদ্ধার মস্তক হতে একটি সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ধীরে ধীরে প্রকাশ হচ্চে। প্রথমে উহা খুব অস্পষ্ট (ছায়ার মত) ছিল। বৃদ্ধার জড়দেহ যতই অবশ হতে আরম্ভ হল, ঐ মূর্ত্তি ততই স্পষ্ট হতে লাগল। মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে দেখলাম মূর্ত্তি বেশ স্পষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু মুখের অংশ তখনও অনেকটা অস্পষ্ট—উহা যে কাহার মূর্ত্তি তাহা তখনও বুঝা যাচ্ছিল না। যে মুহূর্ত্তে বৃদ্ধার জড়দেহের মৃত্যু হল, ঐ মূর্ত্তি ফটোর মত বেশ স্পষ্ট হল; তখন বুঝলাম উহা বৃদ্ধারই সূক্ষ্ম-মূর্ত্তি। উহা বৃদ্ধারই মূর্ত্তি বটে, কিন্তু বৃদ্ধার জড়দেহের সহিত ইহার আকাশ পাতাল প্রভেদ। ঐ বয়সে দেহ যেরূপ জরাজীর্ণ হয় বৃদ্ধার জড়দেহের তাই হয়েছিল; কিন্তু ঐ নূতন দেহের জরার চিহ্নমাত্র ছিল না। সমস্ত দেহ হতে এক প্রকার স্নিগ্ধ জ্যোতি বাহির হচ্ছিল। ঐ নূতন দেহ প্রকাশ হবামাত্র দেখলাম, কয়েকটী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি আকাশপথে ঐস্থানে উপস্থিত হল এবং বৃদ্ধার সূক্ষ্ম-মূর্ত্তিকে নিয়ে আকাশপথে অনতিবিলম্বে অদৃশ্য হয়ে গেল। পরে জেনেছিলাম, জড়জগতে যারা পবিত্রভাবে জীবনযাপন করে তাদের সকলেরই এই বৃদ্ধার ন্যায় গতি হয়। মৃত্যুর পরমুহূর্ত্তেই তারা এপারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে স্বর্গলোকে চলে যায়।"

ঐ ঘটনার ৩ বৎসর পরে তিনি নিজ চোখে আর একটি মৃত্যুদৃশ্য দেখেছিলেন। এই ব্যক্তির বয়স ৫২।৫৩ ছিল এবং সাধারণ শ্রেণীর মানুষের মতই জীবনযাপন করত। নিজ স্বার্থের জন্য অন্যায় কাজ করতে, মিথ্যা বলতে, বা পরের অনিষ্ট করতে তার বাধ্‌ত না। সে প্রায় দেড় মাস ভুগে একদা রাত্রি প্রায় ২টার সময় মারা যায়। মৃত্যুর কয়েক মিনিট আগে, তার মস্তকের উপর সূক্ষ্মদেহ ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে লাগল। ইহার মূর্ত্তি গঠনে নানা বাধা হচ্ছিল, যেন কোনও আনাড়ী বা নূতন শিক্ষার্থী পটুয়া উহা গড়ছে। এই মূর্ত্তিতে পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধার মূর্ত্তির ন্যায় কোনও জ্যোতি ছিল না। জড়দেহের যেমন মৃত্যু হোল অমনি ইহারও সূক্ষ্মদেহ সম্পূর্ণ গঠিত হোল বটে, তবে ইহাকে নিয়ে যাবার জন্য কোনও দূত দেখা গেল না। যে ঘরে লোকটা মারা গেল তার সামনের দালানে তার বিধবা স্ত্রী খুব করুণভাবে কাঁদছিল। নূতন প্রেতাত্মার কানে বোধ হয় তা পৌছুল ; তাই হঠাৎ সে ঐ ঘরটা ছেড়ে স্ত্রীর সামনে এল ও তাকে খুব জোরে জোরে বলতে লাগল "ওগো কেন তুমি কাঁদছ ? আমি ত কোথাও যাইনি। এইত তোমার কাছেই আছি।" কিন্তু তার স্ত্রী তার কথা শুনতে পাচ্ছিল না। তখন কে যেন প্রেতাত্মার কানে কানে বলে দিল যে, সে এখন প্রেতলোকে আছে, তাই তার কথা তার স্ত্রী শুনতে পাবে না এবং তাকে সে দেখতেও পাবে না। স্ত্রীর করুণ আর্ত্তনাদ শুনে সে যেন খুব অস্থির হয়ে পড়ল এবং যাতে তার স্ত্রী তার সূক্ষ্মদেহ দেখতে পায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও তার কথা শুনতে পায় তার জন্য এমন প্রবল আগ্রহ ভরে চেষ্টা করতে লাগল যে, তার স্ত্রী তার স্বামীর প্রেতমূর্ত্তি হঠাৎ দেখতে পেল। তখন ঐ প্রেত তাকে নানা সান্ত্বনা দিয়ে বলছিল যে, তুমি বৃথা শোক কোরো না ; আমার জড়দেহের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু আমি আসলে ঠিক আগের মতই আছি। কিন্তু বিধবা যেই ঐ মূর্ত্তি দেখল ও ঐ কথা শুনল অমনি আতঙ্কে "বাবারে, ভূতে খেয়ে ফেল্লেরে" বলে ঝড়ের মত ছুটে পালাল। প্রেতাত্মাও স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারপরে সে তার রোরুদ্যমানা উন্মাদিনীপ্রায় জননীকেও দেখা দিয়ে যেমনি সান্ত্বনার কথা শুনাল অমনি তিনিও ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। এই ঘটনায় ঐ প্রেত বুঝল যে, কারও মৃত্যু হলে আত্মীয়েরা শোক করে বটে, কিন্তু ঐ মৃত ব্যক্তি আবার ফিরে এলে প্রায় কেহই সন্তুষ্ট হয় না।

এই সব মহাপুরুষের ও সাধক এবং যোগীর উক্তিকে কারও অবিশ্বাস করবার কোনও কারণই থাকতে পরে না। এই দেশ থেকে ঐ বিদ্যা শিক্ষা করে সর্ব্বপ্রথম ইউরোপে নিয়ে যান মহীয়সী নারী মাদাম ব্লাভাট্স্কি। মাদাম ব্লাভাট্স্কি বলতেন, জগতে এরূপ মহাপুরুষ আছেন যাঁরা প্রকৃতির এই মহাসত্য উদ্‌ঘাটিত করে দেখেছেন এবং অন্যকেও দেখাতে পারেন। মাদাম ব্লাভাট্স্কির সহিত রেভারেণ্ড লেডবিটার সাহেব এই বিদ্যা সাধনার জন্য ভারতে এসেছিলেন। ভারতের যোগিগণের নিকট তিনি এই জ্ঞানলাভ করেন যে, প্রত্যেক নরনারীর মধ্যেই এই দিব্যদৃষ্টি, দূরদৃষ্টি (Clairvoyance) ইত্যাদির শক্তি বর্ত্তমান আছে। প্রকৃত গুরুর নিকট ঐ বিদ্যা আয়ত্ত করতে হয়। ইহা কোনও মানুষের বিধিদত্ত জন্মগত পৃথক গুণ বা শক্তি নহে। তাঁদের উপদেশানুসারে সাধনা করতে করতে রেভাঃ লেডবিটার সাহেব দেখলেন—"that, all that had been told me was true—that it was possible to develop astral

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

and mental sight, and by their means to verify at once the principal teachings of Theosophy." অর্থাৎ আমাকে যাহা কিছু বলা হয়েছিল সবই দেখছি সত্য ; সাধনার দ্বারা প্রেতলোকে ও মনোলোকের সমস্ত কিছুই দেখা সম্ভব।

যারাই ইচ্ছা করেন তারাই গুরুর উপদেশ মত ধ্যান ধারণা, যোগ সাধনা ইত্যাদির দ্বারা ইহজীবনেই পরলোকের সব তথ্য নিজেই আয়ত্ত করতে পারেন। সাধনালব্ধ শক্তিবলে—মৃত্যু কি, মৃত্যুর পর কি হয় ইত্যাদি ব্যাপারের সত্য অনুসন্ধান তিনি পাবেন। তিনি মৃত প্রেতাত্মাদের সঙ্গে প্রেতলোকেই গিয়ে দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা কইতে পারেন। প্রেতাত্মাদিগকে পার্থিব জগতে টেনে নিয়ে না এসে, নিজেই অধ্যাত্মবিদ্যার দ্বারা তাঁহাদের কাছে গিয়ে পূর্ব্বজন্ম, পরজন্ম ইত্যাদির সঠিক বিবরণ জেনে আসতে পাবেন। এইভাবেই সকলে এই দিকে জ্ঞানার্জ্জন করছেন। এই বিদ্যা আয়ত্ত হলে পর পারলৌকিক তথ্যাদির জন্য অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না। ইহজগতের সব কিছু যেমন আমরা পার্থিব দেহ ও ইন্দ্রিয় নিয়ে দেখছি, শুনছি, জানছি, তেমনি সাধনালব্ধ সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে সেই সূক্ষ্মজগতের সব কিছুই নিজে নিজে জানতে পারা যাবে। কিন্তু ইহা একদিনে সম্ভব নয় ; ইহা সোজা কথাও নয়, ইহা কঠোর সাধনার ধন। এই সাধনায় অনেকে সিদ্ধ হয়েছেন এবং প্রত্যেকেই সিদ্ধ হতে পারেন।

এইখানে কথা উঠতে পারে যে, ঐ সকল ব্যাপার ঠিক ইন্দ্রজালের মত এবং তাহা সত্য নয়। কিন্তু যাহা চোখে দেখব, বা কানে শুনব তাহাও যদি মনের মোহ হয় তবে আর বলার কিছু থাকে না। তা'হলে জগতে যা কিছু হচ্ছে, যা কিছু দেখছি, সবই মোহ ও ভ্রম মাত্র। দার্শনিক দৃষ্টিতে সবই মোহ বা ভ্রম হতে পারে, কারণ তাঁদের মতে এই জগৎটাই মিথ্যা ও ভ্রম ; কিন্তু যেগুলো দেখছি ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনছি সেগুলো ত ভ্রম হতে পারে না। এসব ব্যাপার কেউ যে একা দেখেছেন তাও নয়; শত সহস্র ব্যক্তি নিত্য ইহা দেখছেন ও নিজ কর্ণে শুনছেন। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন পরলোক যাঁদের কাছে ইহলোকের মত সুপরিচিত; ইহলোকে যে সহরে বা গ্রামে তাঁরা বাস করছেন তাও যেমন সত্য, পরলোকও তেমনি তাঁদের কাছে সত্য ও সুপরিচিত। সে সকল প্রত্যক্ষ ঘটনা যদি মনের ভ্রম হয় তা'হলে ভগবান বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য ইত্যাদি ইত্যাদি মহাপুরুষগণ সকলেই ভ্রমজালে পড়েছেন বলে মেনে নিতে হয়। কিন্তু তা হতে পারে না। জগতের অণুপরমাণু এবং দৃষ্টির বাহিরের সব কিছুকে যেমন আমরা আজ বিজ্ঞানের দ্বারা সত্যরূপে জানতে পেরেছি, পরলোকের সব কিছুই তেমনি আজ নিখুঁতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; সেখানে ভ্রম বা সন্দেহের ছায়া নেই। যার ইচ্ছা হবে তিনিই নিজ জীবনে আজ ঐ সব তথ্য জেনে নিতে পারেন। আপনারা যদি Mr. Fullerton সাহেবের লেখা 'The Proofs of Theosophy' সযত্নে পাঠ করেন তবে আপনারা অনেকটা নিঃসন্দেহ হতে পারবেন।

বিস্ময়ের ও দুঃখের কথা এই যে, যে সব গোঁড়া ধর্ম্মবিশ্বাসী ব্যক্তি প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন, তাঁরা তাঁদের নিজেদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি বা প্রমাণ দিতে পারেন না। তাঁদের যুক্তি হচ্চে গায়ের ও বক্তৃতার জোর। তাঁরা জোর করে তাঁদের কথা সকলকে বিশ্বাস করতে বলেন। তাঁরা বলেন যে, যদি সন্দেহ কর আমাদের কথায়, তবে তোমাদের অনন্ত নরক; সন্দেহ করা পাপ, সুতরাং মনের মাঝে অবিশ্বাস আসতে দিও না। সর্ব্বশেষ এক কথায় তাঁরা বলে দিয়েছেন, 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর'।

এরূপ না বললে তাঁদের নিস্তার নেই। তাঁদের ধর্ম্মপুস্তক, তাঁদের শাস্ত্র যে নির্ভুলভাবে সত্য, তা তাঁরা প্রমাণ করতে পারেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁদের কারও বলবার সাহস নেই যে, তিনি নিজে স্বর্গে বা নরকে গিয়ে এইসব নিজ চোখে দেখে ও বুঝে এসেছেন। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম সম্বন্ধেই এই কথাগুলো বেশী খাটে। তাদের শেষ উত্তর 'বাইবেলে এমনি লেখা আছে'। কিন্তু থিওজফি বা প্রেততত্ত্বে এরূপ বলা হয় না। যা দেখা হয়নি তা প্রচার করা ইহার কাজ নয়। চোখে যা স্পষ্টভাবে দেখা হয়েছে, তাই শুধু প্রেততত্ত্বে স্থান পেয়েছে—তার বেশী একটী কথাও নয়। ইহাতে অন্ধবিশ্বাসের দাবী করা হয়নি।

যে সব ঘটনার কোনও কারণ দেখান, বা মীমাংসা করা সম্ভব হয় এবং যে ব্যাপারগুলি শুধু 'অদ্ভুত' নামে পরিচিত, সেগুলির সম্বন্ধে ধর্ম্ম বা গোঁড়ামি সম্পূর্ণ উদাসীন ; তারা এই সব ব্যাপারকে অস্বীকার করেন। এই সবের মীমাংসা সম্ভব নয় তাই এগুলি তাদের কাছে স্থান পায় না। ভৌতিক ব্যাপার, মেসমেরিজম্, দূরদর্শন, টেলিপ্যাথি ইত্যাদি ব্যাপারগুলি এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। প্রেততত্ত্ব বা অধ্যাত্মতত্ত্ব এই সকল 'অদ্ভুত' ঘটনাকে সাগ্রহে গ্রহণ করেন এবং ইহাদের কারণ ও মীমাংসা সত্যভাবে প্রমাণ করেন। একদল এই সকল অতি মূল্যবান ঘটনার সমাধান নেই জেনে তাচ্ছিল্যভরে অবজ্ঞা করতে লাগলেন ; আর অন্যদল সেইগুলিকে নিয়ে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক তথ্য প্রকাশ করলেন। ভূত নেই, বা ভৌতিক ঘটনা ঘটে না—জোর করে কেহই একথা বলতে পারেন না ; কিন্তু যেহেতু তাদের মীমাংসা করা সম্ভব হোল না, তাই তারা মরুভূমির অষ্ট্রীচ পাখীর মত সেগুলো সম্বন্ধে চোখ বুজে থাকাই সমীচীন মনে করলেন। খ্রীষ্টান ধর্ম্মমত এগুলি সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারলেন না। তারা কখনও এগুলোকে অস্বীকার করলেন, আবার কখনও বললেন যে—হাঁ এগুলি ঘটে বটে, তবে এসব সয়তানের কাজ। Rev. Leadbeater সাহেব বলেছেন যে, খ্রীষ্টান মত যখন কোনও বিষয় বুঝতে পারে না, তখন সেটাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'সয়তানের' কাজ বলে নিশ্চিন্ত হয়। তিনি উহার অনেক উদাহরণ দিয়েছেন। কিন্তু অনেক থিওজফিষ্ট ঐ সব ঘটনার সত্য সমাধান করেছেন। আমাদের সেগুলোকে জানা ও বিশ্বাস করা উচিত। সকলকেই যে ঐ ব্যাপার নিজে প্রত্যক্ষ করে নিতে হবে তার কোন মানে নেই। বৈজ্ঞানিক যখন কোনও কথা প্রমাণ করে দেন আমরা তাহা সকলেই মাথা পেতে নিই। পৃথিবী সূর্য্যের চারদিকে ঘোরে, অথবা পৃথিবীটা দেখতে কমলা-লেবুর মত—এটা কি আমরা সকলেই চক্ষে দেখে তবে বিশ্বাস করছি? তেমনি ভৌতিকতত্ত্ব সম্বন্ধেও প্রেত-তত্ত্ববিদগণ যা বলেছেন আমাদের তা বিশ্বাস করে নিতে হবে। আর যদি নিজেই তা জানতে চান তবে আপনারা প্রেতচক্রে উপস্থিত থাকতে পারেন, তথায় নিজের চোখে সব দেখতে পাবেন, নিজের কানে চক্রে আগত প্রেতাত্মার কথা শুনতে পাবেন, প্রেততত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত আলাপ আলোচনা করতে পাবেন এবং প্রেতলোক সম্বন্ধে তারা যা দেখেচেন সব জেনে নিতে পাবেন; আর এত কষ্ট করতেও যদি তারা না চান তবে অন্ততঃ তারা বহুপ্রচারিত প্রেততত্ত্বপূর্ণ পুস্তকগুলি বা বক্তৃতাগুলি ধীরভাবে অধ্যয়ন করতে পারেন। হিমালয় না গিয়ে, বা আমেরিকা না গিয়ে—যাঁরা গেছেন তাঁদের লিখিত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত যদি আমরা পড়ি, আমরা হিমালয় বা আমেরিকা সম্বন্ধে সব জানতে পারি। কোনও স্থানের সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে আমাদের তথায় যে নিজে যেতে হবে তার মানে নেই; যাঁরা গেছেন তাঁদের লেখা পাঠ করলেই হয়। তেমনি যাঁরা প্রেতলোকে গেছেন, বা তথাকার সব দেখেছেন ও জেনেছেন তাঁদের লেখা পাঠ করলেই আমরাও তা জানতে পারব।

সেই বিশ্ববরেণ্য মহীয়সী নারী মাদাম ব্লাভাট্স্কি, বহু বহু বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে সর্ব্বপ্রথম যখন ভৌতিকতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংবাদ দিলেন তখন অবিশ্বাসীর দল কতই না ব্যঙ্গের ও তাচ্ছিল্যের, অবিশ্বাস ও সন্দেহের হাসি হেসেছিলেন। কিন্তু আজ সেই সকল কথা সুন্দররূপে প্রমাণিত হয়েছে। এমন কি, আধুনিক বিজ্ঞানও আজ ক্রমশঃ থিওজফির দিকে অগ্রসর হয়ে তার সঙ্গে মিলিত হয়ে যাচ্ছে। ৪০ বৎসর আগে বার্মিংহামে বিশ্ববিদিত বৈজ্ঞানিক Sir Oliver Lodge ঐ কথাই বলেছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিব্যদৃষ্টি

আমি মৃত্যু সম্বন্ধেই আপনাদের জন্য লিখে চলেছি। চালিত হয়েছি এই পথে আমার সাধনালব্ধ আত্মিক চৈতন্য দ্বারা, মহান ও দয়াল অশরীরি আত্মাদের উপদেশ দ্বারা, এবং আমার স্বর্গগত প্রিয়তমা কন্যা ডলুমাতার প্রেরণা দ্বারা।

শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক উপদেশ বা বৈজ্ঞানিক চর্চ্চা বা কেবলমাত্র শাস্ত্রাদির আলোচনা দ্বারা এই রহস্যাবৃত জ্যোতির্লোকের সকল ব্যাপার বিশ্বাস হতে চায় না। তাই আমাদিগকে নির্ভর করতে হবে দুইটি বিশেষ ব্যবস্থার উপর। তন্মধ্যে একটি হচ্চে যে মহান ও তত্ত্বজ্ঞ যোগীদের **দিব্যদৃষ্টি** দ্বারা স্পষ্ট ও জীবন্তরূপে প্রতীয়মান পরলোক ও মনোলোকের দৃশ্য ও ঘটনাবলীকে বিশ্বাস এবং অপরটী হচ্চে নিজেই সাধনা ও যোগ-দ্বারা সেই **দিব্যদৃষ্টি** লাভ করা ও নিজেই স্পষ্টভাবে ঐ সব অলৌকিক, চিররহস্যাবৃত অজ্ঞাত লোকের সমুদয় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা।

সুতরাং পরাতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে নিজে নিজেই সত্য ও সঠিক পরিচয় লাভ করতে হলে সর্ব্বপ্রধান আবশ্যক হচ্চে **দিব্যদৃষ্টি** (Clairvoyance)।

দিব্যদৃষ্টি কি ও কাকে বলে, এই সম্পর্কে আপনাদিগকে কয়েকটা কথা ব'লে, আমি পরে আপনাদের জানাব **কেমন করে দিব্যদৃষ্টি লাভ করা যায় এবং দিব্যদৃষ্টি লাভ করার শ্রেষ্ঠ উপায় কি ?**

দিব্যদৃষ্টি নিয়ে, বিংশ শতাব্দীর দৃপ্ত বিজ্ঞান বহু অলৌকিক তথ্য আবিষ্কার ও আলোচনা করেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহু বিখ্যাত যোগী ও বৈজ্ঞানিক এই রহস্যাবৃত ব্যাপারটি নিয়ে অত্যদ্ভুত আবিষ্কার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিয়েছেন। ইহার অলৌকিক শক্তির কথা আজ প্রত্যেকেই নিত্য নানাভাবে প্রত্যক্ষ করছেন।

কিছুদিন আগেও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস মহাশয় **দিব্যদৃষ্টি** সম্বন্ধে চমৎকার আলোচনা করেছেন। পরম সমাদরে আমি নিজে পুনঃপুনঃ তা পাঠ করেছি। আজ আপনাদিগকেও আমি তাঁর সেই আলোচনা পরিপূর্ণ ভাবে জানাব।

দিব্যদৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে, **যোগনিদ্রা** (Hypnosis) সম্পর্কেও আলোচনা করা দরকার হয়ে পড়ে। মোহন, স্তম্ভন, বশীকরণ প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারের কথা আমাদের দেশের সকলেই জানেন। অবস্থা বিশেষে বা বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া ও মন্ত্রের দ্বারা শুধু পশুপক্ষীর উপরেই নহে, মানুষ মানুষের উপরেও পূর্ণ রাজত্ব করতে পারে, তা আমরা জানি ও দেখেছি। এক অলৌকিক শক্তির সাহায্যে মানুষ শুধুমাত্র অন্যের দেহে হাত বুলিয়ে বহু রোগের উপশম মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই করে ফেলেন তা দেখেছি। শুধুমাত্র স্পর্শ দ্বারা কোনও নর যে কোনও নারীর উপর এমন অদ্ভুত প্রভুত্ব লাভ করেন যে সেই নারী মৃত্যু মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এবং মৃত্যুর পরেও সেই পুরুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। অন্যক্ষেত্রে বহু নারীও বহু নরকে, কেবলমাত্র মুহূর্ত্ত দর্শনে বা স্বল্প স্পর্শ দ্বারা আজীবন তাহাকে সেবকে পরিণত করেছেন তার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এরূপ বহু সত্য দৃষ্টান্ত আমার নিজের জানা আছে। তবে এ সকল ব্যাপার আমাদের দেশে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অন্তর্গত।

দৃষ্টিশক্তির যে কত অলৌকিক ক্ষমতা আছে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। কিন্তু চেষ্টা করলেই দেখতে পাবেন—কেমন করে বৃক্ষতলে অবস্থিত অজগরের চোখে চোখ পড়বামাত্র বৃক্ষশাখায় অবস্থিত ক্ষুদ্র পাখী মুহূর্ত্ত মধ্যে কেমন যেন হয়ে যায় এবং কিয়ৎকাল পরেই হঠাৎ সেই বৃক্ষের সুউচ্চ ডাল হতে বৃক্ষতলে অবস্থিত সেই অজগরের মুখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেমন হঠাৎ আপনা হতে পড়ে যায়। বহুস্থানে নিশ্চয়ই শুনেছেন এবং চেষ্টা করলে নিজেও দেখতে পাবেন—যে, বাঘের চোখে চোখ পড়ায় মুহূর্ত্ত মধ্যে কেমন করে ভেল্কি লেগে যায় এবং সেই মানুষের আর নড়িবার শক্তি থাকে না। এই শক্তি হচ্চে যোগনিদ্রার (Hypnosis-র) রূপান্তর। ইহার দ্বারা একজন অন্যজনের ইচ্ছাশক্তিকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলে ও তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্বে এনে ফেলে। হিপ্‌নটিজম্‌ সংক্রান্ত ব্যাপার ইহার অন্তর্গত। ইহাকে মেসমেরিজম্‌ও বলা হয়। ইউরোপে মেসমার সাহেবকে এই শক্তির প্রথম আবিষ্কার-কর্ত্তা বলা হয়। কিন্তু ভারতের যোগীরা বহুকাল আগে থেকেই এই তত্ত্ব জানতেন এবং তাঁহারা এই অলৌকিক শক্তির পরিচালনা দ্বারা জগতের বহু বহু মহান উপকার সাধন করেছেন। সেই সকলের আলোচনা আমি যথাস্থানে করব।

আজকাল বহু ম্যাজিসিয়ান্‌ চোখবাঁধা অবস্থায় জনতাপূর্ণ রাস্তায় সাইকেল বা মোটর চালিয়ে বা বোর্ডের লেখা পড়ে সকলকে বিস্মিত করে দিচ্ছেন। কিন্তু ইহা শুধু ম্যাজিসিয়ানদের শক্তি নহে। আপনার আমার প্রত্যেকের মধ্যেই এই অজ্ঞাত শক্তি আছে। এই শক্তির প্রয়োগে আমরা জগতে অত্যদ্ভুত কাজ সম্পাদন করতে পারি। জগতে বহু নূতন সুখ বা নূতন দুঃখ সৃষ্টি করে মানুষ-জন্ম, শান্তিময় বা অশান্তিময় করে তুলতে পারি।

বহু দূরস্থ আত্মার বা বন্ধুর ভীষণ বিপদে আমরা অনেক সময় এই শক্তি দ্বারাই সেই বিপদের ঘটনা দূরে থেকেই চাক্ষুষ দেখতে পাই। এই শক্তিতেই আরো বহু অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ পায়। এক ইন্দ্রিয়ের কাজ অপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্পন্ন করতে পারা যায়। হেডেন্‌হেন জানিয়েছিলেন যে তাঁর একটি শিষ্য কানের দ্বারা না শুনে, তার পাকস্থলীর উপরের গর্ত্ত দিয়ে শুনতে পেতেন। এই শক্তি দ্বারাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকে বইটি কেবলমাত্র স্পর্শ করেই সবটা পড়তে পারেন। মোল জানিয়েছেন যে জনৈক ব্যক্তির দুইটী চক্ষু পটি দিয়া এঁটে, তার উপর জোরে কাপড় বেঁধে দেওয়ার পরও তিনি ২।৩ ফুট দূরস্থ একখানি পুস্তক অক্লেশে পড়তে পারেন, এই সবই হচ্চে অধুনা প্রচারিত এক্স-রে চোখের খেলা। সমগ্র জগৎ আজ এই অলৌকিক শক্তির কাজে স্তম্ভিত ও বিস্মিত। ইহাকেই বলে **দিব্যদৃষ্টি** বা clairvoyance. ইহা এক প্রকার অতীন্দ্রিয় অনুভূতি।

দিব্যদৃষ্টিকে ইংরাজীতে বলা হয় ক্লেয়ারভয়েন্স clairvoyance. ইহা ফরাসী ভাষা। ইহার মানে হচ্ছে **স্বচ্ছদৃষ্টি**। অনেকে ইহাকে পঞ্চম ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আর একটী ইন্দ্রিয় অর্থাৎ 'ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়' বলেন। প্রকৃত পক্ষে **দিব্যদৃষ্টিও** একপ্রকার অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। পৃথিবীর বহু দেশে এইরূপ অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসম্পন্ন দিব্যদ্রষ্ট ব্যক্তি আছেন। তবে ভারতবর্ষে বহু যোগী বহু ঋষি ও বহু আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন বহু জন আছেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সংখ্যাতে এই সব লোক অনেক কম। ভারতীয় যোগীরাই সর্ব্বপ্রথম এই **দিব্যদৃষ্টির** সাহায্যে জ্যোতি-র্লোক বা পরলোক, মনোলোক বা স্বর্গলোকের সমস্তই প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিখ্যাত ফরাসী শরীরতত্ত্ববিদ **চার্লস রিচেট** একটী সম্মোহিত মেয়েকে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। মেয়েটি শীলকরা খামে ভরা তাসের নাম নির্ভুল ভাবে বলে যেতে পারত। ইংলণ্ডের বিখ্যাত চিকিৎসক জন ইলিয়টসন, ঐদেশে প্রথম স্টেথিস্কোপ ব্যবহার করতেন। তিনিও জানিয়ে গেছেন যে কোনও কোনও সম্মোহিত ব্যক্তি চোখ বোজা অবস্থায় খামে বন্ধ চিঠি পড়তে পেরেছে, শীলকরা প্যাকেটে কী আছে বলে দিয়েছে, বাক্সে বন্ধ বস্তুর অস্তিত্ব টের পেয়েছে এবং স্থূল বা অস্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়াও অন্য জিনিষের উপস্থিতি বুঝতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পেরেছে। সাধারণ দৃষ্টিশক্তিযুক্ত নরনারীর পক্ষে এ ধরণের ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার।

একশ বৎসর পূর্ব্বের কথা এবারে বলছি, ঐ সময় **ডব্লিউ হ্যাণ্ডস** নামে জনৈক ইংরাজ চিকিৎসক, 'এলেনডসন' নামে এক বালিকাকে সম্মোহনের সাহায্যে চিকিৎসা করার কালে লক্ষ্য করেন যে ঐ বালিকার **দিব্যদর্শনের** অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে। ১৮৪৫ সালে একদিন তিনি ঐ মেয়েটীর দুই চোখের উপর দুইটী তুলা ভরা কৌটা রেখে তারপর ফিতা দিয়ে বেঁধে দেন। তথাপি ঐ মেয়েটী **দিব্য-অনুভূতির** দ্বারা সম্মুখে স্থাপিত বিবিধ বস্তুর বিষয় অক্লেশে বলে যেতে লাগল এবং পুস্তক পাঠ করতে থাকল। ইহার পর তাকে একটি সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার সাহেব তার হাতে জীবজন্তুর রঙিন ছবিওয়ালা একখানি বই দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় তখনও মেয়েটি সমস্ত পশুপক্ষীর বর্ণ ও বর্ণনা ঠিক ঠিক বলে দিল।

এবারে অষ্ট্রেলিয়ার সংবাদ বলছি। তথাকার মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা সভায় **ডবি** নামে একজন সম্মোহনকারী সদস্য ছিলেন। তাঁর সম্মোহিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একজন ছিল **দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন**। একবার ঐ দেশের এডিলেড শহর নিবাসী এডামসন সাহেবের কন্যা একটি ক্ষুদ্র অলঙ্কার হারিয়ে ফেলেন। তারপর বাবা ও মেয়ে উভয়ে **ডবির নিকট** গিয়ে জানতে চাইলেন যে তাঁহার পরিচিত অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিটি ইহার সন্ধান দিতে পারেন কিনা। 'ডবি' তখন সেই লোকটিকে সম্মোহিত করলেন, সম্মোহিত অবস্থায় লোকটি বলে দিল—হারান জিনিষটি দেখতে কি রকম, কোথায় কি ভাবে উহা হারিয়ে গেছে, কে পেয়েছে এবং কোথায় রেখেছে। তাহার বর্ণনা এতই নিখুঁত হয়েছিল যে সত্য সত্যই তাঁহার কথিত সেই নির্দ্দিষ্টস্থান হতে সেই বস্তুটী খুঁজে পাওয়া গেছল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুধু যে অপরের দ্বারা সম্মোহিত হলেই দিব্যদর্শনের ক্ষমতা জন্মে তা নয়; কেহ কেহ স্বচেষ্টায়, স্বসাধনায় এবং কোথাও বা স্বাভাবিক ভাবেও দিব্যদৃষ্টি লাভ করতে পারেন। আমাদের এই দেশে বহু যোগী ঋষি ও আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন বহু সাধক দিব্যদৃষ্টির অধিকারী আছেন। **আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী** মহাশয়ের জীবনী পাঠ করলে এই বিষয়ে অনেকগুলি প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেখতে পাবেন।

দিব্যদৃষ্টি লাভ হলেই তবে মানুষ স্বচক্ষে ও সজ্ঞানে দেখতে পান কেমন করে আত্মা স্থূল দেহ ত্যাগ করে ধীরে ধীরে জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ করেন, কেমন করে তাঁর আত্মা, তাঁর মৃতদেহ হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কেমন করে সেই বিদেহী আত্মার আতিবাহিক দেহের সংগঠন হয়।

এই সূত্রে **প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর** নিজের দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দর্শনের কথা আমি আগেই বলেছি। পরে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও অধ্যাত্মবলে বলীয়ান, আমেরিকার বোষ্টন নিবাসী ডাক্তার **এণ্ড্রু ডেভিস জ্যাকসন** সাহেবের মৃত্যু দর্শনের কথা আমি পরে বলব।

পাশ্চাত্য বহু বৈজ্ঞানিক যে সাধনার দ্বারা এই দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন তার বহু ঘটনার কথা আমরা জানি। সুইডিশ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক **ইমানুএল সুইডেনবার্গ** (১৬৮৮—১৭৭২) এমনি একজন অতীন্দ্রিয় শক্তিমান ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মান মনীষী **কাণ্ট** তাহা নিজের চোখে দেখে ছিলেন। ১৭৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এক অপরাহ্নে **সুইডেনবার্গ,** গটেনবার্গ সহরে এসে তথা হতে ঘোষণা করেন সেখান হতে ২৫০ মাইল দূরবর্ত্তী স্টকহল্‌ম সহরে এখনি এক অগ্নিকাণ্ড সুরু হয়েছে; তার এক বন্ধুর বাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, এবং তার নিজের বাস-ভবনটির অবস্থাও খুবই বিপজ্জনক। তার পর রাত্রি ৮টার সময় তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে জানালেন যে ঐ আগুন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার বাড়ি হতে তৃতীয় গৃহদ্বারে নির্ব্বাপিত হয়েছে। ইহার দুই দিন পরে স্টকহল্ম হতে একজন বার্ত্তাবহ গটেনবার্গে আসেন এবং ঐ অগ্নিকাণ্ড ও তৎসম্পর্কে সুইডেনবার্গের প্রত্যেকটি উক্তির সত্যতা তিনি প্রকাশ করেন।

আমেরিকার উত্তর আলাবাসা প্রদেশে **রেভারেণ্ড স্যাণ্ডার্স** নামে একজন ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। তাঁহারও **দিব্যদর্শনের** শক্তি ছিল। তিনি মাঝে মাঝে ধ্যানস্থ হয়ে পড়তেন। ঐ সময়ে দূরবর্ত্তী কোনও বিষয়বস্তুর প্রতি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করা হলে তখনি তিনি তার নির্ভুল বিবরণ দিতে পারতেন। কাহারও কোনও ঘড়ির চেন, মুদ্রা বা অন্য জিনিষ হারিয়ে গেলে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি তাহার সন্ধান বলে দিতেন। ঐ সম্পর্কে **বেণ্টলী** নামে এক ভদ্রলোক লিখেছেন যে ১৮৬৭ সালের গ্রীষ্মকালে তাঁর ১ গোছা চাবি হারিয়ে যায়। তার প্রায় ১ সপ্তাহ পরে স্যাণ্ডার্স সাহেবকে উহার সন্ধান বলে দিতে অনুরোধ করা হয়। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সাণ্ডার্স সাহেব বলেন ঐ চাবির গোছা 'বেণ্টলীর' বাড়ির পশ্চিম দরজার সিঁড়ির নীচে পড়ে আছে। অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেল যথার্থই তাই।

দিব্যদৃষ্টি সম্বন্ধে এতক্ষণ পর্য্যন্ত অনেক বলেছি বা আরো কয়েকটা কথা বলব। দিব্যদৃষ্টি দ্বারা ইহজগতের সকল সূক্ষ্ম ব্যাপারই প্রত্যক্ষ করা যায়। এই পৃথিবীর মধ্যেই যে বিভিন্ন তথ্যের দর্শন পাওয়া যায় এগুলি তারই উদাহরণ। স্থূলজগতের মধ্যেই তার ক্রিয়া সীমাবদ্ধ। কিন্তু দিব্যদৃষ্টি দ্বারাই যে, পরলোকের ও সূক্ষ্মলোকের সব অদৃশ্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। সেই সব ঘটনার কথা এই বহির মধ্যে আগেও জানিয়েছি, পরেও যথাস্থানে নূতন ভাবে নূতন সংবাদ জানাব। শ্রদ্ধেয় মণীন্দ্রবাবু ১৩৬২ সালের ১৮ই চৈত্র রবিবারের আনন্দবাজারে যে আলোচনা করেছেন তার সবটাই অপনাদিগকে উপহার দিয়েছি এবং পরেও দিচ্ছি। তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষের মধ্যে যে অনন্ত সূক্ষ্মশক্তির অস্তিত্ব আছে, দিব্যদৃষ্টি তার মধ্যে একটি। এখানে আর এক রকম সূক্ষ্মশক্তির কথা জানাচ্ছি, ইংরাজীতে তার নাম ডিভাইনিং (Divining)। বাংলাতে ইহার অর্থ হচ্ছে ভবিষ্যৎ বলা, অনুমান করা, পূর্ব্বসূচনা পাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু ইহার প্রণালী আলাদা। এই প্রকার শক্তিশালী লোক একটি গাছের ডাল হাতে নিয়ে ভূগর্ভস্থ জল, বা খনিজবস্তুর অস্তিত্বের আভাষ দিতে পারেন। কখনও কখনও এই শ্রেণীর অনুসন্ধানকারী মাটির তলার গুপ্তধন বা লুকান মুদ্রার খোঁজও বলতে পারেন। ঐ গাছের ডাল হাতে নিয়ে চলতে চলতে ঠিক জায়গায় উপস্থিত হবামাত্রই সূক্ষ্মসন্ধানকারীর হস্তস্থিত বৃক্ষশাখা সজোরে বেঁকে যায়। মনে হয় যে সূক্ষ্মসন্ধানকারীর অতীন্দ্রিয় 'অনুভবশক্তি', তাঁহার অজ্ঞাতসারে নির্দ্দিষ্টস্থানে হস্তধৃত বৃক্ষশাখাটি বাঁকিয়ে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কোন কোন সময় সূতাবাঁধা দোলকও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। ইউরোপ, আমেরিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে, মধ্যযুগে ও আজকালকার বৈজ্ঞানিক যুগেও সূক্ষ্ম-অন্বেষণ কার্য্যের প্রচলন দেখা যায়।

এই সকল অতীন্দ্রিয় দিব্যদৃষ্টি বা দিব্যানুভূতির কথা বাহ্যতঃ অবিশ্বাসজনক হলেও, ইহার চাইতে সত্য আর কিছুই নাই। এই সকল ব্যাপার লুকিয়ে লুকিয়ে ২।১ জন দেখছেন না বহু জনে, শত শত, সহস্র সহস্র ব্যক্তি, ইহা স্বচক্ষে দেখেছেন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ইহার চরম সত্যতা আজ সূর্য্যালোকের মত সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হয়েছে।

আমি সাধারণতঃ আমাদের দেশের অশিক্ষিত ও পাড়াগাঁয়ের লোকদের দেখা বা শুনা ভূতুড়ে গল্পের কথা আপনাদিগকে জানাচ্ছি না। সে সব এত বেশী এদেশে শোনা যায় যে যদি সেগুলি সংগ্রহ করে প্রকাশ করা যায় তবে বিরাট "এনসাইক্লোপিডিয়া" বা মহাভারত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৈরী হতে পারে, কিন্তু সে সব ব্যাপার বৈজ্ঞানিক ভাবে পরীক্ষিত নয়। তাহা অনুমান বা অতিরঞ্জিত দোষে দুষ্ট। ঐ সকল ব্যাপারের সত্যতার প্রমাণ শুধু একজনের মুখের কথা ছাড়া আর কিছুই নাই। আজকালকার অবিশ্বাসী মনে, আজকালকার দৃপ্ত বিজ্ঞানের যুগে সে সব কথায় লোকের মনে বিশ্বাস না আসবারই কথা। তাই বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষিত বা আমার নিজের চোখে দেখা ও আমার নিজের অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কথা ভিন্ন আমি অপর কাহিনী শুনতে ইচ্ছা করি না।

আয়ারল্যাণ্ডে অবস্থিত "রয়েল কলেজ অব সায়েন্সের" সুপ্রসিদ্ধ পদার্থবিদ **স্যার উইলিয়াম ব্যারেট** একশত জায়গায় পর্য্যবেক্ষণ করে **সূক্ষ্ম-সন্ধানকারীর** সাফল্যের পরিচয় পেয়েছিলেন। অথচ সে সকল স্থলে অন্যান্য সকল উপায়ই ব্যর্থ হয়েছিল। এমন কি, কোনও এক ভূতত্ত্ব সংসদের সভাপতিও এইরূপ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বলে জানা যায়। ১৮৮৭ সালে রিচার্ডসন কোম্পানীর প্রচুর জল সরবরাহের জন্য কূপ খননের প্রয়োজন হয়। সেজন্য তাঁহারা বিশেষজ্ঞদের মত লইয়া সুবিধামত একস্থানে খনন কার্য্য করান। কিন্তু তিনবার চেষ্টার পর, প্রায় পনের হাজার টাকা ব্যয় করেও সন্তোষজনক কূপ খনন সম্ভব হল না। একস্থানে প্রায় সহস্র ফুট পর্য্যন্ত গভীর গর্ত্ত করিয়াও জলের অস্তিত্ব মাত্র পাওয়া যায় নাই। তখন তাহাদিগকে জন মুলিন্স নামক এক ইংরাজ সূক্ষ্ম-সন্ধানকারীর সাহায্য নিতে বলা হয়। তাঁহারা সম্মত হলেন। তদনুযায়ী জন মুলিন্স ঐস্থানে এসে একটি গাছের ডাল হাতে নিয়ে সকল জায়গায় বিচরণ করতে থাকলেন। তাঁকে কিন্তু আগেকার ঐ সকল কথা কিছুই জানান হয় নাই। তৎসত্ত্বেও এক জায়গায় তাহার হস্তস্থিত বৃক্ষশাখাটি বেঁকে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঘোষণা করলেন যে ঐস্থানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮০।৯০ ফুট নিচে প্রচুর জল রয়েছে। জন মুলিন্সের কথামত ঐস্থান খোঁড়া হোল এবং সত্যই তথায় প্রচুর জল পাওয়া গেল।

দিব্য-দর্শনের ইহাকেও একটি প্রকার বলা যায়। ইহা অনেকটা দিব্য-অনুভূতির মতই শুনতে লাগল। কিন্তু আমি নিজে চোখে যে অত্যদ্ভুত ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছি তাই এখানে জানাব। এক বিশিষ্ট সহরবাসীর গৃহে পুনঃপুনঃ ভৌতিক উপদ্রব হতে থাকে এবং সব উপদ্রবই তার একটি যুবতী নব-বিবাহিতা পুত্রবধূর উপর চলে। তৎপূর্ব্বে তাঁর একটি অনূঢ়া যুবতী কন্যার উপর ভীষণ উপদ্রব হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই পুত্রবধূটি আসার পর কন্যার উপর থেকে সকল উপদ্রব সরে গিয়ে ঐ অধিকতর সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী ষোড়শী বধূর উপরই সীমাবদ্ধ হোল। সেই বাড়ীতে যিনিই ভাড়া আসতেন তাঁরই কপালে এই দুর্ভোগ চলত; বিশেষতঃ যদি তাঁর সঙ্গে যুবতীকন্যা বা বধূ থাকত তাহলে তাঁদের আর পরিত্রাণ থাকত না। বহু প্রেতসিদ্ধ পিশাচসিদ্ধ ইত্যাদি ভূতের ওঝার দ্বারা ইহার কোনও নিরাকরণ হয় নাই। অবশেষে এক মহাযোগীপুরুষ হঠাৎ সেই ঘরে এসে এক রাত্রি আশ্রয় নেন। তিনি আমার বহু পূর্ব্বের পরিব্রাজক অবস্থার বন্ধু। তাঁর সঙ্গে সেই রাত্রিতে তাঁর সেই ঘরে আমিও থাকিতে অনুরুদ্ধ হই ও থাকি। রাত্রি প্রায় একটার সময় সেই যোগীবর আমাকে উঠিয়ে চোখের সামনে ঠিক বায়স্কোপের মত একটি স্পষ্ট ছবি দেখালেন। দেখলুম— একটি সম্ভ্রান্তা যুবতী কন্যার সহিত একটি কালো চেহারায় প্রায় বিংশ-বর্ষীয় যুবক নির্লজ্জ ভাবে চোরাকুঠরীর মধ্যে কামক্রীড়ায় রত আছে। এমন সময় আর একজন ব্যক্তি হঠাৎ সেখানে এসে তরবারী দিয়ে সেই চাকর যুবকটির মাথা এককোপে দ্বিখণ্ডিত করে দিল। কন্যার উপর কোনও অত্যাচার হোল না। তারপর সেই খণ্ডিত দেহ সেই বাড়ীর মধ্যে পশ্চিম দিকে যে একটা গভীর গর্ত্ত ছিল তার মধ্যে প্রোথিত করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাটি দিয়ে ভরাট করে দিল। অবশ্য বাড়ীতে বহু লোক ছিল এবং তাদের দ্বারাই এই সমাধি কার্য্য হয়ে গেল। প্রচার করা হোল সেই চাকরটি বেতন নিয়ে বাড়ী চলে গেছে। তারপর বহু কাণ্ড হয়ে গেছে। বহু বৎসরও পার হয়ে গেছে। বিস্মৃতির অতল তলে এসব কাহিনী ডুবে গেছে। সেই বাড়ীর মালিক যিনি, তাঁর সেই কন্যার উপর ভীষণ ভৌতিক উপদ্রব হতে থাকায়, তিনি সেই বাড়ী বিক্রয় করে কোথায় চলে গেছেন। কারও জানা নাই। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে, সেইবাড়ী ভাড়া নিয়ে বাস করতে কেউ এলে তার কন্যা বা বধূ থাকলে তাদের উপর ভীষণ ভৌতিক উপদ্রব চলবেই এবং এমনকি পরে সেই ভূতগ্রস্তা যুবতী হয় পাগল হয়ে যাবে বা পরে মারা যাবে। এইভাবে অনেক মেয়ের প্রাণান্ত হয়েছে। যারা নূতন লোক কর্ম্মব্যপদেশে হঠাৎ জরুরী ভাবে এসে এই ঘরটা ভাড়া নেন তাঁদের অদৃষ্টে এই কর্ম্মভোগ চলবেই এবং বর্ত্তমানেও ঠিক তেমনি চলছে। তাঁর কন্যাটি হয়ে গেছে উন্মাদ যার চিকিৎসা তখন আমার হাতে চলছিল এবং পরে বধূটী হচ্ছেন ভূতের দ্বারা নিগৃহীতা ও নির্য্যাতিতা।

যাই হোক ঐ দৃশ্য দেখার পর প্রাতে আমরা দু'জনেই গৃহস্বামীকে সব কথা বল্লুম। তিনিও গোপনে অন্য কার্য্য উপলক্ষ্য করে সেই স্থানটা খুঁড়ালেন ও তার মধ্যে বহু হাড় গোড় ইত্যাদি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। পরে সেই সব হাড় গোড়কে নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় দেওয়া হয় এবং সেই প্রেতের উদ্দেশ্যে ৺গয়াধামে গিয়ে পিণ্ড প্রদান করা হয়। অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে গয়াধামে পিণ্ড দেবার দিন থেকেই বধূ ও কন্যা উভয়েই সুস্থা হয়ে যায়। আমাদের দেশের অতীন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন যোগীদের দিব্যদর্শনের ইহা এক জলন্ত উদাহরণ।

দিব্যদর্শনেরই অপর আর একটি রূপ আছে। তার নাম স্ফটিকদর্পণ, জলদর্পণ, নখদর্পণ, ইত্যাদি। দেশবিশেষে ও স্থান-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষে এই প্রকার বিভিন্ন নামে এই অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির নামকরণ করা হয়ে থাকে, ইহার ইংরাজী নাম ক্রিষ্টাল গেজিং (crystal gazing)। আধুনিককালেও ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির জন্য এই প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়ে থাকে। দিব্যদর্শক ব্যক্তি কোনও স্ফটিক, জলভরা পাত্র কিংবা কাঁচের গোলকের দিকে একমনে, ও একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। কিছুক্ষণ ঐভাবে থাকবার পর সম্মুখস্থ বস্তু অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তাহার স্থানে কুয়াশার ন্যায় একটি পর্দ্দা পড়ে। দিব্যদর্শক তখন তাহার উপরে দূরবর্ত্তী দৃশ্য ছবির মত দেখতে পায়। কখনও কখনও উহাতে ভবিষ্যতের চিত্র পর্য্যন্ত ফুটে ওঠে। এই সময় দিব্যদ্রষ্টা সাধারণ নয়ন দিয়া কিছু দেখেন না, মানস চক্ষু দ্বারা সে সব কিছু দর্শন করেন। সত্যের খাতিরে একথা এখানে বলা প্রয়োজন যে অনেক সময়ই দর্শনকারী নিজের পূর্ব্বস্মৃতি বা নিজের কল্পনাপ্রসূত দৃশ্যাবলী স্ফটিকের উপর প্রতিফলিত হতে দেখে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনও কখনও দিব্যদ্রষ্টা স্ফটিকের উপর দূরবর্ত্তী কোনও ঘটনার বা কোনও নরনারীর মুখ এত স্পষ্ট দেখতে পায় যে সাধারণ ব্যক্তিদের সাধারণ উপায় দ্বারা তাহা দেখবার বা জানবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

এই যে জলদর্পণ, নখদর্পণ ইত্যাদির কথা আমি এখানে জানালুম, এদেশের পক্ষে তাহা কোনও নূতন কথা নয়। বহু স্থানে বহু জনে নিজ নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন কেমন করে দিব্যদ্রষ্টা জলের উপর বা নখের উপর কোনও ব্যক্তির মুখ পরিষ্কার দেখতে পান। বহু স্থলে আমার নিজের চোখে দেখা আছে—চুরি হবার পর, বা কোনও জিনিষ হারাবার পর জলের উপর প্রকৃত চোরের মুখের দৃষ্টি স্পষ্ট দেখা যায় এবং তাকে ধরে তার কাছ থেকে সেই অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়। অথবা সেই জলের উপর এমন এক স্থানের দৃশ্য ফুটে উঠে যেখানে গিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুসন্ধান করলেই সেই হারানো জিনিষটি তখুনি পাওয়া যায়। এসব গাঁজাখুরি গল্প নয়, বহু স্থানে ইহার সত্যতা জনসাধারণের সাক্ষাতে প্রমাণিত হয়েছে।

অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি বা দিব্যদৃষ্টির আরো বহু বহু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হয়ে গেছে এবং ইহার অলৌকিক সত্যতা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আমেরিকার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাক্তার **জোসেফ রাইন** এইসব বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত ঘটনার উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ না করে, সংখ্যা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে নিয়ে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও দিব্যদর্শন সম্পর্কে ব্যাপক পরীক্ষা কার্য্য করেছেন। এই সকল পরীক্ষার সময় পাঁচ রকম রেখাচিত্র অঙ্কিত পঁচিশ খানি তাস ব্যবহার করা হয়। পরীক্ষক সাবধানে একটির পর একটি তাস তুলিয়া রাখেন আর অন্তরাল হতে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে কোন তাসে কি ছবি আঁকা আছে তার আন্দাজ করতে বলেন। বলা বাহুল্য, পাঁচবারে একবার ঠিক বলা বা পঁচিশ বারে পাঁচবার কিংবা একশবারে কুড়িবার ঠিক বলা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কিন্তু পরীক্ষার সময় অনেক ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক সম্ভাবনার অনেক উর্দ্ধে ফল পাওয়া গেছে।

অধ্যাপক রাইন, "লিঞ্জমেয়ার" নামে এক ছাত্রের ক্রিয়া-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করে দেখেছিলেন যে সে তিন শতবারের মধ্যে ১১৯ বার তাসের ছবি ঠিক ঠিক বলেছিল অথচ সাধারণ হিসাবে তাহার সফলতার সম্ভাবনা ৬০ বার মাত্র। একবার ত' "লিঞ্জমেয়ার" পনের বারই তাসের নাম পর পর ঠিক ডেকেছিল। তাহাকে ঔষধ প্রয়োগ করার পরে, কিন্তু তার সফলতার সংখ্যা নীচে নেমে স্বাভাবিক সম্ভাবনার সমান হয়ে যায়। এই পরীক্ষায় পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে স্নায়ুর অবসাদকারক কোনও কারণ উপস্থিত হলে, প্রথমে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও পরে ইন্দ্রিয় অনুভূতি লোপ পায়। ইহা ছাড়া অতিরিক্ত শ্রান্তি, তন্দ্রা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্বেগ ও শারীরিক অসুস্থতা অতীন্দ্রিয় অনুভব করার শক্তিকে খুব বেশী ব্যাহত করে।

হিউবার্ট পিয়ার্স নামক অপর একজন আমেরিকান ছাত্র আশ্চর্য্য রকম অতীন্দ্রিয় অনুভবশক্তি বা দিব্যদর্শনের ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। একবার সে ক্রমান্বয়ে পঁচিশবার নির্ভুলভাবে তাসের নাম বলেছিল। সে নিজের ইচ্ছামত অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ বা ক্ষীণ করতে পারে। জর্জ্জ জার্কল নামে আর একজন ছাত্রের দিব্যদৃষ্টি অতি অদ্ভুত ছিল। সেও পিয়ার্সের মত পর পর পঁচিশবার সঠিক ভাবে তাসের নাম বলেছিল।

এই সকল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বহু কথা জানা যাচ্ছে। ইহাতেও যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে অসংখ্য বৈজ্ঞানিকদের মতামত ও সংবাদ জানালেও তা হবে না। তাই আমি আর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি লিখে লিখে এত সহজ ও সত্য ব্যাপারটাকে ঘোরাল করতে চাই না।

আমার এই বইতে ভূতুড়ে গল্প বা শুধু একজনের মুখে শোনা গল্প একটিও নাই জানবেন। আপনারা ইহার প্রত্যেকটি ব্যাপারকেই জলন্ত সত্যরূপে গ্রহণ করুন ও বিশ্বাস করুন। আমার অনুরোধ, নিজেরাই একনিষ্ঠ মনে সাধনা করুন, এবং দিব্যদৃষ্টি লাভ করে নিজেরাই নিজেদের জীবনে এই অপার্থিব দৃশ্য দর্শন করুন।

অতীন্দ্রিয় অনুভবশক্তি আমাদের সকলের মধ্যেই কম-বেশী আছে। পরীক্ষায় জানা গেছে যে জনসাধারণের মধ্যে শতকরা প্রায় ২০ জনের অতীন্দ্রিয় অনুভবশক্তি আছে। তবে মনে হয় অবশিষ্ট ৮০ জন যদি ধৈর্য্য, আগ্রহ, একাগ্রতা ইত্যাদির সহিত চেষ্টা করে তবে তাহারাও সূক্ষ্মশক্তির পরিচয় দিতে পারে।

নর ও নারী উভয়েরই দিব্য অনুভূতিশক্তি সমান। চার বছরের শিশু থেকে ৬০ বছরের বৃদ্ধ পর্য্যন্ত অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রমাণ দিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে। অন্ধ লোকদের মধ্যে অতীন্দ্রিয় বোধ বেশী। শতকরা প্রায় ৪০ জন অন্ধ ব্যক্তির কম-বেশী অতীন্দ্রিয় অনুভূতি আছে। পাত্র ও পরীক্ষকের মধ্যে দূরত্বের হ্রাস বৃদ্ধির দ্বারা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কোনও তারতম্য হয় না, আমাদের সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতি স্থান-কালের মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু দিব্য অনুভূতি বা অতীন্দ্রিয় অনুভবশক্তি স্থান ও কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। দিব্যঅনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রায় এক রকম ভাবেই প্রতিভাত হয়।

দিব্যদৃষ্টি সম্বন্ধে বলবার সময় আমি এইখানেই দিব্যশ্রুতি নামক অপর একটি অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কথা জানাব। ইহাতে অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসম্পন্ন সাধক তার নিজের কানে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের বিশেষ বিশেষ মূল্যবান বহু কথা শুনতে পান। ঠিক যেন কোনও অশরীরী আত্মা তাঁর কানে তাঁর জ্ঞাতব্য কথার উত্তরও বলে দেন। তাঁকে দেখা যায় না, কিন্তু তাঁর কথা স্পষ্ট সাধকের কানে শোনা যায়।

ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রে এই শক্তিলাভের উপায় বলা আছে। তাঁদের মতে 'কর্ণপিশাচি' মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করলে সাধক এই শক্তিলাভ করেন। তখন তাঁকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় অতীত, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতের সমস্ত প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দেবী সাধকের কানে প্রকাশ করে বলে দেন। বিশিষ্ট মন্ত্র জপ দ্বারা ঐ শক্তির সাধনা করতে হয় ও দেবীকে বশীভূত করতে হয়। এইরূপ বহু সিদ্ধপুরুষ ও সিদ্ধ ভৈরবীকে আমি নিজে জানি ও দেখেছি। কত জটিল প্রশ্নের যে অতি অদ্ভুত কল্পনাতীত উত্তর ইঁহারা প্রকাশ করে দেন তা আর কি বলব?

এদেশেও অনেক গুণী ব্যক্তির নিকট অনেকে যান বহুবিধ গণনা করবার জন্য। কেহ রোগের কারণ ও ঔষধ জানতে যান, কেহ অপহৃত দ্রব্যের সন্ধানকারীর নাম জানতে যান, কেহ বা নিজের মনোগত বহু জটিল প্রশ্নের সমাধানের জন্য যান। তাঁহাদের দেওয়া উত্তর বা সমাধান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহু ক্ষেত্রে সঠিক ভাবে মিলে গেছে তা আমি নিজে দেখেছি। অতি অল্পদিন পূর্ব্বেও মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কোনও এক পল্লীগ্রামের এক ভৈরবী মা আমার এখানে এসেছিলেন। অদ্ভুত সাধিকা ও অদ্ভুত সিদ্ধকামা তিনি। তাঁকে ঐরূপ বহু প্রশ্ন করা হয়েছে এবং তিনি তার যে সব উত্তর দিয়েছেন হুবহু মিলে গেছে। বর্ত্তমানে তিনি দেহরক্ষা করেছেন।

এসকল অবিশ্বাসের কোনও কারণ নাই। আমি আগেও বলেছি, আবার বলছি, আপনারা নিজে নিজেই সাধনা দ্বারা এই সকল অতীন্দ্রিয় শক্তি—দিব্যদৃষ্টি, দিব্যশ্রুতি, স্ফটিকদর্পণ ইত্যাদির মহাশক্তি লাভ করতে পারেন। আমি তা দেখেছি, আমি তা জেনেছি, আপনারাও সাধনা করুন, সিদ্ধিলাভ হবেই।

অশরীরী আত্মারা দয়া পরবশে কত বার কত রূপে দর্শন দিয়ে, কতবার কতরূপে আমাদের অদৃশ্যভাবে স্বাধীনতার বাণী শুনিয়ে, যে রক্ষা করেন তার কি শেষ আছে। এই বইতেই আপনারা পাবেন এই ঘটনার কথা। একদিন অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্ মহামতি লেডবিটার সাহেব পথ দিয়ে কার্য্যব্যপদেশে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন একটা প্রাচীরের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন, তখন হঠাৎ তাঁর কানে এল এক অশরীরী আত্মার আদেশ "পিছিয়ে যাও"। তিনি সেই আদেশ অনুসারে যে মুহূর্ত্তে পেছিয়ে এলেন, সেই মুহূর্ত্তেই সেই প্রাচীরটি সম্পূর্ণভাবে ভূমিসাৎ হয়ে গেল। এই অশরীরী মহান আত্মার সাবধানতার বাণী লেডবিটার সাহেবের শুনবার শক্তি ও ভাগ্য হওয়ায় তিনি সে যাত্রা আকস্মিক মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পেয়েছিলেন। বিদেহী বন্ধু ও আত্মীয়রা সর্ব্বদাই আমাদের বিপদ হতে উদ্ধারের জন্য অবিরত এমনি উপদেশ দিচ্ছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ দিব্যদৃষ্টি ও দিব্যশ্রুতি না থাকায় আমরা তা দেখতে ও শুনতে পাচ্ছি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও দিব্যদৃষ্টি সম্পর্কিত ব্যাপারে সাফল্য লাভ করতে হলে মনের স্থৈর্য্য, একাগ্রতা, বিচারবোধ, আগ্রহ ও আত্ম-বিকাশ বিশেষ রূপেই আবশ্যক। উহাও একপ্রকার সাধনা। সাধকের মত তপস্যার দ্বারা এই শক্তি লাভ করতে হয়।

কেমন করে দিব্যদৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি লাভ করা যায়, এবং দিব্যদৃষ্টি লাভ করার শ্রেষ্ঠ উপায় কি তা আমি এর পরে আপনাদিগকে জানাব।

দিব্যদৃষ্টি ও **দিব্যদ্রষ্টা** সম্বন্ধে এক অতি সত্য ও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আপনারা আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ মহাভারতের মাঝেই পাবেন। মহামতি **সঞ্জয়** ছিলেন **দিব্যদ্রষ্টা**। কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে যুদ্ধার্থে যখন কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষই সামনাসামনি দাঁড়িয়েছেন, তখন রাজধানীতে সিংহাসনে উপবিষ্ট ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার অমাত্য সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—হে সঞ্জয়, পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে দুর্য্যোধনাদি আমার পুত্রগণ এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়া কি করিলেন?

"ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়॥"

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১।১

তদুত্তরে ঐ অন্ধ কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের অমাত্য সঞ্জয় তাঁর নিকটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তাঁর দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে সমুদয় কুরুক্ষেত্র মহাসমরের আগাগোড়া সমস্তই হুবহু দেখতে লাগলেন ও অন্ধ রাজাকে হুবহু বলতে থাকলেন, এইরূপ দিব্যদৃষ্টি ও **দিব্যশ্রুতি** তাঁর থাকায় তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রসঙ্গটি অর্থাৎ 'অর্জ্জুন বিষাদযোগ' থেকে আরম্ভ করে, সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, সন্ন্যাসযোগ, ধ্যানযোগ, জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ, অক্ষর ব্রহ্মযোগ, রাজযোগ, বিভূতিযোগ, বিশ্বরূপদর্শনযোগ, ভক্তিযোগ, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগযোগ, গুণত্রয় বিভাগযোগ, পুরুষোত্তম-যোগ, দৈবাসুরসম্পদ বিভাগযোগ, শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগযোগ এবং শেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোক্ষযোগ পর্য্যন্ত সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনতে পেয়েছিলেন এবং মহামতি সঞ্জয়ের সেই অলৌকিক দিব্যশক্তির জন্যই আজ ত্রিতাপদগ্ধ আমরা মহাভাগ্যবলে পেয়েছি অষ্টাদশ অধ্যায় সংযুক্ত শ্রীশ্রীগীতা রূপে শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী।

সঞ্জয় মহাভাগ্যবান। তিনি ব্যাসদেবের অনুগ্রহে দিব্যচক্ষুশ্রোত্রাদি দ্বারা এই পরম গুহ্য যোগতত্ত্বপূর্ণ গীতাশাস্ত্র সাক্ষাৎ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতেই শ্রবণ করেছিলেন; তাঁর নিজের মুখের কথাগুলি শুনুন—

"রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ"—১৮।৭৬
"তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ
বিস্ময়ো মে মহান রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ।" ১৮।৭৭

অর্থাৎ, সঞ্জয় বল্লেন—হে ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের এই অদ্ভুত পুণ্য কথোপকথন পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া আমি মুহুর্মুহুঃ আনন্দিত হইতেছি।৭৬

"হে মহারাজ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই অত্যদ্ভুত বিশ্বরূপ বারবার স্মরণ করিয়া আমার মহাবিস্ময় হইতেছে এবং আমি পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট হইতেছি।"৭৭

জগতে একমাত্র নরনারায়ণ অর্জ্জুন ভিন্ন শ্রীভগবানের যে বিশ্বরূপ দেখবার কোনও অধিকার, সাধ্য ও সম্ভাবনা কাহারও কখনও ছিল না ও নাই, একমাত্র দিব্যচক্ষু অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে, একমাত্র শ্রীসঞ্জয় সেই বিশ্বরূপ দর্শন করলেন। আর, দিব্যশ্রুতি প্রভাবে বহুদূরে থাকিয়াও পরম গুহ্য যোগতত্ত্বপূর্ণ গীতাশাস্ত্র সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকেই শ্রবণ করলেন।

দিব্যদৃষ্টি ও দিব্যশ্রুতির ইহাপেক্ষা সত্য ও রোমাঞ্চকর উদাহরণ পৃথিবীতে আর নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিব্যদৃষ্টি দ্বারা মৃত্যুদর্শন

মৃত্যু ও পরলোক সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান লাভ করতে হলে শুধু শাস্ত্রবাক্য পাঠ করলেই হবে না। চাক্ষুষ সাক্ষী ছাড়া আজকাল এমনকি রাজদ্বারের বিচারেও সুবিচার হবে না। শোনা কথায় সত্য বিচার হয় না। আইনেও, বিচারকালে সাক্ষীদের শোনা কথার উপর সত্যতা নির্দ্ধারণ বা সুবিচার হয় না বলেই প্রমাণবিষয়ক আইনে (Evidence Act) শোনা কথাকে (hearing evidence) প্রমাণ হতে বাদ দেবার বিধান আছে। তা যদি হয়, তবে মৃত্যু ও পরলোক সম্পর্কিত এত বড় রহস্যাবৃত ও অলৌকিক তত্ত্ব মীমাংসায় কি করে মানবের জিজ্ঞাসু মন শান্তি পাবে শুধুমাত্র শোনা কথার উপর নির্ভর করে ?

এমন একদিন ছিল যখন মৃত্যু এক পরম রহস্যময় ভীতির ব্যাপার বলেই পরিগণিত হয়ে আসছিল। কিন্তু আজ আর তা নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঋষি ও বৈজ্ঞানিকগণ অতীতের উভয় দেশের শাস্ত্রবাক্যের উপর ভিত্তি করে, নিজ নিজ সাধনা দ্বারা অতীন্দ্রিয় শক্তিলাভ করে, এই পরম রহস্যময় মৃত্যুসম্বন্ধে সঠিক সব কথা বলতে থাকলেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেশে দেশে তার ভূয়ঃ ভূয়ঃ পরীক্ষা চলল। আজ আমরা তাঁদের দয়ায় জেনেছি **মানুষ মরে না।** ফুলের মত মানুষের দেহও ঝরিয়া মরিয়া যায় কেবল সুরভি সৌন্দর্য্যের মত জীবাত্মার অশরীরী উন্নতির জন্য। আজ আমরা জেনেছি—"মৃত্যু আমাদের পক্ষে নূতন ও উন্নত জীবনের প্রবেশ দ্বার ভিন্ন আর কিছুই নয়। মানুষের বিদেহী আত্মা যখন স্থূল দেহ ত্যাগ করে উন্নত, মহীয়ান্, গরীয়ান্ রাজ্যে প্রবেশ করতে চায়, তখন তাহার স্বর্গ প্রবেশের জন্য বিশ্বনিয়ন্তা এই মৃত্যুরূপ বিজয় তোরণের ব্যবস্থা করে দেন। স্বাভাবিক মরণে কোনও ক্লেশ নাই। কোনও ব্যাধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা দুর্ঘটনায় মৃত্যু না হলে, মরণ একটী ভঙ্গহীন, জাগরণহীন সুষুপ্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

আমি আগেই বলেছি যে লোকের মুখের কথা শুনে এতবড় একটা চির রহস্যময় ব্যাপারে তাঁদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। তাই দরকার হয়েছে এমন সব লোকের, যাঁরা নিজে নিজে ঐসব অলৌকিক ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। যখন সাধকশ্রেষ্ঠ, যোগীশ্রেষ্ঠ, বৈজ্ঞানিকগণ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করলেন তখনি এই অন্ধকার চিরতরে বিদুরিত হতে থাকল, তাঁরা সাধনালব্ধ দিব্যদৃষ্টি দ্বারা নিজে প্রত্যক্ষ করলেন এবং বৈজ্ঞানিকগণ তাহা নিখুঁতভাবে প্রমাণ করে দেখলেন। বিংশ শতাব্দির পৃথিবীতে তাই এইসব ব্যাপারে আজ আর শোনা কথায় মন দিতে হবে না। আপনাদের আজ আর ভূতুড়ে গল্প শুনতে হবে না। আমি এই সমস্ত বইটাতে যা বলেছি, যা বলছি ও যা বলব সবই হচ্চে দিব্যদ্রষ্টাদের স্বচক্ষে দেখা ও দিব্যশ্রোতাদের স্বকর্ণে শোনা কথা ও ঘটনা। ইহাতে সন্দেহের তিলমাত্র অবকাশ নাই। ইহলোকের চন্দ্র সূর্য্যের মত আজ পরলোকের সব কিছু অতি স্পষ্ট হয়ে গেছে।

আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দিব্যদৃষ্টির সামনে বহু মৃত্যুতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে, তা অনেক জানিয়েছি। স্বামী অভেদানন্দজীর দিব্যদৃষ্টির সামনে পারলৌকিক বহু সত্য ব্যাপার প্রকাশ হয়েছে। শুধু বিদেহী আত্মার সহিত কথোপকথন নয়, বিদেহী আত্মা (নারী) দেহ ধারণ করে তাঁর সহিত করমর্দ্দন করেছেন। তিনি বলেছেন "বিদেহী প্রেতাত্মাদের জড়দেহ ধারণ ব্যাপারে অনেক মিথ্যা ঘটনাও ইউরোপ আমেরিকায় ঘটেছে দেখা যায়। কিন্তু এমন সব সত্যিকারের ঘটনাও আছে যা আমি নিজের চোখে ওদেশে (পাশ্চাত্যে) প্রত্যক্ষ করেছি ও সুযোগ অনুযায়ী সেই সেই সময়ে ভাল করে পরীক্ষা করেও দেখেছি। এমনও হয়েছে যে প্রেত বৈঠকের ভিতরে আমাকে যাবার অনুমতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেওয়া হয়েছে। আমি গেছি এবং অনুভব করেছি যে অন্ততঃ প্রেতাত্মাদের পঁচিশটা হাত আমার পিঠের উপর, অর্থাৎ পঁচিশটা বিদেহীদের হাত আমার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করেছে। কেউ কেউ আমার জামার কলার কিংবা পকেট ধরে টানছে অথবা একই সঙ্গে অনেকগুলো হাত আমার পিঠে দিয়েছে। এ সব আমি স্পষ্টভাবে স্পর্শ করেছি।··· সেই প্রেতাত্মা আমার হাতটা ধরে মিডিয়ামের গায়ে স্পর্শ করাল। আমিও সেই প্রেতাত্মার হাতটা ধরেছিলাম। সেই প্রেতের হাতটা ছিল একজন আমেরিকান ইণ্ডিয়ানের। ধরার একটু পরেই সেই হাতটা আবার আমার হাতের মধ্যেই গলে বাতাসে মিলিয়ে গেল।" দিব্যদ্রষ্টা মুক্তপুরুষ মহাযোগী অভেদানন্দজী আমেরিকায় বাসকালে কলিকাতার বহু বন্ধু মৃতাত্মার জড়দেহ ধারণ চাক্ষুষভাবে দেখেছিলেন। সে সব ঘটনা আমি যথাস্থানে আপনাদের জানাব।

এই সব কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্চে এই যে আজকাল আর আপনাদের শোনা কথা বা ভূতুড়ে গল্পের উপর নির্ভর করতে হবে না। স্বামী অভেদানন্দ ইত্যাদি যোগী পুরুষদের স্বচক্ষে দেখা কথার উপর আর আমাদের কোনও সন্দেহই থাকে না।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠদের দিব্যদৃষ্টির সম্বন্ধে কথা বলার আগে আমি এখানে আবার স্বামী অভেদানন্দজীর কথাই শোনাব। "মানুষ যখন মরে তখন তার অবস্থা কি রকম হয়?" এর উত্তরে তিনি বলেছেন যে যদি মরণোন্মুখী কোনও লোকের অবস্থা আমরা পর্য্যবেক্ষণ করি তবে সহজেই বুঝবো যে মৃত্যু একটা অবস্থা বা পথ মাত্র। মানুষ যখন মরে তখন দেখি যে, তার দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলো আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে আসে। তার অনুভূতি বা সকল রকম সংবেদনও নিষ্প্রভ হয়। জড়দেহটা তার নিশ্চল হয়ে যায়, কিন্তু তার মানসিক শক্তিগুলো তখন ক্রমশঃ তীক্ষ্ণ ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে অনেকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভবতঃ দূরদর্শন বা দিব্যদৃষ্টি ও দূরশ্রবণ বা দিব্যশ্রুতি (clairvoyance and clairaudience) প্রভৃতি শক্তি বৃদ্ধি পায়। অনেক দূরের জিনিষকে তারা কাছে দেখতে পায়; অনেক দূরের শব্দ তারা স্পষ্ট শুনতে পায়। তাদের সূক্ষ্ম অন্তর-ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি তখন অনেকগুণ বেড়ে যায়, আর যে সব শক্তি মনের অবচেতন স্তরে ঘুমিয়েছিল, সেগুলো চেতন বা জ্ঞানের স্তরে ভেসে ওঠে। স্মৃতিশক্তি তখন প্রবলতর ও ক্ষীণ হয়। এমন সব ঘটনা ঘটেছে যে, মরণোন্মুখী আত্মারা বায়বীয় শরীর ধারণ করে দূর দেশান্তরে খবর নিয়ে গেছে; তাদের আত্মীয় স্বজনদের বলেছে তাদের অনাথ ছেলেমেয়েদের যত্ন নিতে, কিংবা যে বাসনা তারা ইহজগতে অসম্পূর্ণ রেখে গেছে সেইগুলি যেন তারা পূর্ণ করে দেয়। এসব ঘটনার রীতিমত বিবরণ রাখা হয়েছে। পরে পরে আমি যথাস্থানে কিছু কিছু আপনাদের জানাব। কয়েক বছর আগে, ইউরোপে এসব ঘটনার বিবরণ রাখা হয়েছিল, কোন কিছুই বাদ দেওয়া হয়নি। এমন কি কোন সময়ে ঘটেছিল তার ঘণ্টা, মিনিটও যথাযথভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল। অবশ্য 'সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটি'র বিবরণ ও ইতিহাসেও এসব বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লেখা আছে। সেই সব বিবরণ থেকে প্রমাণ হয় যে এমন যে শক্তি আমাদের ভিতরে গুপ্ত হয়ে আছে মরণের সময় সেগুলো দ্বিগুণতর আকার ধারণ করে। মরণোন্মুখ ব্যক্তি, তার মৃত্যুকালে তার মৃত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদিগকে দেখতে পায়। শুধু তাই নয়, এমন আত্মীয়দেরও সে সেইকালে দেখতে পায় যারা আবার পৃথিবীতে এসে জন্মগ্রহণ করেছে। মরণের পর আত্মারা বিদেহী অবস্থায় একটি অবস্থার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে, অর্থাৎ আমরা যেমন ঘুমিয়ে পড়লে, আমাদের জাগ্রত অবস্থার সমস্ত শক্তি একটা কেন্দ্রে একীভূত হয়, তেমনি মরণের পর বিদেহী আত্মারা তাদের জীবিত অবস্থার ইন্দ্রিয়গুলিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছড়ানো শক্তিসকলকে সঙ্কুচিত করে নেয়। মৃত্যুর সময়ও ঠিক এই রকমই ঘটে। **মৃত্যুটা আসলে সাধারণ ঘুমের গভীরতর অবস্থা।**

স্বামীজি এই সূত্রে খুব চমৎকার একটা উপমা দিয়েছিলেন। অবশ্য ইহা ভগবদ্গীতায় আছে। একটা কচ্ছপকে যেমন তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে নিজের ভিতর গুটিয়ে নিতে দেখি ঠিক তেমনি প্রত্যেক জীবাত্মা মৃত্যুর পর তার শক্তিগুলিকে একটি প্রাণকেন্দ্রে আহরণ করে নেয়। যেমন কচ্ছপ ভয় পেলে তার দেহের খোলের মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গুটিয়ে নেয় ঠিক তেমনি অবস্থা এখানে ঘটে। "যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানিব সর্বশঃ" (২।৫৮)।

অবশ্য প্রাণীদের মরণের ঠিক অব্যবহিত পরেই এই ধরণের আহরণ-ক্রিয়া ঘটে থাকে এবং তখনই সেই প্রাণসত্তা চিন্তার নায়ক চৈতন্যশক্তি সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে। ইহারই নাম **সূক্ষ্মশরীর ও ভৌতিক বা বায়বীয় শরীর।** মরণের সময় এই বায়বীয় শরীরই কুয়াসার আকারে জড়দেহ থেকে বার হয়ে যায়। সাধারণ লোকে এই কুয়াসাকে দেখতে বা অনুভব করতে পারে না। কিন্তু যোগীরা বা সাধকেরা বা মানসশক্তি-সম্পন্ন লোকেরা ঐ কুয়াসাকে দেখতে পান।

ইহা আজ বিজ্ঞানের চোখেও স্পষ্ট ধরা পড়েছে। এই কুয়াসাকে সাধারণ চোখে দেখা যায় না বটে কিন্তু আলোক-চিত্র গ্রহণের এমন শক্তিসম্পন্ন কাঁচ (sensitive photographic plate) আবিষ্কৃত হয়েছে যাতে এই কুয়াসার প্রতিচ্ছায়া ছবি অনায়াসে নেওয়া যাচ্ছে। এরূপ বহু ফটো আপনারা দেখতে পাবেন। এইরূপ বহু ফটো স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ওদেশ থেকে তুলে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর বইতেও এই সব ফটো দেওয়া আছে।

শুধু ফটো বা ছবি যে নেওয়া যায় তা নয়। অধুনা আবার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ হয়েছে, মানুষ বা কোনও প্রাণী যখন মরে তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অব্যবহিত আগে ও পরে দেহটিকে যদি কোনও সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত শক্তি-সম্পন্ন দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা যায় তবে তার ব্যবধান বেশ বুঝা যায়। অর্থাৎ, মৃত্যুর আগে শরীরের ওজন ও মৃত্যুর পরে শরীরের ওজন সম্পূর্ণ ভিন্ন হবেই। আগের চেয়ে মৃত্যুর পরের দৈহিক ওজনে প্রায় ১ আউন্সের ⅓ ভাগ কিংবা ¼ ভাগ কম পাওয়া যায়। এই শরীরের ওজন কম মানে শরীর থেকে যে কুয়াসার মতো পদার্থটা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বার হয়ে যায় সেইটির ওজনেরই ব্যবধান। ইহার আলোকচিত্রও নেওয়া হয়েছে।

স্বামী অভেদানন্দজী একটি বালিকাকে দেখেছিলেন। তার ভাই যখন মরে যাচ্ছে তখন বালিকাটি তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। বালিকাটি হঠাৎ তার মাকে বলে উঠলো—"মা, মা, ঐ দেখ, আমার ভাইয়ের দেহের চারপাশে একটা কুয়াসার মতো কি জিনিস রয়েছে?" তার মা কিন্তু কিছুই দেখতে পায় নাই।

ঐ কুয়াসাটাই হোলো আত্মার **সূক্ষ্ম শরীর**। উহা কিন্তু আত্মা বা জীবাত্মা নয়। মৃত্যুর পর এই সূক্ষ্মদেহই থাকে। মৃত্যুর পরই কিছুক্ষণের জন্য ঐ সূক্ষ্মদেহ তার মৃতদেহের চারপাশে ঘুরে। তারপর আত্মা সূক্ষ্মদেহ বা বায়বীয় দেহ ধারণ করে পৃথিবীর এলাকা যেখানে শেষ হয়েছে ও নূতন পরলোকের সীমানা আরম্ভ হয়েছে এমন একটা নিরপেক্ষ জায়গায় যায়। ইহাকেই বলে **বর্ডার ল্যাণ্ড**, বা 'নিরপেক্ষ সীমান্তরেখা' ('নো-ম্যানস ল্যাণ্ড' বা 'অধিকার ছাড়া স্থান')। আমাদের গরুড়পুরাণে (উ, খ ৬ আ ৮৫।৮৬) মনুষ্যলোক হতে যমলোক ৮৬ হাজার যোজন পথ। ৪ ক্রোশে ১ যোজন হয়। ঐপথে কোনও জলাশয় নাই। উহা ঘোর বন ও শ্বাপদাকীর্ণ। ৩৪৮ দিনে বিদেহী যমপুরে পৌছে।

মৃত্যুর পর বিদেহী আত্মা কোথায় যায়, কি ভাবে যায়, তখনকার অবস্থা কিরূপ ইত্যাদি আলোচনা আমি পূর্ব্বে করেছি এবং পরেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার করব। এখানে সে আলোচনার স্থান নয়। এখানে আমি দিব্যদৃষ্টিতে মৃত্যুর রূপ যেভাবে ধরা পড়েছে, দিব্যদ্রষ্টারা যা নিজ নিজ চোখে দেখেছেন ও অনুভব করেছেন তাই জানাচ্ছি। সুতরাং এখানে মহাযাত্রার ধরণ ধারণ নিয়ে আলোচনা করব না।

ভারতবর্ষীয় মহাযোগীদের দিব্যদৃষ্টির সামনে, বহু হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইহা ধরা পড়েছে। এত অদ্ভুত ও অলৌকিক এই যোগ-শক্তি যে শুধু যে তাঁরা নিজেরাই দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে এই সব অলৌকিক ঘটনা বা দৃশ্য দেখতে পেতেন তা নয়, তাঁরা যোগবলে এই দিব্যদৃষ্টি অন্যকেও প্রদান করতে পারতেন এবং তাদ্বারা তাঁহারাও পরলোকের সব কিছুই দেখতে পেতেন, মৃত আত্মীয়স্বজনদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ, কথাবার্ত্তা সবই করতে পারতেন।

মহামতি সঞ্জয়ের কথা আগেই বলেছি, দিব্যদৃষ্টি লাভ করে তিনি রাজধানীতে বসে কুরুক্ষেত্র মহাসমর-প্রাঙ্গণে যা যা হচ্ছিল সব স্পষ্ট দেখতে ও শুনতে পাচ্ছিলেন এবং অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে সমস্তই বলেছিলেন, তাঁরই কৃপায় আজ আমরা কুরুক্ষেত্র রণক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন কথোপ-কথনরূপ শ্রীশ্রীগীতা লাভ করেছি।

কিন্তু আরও একটি অত্যুজ্জ্বল সত্য উদাহরণ আছে। শত পুত্র শোকে গান্ধারী যখন উন্মাদিনী তখন ব্যাসদেব তাঁকে শোক ত্যাগ করতে বলেন। তিনি বলেন যে, তোমার ছেলেরা এখন ক্ষত্রিয়ের বীরকাম্য স্বর্গে বাস করছে, আমি তোমায় দিব্যদৃষ্টি দিলুম। তুমি নিজ চোখে তাদের দেখ ও ইচ্ছামত তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কও।” তখন গান্ধারীর দিব্যদৃষ্টির সামনে, তার মৃত শতপুত্রের বিদেহী আত্মা জ্যোতির্ম্ময়রূপে উদয় হলেন এবং তারা পরম বিজ্ঞতার সহিত আত্মার অমরত্ব, মৃত্যুতে স্থূলদেহ ত্যাগ ব্যতীত আর কোনও পরিবর্ত্তন নাই ইত্যা-কার বহু কথা শুনিয়ে মাতা গান্ধারীর শোক অপনোদন করেছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা এ বিষয়ে কতদূর জানা গেছে এবারে আমি তাই জানাচ্ছি। মৃত্যু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা এবং পারলৌকিক অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা হচ্চে মানুষের আদিম প্রশ্ন। মানুষের যুক্তিশীল ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি জেগে ওঠবার পরও তার কৌতূহল নিবৃত্ত হয় নাই এবং ঐ সম্বন্ধে বহু সত্য ব্যাপার বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়ে মানুষের এই আদিম মহা কৌতূহলপূর্ণ জিজ্ঞাসাকে বহুলাংশে তৃপ্ত করতে পেরেছে। আমি এইখানে তাঁদের কথাই কিছু জানাব।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় পরীক্ষামূলক পরলোকতত্ত্ব গবেষণার আরম্ভ হয়। তারই পরের বৎসরে পৃথিবীখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার উইলিয়ম ক্রুকস্ তার অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। তাঁর সাহায্যকারী ছিল "মিসেস ফ্লোরেন্স কুক" নামে মিডিয়ম। তিন বছর ধরে তিনি তাঁর সাধনা চালিয়ে যেতে থাকলেন। মিসেস কুকের উপর আবিষ্ট প্রেতনিয়ন্ত্রণ-কারী কেটি কিং তখন সমগ্র আমেরিকায় পরিচিত হয়ে গেছলেন।

তারপর, সমগ্র সভ্যজগতে এই আলোচনা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আলোচিত হতে থাকল। এবং বৈজ্ঞানিক সাধনাবলে বহু সাধক অলৌকিক যোগৈশ্বর্য্য লাভ করলেন। তাঁদের মধ্যে বোষ্টন নিবাসী ডাক্তার এনড্রেজ ডেভিস জ্যাকসন সাহেবের কথাই আমি আপনাদের বলছি। তিনি অলৌকিক অধ্যাত্মবলে বলীয়ান হয়ে নিত্যানুসন্ধানে মৃত্যু সম্বন্ধে অপূর্ব্ব তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি স্বয়ং এক ৬০ বৎসরের অধিক বয়স্কা প্রৌঢ়ার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর দিব্যদৃষ্টির সামনে মৃত্যুদর্শন যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তার ভাষাতেই আমি তাহা জানাচ্ছি :—

"মরবার আট মাস আগে চিকিৎসার জন্য তিনি একবার আমার সহিত দেখা করেছিলেন। আমার পরীক্ষায় তার মধ্যে ঈষৎ দুর্ব্বলতা ভিন্ন অন্য কোনও রোগের লক্ষণ ছিল না। আমার মনে হোল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাশয়ে দুষ্টক্ষত অর্থাৎ ক্যান্সার হয়ে সে মারা যাবে। যখন বুঝলুম যে সে আর বেশীদিন বাঁচবে না, তখন তার মৃত্যুকালে তার পাশে উপস্থিত থাকবার জন্য আমার কৌতূহল ও দৃঢ় ইচ্ছা হোল।

তার মৃত্যুকাল উপস্থিত হোল। সৌভাগ্যক্রমে তার দেহে উন্নত আধ্যাত্মিক অবস্থা আবির্ভাব করবার উপযুক্ত অবস্থা আমার ছিল। কেউ না বুঝতে পারে এমনভাবে আমি একটি স্থানে দাঁড়ালুম, যেখান হতে নিরুদ্বেগে আমি তার মৃত্যুর অবস্থা ভালভাবে পর্য্যবেক্ষণ করতে পারি, মরবার সময় প্রত্যেক জীবের যে কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, শরীর ধ্বংস হবার সময় কিরূপে সে সকল পরিবর্ত্তন ঘটে, মৃত্যুর চিরআঁধার ও চিররহস্যপূর্ণ যবনিকা অপসৃত করে আমি সেই সকল বিরাট সত্যকে সম্মুখীন করে দাঁড়িয়ে থাকলুম।

দেখলুম ঐ ভদ্রমহিলার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তার আত্মাও চৈতন্যরাজ্যে অধিকতর বিকশিত হয়েছে; শরীরে কামনা বাসনার খাদ ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে; আত্মাও পাকা উজ্জ্বল সোনার মত জ্যোতির্ম্ময় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তৎকালের সেই সূক্ষ্ম, সর্ব্বগামী, অণু হইতে অণীয়ান, গুরু হইতে গরীয়ান আত্মার কাছে লালসাময় মূত্রবিষ্ঠাপূর্ণ অশুচি শরীরটা খুব বেশী স্থূল, গতিহীন, ও জড়রূপে প্রতীয়মান হচ্চে। সেই স্থূল শরীরে এখন আর সূক্ষ্ম আত্মার কোনও কাজই চলতে পারে না। কিন্তু তা বললে কি হয় তার হৃদয়, ধমনী, মস্তিষ্ক ইত্যাদি দৈহিক যন্ত্রগুলি তাহাদের আজন্ম সুখ-দুখের বন্ধু আত্মাকে ছেড়ে দিতে চায় না। পেশীগুলি আপনার সঙ্কোচ প্রসারিণী শক্তি, আপনার গতি আদানপ্রদান করিবার কাজ তখনও করতে চাচ্ছে। ধমনী, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি রক্ত সঞ্চালন যন্ত্র তখনও জীবনীশক্তির জন্য ব্যাকুল। স্নায়ুমণ্ডলী তখনও অনুভব ও অনুভূতি বজায় রাখবার জন্য লালায়িত। মস্তিষ্ক তখনও বুদ্ধি বৃত্তি ছাড়তে চায় না। হায়! আজন্মের বন্ধু এরা, দেহ ও আত্মা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহ এই আত্মা বন্ধুকে ছাড়তে চাচ্ছে না। এই কারণে বৃদ্ধার শরীরে অনেক লক্ষণ প্রকাশ হতে থাকল। সাধারণতঃ, আমরা প্রত্যেক মৃত্যুতেই দেহীর মধ্যে ঐ সময় লক্ষণ প্রকাশ হতে দেখি। ঐ বিশিষ্ট মৃত্যুর লক্ষণগুলি আর কিছুই নহে, ঐগুলি দেহ ও আত্মার আসন্ন বিচ্ছেদকাতরতা হেতু দেহের প্রবল চেষ্টা ও আক্ষেপ মাত্র। উহাতে কষ্টের কোনও কথাই ওঠে না। আত্মা যে চিরদিনের মত দেহ-খাঁচাটী ভেঙ্গে উড়ে যেতে বসেছে এইগুলি সেই খাঁচা ভাঙ্গারই নিদর্শন মাত্র।

শরীর ধ্বংসের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে, সুস্থ ও জীবন্ত অবস্থা অপেক্ষা, অন্যান্য দৈহিক বৃত্তি হতে বুদ্ধি বহুগুণে বেড়ে যায়। তাই দেখলুম যে বৃদ্ধার মস্তিষ্কের চারধারে অতি সূক্ষ্ম কোমল জ্যোতির্ম্ময়মণ্ডল প্রকাশ পেতে থাকল। মস্তিষ্কের উর্দ্ধাধঃ (cerebrum and cerebellum) অংশ বিকশিত হোল।

দেখলুম, জীবন্ত অবস্থায় যে জীবনী তাড়িৎ ও চৌম্বক শক্তি (vital electricity and magnetism) শরীরের অধস্তন বৃত্তিগুলিকে অনুপ্রাণিত করে ছুটত তাহা এখন শতগুণে বেড়ে গিয়ে কেবল মস্তিষ্কে আশ্রয় নিয়েছে।

এইবারেই আরম্ভ হোল যথার্থ মৃত্যু ঘটনা। এইবারেই আত্মার সর্ব্বতোভাবে দেহত্যাগ প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হোল, মস্তিষ্ক শরীরের সকল অঙ্গ ও সকল ইন্দ্রিয় ও বৃত্তি হতে, তাড়িৎ চৌম্বক গতি, জীবনী, অনুভূতি প্রভৃতি শক্তি আকর্ষণ করতে লাগল। তার ফলেই শিরোমণ্ডলের বাহিরের দিকে সেই জ্যোতির্ম্ময় ছটার বিকাশ দেখলুম, দেখলুম—দেহের নিম্ন দিকটা যে পরিমাণে ঠাণ্ডা ও কালিমাচ্ছন্ন হয়ে আসছে, সেই পরিমাণে সেই জ্যোতির্ম্ময় ছটার দীপ্তিও বাড়ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইখানে মনে রাখতে হবে যে যার যোগশক্তি বা আধ্যাত্মিক শক্তি বিকশিত হয় নাই, তার পক্ষে উত্তমরূপে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি একেবারেই অসম্ভব। স্থূলচক্ষে বা চর্ম্মচক্ষে এ সকল বিষয় দেখতে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতেই, **দিব্যদৃষ্টিতেই** এই আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতত্ত্ব পরিলক্ষিত হয়।

আমি অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়ে, ভক্তিনত মস্তকে এই সকল ব্যাপার দেখছিলুম। দেখলুম আরো এক অদ্ভুত দৃশ্য ; দেখলুম—একই ভাবে শক্তির বশবর্ত্তী হয়ে, ঠিক সেই একইরূপ জ্যোতির্ম্ময় উপাদানে, মৃত শরীরের স্কন্ধ, গ্রীবা ইত্যাদির অনুকরণ করে এক একটি ছায়া—গ্রীবা প্রভৃতি নিয়ে একটি পূর্ণ ছায়া বা **সূক্ষ্ম-শরীর** গঠিত হোল।

ইহার থেকে এইটা স্পষ্ট বুঝায় যে মানবের আধ্যাত্মিক সত্তা যে উপাদানে গঠিত, তাহার পরমাণু সমষ্টির মধ্যে এমন একটি অন্তরঙ্গতা আছে, তাদের পরস্পরের মধ্যে এমনি অভেদ্য মিলনের ইচ্ছা বর্ত্তমান আছে, যার আধ্যাত্মিক পরমাণু ঠিক জড় পরমাণুপুঞ্জের মত ধর্ম্মবিশিষ্ট না হলেও, মৃত্যুর পর, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে একটি **অতিবাহিক সূক্ষ্মদেহ** গড়তে সক্ষম হয়। দেখলুম—বৃদ্ধার স্থূলদেহে যে সকল গঠন ও প্রকৃতিগত দোষ ছিল, তাহার এই অতিবাহিক দেহে সে সকল দোষ একেবারেই নাই। যে সব দোষ জীবিতাবস্থায় আত্মার পূর্ণ-বিকাশের অন্তরায় ছিল, এখন তা নাই। তাই আত্মা এখন অবাধে অসঙ্কোচে নিয়ত উন্নতির পথেই চলেছে।

দেখলুম—যে সময় বৃদ্ধার এই **অতিবাহিক সূক্ষ্মদেহের** গঠন হচ্ছিল তখন ঘরের মধ্যকার লোকজন বৃদ্ধার স্থূল দেহটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার শারীরিক লক্ষণগুলিকে মৃত্যু-যন্ত্রণার চিহ্ন ভেবে নীরবে কাঁদছে। কিন্তু বলেইছি ত এ সকল লক্ষণ কোনও দৈহিক যন্ত্রণার পরিচায়ক নয়। মৃত্যুকালে সমস্ত জীবনীশক্তি বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধ্যাত্মিক শক্তি নিম্নদেহ হতে মস্তিষ্কে আকৃষ্ট হয় বলেই এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

দেখলুম—বৃদ্ধার আত্মা উজ্জ্বল, জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ করে তার মৃত শরীরের মাথার উপর দাঁড়াল। দেহ ও আত্মার এতদিনের ভালবাসাবাসি, এতদিনের একত্র-বাস, এতদিনের স্নেহ-অনুরাগ যেন ছিন্ন হয়েও তা ছিঁড়তে চাচ্ছে না। স্বামীগৃহ-গামিনী যুবতী বধূর মত আপনার পূর্ণ কৃতার্থতায় পূর্ণ প্রণয়ের দেশে যাইতেও যেন একটি করুণা-শৃঙ্খল তাহার পায়ে জড়িয়ে ধরে, যেন দশবার এগুতে গিয়ে বিশবার সেই পুরাতন ত্যক্ত গৃহখানি, সেই তার চিরপ্রিয় আবাল্যের স্নেহ-নীড়ের দিকেই ফিরে চাইতে হয়।

এ যেন আমাদের চিরপরিচিত সেই শকুন্তলার পতিগৃহ-যাত্রা হচ্চে। একদিকে তার জীবনের জীবন, তার প্রিয়তম—স্বামী, মহারাজ দুষ্মন্তর রাজঅন্তঃপুরে তার বিবাহিত বধূরূপে যাইবার সুতীব্র বাসনা—অন্যদিকে তার আজনমের বাসভূমি কণ্বমুনির আশ্রম, তার আবাল্যের সহচরী অনসূয়া প্রিয়ংবদা, তার নিত্যকার জলসেচন দ্বারা এক্ষণে মুকুলিত বিভিন্ন লতা,…এদের সে ছাড়বে কোন প্রাণে! ঐ যে তার পেছনে তার অঞ্চল ধরে কে টানে গো? মহর্ষি বল্লেন—

“ঈঙ্গুদির তৈল দিতে স্নেহসহকারে
কুশক্ষত হলে মুখ যার।
ব্যাকুল হইয়ে হায় টানে যে তোমারে
মাতৃহারা শিশু সে তোমার।”

হ্যাঁগো—একে ছেড়ে কি যাওয়া যায়? তাও একদিনের, দু’দিনের জন্য নয় চিরদিনের জন্য, চিরকালের জন্য। ঐ ঘর, ঐ দ্বার, ঐ জমি-জায়গা, ঐ পুত্রকন্যা, ঐ প্রাণপ্রিয়া ঐ সব, সব—তার স্বপ্নের, তার জন্মের সঙ্গে ঘেরা, তার চিরদিনের রক্তমাংসের সঙ্গে জড়িত সর্ব্বস্ব। তারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকল পড়ে। ছেড়ে যাচ্ছি সব। আর ত আমি আসব না এখানে। আর ত আমি বসব না আমার চিরাভ্যস্ত আসনে, আমার চিরাভ্যস্ত কাজ-কর্ম্মের মাঝে। আর কর্ম্ম অন্তে গৃহে ফিরে আমি আর হাস্যমুখী প্রিয়ার স্নেহাঞ্চলে সকল কষ্ট অপনোদন করব না। হায়! আর আমি আসব না—

আর ভাল বাসিব না
খোঁপাটিরে খুলিব না
রাগাব না নিশিদিন।

তাহলে কি আর যাওয়া চলে গো? আর কি সেই অনির্দ্দিষ্ট পথে—অজ্ঞান আঁধার ঘেরা দেশে আর কি যেতে পা ওঠে গো?

দেখলুম—আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার। সেই অতিবাহিক দেহের শূন্যস্থ চরণ এবং বৃদ্ধার সেই শয্যাশায়িত মৃতদেহের মস্তকের মধ্যে একটি জীবনীতাড়িতের সূক্ষ্ম উজ্জল বন্ধন-রজ্জু পড়ে রয়েছে। দেখে বেশ বুঝলুম যে **মৃত্যু একটি নবজন্ম ভিন্ন কিছুই না।**

জন্মগ্রহণের সময় শিশু নাভিরজ্জু গলায় নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়, মৃত্যুর পর অতীন্দ্রিয়রাজ্যে এমনি এক সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় জীবনীরজ্জু নিয়ে অতিবাহিক দেহের জন্ম হয়। এই জীবনীরজ্জু বা সূক্ষ্মতাড়িৎতন্তু একটুক্ষণের জন্য মৃত দেহটিকে ও অতিবাহিক দেহটাকে পরস্পর সংযুক্ত করে রেখে দেয়। তাই মৃত্যুর পর এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও একটু জীবনীতাড়িৎ মৃতদেহে ফিরে আসে; তাই মরিলেই মানুষের স্থূল দেহটা তখুনি তখুনি পচে যায় না। তাই মরণের পরও ঐ মৃতদেহ ছুঁলে একটু উত্তাপ অনুভূত হয়। তাই মরিবামাত্রই মৃত দেহটাকে কবর দেওয়া বা পোড়ান উচিত নয়।

দেখলুম—এবারে বৃদ্ধার আত্মা, তার মৃতদেহ হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এইবারে আমি সেই পলায়িত বা **গমনোদ্যত**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করতে থাকলুম। দেখলুম—বৃদ্ধার আত্মা নিশ্বাসের জন্য আমাদের এই স্থূলবায়ু ব্যবহার করছে না। এই বায়ুমণ্ডলেরই আভ্যন্তরীণ বায়ু ব্যবহার করছে। যার দেহ যেরূপ উপাদানে গঠিত তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্মপদার্থ না হলে তার নিশ্বাস ক্রিয়া চলতে পারে না। মাটির দেহে প্রাণরক্ষার জন্য বায়ুর নিশ্বাস চাই। কিন্তু সূক্ষ্মশরীরে বা সূক্ষ্মতর উপাদানে গঠিত অতিবাহিক দেহে নিশ্বাসের জন্য আমাদের বায়ুর অপেক্ষা সূক্ষ্মতর বায়ুর দরকার।

দেখলুম যে, এই আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতর বায়ুতে নিশ্বাস নিতে প্রথম প্রথম বৃদ্ধার একটু কষ্ট হতে থাকল। কিন্তু দু'এক মুহূর্ত্ত পরেই সে অসুবিধাটুকু কেটে গেল। তখন বৃদ্ধার আত্মা বেশ সহজেই নিশ্বাস নিতে লাগল। তখন দেখা গেল যে বৃদ্ধার এই নূতন অতিবাহিক সূক্ষ্ম-দেহটি সম্পূর্ণরূপে তার স্থূলদেহের মত হয়ে গেছে। তবে সূক্ষ্মদেহটি স্থূলদেহের চাইতে আরো সুন্দর, আরো জ্যোতির্ম্ময় দেখাচ্ছে শুধু তাই নয়—এই সূক্ষ্মদেহের সর্ব্বাঙ্গে যেন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও প্রীতি উছলে উঠছে। স্থূলদেহে হৃৎপিণ্ড, প্লীহা, যকৃৎ, চোক, কান, নাক, ইত্যাদি শারীরিক যন্ত্রাদি ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যেমন ছিল এই সূক্ষ্মদেহেও ঠিক ঠিক সেই সব রয়েছে। তার এই সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল শরীরের মধ্যে এমন অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে যে তার কোনও বন্ধু বান্ধব যদি আমার মত তাকে সেই অবস্থায় দেখত তবে নিশ্চয় সে চেঁচিয়ে উঠে বলত—"কোথায়, কোন দেশে গেছলে যেখানে গেলে মানুষ এত সুন্দর হয়?"

আমি দেখলুম যে উন্নত জীবনের উন্নত অনুভূতি, উন্নত বাহ্যপ্রকৃতি প্রভৃতিতে আপনাকে অভ্যস্ত করিতে বৃদ্ধার আত্মা বড়ই ব্যতিব্যস্ত। নূতন দেশ, নূতন আনন্দ, নূতন উচ্ছ্বাসের সঙ্গে নূতন রকমের চেনা পরিচয় করে নিতে হচ্ছে। নূতন জীবনের নূতন ঘরকন্না গুছিয়ে নেওয়া কি সহজ কথা? এদিকে দেহ ও আত্মার বিয়োগকালে সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃতদেহের পাশে বসে তার আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধব কাঁদছে; কিন্তু দেখলুম বৃদ্ধা তাদের এই শোকে আদৌ চঞ্চল হচ্ছে না। বৃদ্ধা বেশ বুঝতে পারছিল যে, মৃত্যু সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান নেই বলেই মর্ত্ত্যের কুটুম্বরা মৃত্যুর জন্য কেঁদে সারা হয়। কিন্তু মৃত্যুতে মাত্র স্থূল শরীরেরই বিনাশ হয়, জীবাত্মার ধ্বংস হয় না।

মানুষকে বার বার এই কথা বলেও আমাদের তৃপ্তি হয় না যে, মরণে ক্লেশ নাই; মৃত্যুকালে দেহের মধ্যে যে সকল কষ্টের লক্ষণ প্রকাশ পেতে আমরা দেখি তাহা শারীরিক ক্লেশের জন্য নয়। তাহা কেবল আত্মার দেহ খাঁচা ভেঙ্গে পালাবার সময় দৈহিক আক্ষেপ মাত্র। মরিলে মানুষের আমিত্বের বা 'আমি' জ্ঞানের কোনও কমতি হয় না। মরলেও মানুষ ঠিক বুঝতে পারে, যে আমি স্থূল দেহে পৃথিবীতে ছিলুম সেই আমিই আজ সূক্ষ্ম শরীরে পরলোকে বা অতীন্দ্রিয় রাজ্যে এসেছি। সাধনা বা যোগশক্তি দ্বারা সৌভাগ্যগুণে যদি কেহ **দিব্যদৃষ্টি** লাভ করতে পারেন তবে তিনি নিশ্চয় দেখবেন যে যার মৃত্যুর জন্য, যার মৃতদেহের পাশে তারা বুকফাটা আর্ত্তনাদ করে কেঁদে ভাসাচ্ছেন, সেই তিনিই উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় দেহে ঐ যে তাঁদের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছেন। ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জীবন নিয়ে শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন যদি এত হাসি, এত আনন্দ এত মাঙ্গলিক শব্দ উঠে তবে সেই সন্তানের মৃত্যুর সময় সেই ঘরে কত বেশী উৎসব হওয়া দরকার।

স্থূলদেহ ত্যাগ করে **সূক্ষ্মদেহ** অবলম্বন করতে বৃদ্ধার প্রায় আড়াই ঘণ্টা সময় লেগেছিল। অবশ্য সকলের পক্ষেই এই এক সময় হতে পারে না। কারো বা লাগে আরো বেশী সময়, কারো লাগে আরো কম সময়। যেই মাত্র সেই নূতন সূক্ষ্মদেহের গঠন কার্য্যটি শেষ হোল, দেখলুম যে অমনি ইচ্ছাশক্তি বলে, বৃদ্ধা শূন্য হতে নীচে নামলেন এবং নূতন, উজ্জ্বল, মঙ্গল বসনে, নববধূর মত, ধীরে ধীরে দ্বার দিয়ে ঘর থেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহির হয়ে গেলেন। বাহিরে আসা মাত্রই বৃদ্ধার ২।৪ জন সেইরূপ সূক্ষ্মদেহধারী সঙ্গী বা আত্মীয় বা স্পিরিট সঙ্গী মিলল। কোনও পরিচিত পর্ব্বত আরোহণকারী যেমন নূতন পর্ব্বত আরোহীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়, তেমন তারা সকলে মিলে ধীরে ধীরে আকাশের উর্দ্ধস্তরে উঠতে লাগলেন। যতদূর দেখা যায়, আমি চেয়ে থাকলুম, তারপর ধীরে ধীরে কুয়াসার পর্দ্দার মত যেন একটা আবরণ এসে আমার চোখের উপর পড়ল। তারা তখন সকলেই অন্তর্হিত হয়ে গেছেন।

এই সব ঘটনা যদি জানা থাকে তবে আর মৃত্যুতে কোনও ভয় থাকে কি? মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হচ্চে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করা। আপনারা এই ইহলোকের এই শ্রেষ্ঠ সাধনায় রত হোন। কঠোপনিষদের (১-৩-১৪) নচিকেতাকে, যমরাজের শেষ উপদেশের মত আমিও আজ বলছি।

"উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধ"

অর্থাৎ—ওঠো জাগো; বরণীয় পুরুষদের লাভ করিয়া প্রবুদ্ধ হও। জ্ঞানীগণ বলিয়া থাকেন, সে পথ ক্ষুরধারার ন্যায় নিশ্চিত, দুরতিক্রমণীয় ও দুর্গম।

আমাদের এদেশের মহাপুরুষদের জীবনী বার বার পাঠ করুন। তাঁরা তাঁদের অলৌকিক **দিব্যদৃষ্টি** প্রভাবে সপ্তলোকের তত্ত্ব নিজ নিজ চক্ষে দেখেছেন এবং সব বলে গেছেন। আমি এখানে দিব্যদ্রষ্টা বোষ্টননিবাসী অধ্যাত্মবলে বলীয়ান ডাক্তার ডেভিস জ্যাকসন সাহেবের কথা জানালুম। ইতিপূর্ব্বে আমি অভেদানন্দজী ও পূজপাদ আচার্য্য শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দিব্যদৃষ্টিতে দেখা মৃত্যু দর্শনের সংবাদ জানিয়েছি। আরো কত আছে। অনেক বলেছি আরো অনেক বলব।

এ কথা বলতে গেলে ফুরায় না। পরম শ্রদ্ধাস্পদ দার্শনিকশ্রেষ্ঠ সুরেন্দ্র বাবুর মত আমিও আজ বার বার বলছি আপনারা মৃত্যুভয় ত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করুন। মানুষের শরীরের ভিতর প্রতিদিন, অহর্নিশি যে পরিবর্ত্তন ঘটছে তারই চরম সীমার নাম মৃত্যু। বীজের মৃত্যু না হলে যেমন বৃক্ষলতাপুষ্পের জন্ম হয় না, তেমনি দেহের মৃত্যু না হলে আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ অসম্ভব।

আত্মার জন্মের নামই হচ্চে শরীরের মৃত্যু। মর্ত্ত্য জীবনে নিদ্রা হচ্চে যেন মৃত্যুর কনিষ্ঠ সহোদরা। মৃত্যুর জন্য কদাচ ভীত হতে নাই বা শোক করতে নাই। মৃত্যু বিনাশ নহে ইহা রূপান্তর মাত্র। মৃত্যু এক মধুর শান্তিময় নিদ্রা মাত্র। সেই ঘুম ভাঙ্গলে জীবাত্মা যখন চোখ চেয়ে উঠবেন তখনি অনন্ত রাজ্যের অনন্ত আলোকে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত আনন্দ তাঁর নয়নে প্রতিফলিত হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেমন করে দূরদৃষ্টি লাভ করা যায়

Clairvoyance অর্থাৎ দূরদৃষ্টির (দিব্যদৃষ্টির) শক্তি আমাদের লাভ না হলে পরলোকের (Astral and Mental plane) ব্যাপার আমাদের নিজের দেখা সম্ভব হবে না। আমি আগেই বলেছি যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এই শক্তি আছে। ইহার পরিচয় লাভ করতে হলে এবং ইহাকে আয়ত্ত করতে হলে চাই সাধনা। অনেকে সাধনার দ্বারা এই শক্তি লাভ করেছেন। অধ্যাত্মবিদ্‌গণ যাহা বলেছেন সে সকলের সত্যতা প্রত্যেক নরনারী নিজের চক্ষেই যাচাই করে নিতে পারেন। ইহাতে কোনও ম্যাজিক নেই, বা জাল জুয়াচ্চুরি নেই, পরন্তু ইহা সূর্য্যালোকের মত সুস্পষ্ট। অনেক রকম উপায় আছে যার দ্বারা এই দুরদৃষ্টিসম্পন্ন শক্তি লাভ করা যায়। আমরা এইখানে তাদের সম্বন্ধে বিচার করতে যাচ্ছি।

প্রথমেই দেখা যাক, এই দূরদৃষ্টি অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি লাভ করতে হলে আমাদের কি করতে হবে। সভ্য সমাজের মানুষদের মানসিক বৃত্তি বহুগুণে উন্নত এবং তাদের সূক্ষ্মদেহের ইন্দ্রিয়গুলিও খুব বেশী পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু আমরা ঐ সব সূক্ষ্মদেহের পরিচয় জানি না এবং কেমন করে তাদের ব্যবহার করতে হয় তাও জানি না। বহু জন্মজন্মান্তরক্রমে ধীরে, অতি ধীরে ঐ সকল গুণ স্ফুরণ হয়েছে, তাই আমাদের কাছে তা আদৌ ধরা পড়ে না। আমাদের হাতে যে কত শক্তিশালী অস্ত্র আছে তা আমরা বুঝতে পারি না বলেই ঐ অস্ত্রগুলি অব্যবহার্য্য হয়ে পড়ে আছে। সূর্য্য আমাদের কাছে আছে, তাই তার আলোই আমাদের কাছে একমাত্র সত্য ও রমণীয় ; ঐ কারণে, আরও দূরে যে বহু নক্ষত্রের আলো আছে তা আমরা দেখতে পাই না। তেমনি আমরা আমাদের স্থূলদেহ ও স্থূল ইন্দ্রিয়াদির সহিত এতই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ও পরিচিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে, তার প্রভাব জন্যই আমরা আমাদের মধ্যেকার সূক্ষ্মশক্তির অবস্থান বুঝতে পারি না। সুতরাং আমরা যদি আমাদের এই সূক্ষ্মশক্তির পরিচয় ও ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে চাই তাহলে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের ঐ স্থূল ইন্দ্রিয় ও বোধশক্তিকে রোধ করবার অভ্যাস করতে হবে এবং সেই সঙ্গে আমাদের মধ্যেকার সূক্ষ্মশক্তিকে প্রয়োগ করার অভ্যাসও শিক্ষা করতে হবে। স্থূলদেহযুক্ত বোধশক্তিকে রোধ করাই হোল আসল কথা। উহা অনেক রকমে করা যায়; উহাকে হঠাৎ জোর করে দমন করাও সম্ভব, আবার ধীরে ধীরে সাধনা দ্বারা উহার উপর প্রাধান্যলাভ করাও সম্ভব। জোর করে দমন করা সম্ভব বটে, তবে তাতে বহু বিপদ আছে; তাই সেরূপ করা ভাল, বা যুক্তিযুক্ত নয়। উহার দ্বারা চিরস্থায়ী ফললাভ করা যায় না। এশিয়া মহাদেশে এইরূপ প্রক্রিয়াকে 'লৌকিক' বা ক্ষণস্থায়ী বলা হয়। ইহাতে বিশেষ শিক্ষা করার কিছু নেই।

বঙ্গদেশে এই সব অবাঞ্ছনীয় উপায়ে দূরদৃষ্টিলাভ করার চেষ্টা করা হয়। ভারতবর্ষে অশিক্ষিত নরনারীর মধ্যেও এই প্রথা আছে। তারা ধুতুরা বা ঐ জাতীয় নেশা উপযোগী ঔষধ ব্যবহার করে। ইহাতে মানুষটা অজ্ঞান ও আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং তখন তার সূক্ষ্মদেহ তার স্থূল-দেহ ত্যাগ করে। ইহা ঠিক নিদ্রাবস্থার তুল্য; তবে ইহাতে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হবার সম্ভাবনা কম। ঐ ঔষধটা খাবার পূর্ব্বে সে প্রাণপণে তার সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার সম্বন্ধে ইচ্ছা করে এবং অজ্ঞানতার মধ্যে তার সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়কে কতকটা কাজে লাগাতেও সক্ষম হয়। তারপর সে যখন প্রকৃতিস্থ বা জাগরিত হয় তখন সে তার সূক্ষ্মদেহের দেখা দৃশ্যাবলী যতদূর স্মরণ হয় বলে দেয়। তার অজ্ঞানতার মাঝে মৃত ব্যক্তিও তার মুখ দিয়ে মিডিয়ামের মত কথাবার্ত্তা বলতে পারে। কেউ কেউ বা এই কারণে বিষাক্ত ঔষধের গন্ধও ব্যবহার করে। নিগ্রোদের মধ্যে আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একপ্রকার প্রথা আছে; তারা কোনও ধর্ম্ম উৎসবে খুব জোরে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে; ইহাতে ক্রমশঃ তার মাথা ঘুরতে থাকে এবং সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। এই অজ্ঞানতার ও ধর্ম্মোন্মাদনার মধ্যে তারা প্রেতলোকের নিম্নস্তরের দৃশ্যাবলী (lower astral conditions) ও অবস্থা দেখতে পায় এবং তারা স্মরণ করে বলতে পারে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া অতিশয় জঘন্য ও ঘৃণিত।

সুসভ্য ইউরোপেও কতকগুলি অবাঞ্ছনীয় প্রথা আছে; ইহারা পূর্ব্ববর্ণিত বিষাক্ত ঔষধের সাহায্য ত লয়ই, তা-ছাড়া Self-hypnotization এর আশ্রয়ও লয়। ইহা অত্যন্ত বিপজ্জনক ও জঘন্য। ইহাতে একটা উজ্জল বস্তুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে হয়, কতকক্ষণ পরে মাথাটা কেমন করে ওঠে এবং সে নিঝুম হয়ে পড়ে। ঐ অবস্থায় সেও প্রেতলোকের নিম্নস্তরের সন্ধান পায়। ইহাতে তার ভাল বা মন্দ বেছে নেবার শক্তি থাকে না; তাই তার সামনে ভালই আসুক বা মন্দই আসুক সে অসহায় দর্শকরূপে কেবল চেয়ে দেখতে পারে মাত্র। কখনও বা একটা মন্ত্রের মত কথা খুব ঘন ঘন আওড়াতে হয়। ইহাতেও অবস্থা ঠিক পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির মতই হয়ে থাকে। মোট কথা, এই সকল প্রক্রিয়া আদৌ ভাল নহে এবং কোনরূপেই উহাদের সাহায্য লওয়া উচিত নয়।

এইখানে আর একটী কথা জানাই। আমাদের স্থূলজ্ঞানের অগোচরে সূক্ষ্মজগতের কার্য্যাবলী যে নিত্যই ঘটছে তার বহু সুস্পষ্ট প্রমাণ আমরা আধুনিক পরকালতত্ত্ববিদ্‌গণের ও সুশিক্ষিত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের লিখিত পুস্তকাদিতে জানতে পারি। তাঁহাদের বর্ণিত ও আবিষ্কৃত প্রণালী ভিন্ন অন্য কোনও প্রকারে আমরা তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাই না। আমাদের ঋষিগণ ঐ সূক্ষ্মজগতের কার্য্যাবলী ও তাহার নিয়মগুলি জানতেন এবং আধুনিক পরলোক-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা প্রত্যক্ষ দেখাচ্ছেন। যে সকল প্রণালী অবলম্বন করলে আমরা ঐ সূক্ষ্মজগতের কার্য্যাবলী দেখতে বা শুনতে পাই তারই নাম দুরদৃষ্টি বা Clairvoyance, দূরশ্রবণ বা Clairaudience, মনোজব বা মনের ন্যায় দ্রুতগতিতে যথেচ্ছগমন, পরকায় প্রবেশ বা Absession, টেলিপ্যাথি, পরচিত্তাদির অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। এই প্রাচীন ভারতের যোগী ও ঋষিগণ যোগবলে ঐ সকল অদ্ভুত অদ্ভুত শক্তি অবলীলায় লাভ করেছিলেন। ইহারই নাম যোগৈশ্বর্য্য বা অষ্টসিদ্ধি। শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে—

অণিমা মহিমা মূর্ত্তের্ল ঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ।
প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণমীশিতা॥
গুণেষসঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদবস্যতি।
এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টাবৌৎপত্তিকা মতাঃ॥
অনূর্ম্মিমত্ত্বং দেহঽস্মিন্ দূরশ্রবণদর্শনম্।
মনোজবঃ কামরূপং পরকায়-প্রবেশনম্॥
স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্দেবানাং সহক্রীড়ানুদর্শনম্।
যথা সঙ্কল্প-সংসিদ্ধিরাজ্ঞাঽপ্রতিহতাঃ গতিঃ।
ত্রিকালজ্ঞত্বমদ্বন্দ্বং পরচিত্তাগ্যভিজ্ঞতা
অগ্ন্যর্কাম্বু-বিষাদীণাং প্রতিষ্টম্ভোঽপরাজয়ঃ॥

এই সকলই সম্ভব। ইহলোকে বর্ত্তমান থেকেও অন্যান্য লোকে যাওয়া সম্ভব। অর্জ্জুন ইন্দ্রলোকে গমন করেছিলেন সে কথা মহাভারত-কার বলেছেন। আমাদের ভারতে এই যে সব অলৌকিক শক্তিলাভের কথা বলা আছে, আধুনিক স্পিরিচুয়ালিষ্টগণ তাহার কিছু কিছু নিজেরা চাক্ষুষ প্রমাণ করে দিচ্ছেন।

আমরা স্থূলজ্ঞানে আমাদের স্থূলদেহের কথাই জানতে পারি, সে কথা আগেই বলেছি। কিন্তু সাংখ্যদর্শন যে সূক্ষ্মদেহের কথা বলেছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা বৈজ্ঞানিকের ভাষায় **ইথারিক দেহ** (etheric body)। এই সূক্ষ্মদেহের ক্রিয়াশক্তি অতি অলৌকিক। আমাদের স্থূলদেহে যে সকল যন্ত্র আছে এই সূক্ষ্মদেহেও সেই সকল ঠিক ঠিক আছে। ঐ সূক্ষ্মদেহের যন্ত্রাদির বিশেষ ক্ষমতা এই যে, উহারা স্থূল আবরণের বাধা অতিক্রম করেও কাজ করতে পারে। আমাদের স্থূলদেহের চক্ষু যদি ঢেকে রাখা যায়, তবুও আমাদের সূক্ষ্মদেহের চক্ষু দর্শনের কাজ করতে পারে ; অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সম্বন্ধেও ঠিক এই রকম কাজ হয়। তাই যাহা এই স্থূলদেহে থাকিয়াও সূক্ষ্মদেহের শক্তির ব্যবহার শিক্ষা করেছেন তারা চোখ বন্ধ করেও সব দেখতে পান। যদিও এই সূক্ষ্মদেহের আকার দেখতে ঠিক স্থূলদেহের মত, তবুও কিন্তু উহা মেদ, মজ্জা, অস্থি, মাংস ইত্যাদির দ্বারা গঠিত নয়। ঐ সূক্ষ্মদেহকে অনেক সময় বলা হয় ছায়ামূর্ত্তি, বায়বীয় মূর্ত্তি, জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি ইত্যাদি। আমরা নিদ্রার মধ্যে ও অজ্ঞানতার মধ্যে ঐ সূক্ষ্ম মূর্ত্তি অবলম্বন করি। মৃত্যুর পর পরলোকগত আত্মাও ঐ সূক্ষ্মমূর্ত্তি (Astral body) অবলম্বন করেন।

কেমন করে ঐ শক্তি আয়ত্ত করা যায়, কেমন করে দিব্যদৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি লাভ করা সম্ভব হয় তাই আমি বলছিলুম। কতকগুলি জঘন্য ও অবাঞ্ছিত প্রথার কথা উল্লেখ করেছি। এইখানে বিখ্যাত কবি টেনিসনের কথা আপনাদের জানাব। তিনি নিজের নামটীকে খুব তাড়াতাড়ি যদি ঘন ঘন আওড়াতেন (Recitation), তা'হলে তিনি একপ্রকার অতি উচ্চ অবস্থায় পৌঁছুতেন—যেটাকে আমরা আমাদের বর্ণিত সূক্ষ্মদেহ বা সূক্ষ্মজ্ঞানের অবস্থা বলি। তিনি বাল্যকাল থেকেই এই ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। কিন্তু এই প্রথাকেও খুব উচ্চস্তরের বলা চলে না।

ভারতবর্ষে হঠযোগীরা নিঃশ্বাসের প্রক্রিয়া দ্বারা দূরদৃষ্টি লাভ করেন। উপযুক্ত গুরুর নিকট ঐ বিষয়ে শিক্ষা করায় হয়ত ক্ষতি হয় না ; কারণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরু তাঁর শিষ্যের উপর এই প্রক্রিয়ার ভাল মন্দ লক্ষ্য করেন এবং তাহার পক্ষে এই প্রক্রিয়া শুভকর না হলে তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দিতে পারেন। কিন্তু গুরু ভিন্ন এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যে কত বড় সর্ব্বনাশের কথা তা বলে বোঝান যাবে না। ইহাতে দেহ ও মন দুই-ই সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তারপর, ইহাতে যে ফললাভ হয় তাহাও সুবিধাজনক নহে; কারণ, অনেকের হয়ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি লাভ হয় বটে, কিন্তু তার ফলে তারা সর্ব্বদাই দেখে যে, নিম্নস্তরের প্রেতাত্মারা তাদের সর্ব্বদাই যেন তাড়া করছে। অনেকে ঠিক উন্মাদের মত হয়ে যায়। সুতরাং যখন আশা পূরণ হবার সম্ভাবনা ইহাতে অতি কম এবং তা-ছাড়া অমঙ্গলের পুরাপুরি ষোল আনাই সম্ভাবনা বর্ত্তমান, তখন এই সর্ব্বনাশ-কর উপায় অবলম্বন না করাই কর্ত্তব্য।

ইহা ছাড়া আর একটা উপায় আছে, তাহার নাম **মেসমেরিজ্‌ম**। ইহাতে এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে মুগ্ধ বা মোহাচ্ছন্ন করে দেয় এবং সেই অবস্থায় ঐ মুগ্ধ ব্যক্তির সামনে Astral জগৎ উদয় হয়। মুগ্ধ ব্যক্তি মোহকারক ব্যক্তির ইচ্ছা দ্বারা সম্পূর্ণভাবে তখন চালিত হয় এবং তৎকালে তার স্থূলদেহের ইন্দ্রিয়গুলি বন্ধ থাকে। যদি মোহকারক ও মুগ্ধ ব্যক্তি উভয়েই পবিত্রচিত্ত ও সৎভাবযুক্ত হন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলিও যদি বেশ সাহায্যকারী হয় তা'হলে ইহার দ্বারা সর্ব্বোত্তম ফললাভ সম্ভব। মোহকারক ব্যক্তি এই প্রক্রিয়াতে অপর ব্যক্তিকে সর্ব্বপ্রকারে আয়ত্তে আনেন; তাহার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে মুগ্ধ ব্যক্তি তখন সম্পূর্ণভাবে চালিত হয়; তাহার নিজত্ব তখন সম্পূর্ণ চলে যায় এবং তাই ইহার মধ্যে বিপদও আছে। মোহকারক ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে যদি পবিত্র না হন তা'হলে এই প্রকারে আত্মলুপ্তির মধ্যে বহুপ্রকার সর্ব্বনাশের বিষ প্রোথিত হয়। এই প্রকার **মেসমেরিজ্‌ম** প্রক্রিয়ার মধ্যে বহু রোগ আরোগ্য করা হয়, বহু রুগ্ন ব্যক্তির যাতনা দূর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা যায় এবং মুমূর্ষু ব্যক্তিকে প্রাণশক্তি দেওয়া যায়। ইহার দ্বারা সেই রুগ্ন ব্যক্তিকে মুগ্ধ বা অজ্ঞান করার দরকার হয় না, তাই ইহা পূর্ব্বোক্ত মোহ-আনয়নকারী প্রক্রিয়ার মত এত বিপজ্জনক নহে। কিন্তু ততদূর বিপজ্জনক না হলেও, ইহাতে মোহকারক ব্যক্তির বিপদের সম্ভাবনা আছে। তাই এই বিদ্যা ভালরূপে আয়ত্ত না হলে কদাচ এই সব প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা উচিত নহে। যে ক্ষমতার কথা সে ভাল করে জানে না, যে অলৌকিক পরিচয় সে সম্পূর্ণ অবগত নহে—তাকে নিয়ে ব্যবহার করা এবং অতি বিষধর কালসাপের সহিত খেলা করা একই কথা।

স্থতরাং আমরা দেখলুম যে, জোর করে দৈহিক ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা চৈতন্যশক্তিকে রুদ্ধ করলে প্রকৃত দূরদৃষ্টিলাভ হয় না। ইহাতে দৈহিক ও মানসিক নানাবিধ হানি ঘটে থাকে। স্থতরাং জোর করে স্থূল ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধ করলে আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে না। গীতায় ভগবান বলেছেন, "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"। কিন্তু ইহাতে কর্ম্মের কৌশল বা যোগসাধনা সম্ভব নয়। যাহার দ্বারা আত্মাকে ঠিক পথে চালিত করতে পারা যায় তাই করতে হবে, অর্থাৎ আত্মাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাহার দ্বারা আত্মিক শক্তিতে স্থূল ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি রোধ করতে পারা সম্ভব।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দূরদৃষ্টি লাভ করার শ্রেষ্ঠ উপায়

দূরদৃষ্টি অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি লাভ করবার শ্রেষ্ঠ উপায় কি? পূর্ব্বে যতগুলি প্রক্রিয়ার সম্বন্ধে বলা হোল সবগুলিই জঘন্য ও অবাঞ্ছনীয়। সুতরাং যে উপায় অবলম্বন করলে জোর করে দৈহিক ইন্দ্রিয়গুলিকে চাপা দেওয়া হবে না, তারই খোঁজ আমাদিগকে নিতে হবে। ইহা হচ্চে আত্মিক সাধনা। ইহাতে এমনভাবে আত্মাকে শিক্ষা দেওয়া হবে যে, সে অনায়াসেই ঈপ্সিত কাজ সাধন করবে। যাঁরা এই পবিত্র সাধন করতে ইচ্ছা করেন, যাঁদের মনে ইহা লাভ করবার দৃঢ় বাসনা উদয় হয়, তাঁরাই এ বিষয়ে পরলোকগত মহাত্মাদের অদৃশ্য সাহায্যলাভ করেন।

কিন্তু এই পথে যাত্রা করতে হলে সর্ব্বপ্রথমে চাই হৃদয় ও আত্মার পবিত্রতা। কায়মনোবাক্যে পবিত্র হতে না পারলে এই পথে যাত্রা না করাই ভাল। এই সাধনালব্ধ দিব্যদৃষ্টি লাভ করবার সৌভাগ্য সকলের হবে না; কিন্তু যদি তিনি শুচিতা অবলম্বন করেন তবে এই পথে প্রবেশ করবার উপযুক্ত বলে তিনি বিবেচিত হবেন। তাঁর অশুচি চিন্তা, কুমনন, দৈহিক কু-প্রবৃত্তি, কু-কাজ ইত্যাদি সমূলে দূর করে দিতে হবে; নেশা ভাং করা, তামাক খাওয়া, মদ্য মাংস সেবন করা ইত্যাদি চলবে না; ইহজগতে থাকাকালীন তার স্থূলদেহকে সর্ব্বরকম পাপ থেকে দূরে রাখতে হবে। এইভাবে নিজেকে পবিত্র না রাখতে পারলে তাঁর সাধনালব্ধ দিব্যদৃষ্টি বা অন্যান্য শক্তি দ্বারা তাঁর অমঙ্গল ও বিপদ হতে পারে। পাপ কলুষিত হাতে পবিত্র বস্তু স্পর্শ করলে সর্ব্বনাশ ভিন্ন কি আশা করা যায়?

তারপর আর একটা কথা আছে। উচ্চাবস্থায় উঠতে হলে, বা এই সব দিব্যশক্তি লাভ করতে হলে নিম্নস্তরের মায়া মোহ ইত্যাদি মন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে দূর করতে হবে। মনকে রাখতে হবে সর্ব্বক্ষণের জন্য শান্ত ও সমাহিত। এ জগতের শত দুঃখ ব্যথা, শত শোক অশান্তি সব যেন তাকে স্পর্শ করতে না পারে। উদ্বেগ, চিন্তা, দুশ্চিন্তা, ভয় এইগুলিই হোল সর্ব্বপ্রধান বাধা। এইখানেই গীতায় শ্রীভগবান যা বলেছেন তাই মনে রেখে অগ্রসর হতে হবে—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ২।৩৮

নিঃস্বার্থভাবে ন্যায়পথে কাজ করে যেতে হবে। ফলাফল জন্য নিজের চিন্তা করা চলবে না, ফলাফল তাঁর হাতে ফেলে দিতে হবে। আপনাকেও ঠিক তেমনি হতে হবে অর্জ্জুনকে যেমন হবার জন্য পার্থ-সারথি বলেছিলেন—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ২।৪৫
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ২।৪৮

এইভাবে ঐ সাধক অগ্রসর হবেন। তাঁর আশে পাশে অদৃশ্য সাহায্যকারী পুণ্যাত্মারা তাঁদের সাহায্যহস্ত প্রসারণ করে দেবেন এবং এইরূপে, আর্ত্ত ও কাতর নরনারীর জীবনকে সুখময় ও নির্ভর করে তোলবার প্রচেষ্টায় রত হবেন। তাঁর সাধনালব্ধ নূতন শক্তি কদাচ তাঁর নিজ স্বার্থের জন্য বা কু-ইচ্ছার জন্য ব্যয় করবেন না।

সর্ব্বপ্রথমে নিজেকে তৈরি করে নিয়ে পবিত্রচিত্তে এই যোগ-সাধনায় নিযুক্ত হতে হবে। যে দুইটী শ্রেষ্ঠ উপায়ে দিব্যদৃষ্টি লাভ করা সম্ভব তার মধ্যে একটা হচ্চে খুবই জটিল এবং তাতে অসীম বুদ্ধির প্রাখর্য্য দরকার। ইহাতে আমরা জগতকে যে মূর্ত্তিতে দেখি তার অন্তরূপে চিন্তা করতে হবে। ইহাকে বলে Fourth Dimension.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওয়াশিংটনের C. H. Hinton এই মতের সর্ব্বপ্রধান পূজারী। তিনি অধ্যাত্মবিদ্ নহেন। কিন্তু তাঁর আবিষ্কৃত প্রণালীতে অধ্যাত্মবিদ্‌গণ উচ্চস্তরের বোধ ও দিব্যদৃষ্টি লাভ করছেন।

এই প্রক্রিয়ায় স্থূল মস্তিষ্কের বোধ করার ও গ্রহণ করার শক্তিকে বাড়িয়ে তুলতে হয় এবং তাহলে ক্রমশঃ ইহাতে সূক্ষ্ম-স্তরের ভাবধারা ও দৃশ্যাবলী স্ফুরিত হয়। "It is simply a question of extending the power of receptivity until it includes the Astral matter." ইহা খুবই শক্ত সন্দেহ নাই এবং ইহাতে খুব কমসংখ্যক ব্যক্তিই সিদ্ধ হতে পারেন। কিন্তু যাঁরা অঙ্ক ভালবাসেন এবং গণিত-শাস্ত্রে যাঁদের আনন্দ উন্মেষ হয়, তাঁদের পক্ষে ইহা অতি সুন্দর ব্যাপার। Rev. Leadbeater সাহেব এই প্রক্রিয়ার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি যদিও সোজা নয় তথাপি ইহা সকলের পক্ষেই উপযোগী। যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ক্রমোন্নতি দ্বারা তার অবস্থা উন্নত থাকে তবে ইহা দ্বারা তদনুরূপ উন্নতি ও সিদ্ধমনোরথ হওয়া যায়। সুতরাং যার যত উন্নত অবস্থা, তার তত শীঘ্র ও ততটাই সিদ্ধিলাভ হয়। ইহাতে আর একটা সুফল আছে ; যদিও ইহার দ্বারা কেহ এই জীবনে দিব্যদৃষ্টি লাভ করতে পারল না, তথাপি সে যে এই পথে চেষ্টা করেছে তার ফলেই তার অবস্থা খুব উন্নত হবেই। ইহার নাম ধ্যান-যোগ। আত্মার পবিত্রতাই হোল ইহার ভিত্তি। দেহ মনের পবিত্রতাই হোল ইহার উপায়। প্রত্যেক ধর্ম্মই ইহার উপায় বর্ণনা করেছেন।

মনঃসংযোগ (Concentration), ধ্যান (Meditation) ও ধারণা (Contemplation) এই তিন ভাগেই ধ্যানযোগকে ফেলে দেখা যায়। ইহাতে সর্ব্বপ্রথম মনঃসংযোগ করা দরকার ; তবে ইহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উজ্জ্বল পদার্থের দিকে অজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে হয় না। মনটাকে এমনভাবে বশ করতে হবে যে, যতক্ষণ ইচ্ছা তাহাকে নিজের আয়ত্তে রাখা যাবে এবং যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই তাকে ইচ্ছামত কাজে লাগিয়ে রাখা যাবে। ইহা খুব সোজা কাজ নয়; তথাপি এই কাজ সম্ভব এবং অনেকে ইহা বহুবার করেছেন ও করছেন। আমাদের মনের যে কত শক্তি তা আমরা জানি না; আমাদের অজানিত ভাবে ও অজ্ঞাতে কত কত দিকে ও কতভাবে যে মনের ক্রিয়া হচ্চে তা ভাবলে আমরা বিস্মিত হয়ে যাব। রাস্তায় চলতে চলতে বা গাড়ীতে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে গিয়ে একবার ভাবুন ত যে আপনি এই মুহূর্ত্তে কি চিন্তা করছিলেন এবং কেনই বা সেই চিন্তা করছিলেন। প্রত্যেক চিন্তাকে বেশ করে আমূল ভেবে দেখুন। আপনি দেখবেন যে, গত কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনার মনের মধ্যে অসংখ্য রকম চিন্তা এসে জুটেছে। তারা মনে হঠাৎ উদয় হচ্চে এবং মনের মধ্যে কোনও ছাপ না রেখেই সরে যাচ্চে। ক্রমে ক্রমে আপনি বুঝতে পারবেন যে, ঐ চিন্তার সবগুলিই আপনার নিজের চিন্তা নয় এবং অন্য লোকজনের চিন্তার অংশ আপনার মনের মধ্যে বিজলিচমকের মত মুহূর্ত্তে উঁকি মেরে লুকিয়ে যাচ্চে।

যারা এই বিষয়টি ভাল করে বুঝতে চান আমি তাঁদের "The Other Side of Death' নামক Rev. Leadbeater সাহেবের বহুখ্যাত ও প্রামাণিক বইখানি পড়তে অনুরোধ করছি। তাঁর বর্ণনাভঙ্গী অলোকসামান্য; তাঁর প্রতিভা ও জ্ঞান অতুলনীয়; সেই ঋষিবরের চরণে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমি মাথা নত করি যখনি আমি তাঁর শিক্ষা ও বর্ণনা পড়তে বসি। অদ্ভুত তাঁর যুক্তি; অকাট্য তাঁর প্রমাণ। সেই আদর্শ সাধকের দিব্যদৃষ্টির কাছে বোধ হয় ত্রিভুবনের সব কিছু দিনের আলোর মত ভাসছে। এই বিষয়ে তিনি বলেছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে, চিন্তাও একটা শক্তি (Force) বিশেষ এবং তাই ইহার খুব সামান্য আলোড়নও পিছনে একটা দাগ রেখে যায়। যদি কারও বিষয়ে খুব জোর চিন্তা করা যায় তাহলে সেই চিন্তা তার কাছে গিয়ে হাজির হয়। নিজের জন্য যদি প্রবল শক্তিতে চিন্তা করা যায় তা হলে তা নিজের উপরেই জড়িয়ে থাকে। কিন্তু এমন অনেক চিন্তা আছে যেগুলো খুব প্রবলও নয় এবং যেগুলো কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে করা যায় না। এই চিন্তাগুলি খুবই অস্পষ্টভাবে ভাসতে থাকে এবং ক্রমে লোপ পায়। যতক্ষণ সেগুলি বর্ত্তমান থাকে ও ভাসে ততক্ষণ যদি কেহ সেইখানে তাদের পথে উপস্থিত হয় তবে তারা ঐ পথিকদের মনে একটু ছোঁয়ার পরশ দিয়ে বেরিয়ে যায়; আবার তার পরে যারা আসে তারাও এই সময় অস্পষ্ট ও বৃথা চিন্তারাশির পরশ লাভ করে। পথিকদের মধ্যে যাদের মন অন্য চিন্তায় নিবিষ্ট আছে ইহারা সেই সকল মনে বেশীক্ষণ ভাসতে পারে না, বা আদৌ প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু আবার ইহারা কারও মনে প্রবেশ করে যদি দেখে যে, সেই ব্যক্তি সেই সকল চিন্তাতে বেশ খুশি হয়ে পড়ল, তাহলে তারা এই সকল পথিকের মন হতে বেশ একটা শক্তি সঞ্চয় করে এবং সেই পথিকদের নিজ নিজ বিশিষ্ট চিন্তার শক্তি ও রূপ নিয়ে বের হয়ে পড়ে। ঠিক এই কারণে আমরা হঠাৎ কোনও ঘরে ঢুকেই হয়ত ভাল মন্দ অজস্র চিন্তারাশির মাঝে পড়ি।

আমরা যদি উচ্চস্তরে উঠতে চাই, আমরা যদি আমাদের মনন শক্তিকে দৃঢ় করতে চাই, আমরা যদি আমাদের আত্মিক শক্তিকে জাগ্রত করতে চাই তাহলে আমাদের এই মনকেই সর্ব্বাগ্রে বশ করতে হবে। যখন তখন শূন্যমনে থাকাকালীন অপরের অজস্র নিরর্থক চিন্তাস্রোতে ভাসবার সুযোগ না দিয়ে এই মনকে সর্ব্বদাই একটা কাজ করতে দিতে হবে। এই মনকে আমাদের দাস করতে হবে। এই মনের সাহায্যেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের ক্রমশঃ অগ্রসর হতে হবে ও সর্ব্বশেষে বহু ঈপ্সিত দিব্যদৃষ্টি লাভ করতে হবে।

যাদের এই বিষয়ে কোনও ধারণা নেই এবং যে সকল সাধারণ লোকের এই বিষয়ে কখনও কোনও অভ্যাস নেই, তাদের পক্ষে ইহা যে অত্যন্ত শক্ত কাজ তা বলাই বাহুল্য মাত্র। মনে করুন, আপনার হাত বা পা আপনার বশে নেই; আপনি যে কাজ করতে ইচ্ছা করছেন তারা তা সম্পন্ন করছে না; আপনি হয়ত একটা জিনিসকে হাতে নিতে চাইলেন, কিন্তু আপনার হাত তা করতে চাইল না; আপনি হয়ত কোথাও যেতে চান, কিন্তু আপনার পা সে কথা শুনল না। এরূপ হলে আপনার ধারণা হবে যে, আপনার পক্ষাঘাত হয়েছে এবং আপনার হাত বা পায়ের কোনও সার্থকতা নেই। ঠিক এমনি অবস্থা যদি মনের হয়, তবে তাকে বলা যেতে পারে মানসিক পক্ষাঘাত। ইহা বড়ই শোচনীয় অবস্থা। তাই আমাদের প্রাণপণে এই মনটাকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করতে হবে। সাধারণ লোক তাদের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার মধ্যে সর্ব্বক্ষণই এই অভ্যাস চালাতে পারে। ইহার জন্য সময় সুযোগের পৃথক দরকার হয় না। যা কিছু করবে তাই নিখুঁতভাবে এবং সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ করে করলেই এই অভ্যাস করা হবে।

আমাদের দেশে সাধকদের জীবনী অনুসন্ধান করলে এই বিষয়ের জলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। ভগবান বুদ্ধদেব 'ইহাসনে ত্তিষ্ঠতু মে শরীরম্' এই বলে বোধিবৃক্ষমূলে সেই যে উপবেশন করেছিলেন, মহা-প্রলয় হলেও তাঁকে তাঁর ধ্যান থেকে জাগরিত করা সম্ভব ছিল না; মহর্ষি বাল্মিকী এমনভাবে ধ্যানে মগ্ন ছিলেন যে, তাঁর শরীরের উপরে বল্মীকস্তূপ হয়ে গেছল, তথাপি তাঁর ধ্যান ভাঙ্গেনি। আত্মসমাহিত চিত্তে ধ্যানের কথা আমরা প্রেমের অনেক পূজারীর কাছে পাই। শকুন্তলা নিজ কুটীরে দুষ্মন্তর চিন্তায় এতদূর সমাহিত ছিলেন যে দ্বারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভয়াল ঋষি দুর্বাসার বজ্রকঠোর ধ্বনি "অয়ম্ অহম্ ভোঃ" তার কানে পৌঁছুল না, তার ফলে কতই না সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। এই সকলকেই আমরা বলি ধ্যান ও মনঃসংযোগ। এইভাবে মনকে গঠন করতে চেষ্টা করতে হবে।

সাধারণ জীবন-যাত্রার মধ্যেও যে এই প্রকার মনঃসংযোগ সম্ভব তা আমরা চেষ্টা করলেই দেখতে পাই। একদা এক সন্ন্যাসী বৃক্ষতলে ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। তার পাশ দিয়ে সম্রাট বাগুভাণ্ড করে যাচ্চেন, কিন্তু সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ হোল না। ইহাতে পার্শ্বচররা কুপিত হয়ে তার শাস্তি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু সম্রাট বল্লেন, মনের এরূপ অবস্থা হওয়া সম্ভব এবং তজ্জন্য শাস্তি দেওয়ার দরকার হয় না। ইহা প্রমাণ করবার জন্য তিনি কতকগুলি কলসী আনিয়ে সেগুলি কানায় কানায় জলে পূর্ণ করে প্রত্যেক পার্শ্বচরকে এক একটি কলসী নিয়ে রাজসভা হতে অন্যত্র যেতে আদেশ করলেন এবং বললেন যে, যদি কারও কলসী থেকে এক বিন্দুও জল পড়ে তবে তৎক্ষণাৎ তার প্রাণদণ্ড হবে। তারা কলসী মাথায় নিয়ে যাত্রা করল। তাদের পাশে উন্মুক্ত তরবারী হস্তে চলল অজস্র কোটাল; পুনঃপুনঃ তারা বাহকদের হুঁসিয়ার করে বলে দিচ্ছিল, যে মুহূর্ত্তে এক বিন্দু জল মাটিতে পড়বে সেই মুহূর্ত্তেই সেই জলের ফোঁটার সঙ্গে তাদের ছিন্ন শিরও মাটিতে লুটাবে।

এইভাবে জলের কলসী নিয়ে যাত্রা হোল। তাদের বুক কাঁপছিল ভয়ে; রুদ্ধনিঃশ্বাসে তারা জলের দিকে নিমেষহারা দৃষ্টি দিয়ে চলল ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছুল। জল কারো পড়েনি, সুতরাং তারা নিরাপদ হোল। সম্রাট তখন তাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, পথে কোন্ কোন্ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়েছে এবং কে কি কি দৃশ্য দেখেছ বল। তারা সকলেই সমস্বরে বলল যে, তারা ঐ জলবিন্দু ছাড়া আর কিছুই দেখেনি। রাজা বল্লেন, ইহাকেই বলে মনঃসংযোগ; ইহাই ধ্যান-যোগ এবং ইহা প্রত্যেকেরই জীবনে সম্ভব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি মহাভারত থেকে আর একটি দৃষ্টান্ত দেখাব। আমার মনে হয় মনসংযোগ ও ধ্যানযোগের ইহা সর্ব্বোত্তম উদাহরণ। একদা আচার্য্য দ্রোণ শিষ্যগণের অস্ত্রবিদ্যার পরীক্ষা মানসে—

"তবে কতদিনে দ্রোণ বিদ্যা পরীক্ষিতে।
কাষ্ঠের রচিয়া পক্ষী রাখেন বৃক্ষেতে॥
একে একে ডাকিলেন সব শিষ্যগণে।
ধনুঃশর দিয়া দ্রোণ যুধিষ্ঠির করে।
ভাস-পক্ষী দেখাইয়া কহেন তাঁহারে॥
ঐ দেখ ভাস-পক্ষী বৃক্ষের উপর।
উহারে করিয়া লক্ষ্য রাখ ধনুঃশর॥
যে ক্ষণে আমার আজ্ঞা হইবে বাহির।
সেই ক্ষণে কাটিবা উহার তুমি শির॥
এত শুনি ধনুঃশর যুড়ি যুধিষ্ঠির।
ভাস-পক্ষী পানে দৃষ্টি করিলেন স্থির॥
ডাকিয়া বলেন দ্রোণ কুন্তীর কুমারে।
কোন্ কোন্ জনে তুমি পাও দেখিবারে॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভাস দেখি বৃক্ষোপর।
ভূমিতে তোমারে দেখি আর সহোদর॥
এত শুনি দ্রোণ তাঁরে অনেক নিন্দিয়া।
ছাড় ছাড় বলি ধনু নিলেন কাড়িয়া॥
দুর্য্যোধন শত ভাই বীর বৃকোদর।
একে একে সবারে দিলেন ধনুঃশর॥
যেইরূপ কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
সেইমত কহিল তাহার ভ্রাতৃগণ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সবাকারে বহু নিন্দা করি দ্রোণবীর।
ধনু লৈয়া ঠেলা মারি করেন বাহির॥
ধনুঃশর দেন গুরু অর্জ্জুনের হাতে।
বৃক্ষে ভাস দেখাইয়া কহেন অগ্রেতে।
নির্গত হইবামাত্র মম মুখে বাণী।
নিঃশব্দে কাটিবা বাপু ধনুঃশর হানি॥
গুরুবাক্যে তখনি টানিয়া ধনুর্গুণ।
পক্ষী প্রতি দৃষ্টি করি রহেন অর্জ্জুন॥
কতক্ষণে থাকি দ্রোণ বলেন অর্জ্জুনে।
কোন্ কোন্ জন তুমি দেখহ নয়নে॥
অর্জ্জুন বলেন আমি অন্য নাহি দেখি।
বৃক্ষ মধ্যে সবে দেখিবারে পাই পাখী॥
হৃষ্ট হইয়া দ্রোণ পুনঃ বলেন বচন।
কিরূপ ভাসের অঙ্গ কর নিরীক্ষণ॥
অর্জ্জুন বলেন আর ভাস নাহি দেখি।
কেবল দেখি যে মুণ্ড সহ দুই আঁখি॥
দ্রোণ বলেন অগ্রে কাট পক্ষীশির।
না স্ফুরিতে গুরুবাক্য কাটে পার্থবীর॥"

উহারই নাম প্রকৃত মনঃসংযোগ। একাগ্রচিত্ততাই হোল সর্ব্বপ্রধান উপায়। বিশেষ ইচ্ছা হলে একাগ্রচিত্ততা হবেই, তার জন্য ভয় বা অশান্তির সম্ভাবনার দরকার নেই। এই ভাবে একাগ্রচিত্ততা লাভ করার ক্ষমতা জন্মালে এবং মনকে নিজ আয়ত্তে আনবার ক্ষমতা লাভ করলে আমাদের দ্বিতীয় স্তরে যেতে হবে; ইহাকে বলে ধ্যান বা Meditation; ইহার জন্য একটা সময় স্থির রাখতে হয়। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তই শ্রেষ্ঠ সময়। প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে ঠিক সময়ে শুদ্ধচিত্তে ও একাগ্রমনে বসতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হবে। তারপর যে কোনও উচ্চ চিন্তা নিয়ে ধ্যান আরম্ভ করুন। কিছুকাল নিয়মিত অভ্যাস করলেই সফল মনোরথ হবেন। তখন আর ধ্যানস্থ চিন্তা ভিন্ন অপর কোন চিন্তা আপনার মনে উদয় হবে না এবং ঐ চিন্তাতে আপনার মন প্রাণ এক হয়ে যাবে।

এইভাবে জ্ঞান উন্মেষ হয়ে ক্রমশঃ চোখের সামনে দিব্যদৃষ্টির উদ্ভব হবে। এইভাবের ধ্যান হয়ত অবস্থাবিশেষে পুনঃপুনঃ ভাঙ্গবে, কিন্তু আপনার শক্তিবলে তখনি আপনি আপনার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের সহিত মন প্রাণ এক করে দিতে পারবেন। সে এক অদ্ভুত অবস্থা। এই তুরীয়ানন্দের যিনি আস্বাদ পেয়েছেন তিনিই ধন্য। এইরূপে অগ্রসর হতে হতে দেখবেন যে, আপনার জ্ঞান দিবানিশি সমান ভাবে আছে। "Then for you day and night will be one continuous consciousness, one beautiful life of happy work for the helping of others."—অর্থাৎ জাগ্রত ও নিদ্রিত উভয় অবস্থাতেই আপনার জ্ঞান নিরবচ্ছিন্ন ও অটুট থাকবে। ইহা একদিনে হবার কথা নয়। বহু সময় ও বহু অধ্যবসায়ের ফলে এই অবস্থা আসে। এই শক্তি দ্বারা যে দিব্যদৃষ্টি লাভ হবে তাহার দ্বারাই আমরা অতি সত্যরূপে চাক্ষুষভাবে ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করতে পারব। "Whatever we gain thus we possess in full power and consciousness, and have it always at our command; for this is no mediumship, no feeble intermittent trance quality, but the power of the developed and glorified life which is to be that of all humanity some day."

আত্মিক শক্তি (Psychic powers) লাভ করলেই যে সঙ্গে সঙ্গে দিব্য নৈতিক চরিত্রও লাভ করা যায়, তা নয়। প্রবল দৈহিক শক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভ করার মতই ইহা একপ্রকার শক্তিলাভ মাত্র। ইহা লাভ হলেই যে অপর কোনও দিকের উন্নতি বা বুদ্ধির নব উন্মেষ হবে তাও নয়। সুতরাং যদিও প্রত্যেক Spiritual ব্যক্তিই নিশ্চিতই Psychic, কিন্তু great psychic হলেও তিনি যে spiritual হবেন তার কোনও মানে নেই। ইহা একপ্রকার বিদ্যা মাত্র। সঙ্গীত বিদ্যা, কলা বিদ্যা ইত্যাদির মত ইহাও একপ্রকার বিদ্যা মাত্র। ইচ্ছা থাকলে, সাধনার দ্বারা সকলেই অন্যান্য প্রকার বিদ্যালাভ করার মত দিব্যদৃষ্টি বা মেসমেরিজম বিদ্যা শিক্ষা করতে পারে। আমি আগেই বলেছি, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সূক্ষ্ম জ্ঞান (Astral sense) বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তারা প্রকাশিত নয়। তাদের নানাবিধ সাধনা ও চেষ্টায় জাগরিত করতে হবে। এই নিদ্রিত কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করাই হোল শ্রেষ্ঠ সাধনা, ইহাই হোল সর্ব্বকামনা সিদ্ধির উপায়। হয়ত অনেকে আছেন, কোনও artificial impulse ব্যতীতও যাদের ঐ সুপ্ত শক্তি জাগরিত হয়। আবার অনেকের মধ্যে ঐ শক্তিকে বিভিন্নভাবে জাগিয়ে তুলতে হবে। কিন্তু যেমনই হউক, এটা অতি সত্য যে—"The condition, in all cases, of the activity of the astral senses is the passivity of the physical, and the more complete the physical passivity the greater the possibility of astral activity"—*The Astral body, Powel*—অর্থাৎ দৈহিক ইন্দ্রিয়াদির যত রোধ ও নিষ্ক্রিয়তা আসে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদির কর্ম্মক্ষমতা ও উদ্বোধন তত বেশী হয়।

অতি বেশী স্নায়বিক ব্যক্তিরা, বা হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীরা সময়ে সময়ে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন হতে পারেন। তাঁদের রোগের জন্য, দৈহিক যন্ত্র বা দৈহিক ইন্দ্রিয়াদির অতি অবসন্নতা হেতু, সূক্ষ্মদৃষ্টি স্ফুরণ হবার পথে কোনও বাধা আসতে পায় না। প্রলাপযুক্ত অনেক রোগীর মধ্যেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা এই কারণে সাময়িক নিম্নস্তরের দূরদৃষ্টিশক্তির পরিচয় পাই। আমার একটি হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগিণী ছিলেন যিনি রোগাক্রমণের সময়ে নিজেকে যোগিনী ভাবতেন এবং সেই অবস্থায় অনেকের ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতেন। অনেকে ঐ অবস্থার মধ্যে তার কাছে ঔষধ পেয়ে আরোগ্যলাভও করেছিলেন।

যতদিন আমরা নিজেরা সাধনবলে দূরদৃষ্টি বা পারলৌকিক দৃষ্টিশক্তি লাভ করতে না পারি, ততদিন পারলৌকিক ঘটনাবলীর সত্যাসত্য সম্বন্ধে বুদ্ধিবলে বিচার করতে আরম্ভ করা উচিত। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, এই সকল তথ্য ও তত্ত্ব গোপন নয় বা অমূলক নয়, যেহেতু প্রত্যেকেই সাধনা বলে দিব্যদৃষ্টিশক্তি লাভ করে নিজে চাক্ষুষ এই সব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

বিশিষ্ট যোগপদ্ধতি অবলম্বন করে এই সব সূক্ষ্মশক্তি লাভ করা যায়, তা আমি আগেই বলেছি। মহর্ষি পাতঞ্জল বলেছেন, "যোগঃ চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ।" সুতরাং স্থূল চিত্তবৃত্তিগুলির নিরোধ করতে পারলেই সূক্ষ্ম চিত্তবৃত্তিগুলির উদয় হবে। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে দেহ ও মনের পবিত্রতা না থাকলে এবং কুৎসিত খাদ্য পানীয়, কুৎসিত বসন ভূষণ ও ঘৃণা ইত্যাদি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না পারলে এইদিকে চেষ্টা করাও বিপজ্জনক। ঠিকমত উপযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত এই সূক্ষ্মশক্তি (Astral) উদয় হতে আরম্ভ করলে তাহা অনেক স্থলে ভীতিপ্রদ ও বিরক্তিকর ফল উৎপাদন করে।

সাধারণতঃ যারা মন্ত্রাদি উচ্চারণ দ্বারা নিজেকে মুগ্ধ করে রাখতে পারে (entrances) তারাই পরজন্মে 'মিডিয়াম' রূপে আসে। 'মিডিয়াম' শক্তিলাভ করলেই যে আত্মিক শক্তিলাভ হোল, তা নয়; কারণ, ইহাকে শক্তি না বলে একটা অবস্থা (condition) বলা চলে। রাজযোগ দ্বারা যে 'লোকোত্তর' নামক আত্মিক শক্তিলাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা যায়, তাহা যদিও খুব ধীরভাবে আসে কিন্তু চিরস্থায়ী। 'লৌকিক' প্রক্রিয়া দ্বারা যে শক্তির উদ্ভব হয় তাহা কিন্তু ক্ষণস্থায়ী; মৃত্যুর সঙ্গে, দেহ নষ্টের সঙ্গে, এই শক্তিও চলে যায় এবং যখন তখন সে শক্তি নষ্ট হতে পারে। ইহা যেন কোনও একটা ঘোড়াকে জব্দ করে তাতে আরোহণ করার ন্যায়। কিন্তু চিরস্থায়ী বিধি দ্বারা যে শক্তি আয়ত্ত হবে তাহা ঠিকভাবে অশ্বারোহণকৌশল জ্ঞানের মত। তিনি যে কোনও অবস্থায় যে কোনও অশ্বে নির্ব্বিঘ্নে আরোহণ করতে পারেন।

পরলোকের দৃষ্টিশক্তি লাভ সব সময়েই খুব আনন্দের ব্যাপার নয়। কারণ, দিব্যদৃষ্টির দ্বারা পরলোকের দুঃখ কষ্টের দৃশ্যগুলিও নজরে আসবে। Schiller-এর কথাগুলি শুনুন। তিনি ঐমত দৃশ্যে এতই ব্যথিত হলেন যে, বললেন—"Why hast thou cast me thus into the town of the ever blind, to proclaim thine oracle with the opened sense? Take back this sad clear-sightedness; take from mine eyes this cruel light! Give me back my blindness—the happy darkness of my senses; take back thy dreadful gift"—অর্থাৎ কেন আমায় এই চিরঅন্ধদের নগরে পাঠিয়েছেন? আমার সূক্ষ্মদৃষ্টি দ্বারা এখানের দিব্যভাব আপনাকে জানাব এই জন্য কি? না, আমি চাই না ইহা। আমার এই দুঃখজনক সূক্ষ্মদৃষ্টি ফিরিয়ে নিন; আমার চোখের সামনে থেকে ঐ নিষ্ঠুর আলো নিবিয়ে দিন। আমাকে সেই আগের অন্ধত্ব এনে দিন; আপনার মর্ম্মান্তিক করাল দান পুনঃ ফিরিয়ে নিন।

দিব্যদৃষ্টির শক্তি সৎ উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হলে ইহাকে বিধাতার আশীর্ব্বাদ বলা যেতে পারে, কিন্তু অযথা নিযুক্ত করলে ইহা অভিশাপের চাইতেও নিদারুণ ক্ষতি করে। এই দৃষ্টিশক্তি লাভ করার আগে প্রেতলোক সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞানলাভ করা উচিত এবং তার সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজ্ঞান জানা দরকার। এই কার্য্যে নিযুক্ত হবার আগে নিজ প্রকৃতিকে সৎ ও সাধু, পবিত্র ও উচ্চ করতেই হবে; নইলে তার অসৎ প্রকৃতি পরলোকের জঘন্যধাতুর আত্মার সঙ্গেই বেশী যোগাযোগ করে বসবে।

যেমন এই জগতে শিশু ক্রমশঃ ধীরে ধীরে জাগতিক জ্ঞানলাভ করে, তেমনি সাধকের সামনে ধীরে ধীরে পারলৌকিক জ্ঞানের উন্মেষ হবে। ইহাই স্বাভাবিক। নচেৎ হট্ করে আপনা থেকেই কারও কারও মধ্যে এই শক্তি হঠাৎ উদয় হতে পারে বটে, তবে সেই সব ক্ষেত্রে বহু ভুলভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা। ইহার সামনে বিপদ আসতে পারে, আঘাত আসতে পারে। অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞ গুরুর নিকট শিক্ষালাভ করলে এই সব বিপদ থাকে না।

দক্ষিণ দেশীয় বৌদ্ধরা (The Southern Buddhists) বলেন যে, এইভাবে মানুষ পাঁচপ্রকার আত্মিক (Psychic) শক্তি লাভ করতে পারে। (১) তারা বাতাসের ও শক্ত দ্রব্যাদির মধ্য দিয়ে গমনা-গমন করে জীবিত অবস্থাতেই স্বর্গলোক দর্শন করতে পারে; ইহাকে মনোজব বলা হয়। এই ব্যাপারটা অন্য আর কিছুই নয়, কেবল জীবিত অবস্থাতেই সূক্ষ্মমূর্ত্তি গ্রহণ করে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করা মাত্র। ইহাতে স্বর্গলোক বলে যা ইঙ্গিত করা হয়েছে তাহাও প্রেতলোকের (Astral Plane) উচ্চতর স্তর মাত্র। (২) তারা দূরান্তরের সমস্তই পরিষ্কারভাবে শুনতে পায়; ইহাও Clairaudience বা দিব্যশ্রুতি। (৩) পরচিত্তাদির অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ পরের মনের কথা বুঝতে পারে; ইহাকে Thought-reading or Telepathy বলা হয়। (৪) পূর্ব্ব-জন্মবৃত্তান্তাদি তারা স্মরণ করতে পারে; উচ্চস্তরের মনোদেহ (Higher mental) বা কারণদেহ (Causal body) ধারণের সঙ্গে এই জ্ঞান জন্মে। (৫) দিব্যদৃষ্টি বা Clairvoyance—ইহার সম্বন্ধে অনেক কথাই আমি পূর্ব্বে বলেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত্যুর পর কি অবস্থা হয়

মৃত্যুর পর কি অবস্থা হয়? দূরদৃষ্টিশক্তি লাভ করলে আমরা ইহলোকের ন্যায় পরলোকের সমস্ত ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই দেখতে পাই। যেমন আমাদের পাশে আমরা নিত্য দেখি আমাদের পরিচিত অপরিচিত শত শত নরনারী, স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় রত শত শত পথিক, তেমনি তখন আমাদের দিব্যদৃষ্টির সামনে দেখা যাবে অতি স্পষ্টভাবে পরলোকগত শত শত আত্মা। কাল্পনিক বলে ইহা কথিত হবে না, গল্প ও উপন্যাসের মত ইহা ভিত্তিহীন নয়, অপরের বলা কথা বা শোনা কথার উপর ইহার যথার্থতা নির্ভর করে না। শত শত আত্মিক শক্তিশালী ব্যক্তি ইহা নিয়ত দেখেছেন ও দেখছেন এবং আপনি নিজেও ঐরূপ তাহা দেখতে পাবেন।

মৃত্যুর পরই কি পরিবর্ত্তন দেখা যায়? আমি আগেই বলেছি যে, মৃত্যুতে মানুষের কোনও হঠাৎ পরিবর্ত্তন হয় না; সে হঠাৎ মন্দাকিনী সেবিত দেবদারু শোভিত স্বর্গেও যায় না, বা হঠাৎ নরকের অতলস্পর্শী গহ্বরেও পড়ে না। বরং মৃত্যুর আগে সে যেমন ছিল, যেমন ছিল তার বিদ্যা ও বুদ্ধি, যেমন ছিল তার ক্ষমতা ও গুণ, মৃত্যুর পরও ঠিক তেমনিই সে থাকে। তার যে যে চিন্তা ও ইচ্ছা ইহলোকে তাকে চালিত করত তারাই পরলোকে তার উপর জীবন্ত আবরণ বা পোষাক (The thoughts and desires which he has encouraged within himself during earth life take form as definite living entities hovering around him and reacting upon him until the energy which he poured into them is exhausted)। ঐ সব চিন্তা ও ইচ্ছারাশি যদি খুবই অসৎ হয় তবে পরলোকে তার পার্শ্বচররাও তদ্রূপ ভয়াবহ হবে। কিন্তু পর-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকে যারা বাস করছেন তাঁদের মধ্যে এইমত বাসিন্দা খুব কমই আছে। সেখানে অন্য কোনওরূপ পুরস্কার বা শাস্তি নেই। সে এই জগতে থাকাকালীন যেরূপ চিন্তা করেছে, যেরূপ কাজকর্ম্ম করেছে, বা যেরূপ কথা-বার্ত্তা বলেছে তারই আসল ফল তাকে তথায় ভোগ করতে হয় মাত্র। তাই রেভাঃ লেডবিটার বলেছেন যে, মানুষ ইহ-লোকে তার শয্যা পাতে এবং পরলোকে গিয়ে তার উপর সে শয়ন করে। কিন্তু পারলৌকিক জীবন শুধু ইহলোকের কর্ম্মফল মাত্র নহে। স্থূলজগৎ বা ইহজগৎ অপেক্ষা পারলৌকিক জগৎ বা সূক্ষ্মজগৎ এক ক্লাশ উঁচু এবং তাই তথাকার আনন্দ ও উপভোগ সবই এখানকার চাইতে বেশী। কিন্তু সে সকল জানতে হলে, বুঝতে হলে, সে সকলের পরিচয় পেতে হলে এবং সে সকলের দ্বারা আনন্দলাভ করতে হলে বুদ্ধির প্রাখর্য্য এবং আত্মিক জ্ঞান দরকার। তাই এ জীবনে তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে যে শুধু নিজের স্বার্থ অন্বেষণেই রত থাকে, সংসারের শত কলুষিত আবর্ত্তে যে দিনরাত নিমগ্ন হয়ে বৃথা আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করছে, ইহলোকের স্বার্থচিন্তা—ইহলোকের ধ্যান জ্ঞানই যার সর্ব্বস্ব, সে সেই উচ্চস্তরে পৌঁছে তথাকার আনন্দধারায় অবগাহন করতে পারে না। 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে' এই প্রবাদ বাক্যটির সত্যতা এইখানে যত প্রমাণিত হয়, এমন বুঝি আর কোথাও হয় না। তাই ইহলোকের মূঢ়জন তথায় গিয়ে মূঢ়তাই প্রকাশ করে।

আর, মৃত্যুর পরপারে জ্ঞান হোক না হোক যদি সে তমোময় সংস্কারাদির বাহিরেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, ঐশ্বরিক বিধানে শত সূর্য্য উদ্ভাসিত ভূমণ্ডলের নব নব জ্ঞান আহরণ করার প্রয়াস পায়, তবে এইবারে ও এইখানে সে পাবে তার বহু ঈপ্সিত নন্দনকানন যেখানে সে তার জ্ঞান ও কর্ম্মকে উচ্চ উচ্চ স্তরে নিয়োজিত করে মনের সাধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেটাবে। এ জগতে থাকাকালীন যদি সে নিঃস্বার্থভাবে বহুজন-হিতায় কর্ম্ম করে থাকে, তাহলে পরলোকে তার সুখ ও আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকবে না। শুধু তাই নয়—পরলোকে তার আত্মিক উন্নতির পথ সহজ হয়ে যাবে। ইহলোকে থাকাকালীন পারলৌকিক তথ্যসম্বন্ধে যদি কারও অতি সামান্যও জ্ঞান জন্মে থাকে তাহলে মৃত্যুর পর তার ঐ নূতন স্থানে গমন খুবই স্বাভাবিক কার্য্য বলে মনে হবে এবং তখন সে দেখবে যে, এই জড়দেহ ত্যাগ করার পর কত মুক্তি, কত আনন্দ। শুধু নিজের জন্য নয়, তখন সে তথাকার সহস্র সহস্র অধিবাসীর কাছে হবে আনন্দের ও স্ফূর্ত্তির উৎস। তারপর হিতৈষণার সাধ সে পুরাপুরি তথায় মিটিয়ে নেবে। কারণ, জড়দেহ নিয়ে বহু সময় ধরে যে কাজটি করতে লাগত, সূক্ষ্মদেহ নিয়ে প্রেতলোকে সে অতি অল্প সময় মধ্যেই সেই সব কাজ শেষ করে ফেলবে।

মৃত্যুর পর আমাদের কোনও এক অভিনব জীবন আরম্ভ হয় না, আমরা আমাদের পার্থিব জীবনটাকেই ক্রমশঃ যাপন করতে থাকি। তাই ত বিশ্বকবি বলেছেন—'জীবন ত মৃত্যুর সমাধি'। যে পথিক ঐ মহাযাত্রায় চল্‌ল আমরা তার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হই না—তারা ত এইখানেই আমাদের চারদিকেই আছে। আমরা হারিয়েছি শুধু তাহাদের দেখবার শক্তি, নইলে—

মিথ্যা কথা, কে বলে যে হারিয়ে গেছে,
কিছু কি আর হারায়?
না-হারানোর বাণী যে ভাই আছে সবার মাঝে,
রবি-শশী তারায়।

আমরা যদি দিব্যদৃষ্টি লাভ করতে পারি তা'হলে তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, কথাবার্ত্তা সবই ত পূর্ব্বের মতই চালাতে পারি। আর প্রতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাত্রি ও প্রতি নিদ্রার মধ্যেই ত আমাদের হচ্চে মিলন ও আনন্দ গুঞ্জন। আমরা শুধু তা স্মরণ রাখতে পারি না। নিদ্রার মধ্যে আমরা আমাদের সূক্ষ্মদেহ (Astral body) ধারণ করে ঐ সূক্ষ্মদেহধারীদের সঙ্গে সহবাস করে আসি। মৃত্যুতে স্নেহের বন্ধন, ভালবাসার বন্ধন একবিন্দুও শিথিল হয় না। তাই এই জড়দেহরূপ শৃঙ্খল থেকে যখনই আমরা মুক্ত হই তৎক্ষণাৎ আমরা মিলিত হই তাদের সঙ্গে যারা আমাদের প্রাণের প্রাণ, যারা আমাদের চোখের তারা, যাদের বিহনে আমরা চারদিক আঁধার দেখি। তাই তারা ফিরে আসে তাদের চিরপরিচিত ঘরে যেখানে তাদের আবাল্যের স্মৃতিতে চারিদিক জড়িত আছে। স্ত্রী আসে ফিরে তার নিঃসঙ্গ প্রিয়তমের নৈশ শয্যাপার্শ্বে। মা আসে তার নিদ্রিত শিশুর চোখে মুখে আদর-পরশ দেবার জন্যে, মাতৃহারা হতভাগ্যের চোখের ধারা মুছাবার জন্যে। গোলাভরা ধান, শস্যশ্যামলা ক্ষেত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মায়া, কখন কখন তাদের নিয়ে আসে। বৃদ্ধ কৃষক অনেক সময় ফিরে আসে তার নির্জ্জন কবর ও শ্মশান থেকে; হাসিমুখে সে চির অভ্যাসমত লাঙ্গলের বোঁটা টিপে ধরে তার চিরপরিচিত বলদ দুটীকে মৃদু-মধুর আপ্যায়নে চালিত করে, আর সেই সঙ্গে বুঝি সে তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হুঁকা নিয়ে তামাক খেতেও বসে পড়ে। এই সকলের মায়া তারা কাটাতে পারে না। স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, লোভ সবই তাদের ঠিক ঠিক আছে—তাই মিটাবার প্রবৃত্তির জন্য তাদের ঐসব কাজও করতে হয়। কিন্তু এ সবই সূক্ষ্মদেহ নিয়ে খেলা, মনে রাখতে হবে। শুধু পার্থক্য এই যে, তারা হারিয়েছে তাদের জড়দেহ। নইলে আমরা স্মরণ রাখতে পারি আর না পারি, তারা এখনও আমাদের সঙ্গেই জীবনযাপন করছে। আর জড়দেহটা ছেড়ে ফেলায় তাদের ত ক্ষতি কিছুই হয়নি। বরং আমাদের গায়ের স্তূপীকৃত পোষাক ছেড়ে ফেললে আমরা যেমন আরও হালকা হই, তারাও তেমনি এখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়েছে অধিকতর স্বাধীন। কিন্তু স্নেহ, দয়া, মায়া মমতা, প্রীতি, প্রেম, ক্রোধ, হিংসা এগুলো ত জড়দেহের জিনিস নয়; তাই দেহটা ফেলে দিলেও তারা আগের মতই চিন্তা করে; জীবিত পুত্রের বিপদ তাই মৃত পিতার মনে আনে উদ্বেগ ও চিন্তা; জীবিত স্বামীর রোগ তাই মৃতা স্ত্রীর ভীষণ ব্যাকুলতার কারণ হয়। স্তন্যপায়ী জীবিত শিশুর নৈশ শয্যাপার্শ্বে, তার মাতৃহারা-বুকের রোদনের সঙ্গে অস্পষ্ট কণ্ঠে যে 'আয়' 'আয়' ডাক শোনা যায়—তারও কারণ হচ্ছে এই। তথাকার সহস্র আনন্দের মাঝে তার শূন্য কোল তাকে মথিত করে, তাই শোনা যায় বৎসহারা মায়ের কাতর আহ্বান।

"তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায়নি ত কভু।
আমরা অবোধ, অন্ধমায়ায়
তাই ত কাঁদি প্রভু।
কিছু হারায়নি ত কভু।"

কবির ঐ চিরসত্য বাণী আমরা যেন না ভুলি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরলোকের পরিচয় লাভ

ক্রমে হয় পরলোকের পরিচয়লাভ। মৃত্যুর পরই আত্মার সামনে কোনও দৃশ্যের কোনও পরিবর্ত্তন তিনি বুঝতে পারেন না। ইহলোকের যে দৃশ্যাবলী তিনি ফেলে গেছেন, পরলোকের দৃশ্যাবলীর সঙ্গে তার কোনও পার্থক্য তাঁর নজরে ঠেকে না। তিনি তখনও ভাবেন যে, সেই চিরপরিচিত ইহলোকের মধ্যে, চিরপরিচিত আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে, চিরাভ্যস্ত জীবনই যাপন করছেন। এরূপ হবার একটা কারণ আছে। Rev. Leadbeater বলেছেন "Just as we have different conditions of matter here, the solid, the liquid, the gaseous, so are there different conditions or degrees of density of astral matter and each degree is attracted by and corresponds to that which is similar to it on the physical plane"—অর্থাৎ সোজা কথায় স্থূল জগতের সকল কিছুরই একটা অনুরূপ মূর্ত্তি তথায় প্রতিফলিত হয়। তাই মরবার পরও মানুষ দেখে সেই ঘর দ্বার, সেই বাগান পুকুর, সেই শয্যা খেলনা, সেই সব চিরপরিচিত আসবাবপত্র। এই সকল স্থূল জিনিসের স্থূল আকারে না হলেও, তাদের সূক্ষ্মমূর্ত্তির স্থূলস্বরূপে সেগুলি আত্মিক নয়নে প্রতিভাত হবে। তাই মৃত্যুর পরই সে বুঝতে পারে না যে, তার আদৌ কোনও পরিবর্ত্তন হয়েছে।

এই অবস্থায় সে চারিদিকে তাকায়। দেখে, সেই তার প্রিয় ঘরটার মধ্যেই সে আছে। তার পরিচিত ভালবাসার জনের কথাবার্ত্তা, কাজকর্ম্ম সবই তার নয়নে পড়ে। তার নবলব্ধ সূক্ষ্মদৃষ্টির সামনে বাস্তব জগতের সব কিছুরই সূক্ষ্মমূর্ত্তি দেখা যাচ্চে। কিন্তু ক্রমশঃ সে বুঝতে পারে যে, তার একটা পরিবর্ত্তন বোঝা যাচ্চে। সে বিস্মিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ে দেখে যে, তার সেই মারাত্মক রোগ নেই ; তার সেই প্রাণান্তকর যন্ত্রণা নেই, তার ক্লান্তি শ্রান্তি অবসাদ কিছু নেই—এক অভিনব শান্তিতে, অভিনব সুখে ও স্বস্তিতে তার দেহ মন ভরপুর হয়ে গেছে। এই ব্যাপারটাই তাকে সর্ব্বপ্রথমে বিস্ময়ে অভিভূত করে দেয়।

ক্রমশঃ সে আরও বুঝতে পারে। আত্মীয়স্বজনকে সে দেখতে পাচ্ছে বটে, কিন্তু তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হচ্চে না। প্রিয়তমা পত্নীর বুকফাটা আর্ত্তনাদ, পিতৃহীন শিশুদের আকুল ক্রন্দন, পুত্রহারা স্নেহময়ী জননীর মর্ম্মভেদী হাহাকার সে দেখে ও শোনে। সে এই সব দৃশ্যে ব্যাকুল হয়ে তাদের বোঝাতে যায়, তাদের স্পর্শ করে বলে 'কেন তোমরা অমন করছ ? আমার কি হয়েছে ? এইত আমি ঠিক তেমনি আছি, তবে কেন তোমরা কাঁদছ ?' কিন্তু তারা ত তার কথা শুনতে পাচ্চে বা বুঝতে পাচ্চে বলে মনে হচ্চে না। তখন সে ভাবে যে, তবে কি স্বপ্ন দেখছে ? কিন্তু শীঘ্রই তার এই সব বিচার বিতর্কের শেষ হয় ও সে বুঝতে পারে যে তার মৃত্যু হয়েছে।

এই সময় তার আসে ব্যাকুলতা ও একটা অস্বস্তি। ইহার মূল কারণ আমাদের অজ্ঞতা। আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের শাস্ত্র সকলকে ত মৃত্যুতত্ত্ব শিক্ষা দেননি। সাধারণের জন্য বরং শিক্ষা দেওয়া আছে বিভিন্ন কুসংস্কারপূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা—কল্পনা যার ভিত্তি, ভীতিসংঘটন যার উদ্দেশ্য। মৃত্যু সম্বন্ধে কাল্পনিক ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে, নরকের লেলিহান অগ্নিশিখার রূপ অঙ্কিত করে, বিভিন্ন রকম প্রায়শ্চিত্তের হৃদয়-বিদারক গল্প রচনা করে তারা পাপীকে পুণ্যাত্মা করতে চান। ভগবানকে করা হয় জল্লাদের মত হৃদয়হীন—শাস্তি দেওয়াই যার খুশী ও পেশা। তাই, যেইমাত্র স্থূলদেহত্যাগী আত্মার জ্ঞান হবে যে তার মৃত্যু হয়েছে, অমনি তার মনের মাঝে উদয় হবে তার সেই চিরশোনা নরকযন্ত্রণার মর্ম্মান্তিক কাহিনী ও ভীতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং সে তার প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারে না ; তার কি হয়েছে, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, কি ইহার ফলাফল—এসব তার অজানা। সে এতদিন যা জেনেছে ও বুঝেছে এই অবস্থাটা তার সঙ্গে ত আদৌ মিলছে না। জনৈক ইংরাজ সেনাপতির আত্মা ঠিক এই অবস্থার মাঝে বলে উঠেছিল "যদি আমি মারাই গেছি, তবে আমি আছি কোথায়? ইহাই কি স্বর্গ? কিন্তু তা'হলে স্বর্গ ত এমন একটা বেশী কিছু নয়। তবে কি ইহা নরক? কিন্তু তা'হলে নরক ত মোটেই তেমন ভয়ানক নয়।"

এই অজ্ঞানতা ও কুশিক্ষার জন্যই তৎকালে প্রেতাত্মার যা কিছু কষ্ট হয়। অনেক সময় এই জন্যই ভীষণ যন্ত্রণা আসে। 'হায় কি হোল, হায় কি হবে' বলে তার পরিত্যক্ত আত্মীয়স্বজনও যেমন এখানে মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ করে, প্রেতাত্মাও তেমনি সেখানে ভয়ানক ছটফট করে "হায় তার কি হোল, হায় তার কি হবে" এই ভেবে।

কিন্তু এ অবস্থা বেশীক্ষণ থাকবে না। শীঘ্রই সে আর কোনও বিজ্ঞ প্রেতাত্মার দর্শন পাবে। তিনিই তাকে সব ব্যাপার, এই নূতন লোকের সব তত্ত্ব বুঝিয়ে দিয়ে অভয় ও সান্ত্বনা দেবেন। তিনিই তাকে বলে দেবেন যে, "তোমার এখানে কোনও ভয়, কোনও চিন্তা নেই ; ওপারে যে ভাবে তুমি জীবনযাপন করে এসেছ এপারেও তেমনিই সব হবে।"

এই নূতন শিক্ষার সারমর্ম্ম শীঘ্রই তার বোধগম্য হবে এবং সে দেখবে যে সত্যই এখানে ভয় ও ভাবনার কিছুই নেই। এখানে সে আর একটা পার্থক্য বুঝতে পারবে ; ওপারের সব কিছুরই ঠিক ঠিক প্রতিচ্ছায়া এখানে আছে বটে, কিন্তু তা-ছাড়া এখানে নূতন ব্যাপারও অনেক কিছু আছে। ইচ্ছা ও কামনাগুলি সেখানে মূর্ত্ত হয়ে চোখের সামনে ফুটে ওঠে। তারা মেঘের মত সামনে ভেসে বেড়ায়। সেখানে যা ইচ্ছা হয় তাই পূরণ করতে পারা যায়। ইহজগতে থাকা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালীন তার যা প্রিয় ছিল সে এই জগতে এসে সেইটাকেই পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে উপভোগ করতে পারে ; অন্য বাসনাগুলির দিকে হয়ত তত মন দেবে না। যিনি সংসারের মায়ামোহে বেশী আচ্ছন্ন ছিলেন তিনি এখানেও এই সময় সেই সব হুবহু দেখতে থাকেন। এইভাবে তার প্রেতজীবন চলতে সুরু হয়। কিন্তু ক্রমশঃ এই সব জড়ভাব ও স্থূলত্বের মোহ তার কমতে থাকে এবং তখন তার ইচ্ছার মূর্ত্ত প্রকাশ (Thought-form) আরও পরিষ্কারভাবে হয়। জড়ত্বের কমতি যতই হতে থাকে তার মধ্যে ততই সূক্ষ্মত্বের প্রকাশ হয়। তার কামনা-বাসনা সবই ঠিক থাকে এবং এই কামনা-বাসনার আচরণেই তার এখনকার জীবন চালিত হতে থাকে। ইহার উপরই নির্ভর করে তার পারলৌকিক জীবনের সুখ বা দুঃখ। ইহলোকে থাকাকালীন হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা ইত্যাদি কার্য্যতঃ প্রকাশ না করলেও ইচ্ছার আকারে পরলোকে তা যন্ত্রণা দেয়।

পরলোকে বিভিন্ন প্রকারের আত্মা আছেন। ইহলোকের ন্যায় তথাকার বিভিন্নতা—জীবনযাত্রার মধ্যে, মনের ভাবধারার মধ্যে সতত পরিস্ফুট। ইহলোকে আমরা যাকে দেখি অতি সাধারণ মানুষ, যাকে খুব ভাল বা খুব মন্দ বলা চলে না, যার মধ্যে কোনও বিশেষত্ব নেই, পরলোকে গিয়ে সে ঠিক এইমত সাধারণভাবেই জীবনযাপন করিতে থাকে। তার কোনও বিশেষ সুখ বা দুঃখ তথায় থাকে না। ইহলোকে সে জ্ঞান আহরণে বিশেষভাবে রত না থাকায় তার পারলৌকিক জীবন কতকটা একঘেয়ে ঠেকে। সে ইহলোকে জানত শুধু তার ব্যবসার বা সংসারের কথা, শুধু তার খেলা বা বাজে কথাবার্ত্তার আড্ডা, শুধু তার পোষাকপত্তর বা টাকাকড়ির ব্যাপার—তাই পরলোকে তাকে নিষ্কর্ম্মা ও চিন্তাহীনভাবে দিন কাটাতে হবে ; কারণ, ঐ সকল কর্ম্মের সেখানে স্থান নেই। তাই এ জগতের সাধারণ শ্রেণীর লোক তথায় গিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একপ্রকার নিরানন্দ জীবন যাপন করে। শুধু তাই নয়, ইহলোকের ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা ও কুশিক্ষায় তার মন এমনভাবে পঙ্গু ও খর্ব্ব হয়ে যায় যে, সে তথায় গিয়ে আদৌ শান্তি পায় না। ঐখানের বিজ্ঞ মহৎপ্রাণ আত্মার উপদেশে ক্রমশঃ ইহারা প্রকৃত জ্ঞানলাভ করে ও ঠিক পথে অগ্রসর হতে থাকে। তখন তারা বুঝতে পারে যে, কিভাবে কত সময় ও সুযোগ তারা নষ্ট করে এসেছে ; ইহাতে অনেক সময় সে মুষড়ে পড়ে এবং তার প্রেতচিত্ত অত্যন্ত মুহ্যমান, ব্যাকুল ও নিরাশ হয়ে যায়। সৌভাগ্যবশতঃ তখন তথায় সে লাভ করে ঐ সকল বিজ্ঞ সাহায্যকারী আত্মার সাহচর্য্য ও শিক্ষা ; তাঁরাই জানিয়ে দেন যে, কিছুই ভয় নেই বা নিরাশ হবার কিছুই নেই। আত্মিক ক্ষমতার অলৌকিক সম্ভাবনা তারা বুঝিয়ে বলেন এবং সর্ব্বদা শিক্ষা-দীক্ষা দ্বারা তাদের নয়ন উন্মীলন করে দেন। পরলোকে সহস্র সহস্র এইভাবের সাধারণ আত্মা আছেন, আবার সহস্র সহস্র মহৎ সাহায্যকারীও আছেন ; তাঁদের বলা হয় Invisible helpers.

ইহলোকে যারা কোনও নেশায় অভ্যস্ত থাকে পরলোকে তাদের আত্মা বড়ই কষ্ট পায়। মাতাল তথায় মদের অভাবে ছটফট করে ; কামুক তার কাম মিটাতে না পেরে পাগলের মত হয়ে যায়। এখানে থাকাকালীন এই সব ঝোঁক ও নেশা মরণের পরও তার সঙ্গে যায়। বরং তথায় আরও প্রবল হয়। ইহারা বিবেকের তাড়নায় বড়ই কষ্ট পায়। কিন্তু ইহার চাইতেও তাদের কষ্ট অনেক বেশী হয় যারা ঐখানে থেকেও এবং অসম্ভব হলেও নানাভাবে ইহজগতের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানর মত অতি সামান্য তৃপ্তি পাবার জন্য কতই না চেষ্টা পায়। ইহজগতের ন্যায় পরলোকেও সমশ্রেণীর লোকেরা একত্র মিলে। তাই এই সব নেশাখোর বা কামুক তথায় একত্র জোটে ; ইহলোকের যে স্থান, যে আড্ডা তাদের প্রিয় ছিল সেখানেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এসে উঁকি ঝুঁকি মারে। এরূপে তথাকার আকাশ বাতাসকে ইহারা আরও বিষাক্ত করে তোলে। ইহারা পরলোকের সর্ব্বনিম্ন স্তরে থাকায় ইহলোকের খুবই নিকটস্থ হয় এবং এমন কি, এখানে বিশেষ বিশেষ গন্ধ অনুভব করতে পারে। এইরূপে মাতাল তার অভ্যস্ত শুঁড়ীখানার চারিদিকে ঘোরে ও গন্ধ লয়। কিন্তু ইহাতে তার তৃষ্ণা ও যন্ত্রণা বাড়ে বৈ কমে না।

ঐ অবস্থায় তাদের মনে আর একপ্রকার শয়তানি বুদ্ধি জাগে এবং তার দ্বারা তারা তাদের অতৃপ্ত পিপাসা মেটাবার চেষ্টায় থাকে। ইহ-লোকের দুর্ব্বলচিত্ত ও জীবিত ঐ শ্রেণীর কোনও নরনারীর উপর তারা ভর করে। জীবিত ব্যক্তি যখন তাদের ঈপ্সিত কুকার্য্যে রত থাকে, তাদের সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে এই সকল পিপাসাতুর প্রেতাত্মা সম্পূর্ণরূপে তাকে আয়ত্ত করে (obsess) এবং তাকে ঐ কার্য্যে আরও প্রবল-ভাবে নিমগ্ন করে দেয়। ঐ সকল দুষ্ট প্রেতাত্মা এইরূপে ইহলোকের সঙ্গে ও ইহলোকে স্থূলদেহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং তাদের তৃষ্ণা মেটাবার চেষ্টা করে। ইহাতে কিন্তু মহা ভয়ঙ্কর কুফল পরে তাদের পেতে হয় ; ইহা অতিশয় অস্বাভাবিক এবং উভয়ের পক্ষেই পরম ক্ষতিকর। ইহাকেই আমরা 'ভূতে পাওয়া' বলি এবং এইভাবের সত্য ঘটনা সর্ব্বদেশেই প্রচুর ঘটে থাকে। এই সব ক্ষেত্রেও সেই মহৎপ্রাণ সাহায্যকারী প্রেতাত্মারা সর্ব্বদাই নানাভাবে শিক্ষা ও জ্ঞান দ্বারা ইহাদের উদ্ধার করবার চেষ্টা করেন ও কখনও কখনও অতি কষ্টে ২।১ জনকে উদ্ধার করে থাকেন। জ্ঞানলাভের পর ঐ প্রেতাত্মার পুনঃ অতিশয় কষ্ট হয় ; কারণ, তখন তার বিবেক জাগ্রত হয়ে তাকে অবিরাম দংশন করতে থাকে এবং তার অনুতাপের সীমা পরিসীমা থাকে না। ইহলোকের ন্যায় পরলোকেও কুসংসর্গ হতেই নানাপ্রকার কুফল ঘটে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইভাবে অন্যান্য পাপকাজের ফল কষ্টের সহিত ভোগ করতে হয়। ইহলোকের অর্থগৃধ্নু কৃপণ, পরলোকে গিয়ে তার অর্থ সঞ্চয় করতে না পেরে বড়ই কষ্টভোগ করে। ইহলোকের হিংসুটে ব্যক্তি ঐখানে গিয়ে দেখে যে, তার হিংসা যদিও আগের চাইতে বেড়েছে, কিন্তু ইহার দ্বারা তার ঈপ্সিত ব্যক্তির কোনও ক্ষতি করা সম্ভব নয়, ইহাতে তার মনের যাতনা খুব বেড়ে যায়। এই সকল প্রেতাত্মা উন্মাদের মত ইহলোকের উপর সম্বন্ধ রাখতে চায়, এবং ঐভাবেই যতটুকু পারে ইচ্ছা পূরণ করবার প্রয়াস পায়। একজন আর একজনকে বেশী ভালবাসছে দেখে যে ব্যক্তি দুঃখিত হোত, অপরের প্রতি ঐ প্রেম দেখে যে সহ্য করতে পারত না, মৃত্যুর পরও সে তেমনি উহাতে অসহ্য ব্যথা পায়। সে বোঝে না যে, ইহলোকের সঙ্গে তার আর সম্বন্ধ নেই, আর সে নিজে ঐ ব্যক্তির প্রেম ভোগ করতে পাবে না, তাদের উভয়ের ভালবাসার মধ্যে আর সে প্রতিবন্ধক হতে পারে না ; তথাপি সে বোকার মত তাদের মর্ত্ত্যলোকের প্রেম দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে। ইহলোকে থাকবার সময় সেই দুজনার মধ্যে যে কথাবার্ত্তা, যে মিলন সে চোখে দেখতে পারত না, এখন সে সেই স্থলেই হাজির হয়ে তা দেখে ও শোনে এবং অব্যক্ত ও অসহ্য হিংসানলে নিজেকে দগ্ধ করে। হিংসা ও বিদ্বেষ চিরকালই কারণহীন ও অন্ধ, কিন্তু ওপারে তার জ্বালা আরও বেশী।

ইহলোকে ধনরত্নাদি টাকাকড়ি গুপ্তভাবে রেখে যে মরেছে, ওখানে গিয়ে সে তার সেই গুপ্তধনের মায়ায় অবিরত নিমগ্ন থাকে। পাছে কেউ ঐ ধনের সন্ধান পায়, পাছে কেউ ঐ ধন পেয়ে তা খরচ করে ফেলে—এই চিন্তায় সে অবিরত সেই গুপ্তধনের কাছে হাজির থাকে। কেউ যদি ঐখানে আসে তা'হলে তাকে নানা বিভীষিকা দেখিয়ে দূর করে। আবার কেউ কেউ বা দেখে যে, তার প্রিয়তম পুত্র বা বিধবা পত্নী পথের ভিখারী হয়ে গেছে, এসময় ঐ ধন কোনও উপায়ে পেলে তাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃখ দূর হতে পারে। এই অবস্থায় সে প্রাণপণে চেষ্টা পায় কি করলে তাদের ঐ গুপ্তধনের সন্ধান দেওয়া যেতে পারে। সর্ব্বকর্ম্ম, সর্ব্বপ্রকার আত্মিক উন্নতি ও প্রচেষ্টা বাদ দিয়ে তখন ঐ হবে তার ধ্যান জ্ঞান। ঐভাবের অনেক প্রেতাত্মার কাজ আমরা জগতে ঘটতে দেখেছি।

প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি নিয়ে যারা ঐখানে যায় তাদের অবস্থাও এইরূপ। দিব্যদৃষ্টি (clairvoyance) দ্বারা ঐরূপ অনেক প্রেতাত্মার সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। The Theosophical Review, Vol. XXII, P. 18 পৃষ্ঠায় এই ঘটনার কথা আছে। রেভাঃ লেডবিটার সাহেব নিজে এই ভাবের অনেক প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রেতাত্মার সাক্ষাৎ ও কার্য্যাবলী দেখেছেন। তিনি লিখেছেন—"আমার একটী বন্ধুর একখানি ছোরা ছিল। সেইখানি হাতে নিলেই নারীহত্যার ইচ্ছা মনে জাগত। যদিও আমার বন্ধু ইহা বিশ্বাস করত না, কিন্তু তবুও সে ঐটাকে সন্দেহের চক্ষে দেখত; কারণ, সে নিজে যখনই উহা হাতে করত তখনই তার মনে কেমন একটা অস্বস্তি জাগত ও সে তাড়াতাড়ি সেটাকে রেখে দিত। উহাতে অবশ্য প্রকৃতই দুইটা নারীহত্যা হয়েছিল। আমি উহা পরীক্ষা মানসে নিজে হাতে নিয়ে নিঃস্তব্ধভাবে বসে পড়লুম। আমার মনে হোল যেন কেউ আমাকে উঠাবার জন্য টানছে। আমি নড়তে চাইলাম না এবং তীব্রভাবে দেখতে লাগলুম কে ওরূপ করছে। আমি দেখলুম যে, একটা ভীষণ মূর্ত্তি পাঠান, আমি নড়তে না চাওয়ায় অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে আমার দেহে প্রবেশ করতে চাচ্চে (obsess)। আমি আমার স্বাভাবিক শক্তিতে তাকে বাধা দেওয়ায় সে আর আমার ওপর ভর করতে পারল না। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, সে কেন অমন করছে—কিন্তু সে আমার কথা বুঝতে পারল না। তখন আমি আরও উর্দ্ধে দৃষ্টিশক্তি নিক্ষেপ করে দেখলুম যে, তার স্ত্রী অপর একটী লোককে পেয়ে তাকে ত্যাগ করায় এই পাঠান একদিন তাদের দুজনকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্রী ও আপত্তিজনক অবস্থায় দেখে সেই উপপতির ছোরাখানির দ্বারাই তাদের দুজনকেই হত্যা করে; এইখানিই সেই ছোরা। তারপর এই পাঠান সমস্ত নারীজাতির উপর এক বিদ্বেষ পোষণ করে ও নারীহত্যায় ব্রতী হয়। সে তার স্ত্রীর ভগ্নী ও অপর একটী নারীকে ইহার দ্বারা হত্যা করে এবং তারপরে সে নিজে খুন হয়। মৃত্যুর পর সে এই ছোরাটার উপর ভর করে আছে। যে এটাকে হাতে নেয় তাকেই সে ভর করে এবং তাকে দিয়ে নারীহত্যা করায়। ইহাতে তার অসীম আনন্দ হয়। এইরূপে সে অনেকগুলি রমণীকে হত্যা করিয়েছে। আমার এই প্রকার বাধা দেওয়ার শক্তি দেখে তার কি রাগ! আমার কথা সে বুঝতে পারছে না দেখে আমি তাকে একটা ভারতীয় বন্ধুর হাতে দিই এবং তিনি তাকে নানাভাবে শিক্ষা ও জ্ঞান দিয়ে উচ্চপথে উঠতে সাহায্য করেন। আমি ঐ ছোরাখানি ভেঙে দিতে ও পুঁতে ফেলতে চাওয়ায় সে সম্মত হয়েছিল এবং আমিও উঁহা ভেঙ্গে মাটিতে পুঁতে ফেলেছিলুম।"

রেভাঃ লেডবিট়ার সাহেব অপর একটী প্রেতাত্মার কথা জানিয়েছেন। এক বৃদ্ধ ধনীব্যক্তি বিলাসিতায় বন্ধুবান্ধবদের প্ররোচনায় কুকার্য্যে বহু টাকা নষ্ট ক'রে পরে দেখে যে, তার অকৃতজ্ঞ বন্ধুবান্ধবগণ তাকে ছেড়ে দিতে আরম্ভ করেছে—কারণ, তারা মৌমাছির মত। যতদিন তার ধনরত্ন তাদের কামনা মেটাতে পেরেছে ততদিন তারা তাকে আঁকড়ে ধরে ছিল; আজ অসময়ে সেই সব বেইমান স্তাবক সরে পড়েছে। ইহাতে তার মনে অব্যক্ত যাতনা ও অনুতাপ আসে এবং ক্ষোভে ও দুঃখে সে আত্মহত্যা করে। মরবার আগে সে প্রকাশ করে যায় যে, মানুষের অকৃতজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যের জন্য সে আজ মরতে বসেছে এবং মরবার পর সে যত পারে এই সব নরাধমকে মেরে তবে তার ক্ষোভ ও দুঃখ দুর করবে। এইরূপে প্রতিহিংসা প্রণোদিত হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে ৬০ বৎসর তার নিজ মৃত্যুর স্থানে ঘুরেছে ; ঐখানে যাকে সে ধরতে পেরেছে তাকেই সে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে এবং তার আত্ম-হত্যার পর তাকে অজস্র টিট্‌কারি দিয়েছে। এইভাবে ৬০ বৎসর ধরে তার ঐ নারকীয় কীর্ত্তি চলেছিল।

তিনি আর একটী অদ্ভুত ঘটনা জানিয়েছেন। একটী ইঞ্জিনচালক মৃত্যুর পর তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করবার জন্য চেষ্টা করার এক নাটকীয় ঘটনা তিনি 'The Perfume of Egypt'তে লিখেছিলেন।

এই সকল প্রেতাত্মা মহৎ আত্মাদের সাহচর্য্যে ও শিক্ষায় শীঘ্রই জ্ঞানলাভ করে এবং তখন অনুতাপে তাদের হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায়। যাই হউক, ক্রমশঃ তারা উচ্চে ওঠবার সুযোগ লাভ করে।

এই জগতে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা পরিবারবর্গের প্রতিপালন, বা নিজ গ্রাসাচ্ছাদন জন্য দিনরাত অবিরাম প্রাণপাত পরিশ্রম করেন। তাঁদের স্বভাব এমন ভাবের যে, একান্ত বাধ্য না হলে তাঁরা কদাচ হয়ত ঐসব কাজ করতেন না। তাঁরা হয়ত বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ এবং পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদের ন্যায় নিম্নস্তরের প্রাণী নন। তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁরা দেখেন যে, পরলোকে উদরপূর্ত্তির আবশ্যকতা, বা বাস-গৃহাদির আবশ্যকতা নেই, তাই সেখানে তাঁদের জীবিতকালের চিরাভ্যস্ত কর্ম্মগুলি করবার আবশ্যকতাও নেই। এই এতদিন পরে তাঁর প্রকৃত মুক্তি আসে। তাঁর একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে তাকে যে সব কাজ করতে হোত সে সব করবার আর কোনও আবশ্যকতা এখন নেই। তাই এখন তিনি মুক্ত ; এখন তিনি তাঁর ইচ্ছামত কাজ ক'রে আশা মিটাতে পারেন। যদি তিনি সঙ্গীতপ্রিয় হন, তবে এবারে তিনি পৃথিবীর মধুরতম সঙ্গীত প্রাণভরে উপভোগ করেন। আর্টিষ্ট এখানে প্রাণভরে শিল্পচর্চ্চা করে জীবনকে ধন্য করে তুলবে। যদি দেশ ভ্রমণ করে পৃথিবীর নব নব সৌন্দর্য্যসুধা পান করবার জন্যে জীবিতকালে তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকুল আকাঙ্ক্ষা ছিল এমন হয়, তবে এবারে সে প্রাণভরে যেখানে খুশি সেখানে গিয়ে পৃথিবীর রূপ উপভোগ করতে পারবে। উত্তুঙ্গ অভ্রভেদী হিমালয়, উর্ম্মিমালায় শোভিত সুনীল জলধি, তমালতালবন-রাজি, নীলা বেলাভূমি এবার তার নয়ন মন সার্থক করবে। তার প্রাণের আকুল কামনা সে কানায় কানায় মিটিয়ে নেবে—কোনও বাধা, কোনও প্রতিবন্ধক তার সাধ মেটানর পথে আসবে না। ইহলোকের সঙ্গে এই লোকের আর একটা পার্থক্য আছে; পরলোকে সে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শত শত মাইল অক্লেশে ভ্রমণ করতে পারে—কারণ. সর্ব্বত্রই তার অপ্রতিহত গতি, সর্ব্বদাই তার অবর্ণনীয় গতিবেগ। জীবিতকাল ধরে তাকে যে সব দেশ দেখতে বা বেড়াতে বহু বহু বৎসর দরকার হোত, এবারে নিমেষে সে তা সম্পন্ন করতে পারবে। এইভাবে, যদি সে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক হয় এবং অধ্যয়নে সময়ক্ষেপ করতে ইচ্ছা করেন, তা'হলে এবার পৃথিবীর যাবতীয় লাইব্রেরীতেই তার অবাধ গতি। সে প্রাণভরে পাঠে নিযুক্ত হতে পারবে। আর এইখানে সব কতই সুখের, কারণ এখানে ক্লান্তি নেই। কিছুক্ষণ পরিশ্রমের পর আমাদের স্থূলমস্তিষ্ক কতই না ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু অধ্যয়ন ও আলোচনাতেও এখানে শ্রান্ত হতে হবে না। স্থূলজগতে পরিশ্রম ও পাঠের পর যে ক্লান্তি আসে সেটা হচ্চে আমাদের মস্তিষ্কের (brain), সেটা মনের ক্লান্তি নয়। তাই ঐ সূক্ষ্মজগতে, মস্তিষ্ক নিয়ে যথায় সম্পর্ক নয়, তথায় ক্লান্তি আসবে কোথা থেকে? ঐ জগতে অনেক বৈজ্ঞানিক আছেন—তাঁরা অবিরাম বিজ্ঞান অনুশীলনে রত দেখা যায়; নিত্য নূতন নূতন অপূর্ব্ব আবিষ্কারের জন্য তাঁরা অসীম চেষ্টা করছেন। একজন বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রের পণ্ডিত মৃত্যুর পর জনৈক দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে এসেছিলেন; তাঁর একটি অতি কঠিন জটিল তত্ত্বের মীমাংসা এইখানে এসে তিনি করতে সক্ষম হন; তিনি অত্যন্ত আনন্দের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত সেই তত্ত্বটি ঐ দিব্যদ্রষ্টাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন এবং যাতে শীঘ্র উহা পৃথিবীতে প্রচার হয় তাহার জন্য খুবই ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু ঐ তত্ত্বটি অত্যন্ত শক্ত থাকায় দিব্যদ্রষ্টা ব্যক্তি তা বুঝতে পারছিলেন না। ফলে খুব রাগ প্রকাশ করছিলেন।

প্রেতলোকে আছেন এমন অনেক কবি ও সাহিত্যিক, যাঁরা এইভাবে ইহলোকের অনেক কবি ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়ত প্রভাবান্বিত করেছেন। ঐখানে মহৎ আত্মারা এপারের জীবিত ব্যক্তিদের উপর এমন কতভাবে যে প্রভাব বিস্তার করেন, কতরূপে যে ইহাদের যশ, মান, অর্থ বা আত্মিক প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দেন—তা আর বলে শেষ করা যায় না। আমরা ক্রমশঃ যতই অগ্রসর হব ততই এই সব বিষয় আরও বুঝতে পারব। এপারে থাকাকালীন যে সব পরোপকারী ও মহৎ ব্যক্তি নানাভাবে পরহিতায় জীবনপাত করে মারা গেছেন, মৃত্যুর পর ওপারে গিয়ে তাঁরা তাঁদের সেই মহান্ প্রচেষ্টা আরও বেশী জোরে করতে পারেন ও নিয়ত করেন। তাঁরা ওখানে বহুজন-হিতায় তেমনিভাবেই জীবনপাত করছেন। এপারের কার্য্যাবলী ও প্রচেষ্টা যতটা সফল হয়, ওপারে সফলতা আসে তার চেয়েও অনেক বেশী। কেহ আছেন তার জীবিত বা মৃত আত্মীয় বন্ধুর মঙ্গল প্রচেষ্টায়, কেহ আছেন তার জীবিত পরিবারবর্গের হিতের চেষ্টায়। 'জীবিত' বা 'মৃত' কথা দুটীর ঠিকভাবে ব্যবহার আমরা করি না, কারণ মৃত বলতে গেলে বরং আমাদিগকেই বোঝায়। আমরা নিজদিগকে জীবিত বলে মনে করি বটে, কিন্তু আসলে স্থূলদেহের মধ্যে, অজ্ঞানতার মধ্যে নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে বদ্ধ জড়ভাবাপন্ন অন্ধ জীবন মাত্র। আমরা 'সত্য' জানি না, 'সত্য' বুঝি না ; যা জানি তা মিথ্যা ; যা বুঝি তা অঠিক ; যা দেখি তা ভুল ; সুতরাং আমরা মৃতেরই রূপান্তর মাত্র। আর যাদের আমরা 'মৃত' মনে করি তারা ঠিক ঠিক দেখছেন, ঠিক ঠিক বুঝছেন, ঠিকভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজ করছেন, মনের আশ মিটিয়ে যথার্থ আনন্দ উপভোগ করছেন; তাদেরই কি 'জীবিত' বলা ঠিক নয়? ইহজগৎ হতে ঐসব নিঃস্বার্থ ব্যক্তি চিরবিদায় নিয়ে পরজগতে যান; তাঁরা এখানে ফেলে রেখে যান তাঁদের স্থূলদেহটাকে; কিন্তু তাঁদের নিঃস্বার্থ পরোপকার ব্রত ঠিক তেমনিভাবে—এমন কি, আরও প্রবলতরভাবে তাঁদের মনে বিরাজ করে। কত ঘটনাই আমরা জানি যে, পরলোকগতা মাতা জীবিত শিশু-পুত্রের বিছানার পাশে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে বসে আছেন ও তার মঙ্গল অমঙ্গল বিপদাপদের দিকে সদা জাগ্রতভাবে দিন কাটাচ্ছেন। কত মৃত স্বামী তাদের জীবিত দুঃখিনী স্ত্রীর নিকটে থেকে নানাভাবে দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করছেন।

রেভাঃ লেডবিটার নিজে যে ঘটনা দেখেছিলেন তাই আমি এখানে আপনাদের জানাচ্চি। জনৈক মৃত স্বামীর জীবিতা স্ত্রী বেশ আত্মিক জ্ঞানসম্পন্না (psychic) ছিলেন এবং তাঁর মৃত স্বামীর সহিত তিনি সর্ব্বদাই কথাবার্ত্তা কইতে পারতেন ('to receive communications from him through her own hand by means of automatic writing')। কালক্রমে ঐ স্ত্রী পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে পুস্তকাদি পাঠের পর এই জ্ঞানলাভ করেন যে, এইভাবে কাজ হলে মৃত আত্মার পার-লৌকিক উচ্চাবস্থায় যাওয়ার বিশেষ বিলম্ব ঘটে এবং উহার ফলে অযথা ঐ প্রেতাত্মাকে ইহলোকের সহিত যুক্ত ও শৃঙ্খলিত করে রাখায় তার সুখের কাজ হয় না। এই জ্ঞানলাভের পর ঐ স্ত্রী প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে পেরে খুবই দুঃখিতা ও ব্যাকুলা হয়ে যান এবং তাঁর স্বামীকে এই বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। স্বামী উত্তর দেন যে, 'না ইহাতে তার আত্মার কোনও ক্ষতি হচ্চে না'। তথাপি ঐ স্ত্রী আশ্বস্ত না হওয়ায় স্বামী তাকে রেভাঃ লেডবিটার সাহেবের কাছে এই বিষয়ে পরামর্শ নিতে বলেন। তার পরের ব্যাপার সম্বন্ধে লেডবিটার সাহেবের নিজের কথাই শুনুন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমি ঐ স্বামীর প্রেতাত্মার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে বুঝলুম যে, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও পরম নিঃস্বার্থপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি সম্পূর্ণভাবে জানতেন যে, এইভাবে ইহলোকের সঙ্গে বেশী জড়িত হওয়ায় তাঁর পারলৌকিক উন্নতির পথে খুবই বাধা হচ্চে। তথাপি তিনি বললেন যে, এই কাজের দ্বারা তিনি তাঁর দুঃখিতা স্ত্রীকে কতকটা সুখ দিতে পারছেন এবং যতদিন এইভাবে ঐ স্ত্রী আনন্দ পাবেন ততদিনই তিনি তাঁর ক্ষতি ও কষ্ট সত্ত্বেও নিজেকে এইভাবে কাজ করতে প্রস্তুত রাখবেন। ইহাতে স্বামীকে দোষ দেওয়া যায় না; যদিও প্রাকৃতিক আইনের বহির্ভূতভাবে তিনি কাজ করছিলেন, তথাপি মূলতঃ তাঁর এই উদ্দেশ্য ছিল যে, এক দুঃখিনী আর্ত্তা রমণীর অন্তরে আনন্দদান। তিনি নিজে এই কার্য্যের কুফল জানতেন এবং তা মাথায় পেতে নিতে রাজী ছিলেন। মহৎ দুঃখ সম্ভব হলেও এই পরদুঃখকাতরতা তাঁকে ঐ কাজে প্রবৃত্ত করিয়েছিল। এই স্থলে অবশ্য তাঁর পারলৌকিক উন্নতির পথে যে বাধা দেখা দেবে তাহাও মহৎ উদ্দেশ্যের আগুনে ভস্ম হতে দেরী হবে না।

এই সূত্রে আমি আপনাদের আমার জানা একটা ঘটনা জানাচ্চি। এই ঘটনাটী সুবিখ্যাত ঋষিতুল্য ডাক্তার ৺অমিয়মাধব মল্লিক মহাশয় নিজেই জানিয়েছেন। এক রাত্রিতে স্বপ্নের মাঝে অমিয়বাবু দেখেন যে, তাঁকে একজন বলছেন "রাসবিহারীকে হিপার সালফার দিলি না কেন?" স্বপ্ন শুধু স্বপ্নমাত্র এই ভেবেই তিনি প্রাতে শয্যাত্যাগ করেন—যেহেতু রাসবিহারী কে তাও তিনি জানেন না এবং তার কি রোগ তাও তিনি জানেন না। কিন্তু পরম বিস্ময়ের বিস্ময় যে, একটু পরেই তাঁর ডাক এল, হাইকোর্টের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ উকিল ভারতবিখ্যাত আইনজ্ঞ ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় পীড়িত, অমিয় বাবুকে এখুনি যেতে হবে। অমিয়বাবু বললেন—"আমি অবাক হয়ে পকেটে হিপার সালফারের শিশিটি নিয়ে গাড়ীতে উঠলুম এবং তথায় গিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখি, বাহিরের ঘরে সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার নর্টন, ল্যাংফোর্ড জেম্‌স প্রভৃতি মহারথিগণ বসে আছেন এবং তাঁহারাও বিরাট আকারের হোমিওপ্যাথিক পুস্তকগুলি নাড়াচাড়া করছেন। আমাকে দেখেই বলেন যে, ভিতরে ডাঃ ঘোষ আছেন, গিয়ে দেখুন। আমি তথায় গিয়ে দেখি, অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে তিনি পড়ে আছেন, তাঁর নিজের কথা বলবার অবস্থা নাই ; পার্শ্বচররা যা বললেন তাও ঠিকমত বোঝা গেল না। আমি বিনা বাক্যে পকেট থেকে হিপার সালফারের শিশিটি বার করে তাঁর মুখে কয়েকটি দানা ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এলুম ; কিন্তু মহাবিপদ হোল যখন বাহিরের ঘরের মহারথীরা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—ডাক্তার, কি ওষুধ দিলেন ? আমি বললুম, হিপার সালফার। Why, কেন ? এই প্রশ্নে আমি ঘাবড়ে গেলাম, তাদের কি বলে বোঝাব ? হঠাৎ আমাকে কে যেন একটা অদ্ভুত ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিলেন। আমি তাঁদের বললাম, ডাঃ ঘোষের জীবনের একটা ঘটনা আমার জানা আছে, তা বোধ হয় আপনারা কেহই জানেন না। একদা তাঁর প্রার্থনা মত জনৈক বিখ্যাত কবিরাজ তাঁকে ১ ড্রাম মকরধ্বজ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি উহা পান সুপারি খাওয়ার মত চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছিলেন ; ইহা সেই কবিরাজ মহাশয় হঠাৎ তথায় গিয়ে দেখেন ও অত্যন্ত ভীত হন, কারণ ইহার কুফল ভয়ানক। এই ঘটনাটি ঐ কবিরাজ মহাশয় আমাকে বলেছিলেন। আমি তাই তাহার Antidote, অর্থাৎ প্রতিষেধক হিসাবে আজ ইঁহাকে হিপার সালফার দিলুম। ঐ ওষুধের ১ মাত্রাতেই ডাঃ ঘোষ সেযাত্রা আরোগ্য হয়ে যান। ইহাও যে কোন মহান ও পরোপকারী প্রেতাত্মার কাজ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমি পরে পরে আরও জানাব যে, সুবিখ্যাত চিকিৎসক, কবি, বক্তা, রাজনীতিক প্রভৃতি কিভাবে পরলোক হতে ইহলোকের ঐ ঐ শ্রেণীর জীবিত ব্যক্তিদের উপর শক্তি সঞ্চার করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরলোকে অনেক প্রকার অস্বাভাবিক কার্য্যে রত বিভিন্ন প্রেতাত্মা আছে। হঠাৎ-মৃত্যু হলে তারা এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। খুন, আত্মহত্যা, দৈব-দুর্ঘটনায় মৃত (যথা ট্রেনে কাটা, মোটর চাপা, এরোপ্লেন থেকে পড়া ইত্যাদি), ফাঁসিকাষ্ঠে জীবননাশ ইত্যাদি—এই সকল আত্মাকে হঠাৎ পরলোকে যেতে বাধ্য করে। ইহাদের মৃত্যুও যেমন হঠাৎ ও অস্বাভাবিক ভাবে হয়, ইহাদের আত্মার পারলৌকিক কার্য্যাদিও তেমনি স্বতন্ত্র ও অস্বাভাবিক রূপে দেখা দেয়। এই সকল দুর্ঘটনায় বা অস্বাভাবিক ভাবে মৃত ব্যক্তিদের পারলৌকিক অবস্থা সম্বন্ধে আমরা যতটা মনে করি ততটা নয়; তবে স্বাভাবিক অবস্থার চাইতে কয়েকটা পরিবর্ত্তন নিশ্চয়ই প্রকাশ পায়। সর্ব্বদেশেই এই সব অস্বাভাবিক হঠাৎ-মৃত্যুকে পাপ বলা হয়। খ্রীষ্টানরা ত প্রার্থনাতে পর্য্যন্ত এইরূপ বলেন "প্রভু হঠাৎ-মৃত্যু থেকে আমাদের রক্ষা কর।" এদেশেও হঠাৎ বজ্রাঘাতে মৃত্যু, সর্পদংশনে মৃত্যু, আত্মঘাতী মৃত্যু ইত্যাদিকেও খুবই পাপের চক্ষে দেখা হয়। খ্রীষ্টানরা ইহার কারণস্বরূপ বলেন যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে মানবকে তৈরি হতে হয়; তাই মৃত্যু-শয্যাপার্শ্বে নানান উপদেশ ও জ্ঞানের বাণী শোনাবার রীতি আছে। কিন্তু এই সকল হঠাৎ-মৃত্যুতে আত্মার আরও একটা বিশেষ ক্ষতি হয়। মৃত্যুর পর আমরা দেহটাকে ছেড়ে আমাদের কামনা-বাসনাগুলিকে (Emotion and Passion) নিয়ে পরলোকে (Astral plane) যাই। তথায় গিয়ে আমরা কতদ্দিন সেখানে থাকব তা নির্ভর করে—আমাদের সঙ্গে জড়িত কামনা-বাসনাগুলির উপর। বহুদিন রোগভোগের পর, জরাগ্রস্ত হয়ে যে মৃত্যু আসে তাতে আমাদের অনেক কামনা-বাসনার নিবৃত্তি রোগভোগের মধ্যেই হয়ে যায়। রোগের কষ্ট, রোগের দুর্ব্বিষহ যাতনার মাঝে জীবনের গঠিত ও সঞ্চিত কামনা, বা স্বপ্নের মোহ অনেকটা কেটে যায়; 'মরণ হলেই বাঁচি' এমন কথা প্রায়ই তাদের মুখে উচ্চারিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ সকল স্বাভাবিক অথচ পরম ক্লেশকর রোগভোগের পর যখন মুক্তি আসে, মৃত্যুতে যখন সব জ্বালা, সব যন্ত্রণা, সব রোগভোগের অবসান হয়ে যায়, তখন ঐ পরিত্যক্ত নির্জীব দেহটীর পানে চেয়ে সত্যই মনে হয়—

"আজিকে হয়েছে শান্তি জীবনের ভুল-ভ্রান্তি
সব গেছে চুকে
রাত্রিদিন ধুকধুক তরঙ্গিত সুখ-দুখ
থেমে গেছে বুকে।
......................জীবনের জ্বর গেছে থেমে।"

কিন্তু হঠাৎ-মৃত্যু হলে, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার কামনা-বাসনা, তার স্বপ্ন-মোহ সবই পুরাপুরি তার সঙ্গে জড়িত থাকে। তার সম্বন্ধেই ত কবি করুণ সুরে গেয়েছেন—

"ফুটিতে পারিত গো, ফুটিল না সে ;
মরমে মরে গেল, মুকুলে ঝরে গেল
প্রাণভরা আশা সমাধি-পাশে।"

তার যে কিছুই শেষ হয়নি। হয়ত তার কাঁচা সংসারে তার শিশু পুত্রকন্যারা তার মুখ চেয়ে বসে আছে,—আর বিরহিণী-প্রিয়া কেঁদে বলছে—

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ান
আকুল পরাণে রে
কত নিতি নিতি বনে, কুসুম-চয়নে
কাটাব যামিনী-রে।

হায়! সত্যই তার নবোদ্ভাসিত যৌবনের স্রোতে—

কত শারদযামিনী হইবে বিফল
বসন্ত যাবে চলিয়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ত, এইভাবে বিরহ-কাতর সেই প্রেতাত্মা পূর্ব্বপ্রণয়রাগের কত সাক্ষী-স্বরূপ কোনও বৃক্ষতলে গিয়ে উদাস সুরে নয়নজলে বুক ভাসিয়ে বলে উঠবে—

"একদা তুমি প্রিয়ে, বসেছ এ তরুমূলে
সেজেছ ফুল সাজে, সে কথা কি গেছ ভুলে ?"

এইভাবে তাদের অপূর্ণ কামনা-বাসনার আগুন তাদের অন্তস্তলে জ্বলতে থাকে। এই দৃশ্য কতই না মর্ম্মান্তিক! বিরহী প্রেমিক-প্রেতাত্মাকে যখন এইভাবে হঠাৎ মুহূর্ত্তের মধ্যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতরূপে ইহলোক হতে সরে যেতে বাধ্য হতে হয় তখনকার তার অবস্থা খুবই হৃদয়বিদারক। নিশীতে সে তার ষোড়শী প্রিয়ার শূন্য শয্যার পাশে এসে আকুল হৃদয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কইবার জন্য, তাঁর একটি কথা শোনবার জন্য কি মর্ম্মান্তিক আকুলিবিকুলি। হয়ত তার স্থূল কানে পৌছাবে না তার সূক্ষ্মদেহে সূক্ষ্মভাষা, কিন্তু বর্ষার ধারার সাথে, গুরুগুরু মেঘগর্জ্জনের মাঝে, তার যে প্রিয়ার কণ্ঠস্বর না শুনে দিন কাটে না ; তাই সে বার বার বলছে—

আজ নিশীথে প্রাণের মাঝে
একটি কথা কও।
সখি একটি কথা কও!
বর্ষাধারা ঝরচে ঘন, কেনই দূরে রও ?
আমার বুকের মাঝে মুখটি রেখে একটি কথা কও!
লো সই একটি কথা কও!

শ্রাবণের মেঘমেদুর আকাশের তলে, নব সাজে সজ্জিত নীলঘন উপবনের মাঝে তাইত তার কান্না থামতে চায় না। বার বার সে বলে—

এই শাঙনে প্রিয়ের সাথে মিলচে সকল প্রিয়া
নিখিল ধরা মিলন গানে উঠছে উলসিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোমল তোমার হাতটী ধরি, নিঠুর তুমি নও
আমার বুকের মাঝে মুখটি রেখে একটি কথা কও।
শিশির কোমল হাতটী ধরি নিঠুর তুমি নও,
বুকের মাঝে মুখটী রেখে একটি কথা কও।
প্রিয়ে একটি কথা কও!
সখি একটি কথা কও!
লো-সই একটি কথা কও!

আপনারা অনায়াসে বুঝতে পারবেন ঐ ব্যথাতুর অন্তরের আর্ত্তনাদ। জীবনে যার কোনও সাধ মেটেনি, সব আশা—সব ইচ্ছাই যার ভবিষ্যতে মেটাবার আশায় বসে ছিল, মৃত্যুর সম্ভাবনা, বা কল্পনাও যার এক তিল ছিল না—তাকে যদি হঠাৎ অপ্রত্যাশিত রূপে চলে যেতে বাধ্য করা হয়, তাহলে তার যাবার বেলায় সত্যই কে যেন পিছু ডাকে। সে চলিয়া যায় বটে, তবে তার পিছনে ফেলে যায় একটা (longing lingering look) সাধভরা ব্যথাতুর চাউনি। তার ফলে তাকে প্রেতলোকের সর্ব্ব-নিম্নস্তরে বহুদিন আটকে থাকতে হয়। ইহা মোটেই সুখকর বা বাঞ্ছনীয় অবস্থা নয় এবং এই স্তর থেকে যত শীঘ্র মুক্তি পাওয়া যায় ততই মঙ্গল। কামনা বাসনাগুলি যতদিন ক্ষয় না পায় ততদিন আমাদের প্রেতলোকের বিভিন্ন স্তরে, ঐ সকল কামনার গুণানুসারে ঘুরতে হবে। তাই হঠাৎ-মৃত্যুতে অপূর্ণ বাসনাগুলি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রেতলোকে রাখবার হেতু হবে।

এই সব হঠাৎ-মৃত্যুতে আর একটা দারুণ যাতনা আছে। জীবিতাবস্থাতেও যেমন ইহা একটা মর্ম্মান্তিক shock, মৃত্যুর পর সূক্ষ্মদেহেও উহা তেমনি একটা নিদারুণ অবস্থা আনে। ঠিক এখানেও যেমন কোন মর্ম্মাঘাত থেকে উদ্ধার পেতে হলে অনেক সময় দরকার হয়, তেমনি মৃত্যুর পর আত্মাকে এই দারুণ shock বহুদিন ভোগ করতে হয়। ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থায়, প্রেতাত্মা মৃত্যুর পরও ঠিক জীবিত ব্যক্তির স্নায়বিক অবসাদের মত একটা দারুণ অবসন্নতায় আচ্ছন্ন থাকে। তারপরে কোনও মহৎপ্রাণ সাহায্যকারী প্রেতাত্মা তার কাছে আসেন ও তাকে সেই অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন। রেভাঃ লেডবিটার একটি রমণীর প্রেতাত্মার কথা জানিয়েছেন। একটা জাহাজে ঐ রমণী যাচ্ছিলেন এবং উহাতে দৈবক্রমে আগুন লাগে। ভীষণ অবস্থা ও হট্টগোলের মাঝে, আগুনে না পুড়ে ধূমাচ্ছাদিত ও দম বন্ধ হয়ে ঐ রমণী মারা যায়। তার মৃত্যুর খুব অল্প সময় পরেই ইনি ঐ নারীর প্রেতাত্মার দর্শন পান। তখনও সে তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানে না এবং মৃত্যুর আগে আগুনে পুড়ে মরতে হবে এই ভয়ে সে যেভাবে আকুলি বিকুলি ও আর্ত্তনাদ করছিল এখন পর্য্যন্তও সে তেমনি করছে। হঠাৎ-মৃত্যুর সময় (যেমন খুন হবার সময়) একটা দারুণ ভয় ও বিভীষিকা মনের কোণে জন্মগ্রহণ করে এবং তা-ছাড়াও একটা দারুণ ঘৃণা বা জিঘাংসাতে তার মন পূর্ণ হয়। ঐগুলিই (Thought-form) ইচ্ছার আকারে তাকে আবৃত করে রাখে।

আত্মহত্যা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এইখানে বলা উচিত। অনেকে মনে করেন যে, পরলোক যখন এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও আনন্দের স্থান, সেই 'কামলোকে' যখন সকল কামনারই পূরণ করা সম্ভব, তখন যত শীঘ্র এই 'প্রাণলোক' (ইহলোক) ত্যাগ করে তথায় যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। তাই দুঃখের অবর্ণনীয় তাপে, রোগের দুঃসহ যাতনায়, মনস্তাপের দুর্ব্বিষহ ক্ষোভে, শোকের গভীরতম আঘাতে অনেকেই আত্মহত্যা করে থাকে। কিন্তু ইহা প্রত্যেকেরই মনে রাখা উচিত যে, যতদিন না তার ইহলোকের ভোগ শেষ হয় ততদিন এইরূপে জোর করে প্রাণনষ্ট করা উচিত নয়। হয়ত আত্মহত্যার সঙ্গে অনেক বীরত্বের কাহিনী জড়িত আছে, সতীদাহের মত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় সতী স্ত্রীর আত্মাহুতি হয়ত অনেক ধর্ম্মের সহিত যুক্ত আছে, অথবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শত্রুর ঘৃণিত আক্রমণের সামনে স্ত্রী-কন্যাদের হত্যা করে নিজেকে বলিদান দেওয়া হয়ত অনেক জাতির গৌরবময় কীর্ত্তির সহিত বিজড়িত আছে—কিন্তু সে সকল ব্যাপার সম্পূর্ণ আলাদা। তা নইলে, আত্মহত্যা ভীরুতার রূপান্তর মাত্র। নিজ কৃতকার্য্যের ফলভোগ করবার সাহস যার নেই সেই মূর্খ এইরূপে নিজেকে বধ করে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে মনে করে। কিন্তু তা হবার নয়। এই অস্বাভাবিক কার্য্যের ফলে সে প্রেতলোকের সর্ব্বনিম্নস্তরে গিয়া পৌঁছে। তথাকার অবস্থা আনন্দপ্রদ নয়। শান্তির চাইতে অশান্তির, মুক্তির চাইতে যন্ত্রণাই তথায় বেশী। সে শীঘ্রই তার ভুল বুঝতে পারে; কিন্তু তার কৃতকর্ম্মের ফলভোগ তাকে করতেই হবে।

প্রেতলোকের (Astral) সম্বন্ধে এবং মৃত্যুর পর যে অবস্থা হয় তার সম্বন্ধে নিরানন্দকর ও ভীতিজনক কয়েকটী কথা বলা হলেও, কিন্তু ইহা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখতে হবে যে, ঐ সকল অবস্থা খুব অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। আর যত দুঃখ, যত কষ্টই তথায় হোক, তাও সর্ব্বাংশে সুখকর ("even in these whatever is in someway best")। মৃত্যুর সম্বন্ধে না জানা বলেই মৃত্যু ভয়ঙ্কর, নচেৎ মৃত্যু যখন আসবে তখন জানতে হবে তার পক্ষে পরম মঙ্গলকর আর কিছুই নেই। বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গলময় বিধানে, তাঁর মঙ্গলকর ও শুভঙ্কর ইঙ্গিতে, চরাচর চালিত হচ্চে। প্রতি প্রভাতে সূর্য্যোদয় হয় ও বালার্ক কিরণে বসুন্ধরা ভেসে যায়, প্রতি গোধূলিতে আবির ছড়িয়ে দিবাকর অস্তাচলে ঢলে পড়ে, নিদাঘের প্রলয়ঙ্কর অগ্নিদাহনের পর আসে বরষার মেঘমেদুর ঘনঘটা, শীতের কুহেলিমাখা শীর্ণ ও কম্পিত কর্ণে বসন্তের শ্যামমহিমায় ঘেরা কুসুমিত পল্লবে শোনা যায় কোকিলের কুহু। এ সবের যেমন ব্যতিক্রম নেই, এক অভিনব বিধিবদ্ধ ধারায় সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পর পর যেমন এই সব আসে ও যায়, প্রত্যেকের মাঝেই যেমন সেই করুণাময়ের অপার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করুণা প্রতিবিম্বিত হয়—তেমনি জীবনের পর মৃত্যু আসে তাঁরই করুণাবিধানে, আসে আমাদের চিরমঙ্গলময় রূপে, আসে আমাদের চিরমুক্তিরূপে। আমাদের যে ক্রমশঃই অগ্রসর হতে হচ্ছে—অন্ধকার থেকে আলোকে, অজ্ঞানতা হতে জ্ঞানের রাজ্যে, পশুত্ব হতে দেবত্বে ; এই যে আমাদের ক্রমচলমান গতি, এই যে ক্রমোন্নতি, মৃত্যুর প্রিয় পরশ ছাড়া যে তা ঘটবে না। তাইত কবি মৃত্যুকে আবাহন করেছেন বিরহী তন্বী প্রেমিকা শ্রীরাধার চিরন্তনী বাণী দিয়ে, তাইত তিনি মৃত্যুকে ডেকেছেন "মরণ রে! তুঁহু মম শ্যাম সমান"।

মৃত্যুর মাঝে এই রক্তমাংসক্লেদপূর্ণ স্থূল দেহ-বন্ধন ত্যাগ করে, আমরা যাব আমাদের অনন্ত যাত্রায়। তখন মুক্ত, সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় কাম-দেহ নিয়ে আমরা কামলোকে আড্ডা পাতব। ঐখানে কামনা বাসনা পূর্ণ ও ক্ষয় হলেই আবার আমরা সেই মহাযাত্রায় চলতে শুরু করব। আমাদের দ্বিতীয় মৃত্যুর মধ্যে আমরা আমাদের Astral দেহ পরিত্যাগ করে, মনোদেহ নিয়ে মনোলোকে চলব। উহাইত আমাদের চিরন্তন স্বর্গধাম ; ঐখানেই ত আছেন তেত্রিশকোটী দেবদেবী। অজ্ঞানতা দূর হলে আমরা মৃত্যুকে ভয় করব না, মৃত্যুতে দুঃখ করব না, শোকে আত্মহারা হব না ; বরং সেই সাধক কবির সঙ্গে সুর মিলিয়ে গেয়ে উঠব—

"কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারি রসাল নন্দনে,
কবে তাপিত এ চিত করিব শীতল তোমারই করুণা চন্দনে?
কবে ভবেরি সুখদুঃখ চরণে দলিয়া
যাত্রা করিব শ্রীহরি স্মরিয়া
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না
কাহারো আকুল ক্রন্দনে।" (রজনী সেন)

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূক্ষ্মদেহ

Astral বা সূক্ষ্মদেহ। মৃত্যুর পর আমরা সূক্ষ্মদেহ (Astral body) ধারণ করি। কিন্তু ইহাতে যেন মনে করা না হয় যে, মৃত্যু না হলে বুঝি ঐ সূক্ষ্মদেহ গঠিত হয় না। প্রত্যেক জীবিত নরনারী—এমন কি, প্রাণীরও দুইটী দেহ একত্র বর্ত্তমান আছে। একটি আমরা স্থূল চোখে দেখতে পাই, বা স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শ করতে পারি ; ইহা হচ্চে স্থূলদেহ। কিন্তু ইহার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে Astral বা সূক্ষ্মদেহ জড়িত হয়ে আছে। আবার তার সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে মনোময় দেহ। সেটা এই স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখা যায় না, বা স্পর্শ করা যায় না বটে—তবে যখনই সাধনা দ্বারা দিব্যদৃষ্টি (clairvoyance) লাভ করা সম্ভব হয় তখনই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহা বোধগম্য হয়ে থাকে। প্রত্যেক মানুষেরই এইরূপ Astral body বা সূক্ষ্মদেহ আছে এবং সে না জানলেও, তার ব্যবহার হচ্চে। অজ্ঞানতার জন্যই সে এই দেহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই বোঝে না ; তাই সে জাগ্রত অবস্থায় ইহার ব্যবহারও কিছু জানে না। তার মাঝে এটা পড়ে আছে ঠিক যেন সূক্ষ্ম পদার্থের একটা জড়িত তাল (inchoate mass)। ইহার কোন কার্য্যের উপরই তাঁর নিজস্ব কোন অধিকার নেই। কিন্তু যিনি এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে জেনেছেন তার কাছে এই সূক্ষ্মদেহ বেশ সুগঠিত ও সুবর্দ্ধিত এবং ইহার দ্বারা তিনি অনেক প্রকার শক্তি লাভ করেন।

আমরা আগেই জেনেছি যে, এই স্থূলদেহটা যখন নিদ্রাচ্ছন্ন হয়, সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে আমরা তখন বেরিয়ে পড়ি আমাদের স্বেচ্ছামত যাত্রায়। তখন আমরা অন্যান্য সূক্ষ্মদেহীদের (মৃত বা জীবিত অবস্থায় নিদ্রিত) সহিত দেখাশোনা করি, মিলিমিশি, কথাবার্ত্তা কই। কিন্তু অশিক্ষিত ও অজ্ঞান, অর্থাৎ বর্ব্বর মানব এই অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। তাই ঐ নিদ্রার সময়ে সে একপ্রকার স্বপ্নময় ও অস্পষ্ট (dreamy, vague) সূক্ষ্মদেহের মাঝে বিরাজ করে। নিদ্রা ভাঙ্গবার পর সে ঐ অবস্থার কিছুই প্রায় স্মরণ রাখতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানী ও শিক্ষিত মানুষের ঐ অবস্থাটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নিদ্রার সময় তারা সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে বিভিন্ন প্রকার কার্য্য করেন; জাগ্রত অবস্থায় তারা ঐ সময়ের সব বৃত্তান্ত স্মরণ করে তদনুসারে চলতে পারেন। এইভাবে স্বপ্নের মধ্যে কত বিজ্ঞ মানুষ জগতের যে কত উপকার করেছেন তার আর শেষ নেই। এই স্বপ্নের মাঝেই কেউ জেনে নিয়ে এসেছেন জটিলতম বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান; কেউ শিখে এসেছেন কঠিনতম ব্যাধির প্রতিকার; কেউ নিয়ে এসেছেন বহুদূরবর্ত্তী কোনও বিপন্ন বন্ধুর কুশলবার্ত্তা। এমনিভাবে সূক্ষ্মদেহ নিয়ে জগতের সহস্র উপকার নিত্য সাধিত হচ্চে। মৃত্যুর পর এইরূপ সূক্ষ্মদেহ নিয়েই আমরা তখন থাকি। স্থূলজগতে থাকাকালীন মনোবৃত্তি অনুসারে তখনও উপকারী আত্মা পরোপকারের জন্যই ব্যস্ত থাকেন। নানাভাবে তাঁরা সূক্ষ্মদেহ নিয়ে কার্য্য করে চলেছেন; আতুরকে সান্ত্বনা দান, মৃত্যুর পরই আত্মা যেথায় শোকার্ত্ত হয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়ে তথায় শিক্ষাদান ও পথ-প্রদর্শন, ভীত জনকে অভয় প্রদান, রোগার্ত্তকে রোগমুক্তির নির্দ্দেশ দান, মৃত শিশু-আত্মাকে তার জীবিত পিতামাতার মত সস্নেহ চুম্বন আলিঙ্গন—এই সকল মহৎ কার্য্যে ঐ সকল মহাত্মা ব্যস্ত থাকেন। অসহ্য রোগ-যন্ত্রণায় কাতর হয়ে, প্রাণের দায়ে কতজন তারকেশ্বর বা ঐমত দেবতার কাছে হত্যা দেন (ধরণা); ঐ অবস্থায় তাঁরা অনেকে দেখেন যে, কেউ যেন তাদের ওষুধ দিয়ে গেল, বা কোনও উপদেশ দিয়ে গেল এবং তার ব্যবহার দ্বারা দুরারোগ্য ব্যাধিও আরোগ্য হলো। এ কাজ বাবা তারকেশ্বর করেন না; সূক্ষ্মদেহধারী মহান্ আত্মারা দয়ার্দ্র হয়ে ঐ ভাবে কাউকে ওষুধ দিয়ে যান, কাউকে মাদুলি দেন। এরূপ অনেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘটনা প্রায়ই ঘটে। কতকগুলি ঘটনা আমিও পরে পরে আপনাদের জানাব।

সূক্ষ্মদেহ নিয়ে প্রথম শিক্ষালাভ হয় ঐ দেহযুক্তাবস্থায় ভ্রমণ। সূক্ষ্মদেহের ভ্রমণশক্তি অসাধারণ ও অচিন্তনীয়। মুহূর্ত্তের মধ্যে, স্থূলদেহ থেকে সহস্র ক্রোশ দূরে ইহা চলে যেতে পারে। ঐ অবস্থায় বহু সহস্র ক্রোশ দূরের এবং পূর্ব্বে কখনও দেখা যায়নি এমন স্থানের দৃশ্য ও ঘটনা আমরা অবগত হই। সূক্ষ্মদেহটাতে স্থূলতত্ত্বের কিছু নেই; তাই কোনও স্থূল পদার্থ এটাকে বাধা দিতে পারে না। পাহাড় পর্ব্বত, ঘর দ্বার দেওয়াল সব কিছুরই মাঝ দিয়ে আনায়াসে সূক্ষ্মদেহ চলাচল করে।

সূক্ষ্মদেহকে (Astral body) এক কথায় বলা যেতে পারে the vehicle of feelings and emotions. তাই এইটার সম্বন্ধে ভাল করে জ্ঞানলাভ থাকলে মানবের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহুতর সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়। তা-ছাড়া, মানুষের মৃত্যুর পর কি হয় তা ভাল করে জানতে হলে এই সূক্ষ্মদেহ সম্বন্ধীয় জ্ঞান অত্যাবশ্যকীয়। স্বর্গ, নরক ইত্যাদি বহু সমস্যাজটিল প্রশ্নের একমাত্র সত্য সমাধান সূক্ষ্মদেহের মধ্যেই আছে। আমরা আমাদের স্থূলদেহ ও স্থূল ইন্দ্রিয় নিয়ে এই সূর্য্যচন্দ্রগ্রহতারাভরা অনন্ত ভূমণ্ডলের কতটুকু জানতে পারি? এই সূক্ষ্মদেহ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করলে আমরা বুঝতে পারব যে, আমরা যা জেনেছি ও বুঝেছি তা কত নগণ্য; আমরা যা জেনেছি ও বুঝেছি তার চাইতে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী গুণ বোঝবার ও জানবার বস্তু এই জগতেই বর্ত্তমান; স্থূল ইন্দ্রিয়ের যা বোধগম্য নয় সেই অনাস্বাদিত অথচ অপূর্ব্ব, অলৌকিক অথচ অভাবনীয় বস্তুর আস্বাদ সম্ভব হবে শুধু মাত্র সূক্ষ্মদেহ ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সহায়তায়। এই জগৎ তখন হবে আর এক অপূর্ব্ব ও সুন্দর মহান্ জগৎ; এই জীবনই তখন হবে এক অতি সুন্দরতর ও মহত্তর জিনিস; নিজেকে তখন মনে হবে এক অসীম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তির আধার। এই জ্ঞানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হতে সে ক্রমশঃ সেই সত্য শিব ও সুন্দরের ইচ্ছায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সানন্দে গাইতে পারবে "পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দেরে ?"

স্থূলজগতের স্থূলত্বের গঠনের মধ্যে ৭টী বিভিন্ন অবস্থা আছে। সেগুলিকে পরের পর ইংরাজীতে এইরূপ বলা হয়। (১) Solid বা শক্ত, (২) Liquid বা তরল, (৩) Gaseous বা বায়বীয়, (৪) Etheric, (৫) Super-etheric, (৬) Sub-atomic, (৭) Atomic. সূক্ষ্মজগতে সূক্ষ্মত্বের মধ্যেও ঠিক এইরূপ ৭টী বিভিন্ন অবস্থা আছে। সূক্ষ্মজগতের এই ৭টী বিভিন্ন অবস্থার ঠিকমত নামকরণ সম্ভব হয়নি। ইহাদের সেইজন্য প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি ভাগে ফেলা হয়। অর্থাৎ সবচাইতে সূক্ষ্মকে আমরা প্রথম বলি এবং সবচাইতে স্থূলকে আমরা সপ্তম বলি। মনে করুন আমরা যথায় সূক্ষ্মত্বের মধ্যেও স্থূলত্বের সন্ধান পাব সেখানটাকে বলব (astral solid matter) সপ্তম শ্রেণী। ইহাই সবচাইতে নিম্নতম বিভাগ। স্থূলদেহের মধ্যেও যেমন ঐ ৭টী স্থূলত্ব বিধায়ক পদার্থ আছে, তেমনি সূক্ষ্মদেহের মধ্যেও ঐ মত ৭টী জিনিস আছে। তবে বিভিন্ন লোকের মধ্যে উহাদের তারতম্য হতে পারে। ঐমত ৭টী পদার্থের সহযোগে সূক্ষ্মদেহ গঠিত বলেই (The Astral body of man thus being composed of matter of all seven grades) সব রকম ইচ্ছাই সে সম্পূর্ণভাবে অনুভব করতে পারে (it is possible for him to experience all varieties of desire to the fullest possible extent, the highest as well as the lowest)। আপনারা যদি অ্যানি বেস্যান্তের লিখিত 'Man and His Bodies' এবং লেডবিটার প্রণীত 'Man Visible and Invisible' বই দুখানি পাঠ করেন, তবে এই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করতে পারবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অ্যানি বেস্তান্তের 'Ancient Wisdom' গ্রন্থের ৯৪ পৃষ্ঠায় এই কথাই বিশেষভাবে বলা আছে যে, অশিক্ষিত বা বর্ব্বর জাতীয় মানুষের সূক্ষ্মদেহ একটা অস্পষ্ট ও আলগা গোছের সমষ্টি মাত্র। ইহা দেখতে কাল ও খুবই ঘন; ক্ষুধাতৃষ্ণা ও কামাদির আবেগে তাহা বিচলিত হয়। স্থূলদেহের চাইতে সবদিকেই ইহা ১০।১২ ইঞ্চি বেশী বেড়ে থাকে। রেভাঃ লেডবিটারের 'Inner Life', Vol. II—২৫২ পৃষ্ঠায় ইহা বলা আছে যে, সাধারণভাবে বুদ্ধিমান ও নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির সূক্ষ্মদেহ আরও একটু বড় হয়; ইহা তার স্থূলদেহের চাইতে সব দিকেই ১৮ ইঞ্চি বেশী এবং ইহা অধিকতর স্পষ্ট।

আত্মিক উন্নতিযুক্ত ব্যক্তির সূক্ষ্মদেহ আরও বড় এবং তাহা প্রত্যেক বিভাগেরই সূক্ষ্মতম পদার্থ দ্বারা গঠিত। মানুষ যেমন ক্রমশঃ কায়িক, মানসিক ও আত্মিক উন্নতিলাভ করতে থাকে, ততই তার সূক্ষ্মদেহও ক্রমশঃ অধিকতর স্পষ্ট, জ্যোতির্ম্ময় ও বিশিষ্টতাযুক্ত হতে থাকে। Astral শব্দের অর্থই হচ্চে Starry বা জ্যোতির্ম্ময়। মানুষের সূক্ষ্মদেহ শুধু যে তার স্থূলদেহের মধ্যেই আছে (permeates) তা নয়, তার চারদিকে বেড়েও থাকে ঠিক যেন একটা মেঘের মত। স্থূলদেহের চাইতেও যতটা চারদিকে বেড়ে থাকে সেই ভাগটাকেই বলে সূক্ষ্মদেহের "aura"। এই বর্দ্ধিত অঙ্গের দ্বারাই, অর্থাৎ যাকে 'অরা' বললুম তা দেখেই সেই দেহীর গুণাবলী বোঝা যাবে। প্রত্যেক Initiationএর সঙ্গে এই 'অরা'ও বৃদ্ধি পায়। ভগবান বুদ্ধদেবের 'অরা' ৩ মাইল রেডিয়াস বিশিষ্ট।

মানুষের শুধু স্থূলদেহই নয়, পরন্তু যা কিছু স্থূল তারই একটা সূক্ষ্ম ছায়া (counter part) আছে এবং সেটাও সূক্ষ্মদেহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। সাধারণতঃ প্রত্যেক স্থূলত্বের চাইতেও কিছু বর্দ্ধিতভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার সূক্ষ্মদেহ জড়িত থাকে এবং তাই—এমন কি, পাথর বা ধাতু সকলকেও ঐভাবে সূক্ষ্মমূর্ত্তিতে ঘেরা দেখা যায়।

মানুষের স্থূলদেহ হতে যদি কোনও অঙ্গের হানি হয় (যেমন অস্ত্র করার জন্য কারও হাত বা পা কেটে দিতে হ'ল), তা'হলেও সূক্ষ্মদেহের কোনও অঙ্গহানি দেখায় না। যে হাতটী বা পাটী কাটা হ'ল, সূক্ষ্মদেহটা তার সঙ্গে সঙ্গেই চলে যাবে না ; ইহা পূর্ব্বের মতই সেই স্থূলদেহধারীর সঙ্গে থাকবে। গাছ থেকে ডাল কাটা হলেও ঠিক এই মত ঘটনা হবে। কিন্তু নির্জ্জীব বস্তুর পক্ষে একথা খাটবে না। তাই যদি চেয়ার বা বেঞ্চির পা ভেঙ্গে যায়, তবে সূক্ষ্মমূর্ত্তিও বিভক্ত হয়ে যাবে।

সূক্ষ্মদেহের বর্ণই হচ্চে সবচাইতে দরকারী জানবার বিষয়। দিব্যদৃষ্টির সামনে যখন সূক্ষ্মদেহ নিয়ে প্রেতাত্মা উদয় হন তখন দ্রষ্টা সেই সূক্ষ্মদেহের বর্ণের বিভিন্নতা ও পার্থক্য দেখেই সেই প্রেতাত্মার মানসিক ভাবের (feelings, passions and emotions) পরিচয় পান। বিবিধ বর্ণের বৈচিত্র্য সূক্ষ্মদেহের একটী বিশিষ্ট অঙ্গ। অসংখ্য রকম রং বিভিন্ন দেহ গঠন করছে। আমরা সে সকল রংয়ের কতক জানি এবং কতক এখনও জানিনা। এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় যেমন ক্রমশঃ উন্নতি হতে থাকে, বর্ণের ঔজ্জ্বল্যও ততই বৃদ্ধি পায়। আপনারা সুবিখ্যাত পুস্তক 'Man Visible and Invisible' এর ৭৩, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫ ইত্যাদি পাতায় এই মহাবিস্ময় ও কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপারের সত্য সন্ধান পাবেন। প্রত্যেক বিশেষভাব-যুক্ত প্রেতাত্মার বর্ণের ছবিও তাতে আছে। সাধকের দূরদৃষ্টির (clairvoyance) সামনে সে সকল নিখুঁতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আমি নীচে আপনাদের অবগতির জন্য সূক্ষ্মদেহের রং সম্বন্ধে কিছু জানাচ্চি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণবর্ণ—ঘন মেঘের মত দেখায় ; ইহার দ্বারা ঘৃণা ও হিংসার প্রকৃতি বোঝা যায়।

লালবর্ণ—সাধারণতঃ কালবর্ণের জমির উপর (usually on a black ground) ঘন লাল আভাযুক্ত দেখায় এবং ইহার দ্বারা ক্রোধ সূচিত হয়।

Scarlet cloud (পীতবর্ণ মেঘের ন্যায়)—ইহার দ্বারা উত্তেজিত প্রকৃতি বোঝায়।

Brown-green—এই বর্ণটা সূক্ষ্মদেহের সাধারণ বর্ণের মধ্যে বিশেষ একটি এবং ইহার দ্বারা স্বার্থপরতা বোঝায়।

Brown-red—যেন মরচে-পড়া লালবর্ণ ; ইহাতে লোভ প্রকাশ পায়।

Greenish-brown—ইহা বিদ্বেষ নির্দ্দেশক (Jealousy)। সাধারণ লোক যদি বেশ প্রেমদক্ষ হয়, তবে তার সূক্ষ্মদেহে এই রংটী বেশী থাকে।

Grey বা ধূসরবর্ণ—ইহাতে মুষড়ে যাওয়া ভাব, বা depression বোঝায়।

Grey-livid—একটা ভয়ঙ্কর বর্ণ ; ইহাতে ভয় সূচনা করে।

Crimson—ইহাতে স্বার্থপর প্রেম বোঝায়।

গোলাপী রং—ইহাতে নিঃস্বার্থ ভালবাসা প্রকাশ পায়। ইহা খুব উজ্জ্বল দেখালে (tinged with lilac) "মানব জাতির জন্য আত্মিক ভালবাসা" বোঝায়।

কমলালেবুর রং—ইহাতে অহঙ্কার, বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে ; ইহা প্রায়শঃই উত্তেজনা সহ যুক্ত থাকে।

Yellow (হরিদ্রাভ)—ইহাতে বুদ্ধিমত্তা সূচনা করে।

স্বর্ণাভ—ইহাতে দর্শনশাস্ত্রে, বা অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত বুঝতে হয়।

খুব উজ্জ্বল Apple-green—খুব শক্তিমত্তা ও জীবনীশক্তি প্রকাশ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Grey-green—খুব চতুর ও চালাক প্রকৃতির লোক।

নীলবর্ণ—ইহাতে ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষাযুক্ত প্রকৃতি বোঝায়। ইহার সহিত অনেক সময় নানা রং যুক্ত হয় এবং খুব স্বচ্ছ ও পাতলা নীল হতে খুব ঘন নীল পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রকার প্রকাশ করতে পারে।

Light-blue—ইহার দ্বারা উচ্চ আধ্যাত্মিক ধারণার ভক্ত বোঝায়; উহার সঙ্গে একটু Violet বর্ণ যুক্ত হলে বুঝতে হবে ঐ প্রকৃতির সঙ্গে 'স্নেহ ও ভক্তি' জড়িত আছে।

Ultra-violet—ইহা উচ্চাঙ্গের মানসিক ও আত্মিক উন্নতিসূচক।

Ultra-red—ইহাতে নিম্নস্তরের আত্মিক ক্ষমতাযুক্ত যাদুকর বোঝায়।

মানসিক ও সূক্ষ্মদেহের ঔজ্জ্বল্য ও radiancy দেখলে সে আত্মার 'আনন্দময় প্রকৃতি' বুঝতে হবে। এইমত যখন মনোদেহ বা সূক্ষ্মদেহ তীব্রভাবে সঙ্কুচিত দেখায় তখন বুঝতে হয় যে, সেই আত্মা হঠাৎ বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছেন। রংয়ের তারতম্য দ্বারা 'প্রীতিকর কি অপ্রীতিকর বিস্ময়' তাহাও বোঝা যায়। মানুষের মনের ভাব যেমন সর্ব্বদা নানা ভাবধারায় যুক্ত থাকে, তেমনি এই সকল বর্ণের লীলাও নানা তরঙ্গে লীলায়িত হয়; নিখুঁত খাঁটী একটী মাত্র বর্ণ প্রায় দেখা যায় না।

এই সূত্রে আরও কয়েকটী কথা মনে রাখতে হবে। বুদ্ধির হরিদ্রাভা (yellow), স্নেহের গোলাপীবর্ণ এবং ভক্তিসূচক নীল রং সূক্ষ্মদেহের উপরের দিকেই দেখা যায়। স্বার্থপরতা, লোভ, ছলনা, ঘৃণা প্রভৃতি সূচক বর্ণ সূক্ষ্মদেহের নিম্নের দিকেই প্রকাশ পায়। ইহাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ভাসে sensual ভাবধারার বর্ণাবলী।

তাই বর্ব্বর বা আত্মিক প্রকৃতি যাদের উন্নতি হয়নি, এমন লোকের সূক্ষ্মদেহের নিম্নদিকটা উপরদিকের চাইতে বড় হয়—যেটাকে দেখায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটা ডিমের মত, সর্ব্ব উপর দিকটা যার ছোট হয়ে গেছে ('Inner Life' Vol II—১৩৬ ও ২৫২ পাতা দেখুন)। আবার যারা আত্মিক জ্ঞানযুক্ত তাদের সূক্ষ্মদেহটা ঠিক বিপরীত দেখায়, অর্থাৎ সেটা দেখাবে যেন একটা ডিম—যার নিম্নদিকটা সরু হয়ে গেছে। কিন্তু প্রায়শঃই এই সূক্ষ্মদেহের ডিম্বাকৃতি ovoidএর একটা বেশ সুষ্ঠু সামঞ্জস্য থাকে। আর একটা সুসংবাদ এই যে, সূক্ষ্মদেহে অসৎ ভাবধারার চাইতে সৎ ভাবধারা বেশি দিন থাকে; গভীর প্রেম বা ভক্তির ফল তাই বহুদিন বিরাজ করে।

উচ্চ ও নিঃস্বার্থ স্নেহ ও ভক্তি, সর্ব্বোচ্চ লোকের [highest (atomic) astral sub-plane] জিনিস এবং ইহারা মনোলোকের ঠিক সেই সংখ্যক planeএ প্রতিফলিত হয়। তাই তারা lower mental দেহকে স্পর্শ না করে higher mental বা causal দেহকে স্পর্শ করে। তাই নিঃস্বার্থ চিন্তা দ্বারা higher mental planeএ যাঁরা আছেন তাঁদের স্পর্শ করা যায়।

রেভাঃ লেডবিটার প্রণীত 'Man Visible and Invisible' নামক পুস্তকে সূক্ষ্মদেহের প্রকৃত ছবি এঁকে দেখান আছে। বর্ব্বর ও অসভ্য মানবের সূক্ষ্মদেহ (Plate VII, Page 88), সাধারণ মানুষের সূক্ষ্মদেহ (Plate X, Page 94) এবং উন্নত স্বভাববিশিষ্ট মানুষের সূক্ষ্মদেহ (Plate XXIII, Page 123) দেখলে আপনারা এই সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করবেন।

শিশুর সূক্ষ্মদেহ অতি সুন্দর; ইহা পবিত্র ও উজ্জ্বল বর্ণে আচ্ছাদিত; ইহাতে কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতার কোনও রং নেই। বরং ইহাতে তার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অথচ অপ্রস্ফুটিত ভাল মন্দ কামনা বাসনার আভা ঈষৎ প্রকাশমান থাকে। স্বভাবের প্রস্ফুটনের সঙ্গে সঙ্গে এই সব বর্ণের গভীরতা আসে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দারুণ কামপ্রবণতা (extreme sexuality) এবং ভক্তিভাব প্রায়ই একত্রে দেখা যায় ; খুব সম্ভব এই দুই প্রকৃতির লোকই তাদের feelings এর মধ্যে বাস করায় এবং reason বা বিচারশক্তির দ্বারা সব জিনিস দেখতে না চাওয়ায় এরূপ হয়। ঠিক আবার বিপরীত ঘটনা দেখা যাবে বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্মদেহে। তথায় ভক্তির বর্ণ আদৌ নেই, ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতাও খুবই কম—কিন্তু বুদ্ধির হরিদ্রাভা অসম্ভবরূপে বেশী প্রকাশমান। যাই হোক, ঐ সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বেশী বলা অসম্ভব। সেই মহাসাধক ও দিব্যদ্রষ্টা Leadbeater সাহেবের পুস্তকাবলী আপনারা সকলেই পাঠ করে দেখবেন এই আমার অনুরোধ। দেখবেন, কত বিচিত্রভাবে এই সূক্ষ্মদেহ ও সূক্ষ্মজগৎ গঠিত। অবাক হয়ে যাবেন দেখে যে, আমরা যাকে হারিয়ে ফেলেছি, চিরকালের মত যে চলে গেছে, মরে গেছে ভেবে দারুণ অভাবে হা-হুতাশ করি সে কেমন করে বিরাজ করছে আমাদের মাঝে ; এক অভিনব ঔজ্জ্বল্যে তার শরীর গঠিত, এক বিচিত্র ধারায় তার জীবনযাত্রা আমাদের সঙ্গেই, আমাদের মতই প্রবাহিত। সেই অজানা রাজ্যের সন্ধান ও ঠিকানা জানলে, সেই অজানা দেশের সম্যক পরিচয় লাভ করলে ইহা স্পষ্টই বোঝা যাবে যে, সব ঠিক আছে, কেউ চলে যায়নি ; সুখে দুঃখে ঘেরা আমাদেরই মত তাদের শান্ত সূক্ষ্ম সংসার ; হাসি অশ্রুতে ভরা আমাদের মতই তাদের হৃদয় মন। কচি পদ্মের মত সোনার শিশুটিকে নিয়ে সেই সূক্ষ্মদেহ-ধারিণী মা এই পার্থিব জননীর মতই স্নেহে আত্মহারা হয়ে যান ; প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করে সেই সূক্ষ্মদেশ-বাসিনী প্রিয়া উন্মাদিনী হয়ে ওঠেন ; রামগিরিবাসী বিরহকাতর সূক্ষ্মদেহী যক্ষের বুক মথিত হয়ে বেজে ওঠে—

"শ্রান্ত ব্যথিত তৃষিত ধরাতলে—কৈ হে, কৈ মেঘ উদয় হও" ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূক্ষ্মদেহের কার্য্য

সূক্ষ্মদেহের কার্য্য। স্থূলদেহ নিয়ে আমরা এই পৃথিবীতে সমূহ কাজই করি। আমাদের হাত, পা, নাক, মুখ, কান, যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমাদের কার্য্যের সহায়ক। কিন্তু সূক্ষ্মদেহের কার্য্য ভিন্ন প্রকৃতির। সূক্ষ্মদেহ দ্বারা যে সকল কাজ সম্ভব তাহা ৩টী ভাগে বিভক্ত করা যায়।

(১) ইহার দ্বারা sensation সম্ভবপর হয়।

(২) ইহার দ্বারা মন এবং স্থূল বস্তুর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়।

(৩) জ্ঞান ও কার্য্যের স্বাধীন vehicle স্বরূপ ইহা কার্য্য করে।

মহীয়সী নারী অ্যানি বেস্তান্ত প্রণীত 'Ancient Wisdom' গ্রন্থে বা তাঁর সুবিখ্যাত 'Karma' নামক গ্রন্থে, মানুষের জীবন প্রকাশক ধারাকে নিম্নোক্ত চার ভাগে বিভক্ত করে দেখান হয়েছে। তাদের বলা হয়, "Lower Quaternary"। সেগুলি যথাক্রমে এইরূপ— (১) স্থূলদেহ, (২) ইথিরিক দেহ, (৩) প্রাণ, (৪) কাম বা ইচ্ছা।

ইহাদের মধ্যে শেষোক্তটাই হচ্ছে সূক্ষ্মদেহের (Astral) প্রাণ; এই কাম বা ইচ্ছাশক্তিই হল সূক্ষ্মদেহের সর্ব্বস্ব। ইহার দ্বারাই অনুভব শক্তি (feeling), বা বোধশক্তি (sensation) আসে। ইহাকেই সংক্ষেপে ইচ্ছা (desire) বলা হয় এবং সুখ দুঃখাদির দ্বারা তাহার পার্থক্য প্রকাশ পায়। সর্ব্বপ্রকার বোধশক্তিকেই 'কাম' বলা যায়। ইহা হইতেই জীবধর্ম্মানুযায়ী ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামেচ্ছা, প্রেম, ঘৃণা, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি উদ্ভূত হয়। এই কামই হচ্ছে 'দুরত্যয়া' মায়া; ইহার দ্বারাই সংসারের মোহময় আবর্ত্তে সকলে শৃঙ্খলিত ও আকৃষ্ট হয়ে সংসারধর্ম্ম চালাবার হেতু হচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূক্ষ্মদেহকে প্রায়ই বলা হয় 'কাম রূপ।' স্থূলদেহকে আঘাত করলে প্রাণশক্তির (Prana or Vitalisation) দ্বারা কতকগুলি তরঙ্গ (vibrations) সঞ্চারিত হয়; কিন্তু যদি 'কাম' (অর্থাৎ যিনি অনুভবশক্তি প্রদায়িনী) সেগুলিকে বোধ চৈতন্যের কাছে না পৌঁছে দিত তবে সেগুলি শুধু এই স্থূলজগতের মধ্যে তরঙ্গস্বরূপে বিরাজ করত। তাই সূক্ষ্মস্তরে না পৌঁছুলে আনন্দ ও কষ্ট বোঝা যেত না। তাই 'কাম' প্রাণের সহিত যুক্ত হয়ে সুখদুঃখের অমৃতময় পরশে সঞ্জীবিত করে তোলে। আমাদের দেহযন্ত্রের মধ্যে যকৃৎ ও প্লীহা 'কাম' এর কার্য্যাবলীর সহিত যুক্ত আছে। এই বিশ্ব চরাচরে সর্ব্বত্রই 'কাম' শক্তি প্রকাশমান। এমন কি, ধাতু সকলের মধ্যেও ইহার ক্রিয়া জীবন্ত প্রকাশ হতে আরম্ভ হয়েছে। তাহাদের সান্নিধ্য ইচ্ছা ও মিলন ফল এবং Chemical affinityর দ্বারা ইহা আজ জ্বলন্ত সত্যরূপে সুবিদিত।

প্রাণীরাজ্যে কামশক্তির প্রকাশ আরও বেশী। ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, উদ্ভিদগুলি তাদের lower astral matter এর ব্যবহার ও উপকার ভোগ করে। যারা Botany পড়েছেন, তারা জানেন পছন্দ অপছন্দ ব্যাপারটা ধাতব জগতের চাইতে উদ্ভিদ জগতে আরও বেশী পরিস্ফুট; অনেক উদ্ভিদ নানাভাবে কৌশলপূর্ণ কাজের দ্বারা নিজ নিজ ইচ্ছা পূর্ণ করে—ইহা একটু লক্ষ্য করলেই জানা যায়। উদ্ভিদের আত্মরক্ষার কৌশল, তাদের সরমজড়িত কুঞ্চন, তাদের প্রেম নিবেদন, এ সকলই হচ্চে তাদের 'কাম' শক্তির প্রকাশ। শুধু কি তাই, বৃক্ষলতা মানুষের ভালবাসাপূর্ণ যত্ন খুব বেশী অনুভব করে ও তার উত্তর দেয়। তাদের প্রতি কিরূপ মনোভাব পোষণ করা হয় তা তারা বিশেষভাবে বোঝে। তারা প্রশংসমান চকিত চাহনির প্রতি আনন্দ নিবেদন করে এবং ক্রোধ ও বিরক্তির দিকে অনিচ্ছার গ্লানি ঢেলে দেয়, তারা এক একজন পৃথক ব্যক্তির পৃথক প্রকার ভালবাসার প্রতি অনুরক্ত হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়ে এবং কেউ যদি তাদের ঘৃণা করে বা তাদের প্রতি কোপ প্রকাশ করে তা'হলে তার প্রতি বিরাগী হয়ে যায়। তাদের অনুভব চৈতন্য জাগ্রত থাকে। আপনারা যদি "Hidden Side of the Things" নামক প্রামাণ্য জগদ্বিখ্যাত পুস্তকের ৩১৮ হতে ৩২১ পাতা পড়েন তবে আর এ সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকবে না।

ইহার পর প্রাণীরাজ্য। প্রাণীদের মধ্যে 'ইচ্ছা' (lower desires) সম্পূর্ণভাবে আছে, যদিও উচ্চস্তরের (higher desires) ইচ্ছাগুলি খুবই সীমাবদ্ধ। কতকগুলি ক্ষেত্রে কোনও কোনও প্রাণী অত্যদ্ভুত স্নেহ ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে থাকে।

তা'হলে দেখা গেল, সূক্ষ্মদেহ (Astral body) দ্বারা কিরূপে বোধশক্তির সঞ্চার হয়। উহাই হ'ল সূক্ষ্মদেহের প্রধান কার্য্য। তারপর, সূক্ষ্মদেহের দ্বিতীয় কাজ হচ্চে মন ও স্থূলজগতের সঙ্গে সংযোগ বিধান করা। স্থূল ইন্দ্রিয়ের স্পন্দন, প্রাণশক্তি দ্বারা অন্তর্মুখী হয়ে কামরাজ্যের অনুভবের (sensation) মধ্যে গিয়ে পৌঁছে এবং মনোশক্তির দ্বারা তাহা বোধগম্য (perceived) হয়। তা'হলে দেখা গেল যে, এই সূক্ষ্মদেহের (Astral) মধ্য দিয়ে কাজ না হলে, মনের সঙ্গে এই বাহ্যিক দৃশ্যমান বাস্তব জগতের কোন সম্বন্ধই থাকে না। আবার বিপরীতভাবে দেখলেও এই কথার যথার্থতা দেখা যাবে; আমরা যখনই চিন্তা করি তখনই আমরা আমাদের মধ্যস্থিত mental matterকে চালিত করি; ইহাতে যে তরঙ্গ উত্থিত হয় তাহা তৎক্ষণাৎ আমাদের সূক্ষ্মদেহস্থিত (Astral) তন্ত্রীকে আঘাত করে; তথা হতে ঐ সূক্ষ্ম তরঙ্গ ইথিরিক পদার্থে যায়; শেষে তাহা আমাদের মস্তিষ্কে উপস্থিত হয়ে কাজ করে। এইরূপে এই সূক্ষ্মদেহ স্থূলজগতের স্পন্দন নিয়ে মনোরাজ্যে উপস্থিত হয়, আবার মনোরাজ্য থেকে স্পন্দন নিয়ে বাস্তব জগতে প্রকাশ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূক্ষ্মদেহের তৃতীয় কাজ হচ্চে "as an independent vehicle of consciousness and action"—অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহ বা Astral bodyর স্বাধীনভাবে সব বোঝা ও কাজ করা। পরে পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। আপাততঃ সংক্ষেপে এই কয়েকটী বিষয় জেনে রাখুন, যথা—

(১) সাধারণ জাগ্রত অবস্থাতেও সূক্ষ্মদেহের শক্তিকে কাজে লাগাতে পারা যায়।

(২) নিদ্রাবস্থায় বা মোহাচ্ছন্ন (Trance) অবস্থায় স্থূলদেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সূক্ষ্মদেহ (Astral) সূক্ষ্মজগতে স্বাধীনভাবে পরিভ্রমণ করতে পারে।

(৩) সূক্ষ্মদেহের ক্ষমতাকে এতদূর উন্নত করা সম্ভব যে, মানুষ সজ্ঞানে ও ইচ্ছামত যখন খুশি তখনই স্থূলদেহকে ত্যাগ করে সেই সজ্ঞান অবস্থাতেই সূক্ষ্মদেহ গ্রহণ করতে পারে।

(৪) মৃত্যুর পর মানুষ ঐ সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে পরলোকে (Astral plane) জীবনযাপন করে।

এইখানে একটা কথা জানিয়ে দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমাদের স্থূলদেহে বিভিন্ন প্রকার কাজের জন্য বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয় ঠিক করা আছে—যেমন চক্ষু দ্বারা দর্শন কার্য্য করা হয়, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ কার্য্য করা হয়, ইত্যাদি। কিন্তু সূক্ষ্মদেহে (Astral) এরূপ কিছু ঠিক করা নেই। "It is rather the whole of the particles of the astral body which possess the power of response" ('Astral Body' by Powel)। সেইজন্য যখনই কোন মানুষের সূক্ষ্মদৃষ্টিশক্তি লাভ হয় তখন তিনি তাঁর সূক্ষ্মদেহের (Astral) যে কোনও অংশের দ্বারাই দর্শনকার্য্য সমাধান করতে পারেন এবং তাই তিনি তার সামনের জিনিসও যেমন দেখতে পান, তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পেছনের বা উপরের বা নীচের জিনিসও অবলীলাক্রমে তেমনি দেখতে পান। অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধেও এই একরূপ। এইজন্যই Powel বলেছেন—"The astral senses are equally active in all parts of the body".

কিভাবে সূক্ষ্মজগতে ও সূক্ষ্মদেহের কথাবার্ত্তা সম্ভব হয়—একথা এখানে উঠতে পারে; কিন্তু ইহা বোঝান শক্ত। সূক্ষ্মজগতে শব্দ সম্ভব নহে; ঐখানে মনোজগতের ন্যায় কেবলমাত্র চিন্তার আদান-প্রদানের দ্বারাও ভাববিনিময় চলে না; মনোজগতে ভাষার দরকার নেই। তথায় কারও মনে কোনও চিন্তা উদয় হওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ অন্যের মনে চালিত হয়; কিন্তু মনোজগতের ভাব বিনিময় (thought transference) এবং স্থূলজগতের ভাষার আদান-প্রদান এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী উপায়ে সূক্ষ্মজগতের (Astral world) কথাবার্ত্তা হয় এবং সেইজন্যই একটা সাধারণ ভাষা উভয় পক্ষের থাকা দরকার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাগ্রত অবস্থায় সূক্ষ্মদেহ

জীবিত ও জাগ্রত অবস্থায় সূক্ষ্মদেহ (Astral body)। সূক্ষ্মদেহ (Astral body) সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হয়েছে। এইবারে জীবিত, নিদ্রিত, বা মৃত এই বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে ঐ দেহের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। জীবিত ও জাগ্রত অবস্থায় এই সূক্ষ্মদেহ কিভাবে থাকে এবং কিরূপে কাজকর্ম্ম করে তাই এক্ষণে আমরা প্রথমে আলোচনা করব।

আগেই বলা হয়েছে যে, স্থূলদেহের প্রতি অণুপরমাণুরই সূক্ষ্ম দৈহিক আকৃতি আছে; তাকে ইংরাজীতে বলে Astral "counterpart". স্থূল দ্রব্য, তরল দ্রব্য, বাষ্প এবং ইহার দ্বারা স্থূলদেহ গঠিত হয়েছে। তাই এই সকল দ্রব্যাদির স্থূল বা সূক্ষ্ম, খারাপ বা ভাল (coarse or refined, gross or delicate) হওয়ার উপর সূক্ষ্ম দেহের গঠনও নির্ভর করে। যথায় অপবিত্র ও তামসিক আহার ও খাদ্যের দ্বারা স্থূলদেহ গঠিত হয়েছে তথায় তার সূক্ষ্মদেহ ঐমত অপবিত্র ও তমো-ভাবাপন্ন হবে; আবার যথায় পবিত্র খাদ্যাদির দ্বারা স্থূলদেহ গঠিত হয় তথায় তার সূক্ষ্মদেহও হবে তেমনি পবিত্র; ইহার ফলেরও পার্থক্য আছে; সূক্ষ্মদেহ দ্বারাই emotion, passion and sensation চালিত হয়। তাই অপবিত্র বা তমোভাবাপন্ন সূক্ষ্মদেহ কুভাব, কুবাসনা ও কুৎসিত বোধের জনক হবে এবং উচ্চ ও সুন্দর সূক্ষ্মদেহে উচ্চ ও সুন্দর ভাবধারার তরঙ্গ প্রবাহিত হবে। স্থূলদেহটা হবে অপবিত্র, আর সূক্ষ্মদেহটা হবে পবিত্র—অথবা স্থূলদেহটা হবে পবিত্র ও সুন্দর, কিন্তু সূক্ষ্মদেহ (Astral) ও মনোদেহটা হবে অপবিত্র ও অসুন্দর, এমন সম্ভব নয়। স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও মনোদেহ এই ৩টী দেহই পরস্পর নির্ভরসাপেক্ষ। একটির ভাল মন্দের উপর অন্যটীর ভাল মন্দ নির্ভর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে। আমাদের গৃহীত খাদ্যের উপর শুধুই যে আমাদের স্থূলদেহই নির্ভর করে ও গঠিত হয় তা নয়, আমাদের উচ্চস্তরের দেহগুলিও নির্ভর করে সেই খাদ্যের প্রকৃতির উপর। আমিষ আহার তজ্জন্য খুবই ক্ষতিকর। ইহাতে নিম্নস্তরের কুৎসিত কামনা বাসনার উদ্রেক করে। রাজযোগীরা এই কারণেই পান আহার ও নিদ্রাকে নানাভাবে বাঁধাবাঁধি করেছেন। তারা সাত্ত্বিক খাদ্য সম্বন্ধেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। "আহার শুদ্ধৌ চিত্তশুদ্ধি।" এখানে চিত্তশুদ্ধি মানে সূক্ষ্মদেহের শুদ্ধ ভাবকেই প্রকাশ করে। যাঁরা উচ্চস্তরের ভাব ও চিন্তাদির মধ্যে জীবনকে চালিত করতে চান তাঁরা কদাচ এই সব কুখাদ্যের দ্বারা দেহকে গঠিত করবেন না। মদ্যও তামসিক পানীয়, অতএব পরিত্যজ্য। ফল এবং শস্য সাত্ত্বিক খাদ্য নামে প্রখ্যাত। ইহারাই যোগীদের প্রধান অবলম্বন হবে। তামাক খুবই ক্ষতিকর। ইহাতে সূক্ষ্মদেহে মলিনতার সঞ্চার করা হয় এবং ঐ দেহকে নির্জ্জীব করা হয়। শুধু তাই নয়, মাংস অথবা মদ্য নিম্ন-স্তরের সূক্ষ্মদেহীদের আকর্ষণ করে; তারা রক্ত ও মদ্যের গন্ধে অতীব লোভাতুর হয়; তারা ছুটে আসে ঐ তামসিক আহারী ব্যক্তিদের কাছে এবং পৈশাচিক কামনা বাসনা দিয়ে তাদের মনে পৈশাচিক ভাবধারার স্রোত বহাতে চায়। ঐ সকল নিম্নস্তরের প্রেতাত্মারা জীবিত অবস্থায় পাপে রত ছিল, এখানে তারা অন্য ব্যক্তিদের মনে ও দেহে সেই পাপ চালিত করে তাদের পাপে রত করে উল্লাস বোধ করে। দিব্যদৃষ্টিশক্তি লাভ করার পর সকলেই দেখতে পান কসাইখানার চারিদিকে কেমনভাবে ঐ সকল নীচ প্রেতাত্মা জড় হয়ে হুড়াহুড়ি করছে; শুঁড়ীখানার আশেপাশে তারা লোভাতুর হয়ে গন্ধের জন্য উঁকি ঝুঁকি মারে, অথবা কোনও মাতালের উপর ভর করে সানন্দে মত্ততা উপভোগ করছে। কয়েক প্রকার ঔষধও, যথা—আফিং, কোকেন, বা কাফিন প্রভৃতি—উচ্চস্তরের দেহের প্রভূত ক্ষতি করে থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধূলা, ময়লা, আবর্জ্জনা প্রভৃতি স্থুলজগতে খুবই ক্ষতিকর আমরা জানি; কিন্তু উচ্চস্তরের জগতে অর্থাৎ সূক্ষ্মজগতে এবং মনোজগতে তা আরও আপত্তিকর। ধূলিমলিনতায় নীচ প্রেতাত্মারা (low class of nature spirits) আকৃষ্ট হয়। তাই পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা সর্ব্বদা প্রয়োজনীয়। বিশেষতঃ হাত ও পা সর্ব্বদা ও সর্ব্বক্ষণ অতি পরিষ্কার রাখতে হয়।

সহর বা নগরের যে সব হট্টগোল, শব্দ ইত্যাদি হয় তাতেও স্নায়ুমণ্ডলীর নিদারুণ ক্ষতি দেখা দেয়; উহাতে আসে উত্তেজনা ও শ্রান্তি; মন থেকে এই সব উত্তেজনা অনেক সময় দশ মিনিটের মধ্যেই চলে যায় সত্য, কিন্তু তার দরুণ Astral দেহে যে কুফল ফলে সেটা ৪৮ ঘণ্টা থেকে যায়। সাধারভাবে এই বলা চলে যে, যাহার দ্বারা স্থূলদেহের উন্নতি হয়, সূক্ষ্মদেহেরও তাহার দ্বারাই উন্নতি হবে। দেশ ভ্রমণ, বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন দৃশ্য দর্শন, সমুদ্রের সীমাহারা কুলহারা অনন্ত সৌন্দর্য্য, পর্ব্বতের মহান্ সুউচ্চ গঠন, ঘন শ্যামবনানীর সবুজ সৌন্দর্য্য এসবেরই একটা মহা উপকারী সাহায্য আছে। প্রথম প্রথম এই সকল দৃশ্যাদির মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তন ও দেশভ্রমণের প্রভূত ক্লান্তি হেতু একটু অবসাদ ও বিরক্তি আসিলেও পরিণামে Astral দেহে ও মনে ইহার অপরিসীম উপকার দেখা দেয়। Talisman, মাদুলি ইত্যাদি ধারণের দ্বারাও সূক্ষ্মদেহে প্রভূত পরিবর্ত্তন হয়। রুদ্রাক্ষ, তুলসী, স্বর্ণ, প্রবাল ইত্যাদি ধাতু ধারণের দ্বারাও নানাভাবে সূক্ষ্মদেহে উপকার হয়। ধূনার গন্ধ, কর্পূরের গন্ধ ইত্যাদিও সূক্ষ্মদেহে ও সূক্ষ্মস্তরে উচ্চ ভাবধারা আনয়ন করে।

অনেক সময় বন্ধুবান্ধবদের নিকট হতে প্রাপ্ত ও কোনও প্রকার উপহার যেমন আংটী, গহনা, বা এমন কি—কোনও পত্র কাছে থাকলে সূক্ষ্মদেহের উপর Talisman-এর মত ক্রিয়া প্রকাশ পায়। নিত্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবহার ও সঙ্গে রক্ষিত কোনও ঘড়িও এইভাবে ম্যাগনেটিজ্‌ম্ দ্বারা জড়িত থাকে এবং সেই কারণেই যে ব্যক্তি তাহা পরে পান বা ব্যবহার করেন তার মধ্যেও এইমত ফল প্রকাশ করে। টাকাকড়ি, মুদ্রা, নোট প্রভৃতিও বিভিন্ন ভাব, চিন্তা ও ম্যাগনেটিজ্‌ম দ্বারা মিশ্রিত থাকে ও তদনুযায়ী বিরক্তিকর ফল উৎপন্ন করে। মানুষের চিন্তা ও ভাবধারা শুধুই যে তাকে বা তার অন্যান্য ব্যক্তিকেই স্পর্শ করে তা নয়; তা—এমন কি, তার চতুর্দ্দিকস্থ দেওয়াল, আসবাবপত্র ইত্যাদি অচেতন পদার্থগুলিকেও স্পর্শ করে। তাই নরনারী তাদের অজ্ঞাতে স্থূলজগতের অন্যান্য পদার্থেও বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চার করে এবং যে যে ঐ সকল পদার্থের সান্নিধ্যে আসে সেই পুর্ব্ববর্ত্তী ব্যবহারকারীর কামনা বাসনায় অনুপ্রাণিত হয়ে যায়। অপরের ব্যবহৃত শয্যা, অপরের ব্যবহৃত বস্ত্র এমন কি—অন্যের নিত্য ব্যবহৃত ছড়ি ছাতাতেও এইরূপ বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত হয়ে থাকে।

মানুষের সূক্ষ্মদেহের গুণাবলী তাহার feelings and emotions দ্বারা গঠিত হয়। মানুষ নিজে ঠিক জানুক আর নাই জানুক, সে যখনই কোনও কাজ করে তখনই তার স্থূলদেহের সাহায্যেই তা সাধিত হয়; সে যখনই কোনও ভাব প্রকাশ করে, তখনই তার সূক্ষ্মদেহের (Astral) দ্বারাই তা সাধিত হয়। সূক্ষ্মদেহে ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়। সেটা যেন একটা আয়না; প্রত্যেক feelingএর প্রতিবিম্ব তৎক্ষণাৎ তাতে পড়বেই। প্রত্যেক চিন্তা, যা তার সত্তাকে স্পর্শ করে তা এই সূক্ষ্মদেহে প্রকাশিত হবেই। সূক্ষ্মদেহের সূক্ষ্ম পদার্থের সাহায্য নিয়ে কু-ইচ্ছা ও হিংসা দ্বেষ প্রণোদিত কু-দেহ যেমন মূর্ত্তি ধরে প্রকাশ পায় তেমন সদিচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা, ভালবাসা ইত্যাদির মঙ্গলময় আকারও উহা থেকেই উদ্ভব হয়।

স্থূলদেহের ন্যায় সূক্ষ্মদেহও ব্যবহার দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়; ইহারও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজস্ব অভ্যাস বা স্বভাব গঠিত হয়ে ওঠে। নরনারী অনেক সময় যে এক অদ্ভুত ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে যায় তার কারণ হচ্ছে পারিপার্শ্বিক সূক্ষ্মদেহের প্রভাব। দৈহিক ব্যাধি—যথা গরহজম, জ্বর, পরিশ্রম ও ক্লান্তি ইত্যাদি দ্বারা অবসাদ আসে বটে, তবে তার চাইতেও বেশী ও স্পষ্টভাবে আমাদের মনে হঠাৎ অবসাদ উপস্থিত হয়—যেহেতু কোনও সূক্ষ্মদেহধারী নিজেই অবসাদগ্রস্ত হয়ে হয়ত সেখানে উপস্থিত হয়েছে; সে হয়ত চাচ্চে নিজ অবসাদগ্রস্ত প্রাণে সহানুভূতি, অথবা সে হয়ত টেনে নিচ্চে উপস্থিত ব্যক্তির নিকট হতে প্রাণশক্তি। ঠিক এই অবস্থা ঘটে যখন কোনও ব্যক্তি হঠাৎ ক্রোধান্ধ হয়ে পড়ে; সেই সময়ের জন্য সে তার সূক্ষ্মদেহের উপর তার শক্তি হারিয়ে ফেলে। ঠিক সেই সময়ে হয়ত ঐ প্রকারের কোনও মৃত আত্মা তাকে দখল (obsess) করেছে। 'অবসাদ' ভাবটা খুবই ক্ষতিকর—সূক্ষ্মদেহের পক্ষে। অবসাদকে কাছে ঘেঁসতে দিতে নেই, বা কাউকে সে ভাবটা জানতে দিতে নেই। এই depression দ্বারা sensitive ব্যক্তিদের উপর বড়ই যন্ত্রণা ঘটান যায়। রাত্রে শিশুরা যে ভয় দেখে কষ্ট পায়, তার কারণও এই depression বা অবসাদ। সর্ব্বদা শান্ত স্থির ও সৌম্যভাবই হচ্চে সূক্ষ্মদেহের সর্ব্বোন্নতি বিধায়ক। প্রবল মানসিক আবেগে মানুষ মারা যেতে পারে, বা উন্মাদ হতে পারে, বা ভূতাবিষ্ট হতে পারে। ধর্ম্ম উৎসব ইত্যাদিতে 'ভর' আসা ব'লে যাহা হয় তার কারণও এই।

প্রকৃতির শান্ত স্থির ভাব সূক্ষ্মদেহের পক্ষে অতিশয় উপকারী। তাই ভারতবর্ষে বৃদ্ধবয়সে পারলৌকিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সংসার ত্যাগ করে বনগমনের বিধান আছে। সংসারের কর্ম্ম কোলাহলের দূরে, শ্যামবনানীর অপরূপ নিস্তব্ধ সৌন্দর্য্যের মাঝে সে তার আত্মিক চিন্তায় ডুবে যেতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবিত ব্যক্তির জাগ্রত অবস্থায়, তার মানসিক জীবনের কার্য্যাদির দ্বারা সূক্ষ্মদেহের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করা যায়। ইহার কয়েকটী কারণ আছে ; মানসিক ক্রিয়াকলাপ সূক্ষ্মদেহের উপর গভীর-ভাবে ফল প্রকাশ করে। নিম্নস্তরের মননশক্তি (Manas) সূক্ষ্ম-দেহের ক্রিয়াশক্তির (Kamas) সহিত এতই ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট যে, একটীকে ছেড়ে অন্যটীর ব্যবহার প্রায় অসম্ভব। আমি 'চিন্তা' করব অথচ সেইসঙ্গে 'অনুভব' করব না (think without feeling) অথবা 'অনুভব' করব অথচ সেইসঙ্গে 'চিন্তা' করব না, এরূপ হতেই পারে না। তা-ছাড়া, সূক্ষ্মদেহের গঠন ও শাসন (organisation and control) মনের উপরই নির্ভর করে। চিন্তার দ্বারা উদ্ভূত না হলে সূক্ষ্মদেহের ক্রিয়াকলাপ সুনিয়ন্ত্রিত হয় না। 'Inner Life', Vol. I—৩৬ পৃষ্ঠায়, অ্যানি বেস্যান্তের ১৯০৭ সালের 'London Lectures'এর ১৩৮ পৃষ্ঠায় এবং 'Man Visible', Vol. I—৫৩।৫৪ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে বিশদ বর্ণনা আছে। নিম্নস্তরের মানুষ 'কাম' বা 'ইচ্ছার' দ্বারাই চালিত হয়—যদিও তার মানসিক উন্নতি অগ্রসর হতে আরম্ভ হয়েছে।

আমাদের বর্ত্তমান সময়ের সাধারণ মানুষ যদিও উচ্চস্তরের সূক্ষ্ম ভাবধারায় স্ফুরিত হচ্চে, তবুও সে সম্পূর্ণ sensationএর মাঝেই আছে ; এখনও সে কর্ত্তব্য বোধে বা বিচারযোগ্য জেনে কাজ করে না, তার খুশি বা ইচ্ছানুসারেই সে কাজ করে চলে। আর একটু উন্নত অবস্থায় তার 'ইচ্ছা'কে বিচার করে সে দেখে। বর্ত্তমান মানবসমাজ চতুর্থ স্তরে আছে ; তাই সে desire ও emotionএর উন্নতির দিকেই এগিয়ে চলেছে। কিন্তু ক্রমশঃই আমাদের intellectএর স্ফুরণ হচ্চে এবং তাহার পূর্ণ প্রস্ফুটিতাবস্থায় ৫ম স্তরে আমরা উপনীত হব। স্বর্গগত অদৃশ্য মহাত্মারা আমাদের ক্রমোন্নতির পথে নিয়ত চালিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে আমাদিগকে আমাদের লক্ষ্যস্থলে উপনীত হবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এই মনস্তর হতে অতিমানস স্তরে যাওয়ার সত্য সম্ভাবনা নিয়েই শ্রীঅরবিন্দর দর্শন। মানুষ ক্রমাগতই অগ্রসর হয়ে চলেছে। দেহ, প্রাণ ও মন লাভ করার পর সে অতিমানস স্তরে যাবেই। আমরা গানে শুনি—

আশি লক্ষ যোনি করিয়া ভ্রমণ
পাইয়াছ এই মানব জীবন।

হ্যাঁ—ধাতুদেহ, উদ্ভিদদেহ, প্রাণীদেহ ইত্যাদি লাভের পর পেয়েছি মানবদেহ। মাত্র মন পেয়েছি আমরা। তারপর আমাদের যাত্রা চলেছে অতিমানস স্তরের দিকে। সেই অতি শুভ মুহূর্ত্তের দিকে চেয়েই আমরা চলেছি এই মহাযাত্রায়। শ্রীভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

—————

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma ... Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিদ্রাবস্থায় সূক্ষ্মদেহ

জীবিত মানুষের নিদ্রাবস্থায় সূক্ষ্মদেহ। দেহ ক্লান্ত হলে নিদ্রা আসে। প্রতি মুহূর্ত্তে চিন্তা, কার্য্য ও অনুভবের জন্য স্থূলদেহের নিত্য ক্ষয় ও পরিবর্ত্তন হচ্ছে। জাগরণের মাঝে সে ক্ষয় পূরণ হয় না। কিন্তু স্থূলদেহের শ্রান্তি ও অবসাদ জন্য ক্রমশঃ চিন্তা ও অনুভবশক্তি হ্রাস পায়; তাই ঐ কর্ম্মক্লান্ত অবসন্ন দেহ নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে।

সূক্ষ্মদেহ সম্বন্ধেও এই একই প্রকার। স্থূলমস্তিষ্কের মধ্যে কার্য্য করার জন্য (heavy labour of moving the particles of the physical brain) সূক্ষ্মদেহও শীঘ্রই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং তাই সেও ঐ স্থূলদেহ হইতে নিজেকে কতক্ষণের জন্যও বিচ্ছিন্ন রেখে ঐ ক্লান্তি অপনোদন করে নবশক্তি লাভ করতে চায়। সূক্ষ্মজগতে থাকা-কালীন যতই কাজ করা হোক না কেন, সূক্ষ্মদেহের তাতে কোনও ক্লান্তি হয় না। এমনও প্রেতাত্মার কথা জানা গেছে যিনি ঐ সূক্ষ্মলোকে সূক্ষ্মদেহ নিয়ে ২৫ বৎসর ধরে অবিরাম পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু এক বিন্দুও ক্লান্তি অনুভব করছেন না।

অতিরিক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী আবেগ (emotion) জন্য মানুষ খুব শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু সেখানে তার স্থূল দেহযন্ত্রই অবসাদগ্রস্ত হয়েছে বুঝতে হয়; সূক্ষ্মদেহ কোনও প্রকার ক্লান্তিই তাতে অনুভব করে না। মনোদেহ সম্বন্ধেও এইরূপ; আমরা যাকে মানসিক অবসন্নতা বা ক্লান্তি বলি বাস্তবিক সেটা হচ্চে আমাদের স্থূলদেহের মস্তিষ্কের ক্লান্তি; মন ক্লান্ত হয় না।

নিদ্রার মাঝে যখন কোনও মানুষ তার স্থূলদেহকে ত্যাগ করে সূক্ষ্ম-দেহ নিয়ে বেরিয়ে পড়েন, তখন ঐ স্থূলদেহের মাঝে আর সূক্ষ্মদেহ থাকে না—সেখানটা ফাঁকা হয়ে যায়; আর তখনই চারদিকের Astral

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

matter বা সূক্ষ্ম পদার্থ ছুটে এসে সেই ফাঁকটা ভরে ফেলতে চায়। ভরে গিয়ে তারা ঐ স্থূলদেহটার সাময়িক সূক্ষ্ম প্রতিমূর্ত্তি হয়ে বসে থাকে। কিন্তু তার সঙ্গে ঐ স্থূলদেহের কোনও প্রকৃত সম্পর্ক থাকে না এবং তাহার দ্বারা সূক্ষ্মদেহের কার্য্য করাও সম্ভব হবে না। যখন সেই প্রকৃত সূক্ষ্মদেহ ফিরে আসেন, অর্থাৎ জাগরণ হয় তখন অক্লেশে তিনি এই জাল সূক্ষ্মদেহটীকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ফেলেন, সেও বিনা বাধায় সরে যায়। তাই নিদ্রার সময় নিদ্রার স্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে নজর দিতে হয়। যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা দোষযুক্ত থাকে তবে অবাঞ্ছনীয় সূক্ষ্মদেহ ঐ স্থূলদেহটিকে দখল করতে পারে। তার ফলে যখন প্রকৃত সূক্ষ্মদেহ ফিরে এসে ঐ স্থূলদেহে প্রবেশ করেন ও সেই মানুষ জাগরিত হন তখন অবাঞ্ছিত কুফল তিনি অনুভব করতে পারেন। নিদ্রার সময় মানুষ তার সূক্ষ্মদেহটিকেই ব্যবহার করে; স্থূলদেহটি তখন শয্যায় পড়ে থাকে ; প্রকৃত যে মানুষ সে ত ঘুমায় না, সে তখন সূক্ষ্মদেহটি নিয়ে সরে পড়েছে ও দূরে বহুদূরে ঘুরে বেড়াচ্চে।

স্থূলদেহ থেকে ঐ সূক্ষ্মদেহ যখন বেরিয়ে পড়ে তখন সে ঠিক স্থূলদেহের অনুরূপ অবয়বেই থাকে; পরিচিত লোক তাকে দেখলেই চিনতে পারে। অসভ্য ও বর্ব্বর মানুষের সূক্ষ্মদেহ, তার নিদ্রাবস্থায় স্থূলদেহটির ন্যায় নিদ্রিত দেখায়, কারণ সূক্ষ্মদেহের জ্ঞান তার তখনও আদৌ স্ফুরিত হয় নাই। সে ঐ নিদ্রিত স্থূলদেহটিকে ছেড়ে বেশী দূরেও যেতে পারে না। যদি ঐ সূক্ষ্মদেহটিকে দূরে টেনে আনবার চেষ্টা করা যায় তাহলে সে তখনই ভীত হয়ে স্থূলদেহ মধ্যে প্রবেশ করে তাকে জাগিয়ে তুলবে। তার সূক্ষ্মদেহকে চিনতে পারা গেলেও তা খুবই অস্পষ্ট থাকে। তার সূক্ষ্মদেহ নিদ্রার সময় (in sleep) অজ্ঞানাচ্ছন্নভাবে থাকে ও কিছু প্রকাশ করতে পারে না। নিদ্রিত দেহটীর উপরে অলসভরে সে ভাসে ; অজ্ঞানতা, আচ্ছন্নতা, অস্পষ্টতায়

১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার তখনকার রূপ গঠিত হয়ে থাকে। এই সকল বর্ব্বর মানবের সূক্ষ্মদেহ ঠিক স্থূলদেহটীর মতই নিদ্রাগত প্রায় মনে হয়।

আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে ঐ অবস্থায় সূক্ষ্মদেহটী অলসভরে ও স্বপ্নের ঘোরে বিভিন্ন সূক্ষ্মস্তরে উড়ে বেড়ায়; অন্যান্য নিদ্রিত দেহীর সূক্ষ্মদেহকে সে দেখতে পায় ও পরিচিত হলে চিনতে পারে; প্রিয় অপ্রিয় নানান ঘটনা দেখে এবং নিজ স্থূলদেহে ফিরে এসে জাগ্রত অবস্থায় সেইসব দৃষ্ট ঘটনাবলীর বিকৃত রূপ ভেবে মনে করে, সে কত রকম মজার স্বপ্নই না দেখছে।

উন্নত অবস্থার আত্মিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তির সূক্ষ্মদেহটী কিন্তু খুব স্বচ্ছ ও পরিষ্কার; তাহা দেখতে ঠিক স্থূলদেহের অনুরূপ; ঐ দেহ কুয়াশায় ঘেরা ও অস্পষ্ট নয়, পরন্তু খুব স্পষ্ট ও সুন্দর। ইহাদের সূক্ষ্মদেহ অজ্ঞান অবস্থায় থাকে না; ইহা বেশ কার্য্যকরীভাবে চিন্তাশীল। বর্ব্বর মানবের সূক্ষ্মদেহের মত এই সূক্ষ্মদেহে শক্তি থাকলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে তত নজর দেয় না; কারণ সে নিজ চিন্তারাশির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। তার গত দিনের যে সব চিন্তা তার মনকে নিযুক্ত করে রেখেছিল, নিদ্রার মধ্যেও সে সেইগুলিই চিন্তা করে; এইজন্য নিদ্রার মধ্যে সে তার নিজ চিন্তার দ্বারাই এত বেশী সমাহিত থাকে যে, বাইরে আর কি কি হচ্চে সেটা দেখবার ও ভাববার সে অবসর পায় না। ক্বচিৎ কখনও খুব জোর ও তীব্র ঘটনায় তার নিবিষ্ট চিত্ত ক্ষণেকের জন্য আকৃষ্ট হলেও আবার তখনই তার নিজ চিন্তার জাল তাকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে দেয়। ইহাদের চাইতেও যাদের আত্মিক অবস্থা আরও উন্নত, নিদ্রার মধ্যে তাদের সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহটী থেকে বেড়িয়ে পড়ে এবং তখন সে সম্পূর্ণ সজ্ঞান অবস্থার মধ্যেই থাকে। তাদের সূক্ষ্মদেহ আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং স্থূলদেহটির সম্পূর্ণ অনুরূপ। ঐ দেহটী স্থূলদেহের চাইতেও নানা কার্য্যে প্রধান সহায়ক হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে যথা খুসি, যতদূরে খুসি ইচ্ছামাত্রই যেতে পারে, তাতে নিদ্রিত স্থূলদেহের কোনও বিঘ্ন হবে না। ঐ অবস্থায় তার চিন্তাশক্তি আরও তীব্র ও পরিষ্কার হয়, তার বুদ্ধিবৃত্তি আরও নির্ম্মল ও তীক্ষ্ণ হয়, তার কার্য্য করবার শক্তি আরও সহজ ও স্বাধীন হয়। ঐ সময় সে সূক্ষ্ম-জগতে উপস্থিত অন্যান্য বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজনদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা কইতে পারে; উন্নত আত্মাদের কাছে উপস্থিত হয়ে উপদেশ ও যুক্তি গ্রহণ করে; তার চাইতে কম যারা জানে ও বোঝে তাদের উন্নত জ্ঞান ও উপদেশ দিতে পারে। ঐ সময় সে যে শুধু মানুষের সূক্ষ্মদেহকেই দেখে তা নয়, মানবেতর সূক্ষ্মদেহও (Non-human entities of various kinds) দেখতে পায় এবং সূক্ষ্ম-লোকের ভাল মন্দ, শক্তিপ্রদ বা ভীতিপ্রদ সব রকম আবেষ্টনীর মধ্যেই পড়ে যায়। ঐ সময় সে জগতের অন্যান্য অংশের ব্যক্তিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারে; সঙ্গীতপ্রিয় হলে পৃথিবীর মধুরতম সঙ্গীতশালায় কর্ণ পরিতৃপ্ত করতে পারে; ছাত্র হলে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে মিলে মিশে বক্তৃতা দিতে বা শুনতে পারে। সূক্ষ্মলোকের অধিকতর শক্তি দ্বারা সে এমনি পুষ্ট হয়ে থাকে; তাই স্থূলজগতের যে সব কঠিনতম জটিলতম সমস্যার সে মীমাংসা বুঝতে পারত না, বা করতে পারত না এই সময় সে অক্লেশে তার সমাধান করতে পারে। তিনি যদি চিকিৎসক হন তবে এই সময় তিনি কঠিন ও কৌতূহলোদ্দীপক রোগীদের দেখতে যান এবং তার সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান ও প্রেরণা নিয়ে জেগে ওঠেন। ঐ অবস্থায় কত বৈজ্ঞানিক যে কঠিনতম প্রশ্নের সমাধান করতে পেরেছেন, কত চিকিৎসক যে কত আশাহীন রোগীর আরোগ্যকর অমোঘ ঔষধের সন্ধান পেয়েছেন, কত মহান্ উপকারী ব্যক্তি জগতের করালতম ব্যাধির জন্য কত ঔষধ ও মাদুলির জ্ঞান লাভ করেছেন, কত কবি ও নাট্যকার যে মহানাটক ও মহাকাব্যের প্রেরণা পেয়েছেন তার আর ইয়ত্তা নেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূক্ষ্মলোক অর্থাৎ Astral worldটা হচ্চে কামনা বাসনার (passion and emotion) আদি ও শ্রেষ্ঠ ভূমি। তাই ঐখানে সূক্ষ্মদেহে আমরা সম্পূর্ণ অপার্থিব সুখদুঃখের তীব্রতম আবেগ অনুভব করি। ঐখানে যে স্নেহ ও যে ভক্তি, যে প্রেম ও যে নিষ্ঠা আমরা ভোগ করতে পারি তার তুলনা ইহজগতে মেলে না। কিন্তু শুধু সুখ বা আনন্দের অনুভূতিই নয়, দুঃখ কষ্টের অনুভূতিও ঠিক ঐমত অতুলনীয় ভাবেই আমাদের তথায় ভোগ করতে হয়। তথায় তীব্রতম দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হলেও একটা সুখের কথা এই যে, সূক্ষ্মলোকে যাবতীয় দুঃখ কষ্টই নিজ ইচ্ছাকৃত (voluntary) এবং তাহা সম্পূর্ণ দমন করা সম্ভব ; তাই তথাকার জীবন আরও সহজ। এই ব্যাপারটা বুঝতে পারলেই সব সোজা হয়ে যায়। স্থূলদেহের যন্ত্রণা, মনের শক্তিতে দমন করা সম্ভব হলেও বড়ই শক্ত। কিন্তু পরলোকে যে কোনও ব্যক্তি মুহূর্ত্তের মধ্যেই মনের স্বল্পতম ইচ্ছাতেই এই সকল ইচ্ছাকৃত যাতনা সম্পূর্ণ দূর করতে পারে। ইচ্ছা হবামাত্রই তথায় কার্য্যসিদ্ধি হয়।

পরলোকে সম্পূর্ণ সজ্ঞান অবস্থায় থাকতে হলে পূর্ব্ব হতেই কিছু কিছু আত্মিক উন্নতি দরকার হয়। স্থূলদেহের ও সূক্ষ্মদেহের জ্ঞান যখন সমানভাবে জাগরিত থাকে তখন সেই মানুষের কাছে দিন ও রাতের কোনও পার্থক্য থাকে না, কারণ তার জীবনটাই হচ্চে অবিভক্ত জ্ঞানের সমষ্টি ('he leads a life unbroken in its continuity')। ইহাদের নিকট পার্থিব মৃত্যুর ধারণাও নেই, কারণ দিবারাত্র সমানভাবে এবং সূক্ষ্মদেহের মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত তাদের জীবন ও জ্ঞান একই সুরে ও সুরে বাঁধা থাকে।

সূক্ষ্মদেহে ভ্রমণ করার স্থান ও সময়ের ব্যবধান সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়। এমন কি, ২।৩ মিনিটের মধ্যেই একজন মানুষ সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে আসতে পারে। শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা এবং শ্রীগুরুর কৃপাবলে সূক্ষ্মদেহে কাজ ও চিন্তা করার শক্তি অর্জ্জন করে নিজের ও বিশ্বের প্রভূত উপকার করা সম্ভব; নিদ্রিত অবস্থায়, নিদ্রিত স্থূলদেহের বিন্দুমাত্র শান্তির ব্যাঘাত ও ক্ষতি না করেও সূক্ষ্মদেহে কতই কাজ না আমাদের করার আছে। অশরীরী (Invisible) সূক্ষ্মদৈহিক আত্মারা দিকে দিকে, জনে জনে কতই না উপকার করেছেন। ততদূর উচ্চ অবস্থায় না পৌঁছেও আমরা অনেক মঙ্গলজনক কাজ করতে পারি। ঘুমের আগে যদি বিশেষভাবে দৃঢ় মনে কোনও কাজের চিন্তা করা হয়, তা'হলে নিদ্রার মধ্যে সূক্ষ্মদেহের দ্বারা সেই মনোমত কাজ করা সম্ভব। তাই ঘুমের আগে আমাদের প্রত্যেকেরই দৃঢ় পণে মনে করা উচিত যে, আমরা সূক্ষ্মলোকে গিয়ে যেন কিছু মঙ্গলময় কাজ করতে পারি; সেখানে অশান্তির মাঝে পড়ে যে কষ্ট পাচ্চে তাকে যেন শান্তি দিতে পারি; যে দুর্ব্বল ও অবসন্ন হয়ে পড়েছে তাকে যেন শক্তি দিতে পারি ও উত্তেজিত ও আর্ত্তজনকে যেন প্রবোধ দিয়ে শান্ত করতে পারি। সূক্ষ্মলোকে এইভাবে করবার মত অসংখ্য কাজ আছে এবং এইরূপ সাহায্যকারীরও তথায় খুব বিশেষ দরকার। সুতরাং, আমরা যত বেশী সংখ্যায় ঐ কাজের উপযুক্ত হতে পারি, যত বেশী সংখ্যায় সূক্ষ্মদেহযুক্ত হয়ে সজ্ঞান অবস্থায় থাকতে পারি ততই মঙ্গল। অনেক শিশু-আত্মাও ঐ লোকে সূক্ষ্মদেহে কত সুন্দর সুন্দর কাজ করছেন।

এইখানে এই কথাটী বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, কোনও লোককে সূক্ষ্মদেহে সজ্ঞান অবস্থায় রাখা সহজ ও সম্ভব হতে পারে; কিন্তু তার সজ্ঞান সূক্ষ্মদেহকে, অর্থাৎ সূক্ষ্মলোকের জাগ্রত আত্মাটিকে পুনরায় ঘুম পাড়িয়ে ফেলা প্রায় অসম্ভব; অনেক সময় অবাঞ্ছনীয় মেসমেরিজ্‌ম দ্বারা তাহা সম্ভব করে তুলতে হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূক্ষ্মদেহযুক্ত হয়ে আমরা স্থূলদেহের ও স্থূলজগতের স্মৃতি মনে রাখতে পারি, কিন্তু স্থূলদেহযুক্ত হয়ে সূক্ষ্মদেহের ও সূক্ষ্মলোকের স্মৃতি কদাচ সর্ব্বদা মনে রাখা যায় না।

অনেক সময় নিদ্রাবস্থায় মানুষ ঘুরে বেড়ায় (Somnambulism); ইহার কারণ হচ্চে এই যে, স্থূলদেহ থেকে সূক্ষ্মদেহ ও মনোদেহ সরে গেলেও Ego (আত্মা) অনেক সময় স্থূলদেহ দ্বারা অনেক কাজ করতে পারে; এই কারণেই অনেকে ঘুমন্ত অবস্থায় এত ভাল সুন্দর কবিতা লিখতে পারে, এত সুন্দর ছবি আঁকতে পারে যা তার জাগ্রত অবস্থার ক্ষমতায় কুলাবে না।

ইহা ছাড়া, নিদ্রা-ভ্রমণের আরও কারণ আছে; অনেক সময় ঐ স্থূলদেহ আপনা হতেই (automatically) কাজ করে থাকে। অনেক সময় বাড়ীর চাকর রাতদুপুরে নিদ্রাবস্থায় মনিবের জন্য তামাক সাজতে বসে, পাচিকা নিদ্রাবস্থায় উঠে উনুনে আগুন দিয়ে রাঁধবার যোগাড় করে। এইভাবের অভ্যস্ত কাজ স্থূলদেহ আপনা হতেই করতে পারে। অথবা ঘুমের আগে যে কাজটা করবার কথা সে গভীরভাবে মনে করেছিল, ঘুমের মাঝে তার স্থূলদেহ সেই কাজটা নিজে থেকেই আপনা হতে করতে চায়।

আবার ঘুমন্ত অবস্থায় নিদ্রিত দেহটির মধ্যে অপর কোনও আত্মা (outside entity, incarnate or discarnate) প্রবেশ ক'রে সেই দেহটীকে এইসব কাজে প্রবৃত্ত করে। কিন্তু ঘুমন্ত দেহটির মধ্যে অপর আত্মার প্রবেশ প্রায়ই ঘটে না, যেহেতু নিদ্রিত স্থূলদেহটিকে ছেড়ে সূক্ষ্মদেহ অন্যত্র সরে গেলেও সে ঐ স্থূলদেহটির সঙ্গে দৃঢ় সম্বন্ধ বজায় রাখে; তাই যে মুহূর্ত্তে ঐ দেহটীর উপর কোনও ক্ষতিকর কাজ করবার সম্ভাবনা হয় তৎক্ষণাৎ সেই সূক্ষ্মদেহ তার নিজ দেহে ফিরে আসে ও নিদ্রাভঙ্গ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোহাবস্থাটা (Trance) ঠিক এই নিদ্রাবস্থার মতই। অস্বাভাবিকরূপে, বা বিবিধ উপায়ে ঐ মোহরূপ নিদ্রা আনা হয়! চক্রের মধ্যে (seances) মিডিয়ামের সূক্ষ্মদেহ তৎক্ষণাৎ সাধারণতঃ স্থূলদেহের অজ্ঞান অবস্থার মধ্যে সেই স্থূলদেহটিকে ত্যাগ করে চলে যায়। সে তখন সূক্ষ্মদেহ নিয়ে বহু কাজ করতে পারে। বহুদূরে যেতে পারে ও তথাকার সংবাদ সংগ্রহ করে স্থূলদেহে ফিরে আসতে পারে। তার মোহগ্রস্ত স্থূলদেহের দ্বারা সে ঐ ঐ সমুদয় বৃত্তান্ত প্রকাশ করে, কিন্তু জ্ঞান হবার পর সূক্ষ্মদেহের ঐসব ক্রিয়াকলাপ বা ঘটনার বিষয় তার আদৌ মনে থাকে না। কারণ সূক্ষ্মদেহের কার্য্য ও স্মৃতি স্থূলদেহের স্মৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক। তাই নিদ্রার মধ্যে সূক্ষ্মদেহ নিয়ে স্বাধীনভাবে কাজকর্ম্ম করে ফিরে এলে সূক্ষ্মদেহের কোনও কাজকর্ম্মের স্মৃতি স্থূলদেহের মস্তিষ্কের মধ্যে উদয় হয় না। তবে সাধনা ও প্রক্রিয়ায় সূক্ষ্মদেহের উন্নতি করে তার কার্য্যকলাপ ও স্মৃতিশক্তি স্থূলদেহের মস্তিষ্কের মধ্যে আনা সম্ভব হয়।

অনেক সময় ঘুম ভেঙ্গে মনে হয় কি দেখা গেছে, কিন্তু মনে আনা যাচ্চে না। আবার কখনও বা স্থূলদেহ ও মস্তিষ্কের মধ্যে তার ক্ষণিক ছাপ আনা সম্ভব হয়। সূক্ষ্মদেহে কোনও বিষয় দেখবার বা করবার সময় যদি আত্মা বিশেষ প্রবলভাবে বোধ করেন যে, তাহা স্থূলদেহেও মনে রাখা দরকার তখনই ঐমত একটা ক্ষণিক ছায়া জাগ্রত অবস্থায় মনে ওঠে, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সেটা মন থেকে চলে যায়—আর মনে আনা যায় না; তখন মনে আনবার জন্য যতই চেষ্টা করা যাবে তত বেশী মন থেকে সরে যাবে।

আবার অনেক সময় মানুষের স্থূল মস্তিষ্কে হঠাৎ এক অভিনব জ্ঞানের সঞ্চার হয়; সূক্ষ্মদেহে কার্য্য করবার সময় হয়ত তাহা লাভ হয়েছে, কিন্তু জাগরণের পর আর মনে থাকে না যে, কিভাবে ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোথায় ঐ জ্ঞান লাভ হোল। এরূপ ঘটনা অনেক দেখা যায় যে, একটা কঠিন অঙ্ক কোনও মতেই কষতে পারা যাচ্ছিল না, কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে সেটা কষতে বসায় একটা নূতন ধরণে তা করা হোল এবং তা নির্ভুলভাবে শেষ হোল। যে ব্যাপারটা কোন মতেই আদৌ বোঝা যাচ্ছিল না, একদা নিদ্রাভঙ্গের পর তা হঠাৎ বোধগম্য হয়ে পড়ল ও নূতন আলোকের সন্ধান মিলল।

যেখানে স্থূলমস্তিষ্ক ঠিকমত respond করতে পারে, সেইখানেই সূক্ষ্মদেহের কার্য্যাদি সবই স্পষ্ট স্বপ্নের আকারে মনে থাকে।

সূক্ষ্মদেহে থাকবার সময় কেহই এই চিন্তা করে না যে, স্থূলদেহে এসব ব্যাপার মনে থাকবে কি না। তারা সূক্ষ্মদেহ নিয়ে এতই স্বাধীন বোধ করে, সূক্ষ্মলোকে জীবনের এতই পরিপূর্ণ আনন্দ ভোগ করে যে, প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৯ জন আর স্থূলদেহে ফিরে আসতে চায় না। যদি তারা ফিরে আসতে বাধ্য না হোত তবে তারা কদাচ এই শৃঙ্খলিত, দূষিত, জর্জ্জরিত ও স্থূলত্বগঠিত দেহে ফিরত না। সকলেই স্থূলদেহে ফিরে আসে —যেমন করে অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেরাণীবাবু প্রত্যহ অফিসে যান।

যারা বেশ উন্নত প্রকৃতির ব্যক্তি, আত্মিক জ্ঞান যাদের বেশ পরিস্ফুট, তাদের সূক্ষ্মলোক ও স্থূললোকের মধ্যে ইথিরিক সংযোগ ঠিকমত গঠিত হয়; সেইজন্য তাঁদের এই দুই লোক সম্বন্ধে সব সময়েই অবিভক্তভাব ও নির্ম্মলভাব প্রকাশিত হয়। সাধারণ ব্যক্তির কাছে দিনের বেলায় আসে জ্ঞান এবং রাত্রে আসে বিস্মৃতি; কিন্তু দিবারাত্র সব সময়েই এদের কাছে জ্ঞান সমানভাবে বিরাজ করে। অনেক ব্যক্তির জীবনে নানাপ্রকার প্রক্রিয়া অবলম্বনে, বা রোগ ও দুর্ঘটনা দ্বারা অনিচ্ছাক্রমেই এই দুই লোকের জ্ঞানের মধ্যেকার বাধার পর্দ্দা ছিন্ন হয়ে যায় এবং তখন হতে ইহারাও সূক্ষ্মদেহের স্মৃতি ও সূক্ষ্মলোকের জ্ঞান সর্ব্বদাই স্মরণে রাখতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানসিক উন্নতির উপর স্বপ্ন-জীবন নির্ভর করে। যে ব্যক্তি মনের উপর আধিপত্য লাভ করেছে, যখন ইচ্ছা যেমন ইচ্ছা চিন্তা করতে পারে—তার স্বপ্নও খুব পরিষ্কার, স্পষ্ট, অর্থপূর্ণ ও এমন কি শিক্ষাপ্রদ হয়। আমরা আমাদের স্থূলদেহের মস্তিষ্ক বা ব্রেনকে যতই আয়ত্তে আনতে পারব, মানসিক তরঙ্গরাশি যতই তার মধ্যে লীলায়িত হবার শিক্ষা সে পাবে ও অভ্যাস হবে, ততই আমাদের নিদ্রিত ও জাগ্রত অবস্থার মধ্যেকার স্মৃতি ও জ্ঞানের ব্যবধান দূর হবে এবং ততই আমরা নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নবৃত্তান্তগুলি খুব স্পষ্টভাবে স্মরণ রাখতে পারব।

সাধারণ ঘটনাবলীর স্বপ্ন দ্বারা সূক্ষ্মদেহের কার্য্যের কোনও ব্যাঘাত হয় না ; কারণ ঐ স্বপ্ন স্থূলদেহের মস্তিষ্কের মধ্যে ঘটে এবং তৎকালে আসল মানুষ সূক্ষ্মদেহে হয়ত অন্য কাজে ব্যস্ত আছে। অবাঞ্ছনীয় চিন্তারাশি যতক্ষণ না উদিত হয় ততক্ষণ স্থূল মস্তিষ্কের কার্য্যের দ্বারা স্থূলদেহের কাজের কোনও ব্যাঘাত হয় না। নিদ্রার পূর্ব্বে যে ভাবের চিন্তা আমরা গভীরভাবে করি, স্বপ্নের মাঝে সেই ভাবের ও প্রকৃতির দ্বারা আমাদের সূক্ষ্মদেহ ও মন আকৃষ্ট থাকে। তাই নিদ্রার পূর্ব্বেকার চিন্তার ভাল মন্দ প্রকৃতির দ্বারা আমাদের স্বপ্ন বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।

আমাদের মধ্যে যে কয়টী দেহ আছে, অর্থাৎ স্থূলদেহ, ইথিরিক দেহ, Astral বা সূক্ষ্মদেহ, মনোদেহ ইত্যাদি—তাদের পরস্পরের মধ্যে একটি সম্বন্ধ সূত্র আছে। ঐ সূত্রটী আমরা সাধনা ও অভ্যাস, যোগ ও জ্ঞানের দ্বারা যতই উজ্জ্বল মার্জ্জিত ও পরিষ্কার করে তুলতে পারব ততই আমরা প্রত্যেক দেহের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার জ্ঞান বা স্মৃতি বজায় রাখতে পারব। সর্ব্বপ্রথম দেহ ও মনের পবিত্রতা চাই। তারপর চাই পবিত্র ও দৃঢ়মনে যোগসাধনা ও ইচ্ছা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইভাবে নিজেকে তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গেই গুরু উপস্থিত হন এবং তাহাকে ঠিক পথে চালিত করেন। ইহাই বিধি-নির্দ্দিষ্ট বিধান। এইভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হলে সে একদিন দেখবে যে, সে জাগ্রত অবস্থার মধ্যেই কেমন হট্ করে তার স্থূলদেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্মদেহ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে; তার জ্ঞান ঠিক থাকে; ঐ অবস্থায় সে যা করে, যা দেখে তা ঠিকমত জানতে ও বুঝতে পারে। এইভাবে অভ্যাস ও যোগবলে সে সমস্ত দেহের মধ্য দিয়ে ঘুরে ফিরে আসে। এই সম্বন্ধে ঘটনা আমি পরে জানাব। এইরূপে সে সম্পূর্ণ সত্যভাবে সূক্ষ্মজগতের ও মনোজগতের কার্য্যাবলী দেখে ও শোনে এবং তাই মনে করে সঙ্গে নিয়ে আসে। এইভাবেই সূক্ষ্মলোকের, মনোলোকের সমস্ত বৃত্তান্ত সত্যরূপে আমাদের কাছে আজ ধরা পড়েছে। শুধু নিদ্রা ও মোহের মাঝেই নয়—সজ্ঞান অবস্থার মধ্যেও ঐ সব জেনেছি, দেখেছি ও বলছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত ব্যক্তির সূক্ষ্মদেহ

মৃত ব্যক্তির সূক্ষ্মদেহ। মৃত্যু হলে স্থূলদেহ ত্যাগ করে 'জ্ঞান' কিছুক্ষণের জন্য ইথিরিক দেহ (Etheric body) অবলম্বন করে থাকে ও তারপরে সে সূক্ষ্মদেহ (Astral body) অবলম্বন করে। তাই মৃত্যু হচ্চে ঠিক যেন পরের পর, একটির পর একটি দেহাবরণ ত্যাগ করার মত। প্রথমে ত্যাগ করা হয় স্থূলদেহ, তারপর ইথিরিক দেহ; তারপর যে সূক্ষ্মদেহ ধারণ করা হয় তাও আবার যথাকালে ত্যাগ করে মনোদেহ অবলম্বন করে মনোজগতে (স্বর্গলোক বা mental plane) যেতে হয়। তাকে বলা হয় দ্বিতীয় মৃত্যু; সে সম্বন্ধে আমরা পরে দেখব।

আমি আগেই বলেছি যে, আসল মৃত্যুতে কোন কষ্ট নেই। যতই রোগভোগ হোক না কেন, মৃত্যুর সময় কোন যাতনাই আত্মা ভোগ করেন না; মৃত ব্যক্তির মুখে যে শান্ত সৌম্য ভাব আমরা সাধারণতঃ দেখি ইহার দ্বারা তার যাতনাহীন মৃত্যুর কথাই বোঝা যায়। মৃত্যুর পরই অনেক আত্মাকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেও এই উত্তরই পাওয়া গেছে যে, মৃত্যুতে কোন কষ্টই হয় না।

মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই সারা জীবনটা তার চোখে ভেসে ওঠে। সারা জীবনের সব খুঁটিনাটি, সব ছবি স্পষ্টরূপে সে একসঙ্গে সবটা দেখতে পায়। এই সময় সে সত্যরূপে তার নিজত্ব বুঝতে পারে।

মৃত্যুর পর মুহূর্ত্তেই তার জ্ঞান কতকটা শান্ত ও স্বপ্নাচ্ছন্ন মনে হয়। কখনও বা সে কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়ে থাকে; এই অজ্ঞানতা কয়েক মুহূর্ত্ত হতে কয়েক ঘণ্টা, কয়েক দিন, বা কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহের মধ্যে একটা বিশেষ স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে; তাই মৃত্যুর পরও সূক্ষ্মদেহের ছায়া (counterpart) অভ্যাসানুসারে অভ্যস্ত আকারেই থাকে; সেইজন্যই মৃত্যুর পরও স্থূলদেহের কোনও পরিবর্ত্তন বা বিকৃতি প্রায় দেখা যায় না। তবে সূক্ষ্মদেহ কামনার (Thought) দ্বারা গঠিত বা পরিবর্ত্তিত হয় বলে, যে ব্যক্তির মৃত্যুর পরও নিজেকে প্রকৃত বয়সের চাইতে ছোট বলে ভাবে তার স্থূলদেহও মৃত্যুর পর তরুণ বলে দেখায়। এইরূপে, ইচ্ছার জন্যই (desire elemental) মৃত্যুর পর সূক্ষ্মদেহের খুব আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন দেখা যায়। ঐ সময় মনে হয়, সে যেন একটা সূক্ষ্ম আবরণের বাক্সের মধ্যে আছে; সেখান থেকে সে সর্ব্বনিম্ন স্তরের কার্য্যাবলী দেখতে ও শুনতে পায়। তখনকার তার অবস্থায় সে সেইলোকের সর্ব্বোত্তম গুণাবলীর পরিচয় লাভ করতে পারে না। কারণ, তার তখনকার সূক্ষ্মদৈহিক শক্তিতে উচ্চস্তরের স্পর্শ পাওয়া যায় না। তাই সে সেই সময় যাদের দেখে তাদের মধ্যেই অবাঞ্ছনীয় গুণাবলী দেখতে পায়; নিম্নস্তরের (lowest and coarsest) অনুভূতির মধ্যে সে থাকে বলেই তার চারিদিকের সব মানুষকেই সে তখন রাক্ষসের ন্যায় পাপী দেখে; সেই স্থানটাকেও সে নরক বলে মনে করে।

ক্রমশঃ তার সর্ব্বপ্রাথমিক ঐচ্ছিক কঠিন আবরণ, যা সে নিজে ইচ্ছা করেই তার সূক্ষ্মদেহের চতুর্দ্দিকে রক্ষা কবচের মত জড়িয়েছিল, খসে যেতে থাকে; ক্রমশঃই সে সূক্ষ্মলোকের পরের পর স্তরে উঠতে থাকে ও সেই সেই উচ্চস্তরের ভাবধারা অনুভব করতে পারে। প্রত্যেক স্তরে থাকবার উপযোগী ('amount and activity of matter) বস্তু তার সূক্ষ্মদেহে যে পরিমাণে ও যে তেজে থাকে, সেও তদনুরূপ সময় প্রত্যেক স্তরে (Sub-plane) কাটায়; এইরূপে উচ্চ, উচ্চতর স্তরে সে উঠতে থাকে। কিন্তু তা-বলে যেন মনে করা না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় যে, সে প্রকৃতই বুঝি উপর দিকে উঠে যায়। সে যে স্থানে থাকে সেখান থেকে এক ইঞ্চিও সরে না গেলেও তার উচ্চস্তরে ওঠা সম্ভব হয়। শুধু তার জ্ঞানের পরিধি বাড়তে থাকে মাত্র (he rather transfers his consciousness from one level to another)। প্রথম স্তরে তার থাকা শেষ হলেই দ্বিতীয় স্তরের উপযোগী জ্ঞাননেত্র তার প্রস্ফুটিত হয়; প্রথম স্তরের যাবতীয় দৃশ্য তার কাছে লোপ পেতে থাকে এবং দ্বিতীয় স্তরের দৃশ্যাবলী তার চোখের সামনে ভাসতে আরম্ভ করে; ইহাকেই বলে উচ্চস্তরে গমন। এইরূপে একদিকে যেমন তার এক এক স্তরের জ্ঞানের আলোক নিবতে থাকে ও উচ্চস্তরের জ্ঞানের নেত্র প্রস্ফুটিত হতে থাকে, অমনি সেও ক্রমশঃ উচ্চস্তরের যাবতীয় ব্যাপার দেখবার ও শোনবার অধিকারী হয়। একদিকের দৃশ্য যেমন লোপ পেতে থাকে অন্য স্তরের দৃশ্য তেমনি তার সামনে উদয় হতে থাকে। 'Thus one world with its scenery and its inhabitants would seem to fade slowly away from his view, while another world would dawn upon him'. এই সময় সে উচ্চস্তরের ভাবধারা দেখতে পায় বলেই এখন সে মনে করে যে, সবাই বুঝি ক্রমশঃ উন্নত স্বভাববিশিষ্ট হয়ে পড়েছে ও তাদের মধ্যে বুঝি খারাপ যা কিছু তার লোপ হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। তার মধ্যেকার নিম্নস্তরের ভাবধারা ক্রমশঃ লোপ পাচ্চে বলে এবং তারই ভাবধারা ও দৃষ্টিশক্তি উচ্চস্তরে উঠছে বলে, সে শুধু উচ্চস্তরের ভাবধারা ও দৃশ্যাবলীই দেখতে পাচ্চে। নীল চশমা পরে যা কিছু দেখা যায় তাই যেমন নীল মনে হয়, তার উন্নত দৃষ্টিশক্তির সামনে তেমনি শুধু উন্নত বাস্তবলোকের রূপই ধরা পড়ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারলৌকিক জীবন

পারলৌকিক জীবন। পরলোকের পরিচয় লাভ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি মানুষের মৃত্যুর পর তার পারলৌকিক জীবন কিভাবে কাটে তার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছি। মৃত্যুর পর মানুষের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। তার শুধু স্থূলদেহটাই থাকে না, নইলে মৃত্যুর আগেও সে ঠিক যেমন ছিল মৃত্যুর পরও ঠিক তেমনি মানুষ থাকে। যে প্রকৃতির, যে বিদ্যাবুদ্ধির, যে মনমেজাজের, যে পাপ-পুণ্যের মানুষ সে জীবিত অবস্থায় ছিল, মৃত্যুর পরও সে ঠিক সেইমত বিদ্যাবুদ্ধি, মনমেজাজ, পাপপুণ্যে ঘেরা থাকে। গা থেকে তার ওভারকোটটা খুলে ফেললে যেমন সেই মানুষের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না, মৃত্যুতেও তেমনি স্থূল-দেহটা ফেলে দেওয়া ভিন্ন আর কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। ওপরের ভারী কোটটা খুলে ফেলে যেমন আমরা নিজেদের কতকটা হালকা ও স্বাধীন ভাবি, এখানেও ঠিক তেমনি স্থূলদেহ ত্যাগের পর নিজেকে সে অধিকতর হালকা ও স্বাধীন ভাবে।

ঐখানে গিয়ে সে বাহ্যিক কোনও পুরস্কার বা শাস্তি পায় না; ইহজগতে থাকাকালীন সে যেভাবে চিন্তা করত ও কাজ করত সেই সব চিন্তা ও কার্য্যের স্বাভাবিক ফলটাই শুধু তাকে এক্ষণে ভোগ করতে হবে মাত্র। ইহলৌকিক চিন্তা ও কার্য্যের দ্বারাই তার পারলৌকিক অবস্থা সৃষ্ট হয়।

'মৃত্যুতে সব সমান হয়ে যায়' কবিরা এই কথা বলেন। কিন্তু ইহা সত্য নহে। ইহাতে কি করে সব সমান হয়ে যাবে? দেহটা ত্যাগ করে গেলেও তার চরিত্র ও বুদ্ধিবৃত্তির ত কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। তাইত ইহলোকেও যেমন বিভিন্ন বুদ্ধি ও প্রকৃতির ব্যক্তি আছেন ওপারেও তেমনি বিভিন্ন বুদ্ধি ও প্রকৃতির ব্যক্তি আছেন। সুতরাং, এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথাটাই আমাদের খুব ভাল করে বুঝতে হবে ও জানতে হবে; জানতে হবে ও প্রচার করতে হবে যে, মৃত্যু—জীবনেরই একটা অংশ মাত্র; বর্ত্তমান স্থূলদৈহিক জীবনের ক্রমচলমান যাত্রার একটা গতি মাত্র।

তাই মৃত্যু হবামাত্রই যেমন সে সর্ব্বপ্রথম সূক্ষ্মলোকে (পরলোকে Astral plane) গিয়ে হাজির হয়, তখন সে আদৌ বুঝতে পারে না যে তার মৃত্যু হয়েছে; ক্রমশঃ তার মৃত্যুর কথা সে বুঝতে পারলেও ইহলোকের সঙ্গে পরলোকের যে কি পার্থক্য তা সে তখনও বুঝতে পারে না। সে ঠিক তেমনি সব দেখচে, তেমনি সব শুনচে, তেমনি বুঝছে, তা'হলে আর তার মৃত্যু কোথায় হোল?

পরলোকের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে ইহলোকে থাকাকালীন যদি সে কোনও জ্ঞানলাভ না করে থাকে, তা'হলে সে হঠাৎ কতকগুলি অস্বাভাবিক ও অবাঞ্ছিত অবস্থা দেখে সে কতকটা বিস্মিত ও মুহ্যমান হয়ে পড়ে; শেষে সে, এইরূপই হওয়া বুঝি স্বাভাবিক এই ভেবে মনে সান্ত্বনা পায়।

কিন্তু পার্থক্য বুঝতে তার দেরী হয়। নূতন জগতের দিকে তাকিয়ে সে সর্ব্বপ্রথম চোখ খুললেই দেখতে পায় তার চিরপরিচিত ইহলোকের মত সবই ঠিক তেমনি আছে। তেমনি ত দেখাবেই, কারণ এই স্থূলজগতের সব জিনিসেরই, প্রতি অণুপরমাণুরই ত সূক্ষ্মদেহ আছে; সব কিছুরই ত প্রতিবিম্ববৎ প্রতীয়মান হচ্চে। তাই ত সে দেখছে তার চিরপরিচিত সেই ঘর, সেই দেওয়াল, সেই আসবাবপত্র সবই ঠিক তেমনি আছে। তাই কোনও পরিবর্ত্তন সে প্রথম প্রথম আদৌ বুঝতে পারে না।

কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে, ক্রমশঃ প্রকৃত ব্যাপার সম্বন্ধে তার একটু একটু জ্ঞান জন্মাতে থাকে; ক্রমশঃ সে দেখে যে, যদিও সে তার আত্মীয়স্বজনকে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু সে তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কইতে পাচ্চে না। সে ত তাদের সঙ্গে কথা কইচে, কিন্তু তারা ত সে কথা শুনতে পাচ্চে বলে বোঝা যাচ্চে না; সে তাদের স্পর্শ করার চেষ্টা করচে, কিন্তু তাতে ত সে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পাচ্চে না। তখন সে ভাবে যে তবে বুঝি সে স্বপ্ন দেখছে।

কিন্তু ক্রমশঃ আরও ভাবে যে, তার যন্ত্রণা বা রোগটা কোথায় গেল? আর এই যে ইচ্ছা হবামাত্রই কামনাগুলি রূপ ধরে পূর্ণতা পাচ্চে তার সামনে এইটাই বা কি ব্যাপার? তারপর ক্রমে ক্রমে সে তার বন্ধুবান্ধবদের সূক্ষ্মমূর্ত্তি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের ইচ্ছা ও কামনা-গুলি সব বুঝতে পারে; এখন তাদের হিংসা, দ্বেষ, প্রেমপ্রীতি, সবই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই, যদিও জীবিত ব্যক্তিরা ভাবে যে, যে মরে গেল তাকে হারাতে হোল, কিন্তু মৃত ব্যক্তিরা জীবিত ব্যক্তিদের এরূপভাবে হারায় না।

পরলোকে যাবার পর তার আর স্থূলদেহ থাকে না। এখন সে শুধু সূক্ষ্মদেহ নিয়েই থাকে। বন্ধুবান্ধবদের, আত্মীয়স্বজনদের কামনা ইচ্ছা ইত্যাদি মনের ভাবধারাগুলি ঐ সূক্ষ্মদেহকে খুব বেশী আনন্দিত করতে পারে। তাই এপারের আত্মীয়স্বজনদের শোক ও হাহাকার তাদের সূক্ষ্মদেহে ভীষণ তরঙ্গ তুলে দারুণ যন্ত্রণা দেয়। তেমনি এপারের আত্মীয়দের ভালবাসা ও প্রার্থনা তাদের উচ্চ যাত্রার পথে অনেক শান্তি ও শক্তি এনে দেয়। মৃত্যুতে তাই শোক করা অন্যায়। আমরা মৃত ব্যক্তির আত্মার তৃপ্তি ও শান্তির জন্য আমাদের goodwill বা সৎকামনা যতই তার দিকে পাঠাতে পারব, তার আত্মার শান্তির জন্য শ্রীভগবানের কাছে যতই প্রার্থনা করতে পারব, ততই সেই আত্মার প্রীতি ও শান্তি আসবে। মৃত আত্মার মঙ্গল করার ইহার চাইতে আর অন্য উপায় নেই।

Condolence Meeting বা শোকসভা ও শ্রাদ্ধাদির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্চে পরলোকগত আত্মার প্রতি আমাদের সমবেত শুভেচ্ছা (collec-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

tive goodwill) প্রেরণ করা ; তাতে সেই আত্মার উন্নতির সাহায্য হবে। স্মৃতিবার্ষিকী বা শোকসভা ইত্যাদিতে কেঁদে বাহাদুরী জানিয়ে কোনও লাভ নেই ; ওতে বরং তার ক্ষতি করা হয়। তার চেয়ে পরলোকগত আত্মাকে অন্তর্মুখী করে দেওয়া উচিত। জানাতে হবে তুমি অমর, তোমার অনন্ত জীবন, তোমার মৃত্যু নেই। আশ্বাস দেওয়া উচিত আমরা তোমার আদর্শ মানব ; তোমার নির্দ্দেশ মত পথে আমরা চলব। প্রথম প্রথম আত্মীয়স্বজনদের চিন্তা ঐ আত্মাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। অতএব চিন্তা করতে হলে পার্থিব চিন্তা না করে, যাতে উন্নতি হয় সেই চিন্তাই করা উচিত ; প্রবল শুভেচ্ছা তরঙ্গ প্রেরণ করা দরকার।

স্থানবিশেষে এই সব সদিচ্ছার ফলও অসামান্য হয়। যেমন গয়াধাম goodwill-এর কেন্দ্রস্থল। ঐখানের ইথারে বাতাসে আত্মার নাম করা মাত্রই প্রবল ইচ্ছাশক্তি তরঙ্গের দ্বারা চালিত হয়ে সেই আত্মার পারলৌকিক উন্নতি হবেই।

প্রথম প্রথম ঐখানে গিয়েই সে স্থূল জিনিসের যে সকল সূক্ষ্মদেহ দেখবে তাতেই যে সে স্থূলদেহটীকে চিনতে পারবে তা নয়। ঠিকমত সকল দেহ চিনবার শক্তিলাভ করতে তার সময় ও অভিজ্ঞতা দরকার হবে। তাই প্রথম প্রথম তার দেখাশোনার ও কাজকর্ম্মের মধ্যে অনেক অস্পষ্টতা থাকে। ভূতুড়ে উৎপাত সম্বন্ধে, পাথর ছোঁড়া, নানান ভৌতিক কাণ্ড দেখা ইত্যাদি সম্বন্ধে তাই সব সময় স্পষ্ট অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না।

মৃত্যুর পরও অনেক সময় বুঝতে পারে না যে, তার নিদ্রা, আহার বা জীবনধারণের জন্য কোনও কাজ করবার দরকার নেই ; তাই সে তার ইচ্ছাশক্তি বলে খাদ্যাদি প্রস্তুত করে আহার করতে বসে, অথবা সে বাস করবার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করতে প্রবৃত্ত হয়। আবার অনেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় সে তার পূর্ব্ব অভ্যাস অনুযায়ী দরজা বা জানালার মধ্য দিয়েই যাতায়াত করে; সে বুঝতে পারে না যে, দেওয়াল ইত্যাদি সর্ব্ব রকম পদার্থের মধ্য দিয়েও যাতায়াত করবার শক্তি তার সূক্ষ্মদেহে আছে। সে আকাশে উড়ে যাবার শক্তিযুক্ত থাকলেও, তা প্রথম প্রথম ভুলে গিয়ে পূর্ব্ব অভ্যাসমত মাটির উপর দিয়েই হাঁটতে থাকে। ইহলোকে জীবিতাবস্থায় মানুষ যদি পরলোকের এই সব ব্যাপার জানতে পারে তবে মরণের পর ওপারে গিয়ে তাকে আর উদ্‌ভ্রান্ত, মুহ্যমান ও স্তম্ভিত হতে হয় না। ইহলোকে জীবিত অবস্থায় কেউ যদি এই সব ব্যাপার কেবলমাত্র শুনে রাখে এবং সেগুলো কাল্পনিক ব্যাপার মনে করেও থাকে তবুও মৃত্যুর পর ঐখানে গিয়ে তার অনেক সুবিধা হবে।

মৃত্যুর পর যে'লোকে' যেতে হয় সেটাকে 'কামলোক' বলা হয়; অর্থাৎ তাহা হচ্চে ইচ্ছা বা কামনার রাজ্য। উহা এই স্থূলজগতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে আছে; কেউ কারও অবস্থান বা সান্নিধ্য বিশেষ সাধনালব্ধ জ্ঞান ভিন্ন বুঝতে পারে না। যাদের স্থূলদেহ ত্যাগ হয়েছে অথচ যাদের মধ্যে কামনা বাসনাগুলি বর্ত্তমান আছে, তারাই ঐ কামলোকে (Astral plane) বাস করে। ইহাকে প্রেতলোকও বলে। স্থূলদেহ ত্যাগ হলেও যার মধ্যে পশু স্বভাব (animal nature) বর্ত্তমান থাকে, তাকেই বলা হয় 'প্রেত'।

এক্ষণে আপনারা সকলেই বুঝতে পারবেন যে, পরলোক সংক্রান্ত শিক্ষা ইহজীবনেই পাওয়া আমাদের পক্ষে কত আবশ্যকীয়। যেখানে একদিন যেতেই হবে, এই দেহ ত্যাগ করে আজ হোক, কাল হোক একদিন যেখানে গিয়ে এক অজ্ঞাত ও ভয়ঙ্কর অনিশ্চিতের মধ্যে পৌছুতেই হবে, আগে থেকে সেখানকার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার কতই না সার্থকতা। কিন্তু সে শিক্ষা আমরা পাই না। নিশ্চিত যাবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থানটি আমাদের কাছে পরম রহস্যাবৃত ও অজ্ঞাতই থেকে যায়। তাই সেখানে হঠাৎ গিয়ে যখন আমরা পৌঁছাই, তখন তথাকার অজ্ঞাত ও বিস্ময়কর নবতম ব্যাপারে আমরা সত্যই স্তম্ভিত হয়ে যাই। কখনও বিস্ময়, কখনও বা ভীতি আমাদের ঐখানে প্রথম প্রথম ঘিরে ফেলে। সৌভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমানে অনেক জীবিত ও মৃত মহাপ্রাণ ব্যক্তি ঐ অবস্থায় পতিত আত্মাদের শিক্ষার ও জ্ঞানের আলোক বিতরণ করছেন। কিন্তু জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ ইহলোকের ন্যায় পরলোকেও সৎশিক্ষা ও সৎজ্ঞান সহজে গ্রহণ করতে চায় না। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে পরলোকের সম্বন্ধে যারা জ্ঞানলাভ করে যান, তাদের পারলৌকিক জীবন পরম আনন্দময় হয়; তারা শান্ত মনে ও সৌম্য চিত্তে ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কামনা বাসনা পূর্ণ করতে পারে। ওখানে সে যেখানে খুশি যেতে পারে, যাহা ইচ্ছা করতে পারে; সে তথায় মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গমের মত অবাধ ও স্বাধীন।

ইহলোকে জীবিতাবস্থায় মানুষ প্রধানতঃ তার কামনা বাসনার (passions, desires and emotions) দ্বারাই তার সূক্ষ্মদেহের গুণাবলী উৎপন্ন করে; ইহার সঙ্গে তার চিন্তারও যোগ থাকে এবং তাহার স্থূলদেহের নানাবিধ কার্য্যের অভ্যাস, যথা—আহার, বেশভূষা, পরিচ্ছন্নতা, সংযম ইত্যাদিরও সাহায্য পায়। কুৎসিৎভাবে জীবন-যাত্রার ফলস্বরূপ যে সূক্ষ্মদেহ নির্ম্মিত হয় তাও সূক্ষ্মলোকের কুৎসিত ও নিম্নতম ভাবধারার সহিত খুবই সংযুক্ত থাকে। উচ্চভাবে চালিত জীবনযাত্রার ফলে যে সূক্ষ্মদেহ নির্ম্মিত হয় তাহা সূক্ষ্মলোকের উচ্চ-স্তরের ভাবধারার সহিত বিশেষভাবে সংযুক্ত ও প্রভাবিত হয়ে যায়। তাই, ইহার পারলৌকিক জীবন খুবই অল্প কষ্টের কারণ হয় এবং তাহার ক্রমোন্নতি খুবই ত্বরান্বিত ও সহজ হইয়া থাকে। ইহলোকে যদি কু-ভাব প্রণোদিত ও কু-ইচ্ছাচালিত জীবন সে যাপন করে এসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে এবং সৎভাবগুলিকে তাচ্ছিল্য করা হয়ে থাকে, তা'হলে তার সূক্ষ্মদেহ মৃত্যুর পরও বহুদিন বজায় থাকে। কিন্তু যদি ইহলোকে সু-ইচ্ছা প্রণোদিত কাজেই নিজেকে নিযুক্ত করা হয়ে থাকে, সদিচ্ছাই হয়ে থাকে মূলমন্ত্র, সৎকাজই ছিল যার অভ্যস্ত ব্যাপার, তাকে সূক্ষ্মদেহ নিয়ে কামলোকে বেশীদিন থাকতে হবে না। শীঘ্রই Astral দেহ ত্যাগ করে সে মনোদেহ নিয়ে মনোলোকে (স্বর্গলোকে) চলে যায়। উহাকেই বলা হয় দ্বিতীয় মৃত্যু। ইহলোকের প্রথম মৃত্যুতে সে যেমন তার স্থূলদেহটাকে স্থূলজগতে ফেলে, সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে সূক্ষ্মজগতে গিয়েছিল—এবারে তেমনি সে তার সূক্ষ্মদেহটাকে সূক্ষ্মলোকে ত্যাগ করে মনোদেহ নিয়ে মনোলোকে প্রস্থান করে।

যে ব্যক্তি খুবই সুন্দর, সৎ ও নিঃস্বার্থ ইহলৌকিক জীবন যাপন করে এসেছে, যার সব কার্য্য চিন্তা ও আচরণ স্বার্থের সঙ্গে আদৌ জড়িত নয় তিনি সূক্ষ্মজগতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হবেন না; তিনি ঐ কাম-লোকে বেশীদিন থাকতেও চান না এবং যতটুকু সময় থাকেন কোনও কাজকর্ম্মই করতে ইচ্ছা করেন না। জাগতিক কাম বাসনা—স্থূলদেহ নিয়েই তিনি ক্ষয় করে এসেছেন, নিজের ইচ্ছার ওপর তার কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, নিজ ইচ্ছাশক্তিকে তিনি সু ও উচ্চস্তরে চালিত করে এসেছেন; প্রেতলোকে কাজ করবার কিছুই তার নেই এবং নিম্নস্তরের ইচ্ছার কোনও তেজই তার ওপর খাটে না। তাই ঐ লোকে তাকে খুব কম সময় থাকতে হয় এবং সেই সময়টা তিনি স্বপ্নময় একটা আচ্ছন্নতার মধ্যেই কাটিয়ে দেন। ক্রমশঃ তিনি সেই পূর্ণানন্দময় স্বর্গলোকে পৌছেন।

প্রত্যেক লোকই স্বর্গলোকে যাবার আগে কামলোকের সব স্তরগুলি দিয়েই যান; তবে কে তথায় কত সময় থাকেন, বা কোন্ স্তরে কতটুকু জ্ঞান নিয়ে থাকেন তা নির্ভর করে ইহলৌকিক জীবনের কামনা বাসনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতির উপর। কেহ কেহ বা কয়েক ঘণ্টা বা কয়েকদিন মাত্র প্রেত-লোকে কাটিয়ে স্বর্গলোকে চলে যান, আবার কেহ কেহ বা তথায় অনেক বৎসর—এমন কি, অনেক শতাব্দী যাপন করেন। সাধারণ মানুষ ঐ লোকে প্রায় ২০ হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত থাকেন। রাজ্ঞী এলিজাবেথের কথা আগেই বলা হয়েছে, যিনি এই এতদিনে স্বর্গলোকে গেছেন। কিন্তু মহারাণী ভিক্টোরিয়া অত্যল্প সময়ের মধ্যেই প্রেতলোক অতিক্রম করে স্বর্গলোকে গেছেন। স্বর্গলোককেই দেবস্থান ইংরাজীতে Devachan বলে; ঐখানেই দেবতারা বাস করেন। জাগতিক ইচ্ছা এবং কু-ইচ্ছা ও কু-মনকে যে যত শীঘ্র ক্ষয় করতে পারে তার প্রেত-লোকের বাসও তত শীঘ্র শেষ হয়। অনেকে কামনা বাসনাগুলিকে উচ্চস্তরে না পাঠিয়ে জাগতিক ও পাশবিক বাসনায় জড়িত থাকে এবং আকুলভাবে আপ্রাণ চেষ্টায় জাগতিক মোহে আচ্ছন্ন থাকতে চায়; ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আপনা হতেই তার ঐ দৃঢ় আলিঙ্গন শ্লথ হয়ে আসবেই। কিন্তু প্রতি পদে পদে অনিচ্ছার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তার একদিকে হয় অবর্ণনীয় ক্ষতি ও যাতনা এবং অন্যদিকে হয় তাদের উর্দ্ধগতি অযথা বিলম্বিত। এই অজ্ঞান অবস্থায়, মোহবশে সে স্থূল শবদেহকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়; সেইটীর উপর ভর করেই সে স্থূলজগতের মধ্যে আটকে থেকে নিজের পাশব প্রবৃত্তি পূর্ণ করতে ইচ্ছা করে। ইহার সব চাইতে ভাল প্রতিবিধান জন্যই হিন্দুরা ঐ শবদেহকে দাহ করে তার সঙ্গে সূক্ষ্মদেহের সব সম্বন্ধের শেষ করে দেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও অসৎ কামপ্রবৃত্তি বা নেশা পূর্ণ করার জন্য অন্যের দেহ অবলম্বন করে হীনস্তরের প্রেতরা আনন্দ উপভোগ করতে চায়; পুরা মাতাল অন্য ঘোর মাতালের মত্তদেহে ভর করে, তাদের দেহ দ্বারাই নিজেদের নেশা পূর্ণ ক'রে নেয়। এইরূপ বহুপ্রকারের ভূতে পাওয়ার কথা আমরা হামেশা শুনতে পাই। ঘোর কামুক এইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারীদেহে ভর ক'রে তৃপ্তি পায়; প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তি তার ঈপ্সিত শত্রুর দেহে ভর ক'রে শোধ নেবার চেষ্টা করে। জনৈক প্রেতাত্মা তার শত্রুর কন্যার উপর ভর ক'রে চরম শত্রুতা সাধনের চেষ্টায় ছিল। আপনারা 'Inner Life', Vol. I—৪৭৯, ৪৮০ পৃষ্ঠায় তার বিস্তারিত সংবাদ জানতে পারবেন। অনেক সূক্ষ্মদেহ এইরূপে চিরদিনের মত বা ক্ষণেকের মত অন্যের উপর ভর করতে পারে। তীব্র ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে এই সকল 'ভর' করা প্রতিরোধ সম্ভব হয়। এই সকল ভূতে পাওয়া ব্যাপার খুবই স্বাভাবিক এবং ইহাতে উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট ক্ষতি হয়।

অত্যধিক তামাক খাওয়ায় মৃত্যুর পর সূক্ষ্মদেহের প্রভূত ক্ষতি হয়। ইহাতে তাহার সূক্ষ্মদেহ খুব শক্ত হয়ে যায় এবং সেজন্য স্বাধীনভাবে ও লঘুভাবে ঘোরাফেরা করতে পারে না। সে যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে; কথা কইতে পারে, কিন্তু নড়তে পারে না; উচ্চস্তরের ভাবধারার সহিত তার সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে যায়। সূক্ষ্মদেহ হতে যতদিন না ঐ বিষাক্ত অংশগুলি ক্ষয়িত হয়ে পড়ে, ততদিন তার ঐ অবস্থা থেকে মুক্তি আসে না। স্থূলদেহের ন্যায় আহার বিহার ঐ সূক্ষ্মদেহে নেই বটে, কিন্তু কামনা (Desire) বজায় থাকে; তাই ভোজনবিলাসী জিহ্বার আস্বাদ মেটাবার লালসায় ছটফট করে; মদ্যপায়ী মদের তৃষ্ণায় আকুল হয়। স্থূলদেহ না থাকায় তাদের ঐ কামনাও যেমন মিটতে চায় না, শান্তিও তেমনি আসে না।

ওখানে নরক নেই বটে, কিন্তু নারকীয় কষ্ট অনেকেই সূক্ষ্মদেহে ভোগ করে। অতৃপ্ত কামনা বাসনার আগুন সর্ব্বদাই তার মনে জ্বলতে থাকে; তাহাই নরকের লেলিহান শিখা। খুনী নারকীর পেছনে পেছনে অবিরাম ধাওয়া করছে হত মানবের প্রেতাত্মা, আর আপ্রাণ চেষ্টায় সে অবিরত তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য ছটফট করে ছুটছে। এই ভীতিপ্রদ ও যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা নরকের যন্ত্রণার চেয়েও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেশী কষ্টকর। আবার কোথাও বা পশুহননকারীর প্রেতাত্মার চারদিকে হত জীবজন্তুর দল তাদের খণ্ডবিখণ্ড দেহ নিয়ে, তাদের রক্তমাখা কাটা মুণ্ড নিয়ে, তাদের ব্যাকুল ও অসহায় কাতর চিৎকার নিয়ে তাকে বিভ্রান্ত ও ভীত করে তুলছে। প্রকৃতির প্রতিশোধ ও শিক্ষা খুবই কঠোর সন্দেহ নেই, কিন্তু এ সবেরই শেষ আছে; তাই সেই প্রেতাত্মার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব দৃশ্যও বদলে যায় এবং সে ক্রমশঃ উচ্চস্তরে উঠতে থাকে।

কিন্তু তা'হলেও মৃত্যুর পরবর্ত্তী জীবন মৃত্যুর পূর্ব্বেকার জীবনের চাইতে খুবই সুখের ও শান্তির। ওপারের সর্ব্বপ্রথম অনুভূতি অতিশয় বিস্ময়ের ও মধুর। এক অনির্ব্বচনীয় স্বাধীনতার আনন্দে প্রেতাত্মার মনপ্রাণ মসগুল হয়ে থাকে। তার তখন চিন্তা ও দুঃখের কোনও কারণ নেই, কর্ত্তব্যের কোনও পাষাণ ভার তার উপর ন্যস্ত নেই, তার কামনানুযায়ী কাজ সে করতে পারে। তাই জীবিতদের চাইতে মৃতের অবস্থা সীমাতীতভাবে সুন্দর ও মধুর।

স্থূলজগৎ এবং অনন্ত শূন্যতায় ভরা আকাশ—দুইয়ে মিলে Astral world বা সূক্ষ্মলোক হয়েছে; সেইজন্য স্থূলজগতের চেয়েও সূক্ষ্ম-জগৎ বৃহৎ, তথাকার অধিবাসিগণ স্থূলজগতের অধিবাসিগণের চাইতে আকারে ছোট এবং তথাকার অবস্থানকাল এখানের নির্দ্ধারিত সময় অপেক্ষা কম। সেইজন্যও সূক্ষ্মজগতে অধিক জনসংখ্যা, বা তদ্ধেতু অসীম কষ্টের কোনও কারণ নেই। মৃতদের আত্মা ও সূক্ষ্মদেহ ভিন্নও তথায় এপারের জীবিতদের প্রায় সিকি ভাগ প্রাণীর সূক্ষ্মদেহও আছে; নিদ্রার মধ্যে ঐ সকল দেহ তথায় উপস্থিত হয়। অধিকাংশ সূক্ষ্মদেহীরা পৃথিবীর খুব সন্নিকটে (near the surface of the earth) থাকে।

উচ্চস্তরের ভাবধারার আত্মারা তথায় আরও স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারেন। খাদ্যের সংস্থান জন্য রোজগার করার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দরকার তথায় নেই বলেই তাঁরা সব সময় নিজেদের ইচ্ছামত কাজে ব্যয় করতে পারেন। এইরূপে সঙ্গীতপ্রিয়, কাব্যপ্রিয়, ভ্রমণপ্রিয়, বা বৈজ্ঞানিকের দল নিজ নিজ পছন্দ মত জ্ঞানলাভে নিজেকে নিমগ্ন রাখেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীত, কাব্য, বিজ্ঞান সবই উপভোগ করা তাঁদের সাধ্যায়ত্ত। আরও মধুর ব্যাপার এই যে, দিবারাত্র পরিশ্রমেও তথায় ক্লান্তি আসে না।

অনেকে ঐখানে গিয়েই সর্ব্বপ্রথম পড়াশুনা, বা নূতন নূতন জ্ঞানলাভ করেন; ঐখানে গিয়েই সর্ব্বপ্রথম তারা অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষা করতে পারেন; একটী আত্মাকে ঐখানে সঙ্গীত শিক্ষায় রত দেখা গেছে ('Inner life', Vol. I1.—Pages 101, 102)।

ওপারে শিক্ষাও যত দ্রুত হয়, আনন্দের পরিমাণও তেমনি এপারের চাইতে অনেক গুণ বেশী। কিন্তু ওপারের সুখসুবিধা সবই নির্ভর করে কিছুপরিমাণ বুদ্ধির (intelligence) উপর। এ জগতে থাকাকালীন যার সারাজীবন ব্যয়িত হয়েছে পার্থিব ও পাশবিক ইচ্ছায় ও কাজে, তার ঐ জড় ও পঙ্গু মন সূক্ষ্মলোকের উচ্চ তরঙ্গের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। কিন্তু যিনি উচ্চস্তরের মানুষ, নিঃস্বার্থ ও সৎ কাজেই যার জীবন ব্যয়িত হয়েছে, তিনি ওপারে গিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই এপারের বহুবর্ষের উপযোগী কাজ করে ফেলতে পারেন।

সূক্ষ্মজগতের আনন্দও স্থূলজগতের আনন্দ অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী বলে অনেকেই ঐ আনন্দের স্রোতে তথায় ডুবে থাকেন এবং এইরূপে নিজ নিজ ক্রমোন্নতির পথে বাধা পান।

নিদ্রাবস্থার সূক্ষ্মদেহের চাইতে মৃত্যুর পর সূক্ষ্মদেহের ভাল মন্দ কাজ করার শক্তি অনেকগুণ বেশী এবং চিন্তা করার শক্তিও অনেক অধিক। সূক্ষ্মজগতে গিয়ে সূক্ষ্মদেহে যে সব কাজ করা হয় পরবর্ত্তী পার্থিব জীবনে তার ফলও ভোগ করতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূক্ষ্মলোকের সর্ব্বনিম্ন স্তরে (৭ম স্তরে) বহুপ্রকার ব্যাপারে প্রেতাত্মার মন আকৃষ্ট ও নিমগ্ন থাকে বলেই জগতের ঘটনাবলীর দিকে সে মন দিতে চায় না; কিন্তু কুস্থানে যখন সে ঘোরাঘুরি করে তখনি তার মন পার্থিব জগতের ঘটনাতে আকৃষ্ট হয়। যে সব শিশু অল্প বয়সে দেহ-ত্যাগ করে, তাদের প্রায়ই সূক্ষ্মলোকের সর্ব্বনিম্ন স্তরে, অর্থাৎ ৭ম স্তরে দেখা যায় না; কারণ, ঐ স্তরে থাকবার উপযোগী কুৎসিত ভাবধারা তাদের মধ্যে থাকে না।

পরলোকের ৬ষ্ঠ স্তরে (অর্থাৎ সর্ব্বনিম্ন স্তরের উপরের স্তরে) যাঁরা থাকেন তাঁরা জীবিত অবস্থায় খুব বেশী সংসারীপ্রকৃতির ছিলেন। তাই এখনও তাঁরা সেই সব অভ্যস্ত স্থান ও পরিচিত বন্ধুবান্ধবের কাছেই ঘোরেন এবং তাদের সঙ্গ হেতু অনেক বিষয় জানতে পারেন। যদিও তাঁরা স্থূলজগতের স্থূলদেহযুক্ত পদার্থগুলি দেখতে পান না, কিন্তু সর্ব্বদাই তাদের সূক্ষ্মদেহ অবলোকন করতে পারেন। তাই পরলোকেও এপারের থিয়েটার যাত্রা ইত্যাদি দেখা সম্ভব হয়; কিন্তু নটনটীদের পোষাক পরিচ্ছদ, বা তাদের হাবভাব ঠিক প্রকৃত স্থূলদৈহিক (not real but simulated) নহে বলেই ঐগুলি সূক্ষ্মলোকে কোনও ছাপ দিতে পারে না। পৃথিবীর উপরেই ঐ ৬ষ্ঠ স্তর থাকে (which is on the surface of the earth) এবং তথায় পার্থিব জগতের পাহাড় পর্ব্বত, গাছ, হ্রদ, নদী ইত্যাদি সবই দেখা যায়। ৫ম ও ৪র্থ স্তরেও পার্থিব স্থূলদৈহিক ঘটনাবলীর জ্ঞানলাভ সম্ভব, তবে তাহা খুব দ্রুত ক্ষয়ভাবযুক্ত থাকে। আরও উচ্চস্তরে, অর্থাৎ তৃতীয় ও দ্বিতীয় স্তরে থাকাকালীন পার্থিব জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখতে হলে বিশেষ চেষ্টার দ্বারা মিডিয়ামের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু সর্ব্বোচ্চ স্তরে, অর্থাৎ ১ম স্তরে মিডিয়ামের মধ্য দিয়েও তথাকার আত্মার কথাবার্ত্তা কওয়া খুবই শক্ত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূক্ষ্মলোকে বা পরলোকে গিয়ে শুধু নিজে নিজে ইচ্ছামত দৃশ্য সৃষ্টি ক'রে যে উপভোগ করে তা নয়; অন্যেরাও নিজ ইচ্ছা দ্বারা যে সব thought-form, অর্থাৎ ইচ্ছানুযায়ী দৃশ্য সৃষ্টি করে গেছেন সেগুলিও দেখা যায়। ইহজগতে থাকাকালীন বিখ্যাত নাটক, উপন্যাস, বা বিচিত্র ভ্রমণ কাহিনীর যে সব কল্পিত সুবিখ্যাত চিত্র আমরা মনে মনে অঙ্কিত করে রাখি, ওপারে গিয়ে সেই সব Thought-form আকার নিয়ে দেখা দেয়। তাই ঐখানে অনেকে দেখেছেন রবিনসন ক্রুসো, আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ, আলিবাবা ও তার ৪০জন দস্যু, ম্যাকবেথ ও তার সহধর্ম্মিণী, রাজা লিয়ার ও তার বিখ্যাত কন্যা, শকুন্তলা ও তার নায়ক দুষ্মন্ত ইত্যাদি।

ইহলোকের প্রার্থনা, বা আশীর্ব্বাদ ঐ সব পরলোকগত আত্মার সূক্ষ্মদেহে বিশিষ্ট তরঙ্গের সঞ্চার করে এবং তদ্দ্বারা তাঁর পারলৌকিক ঊর্দ্ধগতি খুবই দ্রুত ও শান্তিময় হয়ে যায়। একত্র অনেকে মিলে শোকসভা ইত্যাদিতে যখন পরলোকগত আত্মার শান্তি প্রার্থনা করা যায়, তারও বিশিষ্ট শক্তিতে সেই আত্মা প্রভূত শান্তিলাভ করেন। এই ভাবের প্রার্থনার দ্বারা পারলৌকিক আত্মার যে মঙ্গল করা হয় তার বুঝি সীমা নেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরলোকের পারিপার্শ্বিক অবস্থা

পরলোকের দৃশ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে Rev. Leadbeater সাহেবের 'Astral plane' বইতে বিস্তারিতভাবে বলা আছে। পরলোকের দৃশ্য, অবস্থা ও ভাব ভেদে প্রত্যেকের কাছে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ধরে প্রতিভাত হয়। যার যেমন মনের অবস্থা, যার যেমন চিন্তার ধারা, যার যেমন অতীতের ভোগের অভিজ্ঞতা, তার কাছে ঠিক তার মনের মত সব দেখা দেয়। মনে করুন, এই বাস্তব জগতের কোনও পাহাড়ের শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে কয়েকজন মিলে নিম্নের ভূমির দৃশ্য অবলোকন করছেন। তাদের মধ্যে যদি কেউ কলাবিদ্ থাকেন, তিনি সেই দৃশ্যের মধ্যে রং ও সৌন্দর্য্যের উপলব্ধিতে আত্মহারা হয়ে যাবেন; তাদের মধ্যে যিনি চাষবাসের কাজই ভাল বোঝেন ও জানেন, তিনি দেখবেন সেই নিম্নের উপত্যকার কোন্‌খানটায় চাষ হতে পারে, কোন্‌খানে পশু চরতে পারে, কোন্‌দিকে জল সেচনের ব্যবস্থা হতে পারে এইরূপ; তাঁদের মধ্যে ভুতত্ত্ববিদ্ যদি কেউ থাকেন, তবে তিনি ঐখানের মাটী নেবেন, পাথর নেবেন, সেগুলোর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ধরে নিজের খাতায় নোট করে নেবেন; যিনি ইঞ্জিনিয়ার, তিনি ঐখানের জলস্রোত ও তার উপর দিয়ে কিভাবে সেতু নির্ম্মাণ করা যেতে পারে, অথবা ঐখানে কেমন করে ছবির মত সুন্দর বাংলো কম খরচে করা যেতে পারে—এই সব বিষয়ের চিন্তাতেই মগ্ন থাকবেন। এইরূপে যে যে-ভাবের মানুষ সে সেইভাবের দৃষ্টিতে ঐ একটী জিনিসেরই বিভিন্ন মূর্ত্তি দেখতে পায়। ঠিক এইরকম হয় পারলৌকিক দৃশ্য ও অবস্থা সম্বন্ধে। পরলোকগত আত্মার যার যতটুকু দৃষ্টিশক্তি, যার যতটুকু জ্ঞাননেত্রের উন্মেষ তিনি ততটুকুই দেখতে পাবেন; বাকী জিনিস তাঁর কাছে প্রকাশ পাবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরলোকের যাবতীয় দৃশ্য সবই ইচ্ছার দ্বারা গঠিত (constructed by thought) হলেও স্থূলজগতের বাড়ী ঘর দ্বার, নদী পাহাড় পর্ব্বত ইত্যাদির ন্যায় ঠিক ঐরূপ সত্য (Real) বলেই তাঁদের কাছে প্রতিভাত হয়। কল্পনা ও ইচ্ছামাত্রই তথায় সব নির্ম্মিত হয়ে যায়, তথাকার অধিবাসীর খুশিমত রাস্তাঘাট নির্ম্মিত হয়। এইরূপে হাজার হাজার পরলোকগত নরনারীর ইচ্ছানুসারে ও কল্পনামত সেখানের যত কিছু গড়ে উঠেছে। তাই দেহত্যাগের পর মানুষ ওপারে গিয়েই দেখে—বাঃ! এযে সেই একই পৃথিবী; সেই একই বাড়ীঘর, গাছপালা নদীতড়াগ; বরং আরও সুন্দর, আরও উজ্জ্বল, আরও রূপে ও মহিমায় উদ্ভাসিত। তার পূর্ব্বে যাঁরা সেখানে গেছেন তাঁরাই তাঁদের কল্পনা ও চিন্তার দ্বারা যতটা সম্ভব নিখুঁত ও সুন্দরভাবে এই পারলৌকিক জগতের যতকিছু নির্ম্মাণ করেছেন; এবারে তার পালা। সেও তার সঙ্গে তার কল্পনা ও ইচ্ছা অনুসারে নূতন নূতন উদ্ভাবন দ্বারা ইহাকে আরও সুন্দর ও মনের মত করবে। ইহার মধ্যে অনেক জিনিষ অনাবশ্যকীয় ভাবে নির্ম্মিত হয়ে থাকে। মৃত্যুর পর পার্থিব জীবনের অভ্যাস ও চিন্তাগুলি আমরা সঙ্গে নিয়ে যাই বলেই আমরা ভাবি যে, ওখানেও আশ্রয়স্থল ও আহারদ্রব্য দরকার; তাই সেখানে ঐগুলির চাহিদা দেখা দেয়। অথচ সত্যই ওখানে খাদ্য বা আশ্রয়ের কোনও আবশ্যকতা নেই।

এখানে যেমন আমরা দেখি ব্রাহ্মণপাড়ায় ব্রাহ্মণেরা একত্রে বাস করেন, চাষীপাড়ায় চাষী, মুসলমান পাড়ায় মুসলমান, ফিরিঙ্গী পাড়ায় ফিরিঙ্গী, তেমনি পরলোকেও এক জাতি ও ধর্ম্ম, এক ভাব ও স্বভাবের নরনারীরা একত্রে থাকেন। এখানের মত ওখানেও তারা জাতিগত ধর্ম্মগত গোঁড়ামিগুলি ঠিক ঠিক বজায় রেখে চলেন। তা নইলে, তাদের আর একটা অসুবিধা হয়। ঐখানেও ভাষার আবশ্যকতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে ; প্রেতলোক থেকে যখন পরবর্ত্তী লোক অর্থাৎ স্বর্গলোকে তাঁরা চলে যান তখন অবশ্য ভাষার কোনও দরকার নেই ; কারণ সেখানটা হচ্ছে মনোলোক ; চিন্তাগুলি সেখানে কথা বা ভাষার দ্বারা প্রকাশ করতে হয় না ; আপনা হতেই তাঁরা অন্যের কাছে সুপ্রকাশিত হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রেতলোক হচ্ছে পার্থিবলোক ও মনোলোকের মধ্যে ; সুতরাং ওখানেও ভাষার দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করতে হয়। তাই ওখানে গিয়ে বাঙ্গালী বাঙ্গালীর কাছেই থাকেন, উড়িয়া উড়িয়ার কাছে থাকেন, ইংরাজও তাদের সমভাষীদের কাছেই বাস করেন। তবে এই পৃথিবীতেও যেমন ঘটে, তেমনি কখনও কখনও বাঙ্গালীকে জার্ম্মানীদের কাছে, বা উড়িয়াকে চীনভাষীদের নিকটে দেখা যেতে পারে। এইরূপে পরলোকেও বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন সমন্বয়ের স্থান আছে। সেখানেও তারা একত্রে একই ভাষায় কথা কয়, একই ভাবে পূর্ব্ব অভ্যাসমত ধর্ম্মমত বজায় রাখে। এইজন্যই বিভিন্ন চক্রে আগত বিভিন্ন প্রেতাত্মার নিকট ঐ দেশের সম্বন্ধে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। তারা নিজের অভ্যাসগত, চরিত্রগত, ধর্ম্মগত ও শিক্ষাগত ভাবধারা ওখানেও ঠিক বজায় রাখেন এবং চক্রে হাজির হয়েও তেমনি নিজের নিজের জাতিধর্ম্মঅভ্যাসগত বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ করে যান। আমরা মনে করি, মানুষ মরে গেলেই পরলোক সম্বন্ধে বা মৃত্যু সম্বন্ধে সঠিক সত্য সংবাদ জানতে পারে। ওপারে গিয়ে ইচ্ছা করলে হয়ত তিনি ঠিক ঠিকই সব জানতে পারেন, ওখানে তেমনই সাহায্য ও সুবিধা আছে ; কিন্তু প্রায় দেখা যায় যে, জীবিত অবস্থাতেও তার যতটুকু মৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল মৃত্যুর পরও তার চাইতে বেশী কিছু উন্নতি হয়নি। রেভাঃ লেডবিটার এমন অনেক প্রেতাত্মার দর্শন পেয়েছেন যারা প্রায় বিশ বৎসরের ঊর্দ্ধকালে তথায় বাস করলেও তাদের পার্থিব জীবনের জ্ঞানের চাইতে একতিলও বেশী জ্ঞানলাভ করেন নি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐখানে বহু চিরস্থায়ী দৃশ্য বর্ত্তমান আছে। যুগ যুগ ধরে মানবের কল্পনা ও ইচ্ছা ঐখানে রূপ নিয়ে বসে আছে। তাই ঐখানে বাইবেলের কাহিনী, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, কোরানের কাহিনী সবই মূর্ত্ত। ওখানে দেখা যায়, যীশুখ্রীষ্ট ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ, রামায়ণ ও মহাভারতের বহু বহু চিত্র। শুধু কি তাই? সেক্সপিয়ারের চিরবিদিত নাটকের শাইলক বা ম্যাকবেথ, রাজা লিয়ার বা অষ্টম হেনরী, রবিনসন ক্রুসো, সাণ্টা ক্লস, আলাদীন ও আলিবাবা ইত্যাদি বহুখ্যাত কাহিনীর নায়কের মূর্ত্তি সেখানে দেখা যায়। শিশুরা তাদের পঠিত প্রিয় কাহিনীর নর-নারীগুলিকে ঐখানে দেখতে পায় এবং ভুল ক'রে তাদের জীবন্ত ও সত্য মনে করে।

কল্পনা ও ইচ্ছাগুলি তথায় মূর্ত্ত হয় বলেই ওখানে দেখা যায় শয়তানের মূর্ত্তি, নরকের লেলিহান অগ্নিশিখার ভয়াবহ রূপ, নরনারীর অবর্ণনীয় নারকীয় প্রায়শ্চিত্তের ঘটনা। এ সব সত্য না হলেও, যুগ যুগ ধরে যে বিশ্বাস ও ধারণা ধর্ম্ম ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের মনের সঙ্গে ওত-প্রোতভাবে গাঁথা হয়ে আছে সেই সকলের জীবন্ত বিকাশ তথায় Thought-form রূপে প্রকাশিত হবেই। মিথ্যা ও গোঁড়ামির ছলনাময় ভীতিজনক শিক্ষার দ্বারা আমাদের কতই না ক্ষতি হয়েছে। এপারের তৃপ্ত ও ক্লিষ্ট দেহত্যাগের পর ওপারের চিরস্নিগ্ধ শান্তির স্বর্গে পৌঁছেও আমাদের নিস্তার নেই। যুগ যুগ ধরে যে সব গোঁড়ামি ও ভুল শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সেই সবের সঙ্গে চোখোচোখি সাক্ষাৎ এবারে পেতে হয়। যা সত্যি নেই—সেই নরক, সেই শয়তান, সেই ক্রুদ্ধ দেবতার করাল আকৃতি তখন চোখের সামনে দেখা দেয় এবং মৃত আত্মার পক্ষে পরম ভীতি ও ক্লেশের কারণ হয়ে ওঠে। তাই Rev. Leadbeater বলেছেন—It is difficult to estimate the harm that has been done by that most pernicious of all doctrines,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

which has brooded like a curse over so many fair lands, bringing pain and sorrow and depression to the living and the dead alike, not only because of the terror which it inspires, but because it lowers and brutalizes their conception of God. সত্যই এই সব মিথ্যা ও ভীতিপ্রদ ধর্ম্মশিক্ষার দ্বারা শুধুই যে আমাদের পারলৌকিক জীবনই দুঃখজনক করে দেওয়া হয়েছে তা নয়, ইহা পরম দয়ালু ভগবানের সুন্দর রূপকেও বিকৃত করা হয়েছে।

এইরূপে কল্পনার ও চিন্তার দ্বারা গঠিত মূর্ত্তি নিয়ে অনেক অসম্ভব ও অপ্রকৃত দৃশ্য তথায় দেখা যায়। তাই অনেক সময় পরীকে উড়তে দেখা যায় (winged Angels)। ঐখানে দুদিনের জন্য আমরা যাই। কারণ, শীঘ্রই কাজ শেষ করে আমাদের যেতে হবে স্বর্গলোকে বা মনোলোকে। প্রাণলোক বা পার্থিব জগৎ হতে বিদায় নিয়ে আমরা যাই পরলোক, অর্থাৎ কামলোকে এবং তথাকার সময় শেষ হলে আমাদের যেতে হয় স্বর্গলোক অর্থাৎ মনোলোকে। তাই পরলোকে থাকাকালে আমাদের পক্ষে ঐসব Thought-form (কাল্পনিক মূর্ত্তি) গুলিকে প্রকৃত ও বাস্তব মূর্ত্তির সঙ্গে পৃথক করে দেখতে শিখতে হবে। এই কাজ খুবই সোজা হয় যদি আমরা ইহলোকে থাকাকালে পরলোক সম্বন্ধে ও মৃত্যু সম্বন্ধে এই সব সত্য জ্ঞান লাভ করি। যদি তা আমরা পারি, মৃত্যু ও পরলোকের সত্য রূপ যদি আমরা ঠিকমত এইখানে জেনে যেতে সক্ষম হই, তবে তথায় গিয়ে শুধু যে আমাদেরই খুব সাহায্য হবে তা নয়, ঐসকল মিথ্যা ও মরীচিকার ভ্রান্ত কাল্পনিক বীভৎস মূর্ত্তি দেখে অবুঝ প্রেতাত্মা যখন তথায় খুবই বিভ্রান্ত ও ভীত হয়ে পড়বে তখন আমরা তাঁদের কাছে পরলোকের প্রকৃত ও শান্ত রূপ তুলে ধরতে পারব, সত্য ও কল্পনার মধ্যে পার্থক্য তাদের বুঝিয়ে দিয়ে তাদের মনের ভয় ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কষ্ট দূর করতে পারব এবং সর্ব্বোপরি সেই পথভ্রান্ত বিহ্বল আত্মাকে প্রকৃত পথ বেছে নেবার জন্য অসীম সাহায্য করতে পারব।

নরকের কাল্পনিক দৃশ্য পরলোকে সত্যরূপে প্রতিভাত হয়ে যেমন অনেককে ভয়ে কাঁপিয়ে তোলে, তেমনি আবার স্বর্গ সম্বন্ধে যে সব ধারণা ও কল্পনা আমরা করেছি ও পেয়েছি তাই ওখানে সত্যরূপে প্রতিভাত হয়ে মিথ্যা ছলনায় অনেককে আনন্দে আত্মহারা করে দেয়; ঐ ধারণা নিয়ে ওখানে গিয়ে তাঁরা দেখেন মন্দাকিনীসেবিত দেবদারু-শোভিত নন্দনকানন; সাক্ষাৎ দেখেন স্বর্গের পারিজাত ও কল্পবৃক্ষ; বৃক্ষলতা সোনায় মোড়া, গাছে গাছে মণিমুক্তা; রাস্তা ও ফটকে জহরত এবং মানিক। এই সেই চির আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গ ভেবে মন প্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে। কিন্তু evolution বা ক্রমোন্নতি চলছেই এবং তাই ক্রমশঃ স্তরে স্তরে যেমন সে উঠতে থাকে, অর্থাৎ স্তরে স্তরে যেমন তার জ্ঞানোন্মেষ হতে থাকে, ক্রমশঃ সেও তেমনি বুঝতে পারে যে, ইহা প্রকৃত স্বর্গ নয়, তবে তার লক্ষাংশের একাংশের ছায়া মাত্র।

প্রেতলোকের সর্ব্বোচ্চ (স্থানটী অর্থাৎ সর্ব্বনিম্ন স্থানকে ১ম বললে এই স্থানকে ৭ম বলতে হয়) সকল স্তর অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নিম্ন স্তরে থাকাকালীন প্রেতাত্মারা কাল্পনিক চিন্তানুসারে সব কিছু নির্ম্মাণ করে; কিন্তু এখানে আত্মারা সেরূপ করেন না। এখানে গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ও বৈজ্ঞানিকগণ তাঁদের নিজ নিজ চিন্তা ও অধ্যয়নের মধ্যে, উদ্ভাবন ও সমস্যা সমাধানের জন্যই অবিরত ব্রতী আছেন। তাঁদের আবশ্যক হলে তাঁরা প্রেতলোকের সমুদয় স্তরের শক্তি ও সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন; এমন কি, তাঁরা এই স্থূলজগতের প্রায় কাছাকাছি আসতেও সক্ষম। তাঁরা যে কোনও পার্থিব পুস্তকের মধ্য হইতে নিজের ইচ্ছামত জ্ঞান আহরণ করতে পারেন। যদি দেখেন যে, স্থূল-জগতের কোনও লেখক তাঁদের মনোমত কোনও নূতন জিনিস লিখতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যস্ত আছেন, তা'হলে তাঁরা ঐ জীবিত লেখকের উপর ভর করে শক্তি প্রদান করেন এবং অভিনব জ্ঞানরাশিতে সেই পুস্তকের প্রতি পাতাখানি ভরিয়ে তোলবার সাহায্য করেন। তাঁরা যেমন তাঁদের অভিনব নূতন নূতন জ্ঞান দ্বারা ঐ পার্থিব লেখকদের সঞ্জীবিত করে তোলেন, তেমনি আবার তাঁদের কাছ থেকেও নিজেদের ইচ্ছামত জ্ঞান গ্রহণ করেন। এই জগতের কত অভিনব পুস্তক, কত অলৌকিক আবিষ্কার, কত জটিলতম সমস্যার বিস্ময়কর সমাধানের জন্য যে আমরা এই সকল প্রেতাত্মার কাছে ঋণী আছি তার আর শেষ নেই। এই সকল উচ্চ-স্তরবাসী প্রেতাত্মা এইরূপ জ্ঞানালোচনায় এতই ব্যস্ত ও আনন্দ পান যে, তাঁরা ইহার জন্য তাঁদের স্বর্গলোকের যাত্রাও বিলম্বিত করে তোলেন। তাঁদের কাছে এইখানটা এতই সুন্দর ও মনোরম, এতই বিস্ময়কর ও কৌতূহলোদ্দীপক যে, এর চাইতে যে আরও উচ্চলোক আছে তা অতি কষ্টে বিশ্বাস করলেও, তাঁরা তা পছন্দ করেন না। কিন্তু তবুও কালের প্রবাহে ও বিধির বিধানে তাঁদের এই স্থান ত্যাগ করে একদিন স্বর্গলোকে (মনোলোকে) যাত্রা করতেই হবে। তখন তথায় গিয়ে তাঁরা বুঝতে পারেন যে, স্থূলজগতের চাইতে সূক্ষ্মলোক (প্রেতলোক) যেমন সুন্দরতর, তেমনি প্রেতলোকের চাইতে এই স্বর্গলোক অধিকতর সুন্দর, মনোরম, অভাবনীয় ও বিচিত্র।

১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরলোকে আত্মার সাহায্য

পরলোকে আত্মার সাহায্য। ইহলোকের ন্যায় পরলোকেও সাহায্যকারী আত্মারা পরোপকার ও সাহায্যদানের জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট আছেন। ইহলোকে কত অভাবনীয় ও মহৎ কার্য্য যে সততঃই এই সকল মহান্ আত্মার দ্বারা সম্পাদিত হচ্চে তার আর ইয়ত্তা নেই। আমি পরে কতকগুলি সত্য দৃষ্টান্ত দ্বারা সেগুলি আপনাদের জানাবার চেষ্টা করব। কিন্তু এক্ষণে আমি পরলোকের সম্বন্ধেই বক্তব্য বলে যাচ্চি। তাই এখানে আমি জানাব পরলোকে মহৎ আত্মারা কি ভাবে অপর আত্মাদের সাহায্য করেন।

পরলোকে গিয়ে সাহায্যকারী আত্মারূপে যাঁরা ঐ মহৎ কার্য্যে ব্রতী হন তাঁদের পরলোক ও মৃত্যু সম্বন্ধে সত্য ও সঠিক জ্ঞান থাকা উচিত। মৃত্যু ও পরলোক সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা আছে তার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ তাঁরা সর্ব্বাগ্রে করবেন। ইহাতে মৃত্যু হবামাত্রই পরিচিত ক্ষেত্রে প্রবেশকারীর ন্যায় তাঁরা যে কেবল খুব সহজে ও শান্তিতে নিজেরা ওপারে বাস করতে পারবেন তা নয়—যারা হঠাৎ ওখানে গিয়ে বিহ্বল ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে তাদের প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে শান্ত ও আনন্দিত করতে পারবেন। মৃত্যুকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে এবং এক অতি সত্য মঙ্গলময় ব্যাপাররূপে দেখতে শেখা অত্যাবশ্যকীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলেই সর্ব্বাগ্রে জানতে হবে। 'মৃত্যুতে কোনও ভয় নেই' এই জ্ঞানটী শুধু লাভ হলেই হোল না, ইহা পরম শান্তির ও পরম আনন্দের ঘটনারূপেই জানতে হবে। শ্রান্ত ও অবসন্ন, ক্লিষ্ট ও রুগ্ন পার্থিব জীবনের পর মৃত্যুর দ্বার পার হয়েই আমরা শান্ত ও আনন্দের রাজ্যে যেতে পারব এবং অভাবনীয় রূপে তথায় অধিকতর মঙ্গলজনক কার্য্য করতে পারব। মৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের যতই নির্ভুল হবে আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথায় গিয়ে ততই সুন্দররূপে প্রেতাত্মাদের বন্ধু, পথপ্রদর্শক, বা সান্ত্বনাদায়ক আত্মীয় হতে পারব। আমরা নিদ্রার মধ্যে সূক্ষ্মদেহ নিয়ে ওপারে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে যখন মিলিত হই, আমরা তখন থেকেই খোঁজ নিতে পারি কোন্ কোন্ প্রেতাত্মার কি বিষয়ে সাহায্য দরকার। তাদের অভাব ও দুঃখ সম্বন্ধে আমরা যদি এখন হতে অবহিত হতে পারি, তা'হলে সেই কষ্ট ও অভাব কিভাবে দূর করতে পারা যাবে তার উপায় ও ব্যবস্থাও আমরা ঠিক করে রাখতে পারব এবং এই দেহ চিরদিনের মত ত্যাগ করে যখন ওপারে আমরা পৌছুব তখন এই সব মহান্ কাজে অক্লেশে আত্মনিয়োগ করে শত সহস্র আত্মার পরম মঙ্গলের হেতু হতে পারব।

এইভাবে যদি আমরা আমাদের এই জীবনের মধ্যেই নিজেকে তৈরি করে নিতে পারি, তা'হলে যখন মৃত্যু এসে আমাদের আলিঙ্গন করবে তখন তাতে আমাদের ভয়ের বা অজানা আশঙ্কার কিছুই থাকবে না। নিদ্রার মধ্যে প্রত্যহই ত আমরা ঐখানে যাই, এবারেও তেমনি সেই চিরপরিচিত স্থানে পুনরায় যাওয়া হবে মাত্র। পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা এবারে আমরা আরও সুষ্ঠুভাবে এই মহৎ কাজে ব্রতী হতে পারব। নিদ্রার মধ্যে সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে আমরা তাদের সাহায্যের জন্য চেষ্টা পূর্ব্বেও করেছি, কিন্তু তাতে অনেক বাধা ছিল; হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গেই আমাদের সেই স্থান ও কাজ ফেলে স্থূললোকে ও স্থূলদেহে হাজির হতে হ'ত। কিন্তু এবারে আর সে রকম বাধা হবে না, মুহুর্মুহুঃ আরব্ধ কাজ ফেলে চলে যাবার আশঙ্কা মৃত্যুর পর আর নেই। আমরা এবারে আমাদের স্থানের অভ্যস্ত কাজে আশ মিটিয়ে যোগ দিব।

পরলোকে সাহায্যপ্রার্থী আত্মার সংখ্যা অনেক বেশী। ঐখানের সম্বন্ধে তারা কিছু জানে না বলে ঐখানে গিয়ে তারা ভয়বিহ্বল অবস্থায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে। মৃত্যুর পরবর্ত্তী জীবন সম্বন্ধে প্রচার ও জ্ঞানলাভ এইজন্যই মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ হওয়া উচিত। একদিন যেখানে যেতেই হবে, যার হাত থেকে অব্যাহতি লাভের আদৌ কোনও উপায় নেই, জীবনের সবচাইতে প্রিয় প্রিয়াকে যার কোলে অসহায়ভাবে একদিন ফেলে দিতে হবেই—সে অবস্থাটা কি, সেখানটা কেমন, তথাকার অবস্থার বিশেষত্ব কি, সেখানকার জীবনের কি বৈচিত্র্য ইত্যাদি বিষয়গুলি কি আমাদের সর্ব্বাগ্রে জানা উচিত নয়? ওখানকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার জন্যই এবং জীবনের পরের অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই বলেই ওপারের সব কিছুই তাদের কাছে অন্ধকার মনে হয়; তাই শিশুরা অন্ধকারে যেতে বা থাকতে যেমন ভয় পায়, ইহারাও তেমনি ঐ পরমকল্যাণকর মৃত্যুকে ভয় করে, তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য যুপকাষ্ঠের পশুর মত অসহায়ভাবে আর্ত্তনাদ করে। মৃত্যু হলেও তারা ভাবতে পারে না যে, তাদের ইহলোকের জীবনান্ত হয়ে গেছে; বিধাতার বিচিত্র বিধানে ইহাদের মনে ক্রমবর্দ্ধমান জ্ঞানের আলোকে মৃত্যুর কথা যতই বিঘোষিত হতে থাকে, ইহারা ততই পার্থিব সম্বন্ধকে আঁকড়ে ধরে অসহায়ভাবে চিৎকার করে বলতে থাকে "না না—আমি মরিনি, আমি মরিনি; আমি মরতে পারব না; এই ত আমার সব আছে; ঐ যে আমার বৃদ্ধা মাতা, ঐ যে আমার প্রাণপ্রিয়া পত্নী, ঐ যে আমার হৃদয়-রতন পুত্রকন্যা, ঐ যে আমার চিরপরিচিত ঘরদ্বার, গাড়ীঘোড়া, আসবাবপত্ররাশি।"

সত্যই কি—ঐ সব অজ্ঞ আত্মার বৃথা ও অসহায় আর্ত্তনাদ এবং মিথ্যা প্রচেষ্টার কাতরতা ও বিহ্বলতা হৃদয়বিদারক দৃশ্য নহে? ঐখানেই হোল সাহায্যকারী মহান্ আত্মাদের কর্ম্মস্থল। তাঁরা তৎক্ষণাৎ ঐ সব বিহ্বল আত্মার কাছে এসে তাদের নানাভাবে আশ্বাস দেন; তারপর ক্রমে ক্রমে তাদের ঐখানের অবস্থা ও কার্য্য, বিধি ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা বুঝিয়ে বলতে থাকেন। লোভী ও হিংসুটে আত্মারা আরও দৃঢ়ভাবে পার্থিব জগতের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে রাখতে চায় বলেই তাদের জন্য খুবই বিশেষ চেষ্টার দরকার হয়; তারা সহজে যুক্তি ও পরামর্শ মানতে চায় না। আবার অনেকে বিভিন্ন কারণে নিজেদের পার্থিব সম্বন্ধে আবদ্ধ রাখতে চায়। তাদের মধ্যে কারও হয়ত এখনও একটা কর্ত্তব্য করতে বাকী আছে, অথবা কারও হয়ত একটা ঋণ এখনও পরিশোধ হয়নি। আবার কেউ হয়ত উইল করে রেখে এসেছেন বটে, কিন্তু সে উইলটা তার শেষ বয়সের দিকে তিনি পরিবর্ত্তন করতে চেয়েছিলেন, হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় তার সে কাজটা অপূর্ণই থেকে গেছে। এক্ষণে সেই অবিবেচনা প্রসূত উইলটীর কুফল দেখে, কি করে তা সংশোধন করা যায় এই বৃথা আকুল চেষ্টায় সে মুহ্যমান হয়ে থাকে। কেহ কেহ বা তার জীবনের একটা গুপ্ত কথা মৃত্যুকালে বলে আসতে পারেনি বলে কী ভীষণ অপরিসীম যন্ত্রণায় ছটফট করে। হয়ত একটা বিশেষ দরকারী দলিল খুঁজে না পাওয়ায় তার পুত্রদের সর্ব্বনাশ হতে বসেছে; সে ভিন্ন ঐ দলিলটীর গুপ্তস্থান আর কেহ জানে না; তাই এপারে পুত্রগণও যত ছটফট করে, ওপারে ঐ পরলোকগত আত্মাও তত ছটফট করে। আবার কেহ হয়ত জীবনের সমস্ত উপার্জ্জন একটা গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রেখেছিল; মৃত্যুর পূর্ব্বে তার স্বরলোপ হওয়ায় বা অজ্ঞান হয়ে পড়ায় সে অর্থের স্থানটা আর কাউকেই বলে যেতে পারেনি; ঐ টাকাটার হয়ত এখন খুবই দরকার হয়েছে এবং টাকাটা না পেলে পুত্রকন্যাদের হয়ত পথে বসতে হবে। যতই এই সব চিন্তা এখন ইহার মনে উদয় হয় ততই তার বুক হাহাকার করে ওঠে, সে আকুলিবিকুলি করে—কি করে এই অসম্ভব কাজ এখন সম্ভব করা যায়, কি করে ছেলেদের সেই স্থানটা দেখিয়ে দেওয়া যায়। কেহ হয়ত কারুর ওপর মিথ্যা ভুল করে রাগ নিয়ে এসেছে, এখন সে তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংশোধন করে বুকটা জুড়াতে চায়; আবার কেউ হয়ত তার জিঘাংসা বৃত্তি কি করে মেটাবে তার চেষ্টাতেই ছটফট করে।

এই সব ব্যাপার মোটেই কাল্পনিক নয়। শত সহস্র প্রেতাত্মার এই সব ছবি দিব্যদৃষ্টির কাছে ধরা গেছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে কিছু কিছু সত্য ঘটনা দিয়ে আপনাদের এই সকল ব্যাপারের যথার্থতা পরিষ্কার করে জানিয়ে দিবার ইচ্ছা আছে।

এই সব আর্ত্ত, ব্যাকুলিত ও বিহ্বল আত্মার প্রতি উপকার করবার কতই না কাজ আছে। পরলোকে সাহায্যকারী মহান্ আত্মারা এই কাজে আত্ম-নিয়োগ করে বসে আছেন। তাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাদের ঈপ্সিত কার্য্যের পূরণ জন্য অনেক সময় পার্থিব জগতে এসে ঐ সব কাজ সুসম্পন্ন করবার সহায়তা করেন; কিন্তু সর্ব্বত্রই তাঁরা এই সত্য কথা বলে তাদের বুঝাতে থাকেন যে, এখন তারা এপারে এসেছে সুতরাং ইহ-লোকের ব্যাপার নিয়ে আর মগ্ন না থাকাই তাদের উচিত। তাতে তাদের মঙ্গল হবে, তাদের স্বর্গযাত্রার পথে বহু বাধা জমে উঠবে।

কিন্তু এইরূপে আবার অনেক মহান্ আত্মাও তাঁদের স্বর্গগমনের পথে ইচ্ছা করেই বাধা সৃষ্টি করেন। লোভ বা স্বার্থের জন্য না হলেও অনেক সময় পরের জন্যই তাদের উচ্চলোকে গমন বিলম্বিত হয়ে যায়। একজন বিখ্যাত পরলোকগত আত্মাকে হামেশাই প্রেতাত্মার আহ্বান চক্রে উপস্থিত হতে দেখা যেত; তাঁর পার্থিব জীবন অতীব দোষযুক্ত ছিল; মৃত্যুর পর তিনি তাঁর গত জীবনের কলঙ্কিত কাহিনী অন্য কার্য্যের দ্বারা মুছে ফেলতে ব্যাকুল হয়ে চেষ্টা করছিলেন। হয়ত কোনও মহান্ সাহায্যকারী আত্মা তাঁকে এই উপদেশ দেন যে, তাঁর পার্থিব কলুষিত জীবনের ফলস্বরূপ যখন কিছুদিন তাঁকে পরলোকের নিম্নস্তরে কাটাতেই হচ্চে তখন ওখানে থেকেও তাঁর এমন কাজে আত্ম-নিয়োগ করা উচিত যাতে পরের মঙ্গল হওয়া সম্ভব। এইজন্যই তিনি প্রায় প্রত্যেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চক্রেই উপস্থিত হতেন এবং মৃত্যু ও পরলোক সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ ও জ্ঞান শত সহস্র নরনারীর কাছে বুঝিয়ে বলতেন।

এইরকম অসংখ্য আত্মা তথায় আছেন যাঁদের পক্ষে বিবিধ প্রকার সাহায্যদান করা অত্যন্ত দরকার। এই সুমহান্ কার্য্যের চাইতে মানবের পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর কার্য্য আর আছে কি না জানি না। নিদ্রা ও মৃত্যুর মধ্যেই এই সব কাজ সুসম্পন্ন হয়। তাঁদের পারলৌকিক উর্দ্ধগতির পথে যে সকল বাধা আসে সেই সকল বাধা দূর করাই তাঁদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সাহায্যদান করা হবে। আমি আগেও জানিয়েছি যে, প্রেতাত্মা তাঁর নিজের স্বার্থপরতার জন্য এবং পার্থিব জীবনের মোহ কাটাতে না পারার জন্যই সবচাইতে বেশী কষ্ট। সুতরাং, মৃত্যু সম্বন্ধে ও অধ্যাত্মজ্ঞান সম্বন্ধে যতই প্রচার করা হয় ততই তাঁদের পক্ষে মঙ্গল হবে।

আবার তথায় গিয়ে অনেকে ভীষণ কষ্ট পাচ্চেন তাঁদের জীবিত আত্মীয়-স্বজনের দুঃখশোক ইত্যাদির দ্বারা। এপারে আমরা মৃতের জন্য যত বেশী শোক করব, যত বেশী আকুল হয়ে কাঁদব—ওপারের তাঁরা তত বেশী কষ্ট পাবেন, তত বেশী ছটফট করবেন; কারণ, আমাদের শোক-দুঃখের ঝটিকা তাঁদের সূক্ষ্মশরীরে খুব বেশী তরঙ্গের সৃষ্টি করে এবং অযথা আহত হয়ে কষ্ট পান। কিন্তু এ সকলের প্রতিবিধানও নির্ভর করছে—মৃত্যু সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান প্রচারের মধ্যে। এই জ্ঞান যতই প্রচার হবে, এই সত্য আলোকে যতই সকলের দিব্যদৃষ্টি খুলবে ততই উভয়তঃ মঙ্গল হবে। জীবিতকে শোকের হাত থেকে এবং মৃতকে নৈরাশ্যের বন্ধন হতে মুক্ত করার এই একমাত্র উপায়।

ওপারে আত্মার পক্ষে উন্নতিকর ও অবনতিকর বহুবিধ কার্য্যই আছে। সেখানে গিয়ে অনেকে অদ্ভুতভাবে উন্নত হয়ে যান, আবার হয়ত অনেকে বহু বাধাবিপত্তির মধ্যে পড়েন। অনেকে উপদেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইত্যাদি শোনার পর বেশ বুঝতে পারেন যে, এতদিন বৃথাই সময় নষ্ট করা হয়েছে ; অতএব এবারে তিনি প্রাণপণে বাকী সময়টা সদ্ব্যবহার করতে চেষ্টিত হন। এমন অনেক ব্যাপার দেখা গেছে যে, মৃত্যুতে তাঁদের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটেছে। রেভারেণ্ড লেডবিটার এ সম্বন্ধে একটী সত্য উদাহরণ জানিয়েছেন। দুটী বোন ছিল, একজন ১৮ বছরে ও অপরজন ১৬ বছরে মারা যায়। তারা বেশ সৎস্বভাবা, দয়াবতী ও স্নেহশীলা এবং অপর সাধারণ তরুণীদের মতই ভবিষ্যতের বিভিন্ন কল্পনায় নিজেদের জীবনকে রাঙ্গিয়ে তোলবার আশা করছিল। এমন সময় হঠাৎ মৃত্যুর রূঢ় আঘাতে তাদের কল্পনার প্রাসাদ ভেঙ্গে গেল। মৃত্যুর পর তারা খুবই বিহ্বল হয়ে পড়েছিল এবং তাদের নূতন পরিস্থিতির মধ্যে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারছিল না। এমন সময় তাদের কাছে এলেন ওপারের সাহায্যকারী মহান্ আত্মাগণ। তাঁদের উপদেশে বোন দুইটীর মন প্রাণ অভিনব শান্তিতে ও উৎসাহে ভরে উঠল ; তারা ক্লিষ্ট আত্মার সেবায় সম্পুর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে দিল। তারুণ্যের মধ্যে এবং অসীম আশা আকাঙ্ক্ষা ও কামনা বাসনার মধ্যেই তাদের জীবনাস্ত হওয়ায় তাদের astral worldএর (পরলোকে বা প্রেতলোকে) বাস কিছু দীর্ঘতর হবেই এবং তারা তাদের পারলৌকিক জীবন এই মহান্ কার্য্যে ব্যয় করছে। তাদের অকালমৃত্যুতে তাদের আত্মীয়-স্বজনরা হয়ত খুবই আঘাত পেয়েছেন, জীবনে তাদের এক রঙিন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ হয়ত আস্বাদ করা হোল না ভেবে বন্ধুবান্ধবরা কতই না শোক করছেন, কিন্তু এর চাইতে মঙ্গলজনক তাদের আর কিছুতেই হোত না। এই নূতন ও উচ্চতর লোকে তারা এক বৎসরে যে মহান্ ব্রত উদযাপন করবে, বিশ বৎসরের পার্থিব জীবনেও তা সম্ভব ছিল না। ইহলোকে নানাভাবে তাদের জীবন ও সময় ব্যয়িত হোত ; সুতরাং, ইচ্ছা সত্ত্বেও ভাল কাজ করার সময়ই হয়ত ঘটত না। কিন্তু ওপারে গিয়ে তারা মুক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও স্বাধীনভাবে, নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগে প্রতি মুহূর্ত্তটীতে এই অতুলনীয় সৎ কাজ করে চলেছেন। ক্লান্তি নেই, বিরাম নেই; নিজেদের জন্য চিন্তা বা উদ্বেগের কারণ নেই; অবিরাম পরসেবা ও আর্ত্তত্রাণ কাজ চলছে, শত সহস্র আত্মা তাদের সাহায্যে শান্তির জোছনায় ডুবে আছে।

সুতরাং, বিধাতার নিয়মে আমরা ক্রমশঃই উন্নত হচ্চি, আমাদের পারলৌকিক জীবন সেই উন্নতির পরম সহায়ক। যিনি কামনা বাসনার দাস, তিনি এইখানে কামনা বাসনা ত্যাগের দ্বারা নিজ পরজীবনের উন্নতি করতে পারবেন। কিন্তু দয়ালু ও পরোপকারী আত্মা এইখানে (Astral life) পরোপকার ব্রত দ্বারা বিশেষভাবে নিজ আত্মার উন্নতি করতে পারবেন এবং পরজন্মে প্রভূত গুণাবলীতে ভূষিত হয়ে তিনি পুনরাগমন করবেন।

পরলোক আমাদের মহামিলন ক্ষেত্র। ঐখানে মৃত্যুর পর আমরা গিয়ে আমাদের মৃত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মিলিত হই। আমরা পরস্পর দেখা হবামাত্রই উভয়ে উভয়কে চিনতে পারব; কারণ, যাঁরা তথায় গেছেন তাঁদের বা আমাদের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। পরস্পরের প্রতি স্নেহের ও প্রীতির টানে আমরা তথায় সহজে ও সত্বর একত্র মিলিত হই। যদি তাঁদের মধ্যে কেউ ইতিমধ্যে প্রেতলোক থেকে স্বর্গলোকে চলে গিয়ে থাকেন, তবে তাঁকে আমরা প্রেতলোকে দেখতে পাব না; কিন্তু আমরাও যখন প্রেতলোকের বাস শেষ করে স্বর্গলোকে যাব তখন তথায় তাঁকে দেখব। ঐ ঐ স্থানের মিলন এক স্বর্গীয় বন্ধনযুক্ত; ইহলোকের স্নেহপ্রীতির বন্ধনের সঙ্গে ঐ মহামিলনের তুলনাই হয় না।

সুতরাং আমাদের প্রেম বা স্নেহের মৃত্যু নেই। প্রেমাস্পদ বা স্নেহাস্পদের মৃত্যুতে আমাদের সঙ্গে একটু সাময়িক বিরহ হবে মাত্র; কিন্তু ঐখানে গিয়ে যখন আমরা পুনরায় মিলব তখন এই দীর্ঘ বিরহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবসানে আমাদের বিরহবিধুর প্রাণ এক অপার্থিব শান্তির সুষমায় ভরে যাবে। মৃত্যুতে আমরা কাউকে হারাই না; কারণ, আমরা ত এই নশ্বর দেহটাকে ভালবাসি না; আমরা পরস্পর ভালবাসি ঐ দেহের অন্তরালে যে আত্মা আছেন তাকে—সেই আসল মানুষকে। সেই আত্মার মৃত্যু নেই, সে যে চির অমর; মৃত্যুর পরও তাই সেই আত্মা জীবিত অবস্থার মত সমভাবেই আমাদের সুখদুঃখের ভাগী হন, আমাদের শোকে চঞ্চল হন, আমাদের বিপদে ব্যাকুল থাকেন। তারাও এইখানেই থাকেন, কারণ প্রেতলোক বা স্বর্গলোক এই পৃথিবীর বাহিরের স্থান নয়। নিদ্রার মধ্যেও আমরা মিলিত হই এবং মৃত্যুর পরও তাদের কাছেই যাই। আমাদের স্নেহ ও প্রেম যদি ঠিক থাকে—জীবনে হোক, মৃত্যুতে হোক পুনর্মিলন হবেই হবে।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বর্গলোক

স্বর্গলোক। সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রেই স্বর্গলোকের উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টান শাস্ত্র, মুসলমান শাস্ত্র, হিন্দু শাস্ত্র সকলেই পুণ্যাত্মাদের জন্য স্বর্গলোকের ব্যবস্থার কথা বলেছেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত অনুসারে তথাকার আনন্দ ও সুখসমৃদ্ধির বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু বিশেষভাবে যাঁরা সেই সব বর্ণনা ও অবস্থার কথা পাঠ করেন তাঁরা সেইগুলি খুব বেশী বিশ্বাস করবেন না, যেহেতু সেই সব কথা বিচারে দাঁড়ায় না। তথাকার বর্ণনা, তথাকার আহার বিহার বিলাস সৌন্দর্য্য, তথাকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা, এক এক জন এক এক ভাবে বর্ণনা করেছেন। Red Indianরা (উত্তর আমেরিকাবাসী) বিশ্বাস করে—মৃত্যুর পর তারা স্বর্গে যাবে, তথায় প্রচুর শিকারের স্থান আছে এবং তারা প্রাণভরে শিকার করতে পারবে। তাদের কল্পনাতে প্রচুর শিকার পাওয়া যায় এমন বনজঙ্গলই বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গ। মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টানরা বলেছেন, স্বর্গের রাস্তাঘাট সোনা দিয়ে মোড়া এবং তথাকার ফটক মণিমুক্তা খচিত। ইহাই বোধ হয় তাদের সর্ব্বশেষ কল্পনার দৌড়। যে শিকার ভালবাসে—প্রচুর শিকারের স্থানকেই সে বলবে স্বর্গ, ধনদৌলত ইত্যাদিতে যে মগ্ন—তার কাছে স্বর্ণমণ্ডিত পথঘাটই হবে চরম বিলাস। আবার বৌদ্ধ ও হিন্দু শাস্ত্রে তথাকার বর্ণনা কতই না চিত্তাকর্ষক; তথাকার বৃক্ষলতা স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত, তাতে মণিমুক্তা প্রবালাদির ফল।

কিন্তু স্বর্গলোক আছে এবং সত্য। এইভাবের বিভিন্ন বর্ণনার হেতু হচ্ছে এই যে, তথাকার অভাবনীয় ও অবর্ণনীয় ব্যাপার কথার দ্বারা প্রকাশ করে শেষ করা যায় না। তাই যার কাছে যেটা সবচাইতে বেশী সুখের সে সেইটাই স্বর্গের বর্ণনায় যোগ করেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু অধ্যাত্মচর্চ্চার দ্বারা স্বর্গলোক এক্ষণে স্পষ্ট দেখা সম্ভব হয়েছে এবং ঐখানের সমস্ত সৌন্দর্য্য ও অবস্থা দিব্যদৃষ্টির কাছে চাক্ষুষ ধরা পড়েছে। তাই এক্ষণে ঐখানকার বর্ণনায় তারা আর স্বর্ণমুক্তার সাহায্য লন না, অস্তগামী রবির স্বর্ণচ্ছটা, বালার্ক কিরণের অভিনব দ্যুতি, দিগন্ত-প্রসারী মহাসমুদ্রের অনন্ত মহিমা—এই সবই অধিকতর সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় ও ভাস্বর মনে হয়। তাই যাঁরা স্বচক্ষে এই অনন্ত সৌন্দর্য্যশালী স্বর্গলোক দেখেছেন তাঁরা এক্ষণে স্বর্ণরৌপ্য, মণিমুক্তা প্রবালাদির চাইতে এই সকলের সাহায্য নিয়েই তথাকার বর্ণনা দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহা সত্য যে, তথাকার সৌন্দর্য্য ও ভাবধারার বর্ণনা কোনও ভাষার দ্বারাই সম্ভব নহে। তথাপি, প্রত্যেকেই নিজে নিজে একদিন না একদিন এই স্বর্গলোক স্বচক্ষে দেখেছেন। ইহা কল্পনা বা স্বপ্ন নয়। ইহলোকের ন্যায় স্বর্গলোকও সম্পূর্ণ সত্য ও বাস্তব। কিন্তু আগে যেমন বলা হয়েছে যে, প্রেতলোক বা Astral world এইখানেই আছে অন্যত্র নহে তেমনি প্রেতলোকের পর যে স্বর্গলোক বা মনোলোক তার জন্যও অন্যত্র যেতে হয় না। স্বর্গ কোথায়? এ কথার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, স্বর্গ এইখানেই—তোমার পাশে, তোমার চারিদিকে; "It is here—round you at this very moment, near to you as the air you breathe." স্বর্গ বলতে পৃথক স্থান বোঝায় না; ইহা জ্ঞানোন্মেষের পৃথক অভিব্যক্তি মাত্র (state of consciousness)। ভগবান বুদ্ধও বহু অতীতে বলেছিলেন যে, তথাকার আলো তোমারই চারিদিকে আছে, তুমি শুধু তোমার চক্ষের আবরণটা উন্মোচন করলেই তা দেখতে পাবে। এই আবরণ উন্মোচন আর কিছুই নহে, উচ্চস্তরের জ্ঞানের উন্মেষ মাত্র; সূক্ষ্মস্তরে দৃষ্টি-সম্পাতের সাধনা মাত্র। সাধনা দ্বারা দিব্যদৃষ্টি (clairvoyance) লাভ করলে, সূক্ষ্মজগৎ (Astral world) ও সূক্ষ্মদেহ সম্বন্ধে সবকিছুই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখা সম্ভব হয়। ঐ জ্ঞানোন্মেষকে মনোরাজ্যে (mental plane) প্রসারিত করতে পারলেই মনোজগতের, অর্থাৎ স্বর্গলোকের সবকিছুই নয়নগোচর হবে। Rev. Leadbeater বলেছেন—This news simply a further stage of the same process, the raising of the consciousness to the mental plane, for man has a body for that level also, through which he may receive its vibrations, and so live in the glowing splendour of heaven while still possessing a physical body—though indeed after such an experience he will have little relish for the return of the latter."

মৃত্যুর পর পার্থিব দেহ ত্যাগ করে আমরা সূক্ষ্মদেহ ধারণ করি এবং কামলোকে বা প্রেতলোকে (Astral world) যাই। যতদিন কামনা বাসনা থাকে ততদিন সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে আমরা ঐখানে বাস করি। তারপর যখন কামনা বাসনাগুলি ক্ষয় হয়ে যায়, অর্থাৎ এখানের কাজ যখন শেষ হয়, তখন ঠিক যেমন ইহলোকের কর্ম্মশেষে মৃত্যুর মাঝে আমরা স্থূলদেহটাকে ত্যাগ করেছিলুম তেমনি ঐখানে আর একবার আমাদের মৃত্যু হয় এবং ঐ সূক্ষ্মদেহটাকেও ত্যাগ করতে হয়; উহাকে বলে দ্বিতীয় মৃত্যু; এইভাবে ঐ সূক্ষ্মদেহটাকে ঐখানে ফেলে দিয়ে আমরা আরও উচ্চস্তরে, আরও মহিমাময় স্থানে, আরও পরিপূর্ণভাবে জীবনের সাথে যাই। এই দ্বিতীয় মৃত্যুতে কোনও কষ্ট নেই, কোনও প্রকারের কোনও যন্ত্রণার অনুভূতি নেই। সাধারণ ব্যক্তির নিকট ইহা বোঝান অসম্ভব। সাপের খোলস ত্যাগের মত যথাসময়ে ঐ সূক্ষ্মদেহ আপনা হতেই খসে পড়ে এবং সে স্বর্গলোকের অসীম আনন্দ ও শান্তির মধ্যে যায়। ইহা ধীরে ধীরে সংঘটিত হয়। ইহলোকের মৃত্যুর পরমুহূর্ত্তেই যেমন সে অজ্ঞান হয় এবং সূক্ষ্মজগতের মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধীরে ধীরে জেগে ওঠে, তেমনি পরলোকের এই দ্বিতীয় মৃত্যুর সময়ও সে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে এবং স্বর্গলোকের মধ্যে ক্রমে ক্রমে জেগে ওঠে।

দ্বিতীয় মৃত্যুর পর সাধারণ মানুষ এই স্বর্গরাজ্যের আনন্দের আস্বাদ পায়। খুব কম সংখ্যক অসাধারণ ব্যক্তি ইহলোকে মৃত্যুর পরই স্বর্গ লোকে পৌছেন; কিন্তু অধিকাংশই প্রেতলোকে (Astral plane) বাসের পর তবে মনোলোকে (Mental plane) যান। ঐ মনোলোক বা স্বর্গলোক থেকেই আবার আত্মা পুনর্জন্ম নিয়ে ইহলোকে ফিরে আসেন। এই সূত্রে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'স্বর্গ হতে বিদায়' শীর্ষক কবিতাটি পাঠ করুন। কিন্তু বর্ব্বর ও অসভ্য অজ্ঞান জাতির মানুষ 'মনোলোকের' সন্ধান পায় না। তাকে পরলোক বা Astral plane থেকেই পুনরায় ইহলোকে ফিরে আসতে হয়। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ বা স্বর্গলোকের নিম্নতম স্তরগুলির একটা সামান্য আভা মাত্র পেয়েই পুনর্জন্ম নিয়ে ফিরে আসে।

স্বর্গলোকের অপর নাম দেবস্থান (Devachan)। ইংরাজীতে ইহাকে বলে Plane of the Divine Mind. এইখানে আমরা কেবল চিন্তারাজ্যের মধ্যে (Realm of Thought) থাকি। মানুষ যা কিছু সৎচিন্তা করতে পারে এইখানেই তাহা বাস্তবতায় পূর্ণ হয়। আমরা অন্নময় কোষ নিয়ে ইহলোকে প্রাণধারণ করি। তাই উহাকে 'প্রাণলোক' বলা যেতে পারে। ঐখানে মৃত্যু হলে আমরা কামনা বাসনাগুলিকে নিয়ে পরলোকে যাই ও থাকি; তাই তাকে 'কামলোক' নামে ডাকতে পারা যায়। তারপর ঐখানে কামনা বাসনাগুলি ক্ষয় হলে আমরা মনোদেহ নিয়ে 'মনোলোকে' যাই; ঐখানটাই কবিত্বের ও কল্পনার শেষ সীমা, উহাই দেবতাবাঞ্ছিত নন্দনশোভিত স্বর্গলোক।

ইহা চিন্তার রাজ্য। 'চিন্তার রাজ্য' (world of thought) বললে আমরা তৎক্ষণাৎ তাকে এক স্বপ্নময় অবাস্তব জগৎ বলে ধরে নি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু উহা অসম্ভব ত নয়ই, পরন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাস্তবতায় পূর্ণ এক অভিনব ধাম। মানুষ যখন তার স্থূলদেহটাকে ত্যাগ করে সূক্ষ্ম জগতে প্রবেশ করে ও তথাকার জ্ঞানোন্মেষ হয় তখন সেই সূক্ষ্মজগতের (Astral) স্বচ্ছতা, সৌন্দর্য্য ইত্যাদি দেখেই সে মনে করে "কি অপূর্ব্ব অভিনব রাজ্য; বাঁচা যে কি, তা এখানেই বোঝা যায়; এতদিন ত অজানাভাবে শুধু কারাগারে বন্দীর মত বাঁচা হচ্ছিল। আমি ঐখানে নিজেকে কতই জ্ঞানী ও বিচক্ষণ, কতই কৌশলী ও কর্ম্মক্ষম ভেবে ছোটাছুটি করছিলুম; কিন্তু গুটিপোকা যেমন তার পাতাটি ভিন্ন আর কিছুই জানে না, আমার জ্ঞানও তেমনি সীমাবদ্ধ ছিল; আর এখন আমি প্রজাপতির মত ডানা মেলে উড়ছি এবং এই পরিপূর্ণ বিস্তৃততর আনন্দরাজ্যের মধ্যে এসেছি।"

আবার তার দ্বিতীয় মহাপ্রস্থানের সময় আসে। পুনরায় সে তার কামনা বাসনাগুলিকে ক্ষয় করে। তার ঐ সূক্ষ্মদেহ (Astral) ত্যাগ করে। এইভাবে মনোলোক বা স্বর্গলোকে গমন ও তথাকার উপযোগী জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গেই সে এক পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে এবং ঐরূপ মহানন্দের আস্বাদে মত্ত ও বিহ্বল হয়ে, ঐরূপ একই প্রকার ভাবের পুনরুক্তি করে। কারণ, স্থূলজগৎ অপেক্ষা সূক্ষ্মজগৎ বা পরলোক যেমন অচিন্তনীয়ভাবে সুন্দরতর, তেমনি স্বর্গলোক Astral জগৎ অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়েই অতুলনীয় ও মহিমতর। কিন্তু তার ওপারেও আবার এক জগৎ আছে (Causal plane), যথাকার যতকিছু সবই অনির্ব্বচনীয় এবং সূর্য্যালোকের কাছে চন্দ্রালোকের ন্যায়—স্বর্গলোকের শোভাসম্পদ আনন্দও যার কাছে ম্লান হয়ে যায়। প্রত্যেক জগতের নিজ নিজ শোভাসম্পদ নিম্নস্তরের অধিবাসীর কাছে বিশ্বাসযোগ্য না হতে পারে, তাই এই স্বর্গলোকের অতুলনীয় ও কল্পনাতীত আনন্দ ও বিশিষ্ট ভাব আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য ও কাল্পনিক নামে প্রখ্যাত হয়;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু যে মুহূর্ত্তে নিম্নস্তরের দেহ ত্যাগ করে উচ্চতর স্তরের জ্ঞানোন্মেষ হয়, তখনই কেবল সে সেই স্তরের যা কিছু সবই অনুভব করতে পারে। ঐ ঐ স্তরের উপযোগী জ্ঞানের প্রস্ফুটন না হলেও মুখে বলে তথাকার কিছুই বোঝান যাবে না, যেহেতু তথাকার বর্ণনা এই স্থূলজগতের ভাষার অতীত।

মানুষ তার স্থূলদৈহিক জীবন নিয়ে যেমন 'কারণগুলি'র (causes) উৎপত্তি করিয়েছে, স্বর্গবাসও তার তদুপযোগী ভোগজনক এবং তদুপ-যোগী সময়সাপেক্ষ হয়। তাই তার যতটুকু সাধ্য স্বর্গরাজ্যের অনুপম আনন্দভোগের সে ততটুকুই অধিকারী। এই আনন্দ পান করার জন্য জনে জনে বিভিন্ন পাত্র নিয়ে আসে ; কারও পাত্র ছোট, কারও বা বড়। কিন্তু ছোটই হোক আর বড়ই হোক প্রত্যেকের পাত্রই কানায় কানায় ভর্ত্তি হবে সেই মহানন্দের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে।

পার্থিব জগতে থাকাকালীন তার কামনা বাসনাগুলির দ্বারা মানুষ তার সূক্ষ্মদেহ গঠন করে এবং পরলোকে তার নিজের গঠিত ঐ সূক্ষ্ম-দেহটী ধারণ করেই থাকতে হয়। তার ঐ সূক্ষ্মদেহের গঠনের উপরই নির্ভর করে তার পারলৌকিক জীবনের সুখ বা দুঃখ। ক্রমশঃ তার মধ্যের যা কিছু অসৎ, যা কিছু কালো সবই ক্ষয় হয়ে গিয়ে সৎভাব ও নিঃস্বার্থপরতা তার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে জেগে ওঠে। তার স্বার্থপরতা ও হীনতা সবই ঐ কামলোকে পড়ে থাকে ; বাকী থাকে শুধু নিঃস্বার্থ স্নেহ মমতা, নিঃস্বার্থ ভক্তি ভালবাসা এবং নিঃস্বার্থ প্রেম অনুরাগ। এই নিয়ে তার স্বর্গলোক যাত্রা শুরু হয়। এই ভালবাসা বা স্নেহের সে প্রতিদান চায় না ; তার প্রণয়ী তার উপর প্রেমের ছায়া ফেলে কিনা তা দেখে না ; ইহাতে সন্দেহ নেই, অবিশ্বাস নেই ; হিংসার দহনে ইহাতে জ্বলতে হয় না ; বিদ্বেষের তীব্র জ্বালায় ইহার অন্তর ছাই হয় না। কলনাদিনী তটিনী যেমন আপন মনে গান গেয়ে দুকুল ভাসিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উল্লসিত মনে ভেসে চলে, ইহার প্রেমও ঠিক তেমনি মধুযামিনীর রজত-শুভ্র জ্যোৎস্নার মত চরাচরের উপর ছড়িয়ে পড়তে চায়। এইখানে প্রেমিক তার প্রেমের বিনিময়ে কিছু চায় না; ভক্ত তার পূজার বিনিময়ে কিছু খোঁজে না। এইখানে সে আত্মহারা হয়ে প্রেমের তরঙ্গে ভেসে চলে। ইহাই স্বর্গলোক। শত সহস্র দুঃখের তীব্রতম কশাঘাতও এখানে পৌঁছায় না, মধুরতম আনন্দের পরশে তা ভাস্বর হয়ে ওঠে। এইখানের এই স্তরে পৌঁছেই তার মনের তারে ঝঙ্কার দিয়ে বেজে ওঠে এই গীত—

দুখেরি বেশে এসেছ বলে
তোমারে নাহি ডরিব হে,
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা
নিবিড় করিয়া ধরিব হে।
ঝরিবে জল নয়নে সদাই
ঝরুক জল নয়নে হে,
বাজিছে বুকে বাজুক বুকে
বিষম বাহুর বাঁধন হে!
তুমি যে রয়েছ বক্ষে আমার
এ কথা কারেও জানাব না হে,
আমি ক'ব নাক কথা, চা'ব নাক কিছু
রহিব চাহিয়া বদনে হে॥

এই স্বর্গলোকেই মানুষের কল্পনাতে যত কিছু সম্ভব, সব আনন্দেরই পূর্ণত্ব বর্ত্তমান। কিন্তু সকলেই এই পূর্ণ আনন্দের অধিকারী হতে পারে না। ইহলোকে থাকাকালীন যে যতটুকু ক্ষমতা লাভ করেছে, নিঃস্বার্থপরতার যজ্ঞে যে যতটুকু আহুতি দিতে পেরেছে, এখানের আনন্দ ও মহিমা তার ভাগ্যে ততটুকুই লাভ হয়। কিন্তু এ আনন্দের পরশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলকেই পেতে হবে। অসভ্য ও বর্ব্বর মানুষ ভিন্ন অপর সকল নর-নারীই ইহার কমবেশী ভোগের অধিকারী। জীবনে যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিঃস্বার্থপরতার উদয় হয়ে থাকে, তার পবিত্র মহান্ মায়াদণ্ডে স্বর্গলোকের মহিমা সে কথঞ্চিৎও উপভোগ করতে পারবে।

যদিও ক্রমোন্নতি চলছে, তবুও বর্ত্তমান মানবসমাজ এই আত্মিক বিবর্ত্তনের (evolution) পথে এখনও খুব বেশী দূর অগ্রসর হয়নি; তাই এখনও তার মনোদেহ সম্পূর্ণরূপে তার ইচ্ছামত বশীভূত হয়নি; যখন উন্নতির চরম সীমায় সে অগ্রসর হবে, মনোদেহকে যখন সে ইচ্ছামত স্থূলদৈহিক ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় চালিত করতে পারবে, তখনি সে ঐ স্বর্গলোকের মহান্ ও পূর্ণ আনন্দের অধিকারী হবে। প্রেতলোকে (Astral plane) থাকাকালীন সে যেমন সদা চঞ্চল, সদা ব্যস্ত জীবন যাপন করে ও স্বাধীন ভাবে সর্ব্বত্র তার সূক্ষ্মদেহ নিয়ে ঘোরাফেরা করে, স্বর্গলোকে এসেও আত্মা তেমনি অভ্যস্ত জীবন যাপন করতে থাকেন —এরূপ চিন্তা করলে আমাদের ভুল করা হবে। এখানে থাকাকালীন অন্য জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ। অবশ্য, যদি তিনি আত্মিক উন্নতি ও আত্মিক ক্ষমতার চরম শিখরে আসীন থাকেন, তবে তাঁর অবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক; তিনি স্বাধীনভাবে সর্ব্বত্রই ইচ্ছামত বিচরণ করতে পারেন এবং যাবতীয় উচ্চস্তরের জ্ঞানালোক তাঁর সামনে প্রকট হয়ে ওঠে।

এই স্তরে একদল দেবদূত (Angels) আছেন যাঁরা সঙ্গীত অনুরক্ত এবং সঙ্গীতের দ্বারাই তাঁরা নিজেদের সর্ব্বপ্রকারে প্রকাশ করেন। আমাদের শাস্ত্রেও তাঁদের গন্ধর্ব্ব বলা হয়। যাঁর আত্মা সঙ্গীতমূর্চ্ছনায় ও রাগরাগিণীতে অনুপ্রাণিত, তিনি অনায়াসে ঐ সকল মহান্ আত্মার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন এবং তাঁদের সহযোগে আরও বহুলভাবে উপকৃত ও শিক্ষিত হয়ে ওঠেন। ঐখানে বিখ্যাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গীতকারগণ বহু আগে থেকেই গেছেন: তাঁরা তথায় মৃত নহেন, পরন্তু অধিকতর প্রাণবন্ত ও উচ্ছ্বসিত আবেগময় সঙ্গীত রচনায় রত আছেন; এখানকার সঙ্গীতকারগণ বা গায়কগণ তাঁদেরই অনুপ্রেরণা মাধুর্য্য ও আবেগের কণা মাত্র স্পর্শলাভ করে ভাগ্যবান হন।

এই স্বর্গলোকে একদল মহান্ দেবতা আছেন, যাঁরা বর্ণের দ্বারা ভাব প্রকাশ করেন; অদ্ভুত বর্ণের আলোচ্ছটার দ্বারা তাঁরা পরস্পরের সহিত ভাববিনিময় ও কথাবার্ত্তা কহেন। ঐখানে রিখ্যাত কলাবিদ্‌গণ আছেন—সঙ্গীতজ্ঞ গন্ধর্ব্বদের মত শিল্প ও আর্টের মধ্যেই যাঁরা আনন্দের চরম বিকাশ সম্ভব করে তুলছেন।

কিন্তু স্বর্গলোকে বাসকালীন তাঁর ভালবাসার বা ভক্তিপূজার ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্বন্ধ কি হয়? অনেক সময় আমাদের প্রাণে এই সংশয়াকুল প্রশ্ন ব্যাকুল হয়ে জেগে ওঠে যে, আমরা ঐখানে গিয়ে আমাদের প্রিয়তমকে দেখতে ও চিনতে পারব কি না? ঐ অসীম সৌন্দর্য্য ও আনন্দের সমুদ্রের মাঝে, পরিপূর্ণ ও উচ্ছলিত মাধুর্য্যের মধ্যে আমরা যাকে চাই তাকে যদি না দেখতে পাই, যদি না আমরা সেই প্রিয়তমকে চিনে নিতে পারি, তবে কি সবই বৃথা হবে না? কিন্তু ইহাতে কোনও সংশয় সন্দেহ নেই।

কিন্তু আবার আর এক প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে প্রবলভাবে জাগে। আমাদের যে সকল বন্ধু, প্রিয় ও পরমাত্মীয়গণ ইতিমধ্যেই স্বর্গলোকে গেছেন, তাঁরা কি সেখান থেকে আমাদের দেখতে পাচ্ছেন? অথবা তাঁরা কি উদ্বেগ ব্যাকুল হৃদয়ে আমাদের পথচেয়ে বসে আছেন? কিন্তু, তাঁরা যদি সেখান থেকে আমাদের বর্ত্তমান শোক তাপ, দুঃখ কষ্টের অবর্ণনীয় স্রোতে ক্লিষ্ট ও ভাসমান এবং পাপের পঙ্কিল আবর্ত্তে আমাদের আকণ্ঠ মুহ্যমান দেখেন, তবে তাঁরা কি তৃপ্তি পাবেন? অথবা, বহু বহু বৎসর তথায় ব্যাকুল অপেক্ষায় থেকে যখন তাঁরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐখানে আমাদের দেখবেন, তখন কি আমাদের মধ্যে বহুধা পরিবর্ত্তন জন্য পরস্পরের মধ্যে সেই সহানুভূতির স্পর্শ থাকবে ?

এই সম্বন্ধে একটু প্রণিধান করতে হবে। যখনই আমরা কাউকে খুব গভীরভাবে ভালবাসি, তখনি আমরা তার একটা মনোময় দেহ গঠন করি এবং তাই সে সর্ব্বদা আমাদের মনোরাজ্যে থাকেই। আমরা সেই মনোদেহটীকে আমাদের সঙ্গে স্বর্গলোকে নিয়ে যাই। যে ভালবাসার দ্বারা এইরূপে অপরের মূর্ত্তি গঠিত ও মনোমধ্যে রক্ষিত হয়, তা যে অতি-শক্তি ধরে ইহা না বললেও চলে; উহাই পরে আমাদের ঈপ্সিত ভালবাসার ব্যক্তির আত্মায় গিয়ে স্পর্শ করে; ফলে তিনিও তৎক্ষণাৎ তার উত্তর দেন। এইভাবে আমরা দেখি যে, সেই বন্ধুজন আমাদের সঙ্গে পূর্ব্বের চাইতে আরও ঘনিষ্ঠভাবে বর্ত্তমান আছে। আমরা দেহটীকে ভালবাসি না, ভালবাসি তাঁর আত্মা এবং সেই আত্মাই এখানে আমাদের কাছে ধরা দেয়। এইরূপে যেখানেই তিনি থাকুন, যে লোকেই তাঁর বর্ত্তমান স্থান হোক, আমাদের ভালবাসা সেইখানেই গিয়ে তাঁর আত্মাকে স্পর্শ করে; কখন সুখের মাঝে, কখন আনন্দের স্রোতে, কখন মাধুর্য্যের অপরিসীম ধারায় আমরা যে স্নাত ও পূত হই তাহার কারণ হচ্চে এই বাহ্যিক প্রেমের অতুলনীয় শক্তি। তাই পরস্পরের ভালবাসা আত্মার ক্রমোন্নতির পথে এক অব্যক্ত সাহায্যকারী অমোঘ শক্তি। যাকে যত বেশী লোকে ভালবাসে, তার ক্রমোন্নতির পথে সহায়ক শক্তিও ততই প্রবল। 'One who is much loved by many people, may have part in many heavens simultaneously, and so many evolve with far greater rapidity.' কিন্তু ভালবাসার উদ্ভব ও এই প্রেমলাভের কারণ হচ্চে তাঁর গুণাবলী। এইভাবে তিনি যে শুধু অন্যান্যদের কাছ হতে ভালবাসা লাভ করেন তা নয়, তাঁর বন্ধুরা মৃতই হোক আর জীবিতই হোক তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভালবাসার মধ্যেই বর্দ্ধিত হতে থাকেন (he himself grows in love, whether these friends be living or dead)।

অন্যান্য 'লোকের' ন্যায় স্বর্গলোকেও সাতটী পৃথক শ্রেণীবিভাগ আছে; ইহা density of matter নিয়েই সৃজিত ও গঠিত। সর্ব্বোচ্চ যাহা আছে তাকে ১নং বলা হয়। ইহা most ethereal বা সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং সর্ব্বনিম্ন স্তরটী কতকটা material। ধর্ম্মগ্রন্থে কিন্তু সর্ব্বনিম্ন স্তরটিকে প্রথম স্বর্গ এবং সর্ব্বোচ্চটীকে সপ্তম স্বর্গ নামে অভিহিত করা হয়।

স্বর্গের সর্ব্বনিম্ন স্তরের (অর্থাৎ থিওজফি অনুসারে ৭ম স্বর্গের এবং ধর্ম্মগ্রন্থাদি অনুসারে প্রথম স্বর্গের) প্রধান ধর্ম্মই হচ্চে স্নেহ বা ভালবাসা (affection)। বন্ধুদের উপর, বা নিজ সংসারের উপর ভালবাসাই হচ্চে ওখানকার প্রধান গুণ। কিন্তু ইহা কথঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণ (narrow) হলেও ইহা সর্ব্বদা নিঃস্বার্থ। ইহলোকে থাকাকালীন স্নেহ, প্রেম ও ভালবাসাই ছিল যার ধর্ম্ম, মৃত্যুর পর সেই স্নেহপ্রবণ ও প্রেমিক আত্মা এইখানেই আসেন। এই স্নেহ ও প্রেমই তাঁর স্বর্গলাভের একমাত্র কারণ। এই প্রেম ভালবাসা যত উচ্চস্তরের হয় ততই স্বর্গের উচ্চস্তরে তাঁর স্থান নির্দ্দিষ্ট হবে।

রেভাঃ লেডবিটার এই স্তরের ২।১টী অধিবাসীর উদাহরণ দিয়েছেন; ঐখানে একজন এমন আত্মার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল যিনি ইহলোকে থাকাকালীন একটি ক্ষুদ্র মুদিখানার দোকান চালাতেন; তিনি নিজে খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী লোকও ছিলেন না, বা তাঁর কোনও বিশেষ ধর্ম্মোন্মত্ততাও ছিল না। তাঁকে এক কথায় সাধারণ সৎ ও ভদ্র ব্যবসাদার বলা চলে। প্রতি রবিবারে তিনি চার্চ্চেও যেতেন; কিন্তু এটা ঠিক তাঁর সমাজের আচরণীয় হিসাবেই করা হোত। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি কিছু বুঝতেনও না এবং তাঁর প্রাত্যহিক ব্যবসাদারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনের সঙ্গে ধর্ম্মের বিশেষ কিছু সম্বন্ধও ছিল না। তাঁর মধ্যে ভক্তির গভীরতা ছিল না, যার জন্য তাকে পরবর্ত্তী উচ্চতর স্বর্গে যেতে হোত। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও সংসারের উপর এক গভীর নিঃস্বার্থপূর্ণ স্নেহ ভালবাসা ছিল। নিজের জন্য নয়, কিন্তু তাদের জন্যই তিনি সকাল হতে রাত্রি পর্য্যন্ত ঐ ক্ষুদ্র দোকানটীতে কঠোর পরিশ্রম করতেন। তাই, Astral জগতে বাস করার পর, কামনা বাসনাগুলি শেষ হবামাত্রই তিনি এইখানে এসেছেন; তাঁর ভালবাসার জনগুলি এখন সর্ব্বদাই তাঁর কাছে ঐ রাজ্যে আছে।

আর একজনের সাক্ষাৎ হোল, যিনি তাঁর একমাত্র কন্যাকে অল্প-বয়স্কা রেখে ইহলোক হতে বিদায় নিয়েছিলেন। স্বর্গের এই স্তরে তিনি সর্ব্বদা তাঁর সেই কন্যাটীকে নিয়ে পরম সুখে ও শান্তিতে আছেন। এই কন্যার ভবিষ্যৎ জীবনের পরম রমণীয় ছবিই তিনি এঁকে চলেছেন। আর একজন গ্রীস দেশীয় মা-কে দেখা গেল—তিনি তাঁর তিনটী পুত্রকন্যা নিয়ে পরম সুখে দিন কাটাচ্ছেন।

আর একজন মা-কে আমরা দেখলুম—যিনি ২০ বছর আগে তাঁর ২টী প্রিয়তম পুত্রকে রেখে ইহজগৎ ত্যাগ করেছেন। এখনও সেই বালক দুটী তাঁর কাছে তেমনি ১৫।১৬ বছরের মতই আছে। এই দুইটী পুত্রের উপর তাঁর সেই প্রবল ভালবাসা ইহাদের বর্ত্তমান ইহলৌকিক জীবনে প্রবল শক্তির ন্যায় কার্য্য করছে। পরীক্ষা করে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল যে, ইহাদের মধ্যে একটী সৎ ও সাধারণ ব্যবসায়ী হয়েছেন এবং অপরটী একজন নিঃস্বার্থ পরোপকারী মহান্ কৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে পূজিত হচ্ছেন।

সর্ব্বনিম্ন স্তরের উপরের স্তরটীর প্রধান গুণ হচ্ছে ধর্ম্মভাবযুক্ত ভক্তি। এইখানে তাঁরাই থাকেন—যাঁরা ভক্ত; শ্রীভগবানকে যাঁরা সখারূপে, বন্ধুরূপে, পুত্ররূপে, ভর্ত্তারূপে, অথবা দীন সেবকরূপে নিত্য ধ্যান ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজা করে এসেছেন—এখানেও তাঁরা সেই অপূর্ব্ব ভক্তির মাঝে নিজ পরমপ্রিয়র পূজাতে রত আছেন। কেউ দীন নয়নে ব্যাকুলভাবে গান করছেন—

'কেহ নাই, কিছু নাই, তুমি আর আমি
তুমি প্রভু আমি দাস হে প্রাণস্বামী।'

কেউ অবিরাম গেয়ে চলেছেন—'বল ভাই ধন্য হরি'।

কেউ আকুল হয়ে প্রার্থনা করছেন—

'আমারে কর তোমার বীণা লহ গো লহ তুলে,
উঠিবে বাজি তন্ত্রী রাজী মোহন আঙ্গুলে।'

এইভাবে নানা জনে নানা রূপে তাঁর ভজন পূজন সাধন আরাধনাতে মগ্ন আছেন।

তৃতীয় স্বর্গে—ভক্তি কেমনতর কার্য্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয় তাই স্পষ্টভাবে দেখা যায়। রেভাঃ লেডবিটার এই স্বর্গের বর্ণনায় বলেছেন—"It is especially the plane for the working out of great schemes and designs unrealized on earth of great organizations inspired by religious devotion, usually having for their object some philanthropic purpose." যে সকল সর্ব্বোত্তম আদর্শে অনুপ্রাণিত মহৎ উদ্দেশ্য, মর্ত্তলোকে থাকাকালীন কার্য্যে সফলতা লাভ করে নাই, এইখানে বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সেই উদ্দেশ্যগুলিকে কার্য্যের মধ্যে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা হয়। কেউ চেষ্টা করেছেন কিরূপে কাজ করলে জগতের দারিদ্র্য দুঃখ নাশ করা সম্ভব, কেউ ব্যস্ত আছেন জাগতিক রোগ দূর করার জন্য কোনও বিশেষ উদ্ভাবনের মধ্যে; যে সব উদ্দেশ্য তাঁর মর্ত্তলোকের জীবনে শুধু কল্পনারূপেই থেকে গেছে এইখানে এসে তিনি তাঁর সেই মহৎ কল্পনাকে কার্য্যের দ্বারা বাস্তবরূপে পরিগণিত করেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪র্থ স্বর্গকেই 'রূপ' level এর সর্ব্বোচ্চ স্থান বলা হয়। এইখানের কার্য্য সকল এতই বিভিন্ন যে, তাদের একটা শ্রেণীতে রেখে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ইহাকে নিম্নোক্ত চারটী বিশেষ শ্রেণীতে বর্ণনা করা যেতে পারে—"unselfish pursuit of spiritual knowledge (আত্মিক জ্ঞানের নিঃস্বার্থ আলোচনা), high philosophic or scientific thought (দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক উচ্চ চিন্তা), literary or artistic ability exercised for unselfish purposes (নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্যযুক্ত সাহিত্যিক ও কৃষ্টিগত শক্তি), and service for the sake of service (শুধু সেবার জন্যই সেবা)।

এইখানে জগতের শ্রেষ্ঠ গায়কগণ আছেন। মর্ত্তলোকে থাকাকালীন সঙ্গীতের যে স্বর্গীয় সুষমা তাঁরা ফোটাইতে পারেন নাই, এইখানে তার অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট সঙ্গীতলহরীর সৃজনে তাঁরা সক্ষম। এইরূপে এ জগতের যাঁরা নিঃস্বার্থ চিত্রকর ও ভাস্কর ছিলেন তাঁরা আজ এইখানে বর্ত্তমান এবং তাঁরা উন্নততর ও মহিমতর আদর্শ ঐখান থেকে লোকে লোকে প্রেরণ করছেন। এইরূপে ঐখান থেকে নিঃস্বার্থ কার্য্য, শিল্প, সঙ্গীত ইত্যাদির অপূর্ব্ব মহিমাময় প্রেরণা মর্ত্ত-লোকে নিঃস্বার্থ আত্মার মনে নিয়তই প্রতিভাত হচ্চে, তার উদাহরণ আমরা প্রায়ই পাই। এইখানে যাঁরা আছেন তাঁদের সম্বন্ধে এইরূপ বলা আছে—"Many were found on this plane who during their earth-stay had devoted themselves to helping men because they felt the tie of brotherhood who rendered service for the sake of service rather than because they desired to please any particular deity They were engaged in working out with full knowledge and calm wisdom vast schemes of beneficence, mag-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

nificent of world improvement, and at the same time they were maturing powers with which to carry them out hereafter on the lower plane of physical life."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিশুমৃত্যুর রহস্য

মৃত্যুর মধ্যে সব চাইতে মর্ম্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক দৃশ্য আমাদের চক্ষে পড়ে, যখন পবিত্র মুকুলের মত নিষ্পাপ শিশুরা তাদের বাবা মার হৃদয় শ্মশান করে দিয়ে চিরদিনের মত বিদায় নিয়ে চলে যায়। কত বাড়ী এইরূপে শ্মশান হয়ে গেছে, কত স্নেহাতুরা জনক জননী পাগল হয়ে গেছেন, কত ঘরে এই হেতু কত সর্ব্বনাশ ঘটেছে তার সীমা নেই। আমার চির আদরের দুলালী ডলিও যখন ঐভাবে আমাকে ছেড়ে চিরদিনের মত চলে গেল, উন্মাদের মত আমিও তথন জনে জনে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছি—ওগো তোমরা কি কেউ বলতে পার—মুকুলে যে ঝরে গেল, কুসুমের কলিরূপেই যে শুকিয়ে গেল, তার জীবনের কি সার্থকতা? যদি দিলেনই তিনি, তবে নিলেনই বা কেন এমন করে নিষ্ঠুর আঘাত দিয়ে? কত জনে কত রূপে উত্তর দিয়েছেন। কত পণ্ডিত আমাকে শাস্ত্রবচন দিয়ে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা পেয়েছেন যে, অপাপবিদ্ধা পুষ্প ঝরে গিয়ে তাঁরই চরণে গিয়ে অঞ্জলি পড়ল; সংসারের প্রখর রবিরশ্মিতে তার স্বচ্ছ হৃদয়ে কালিমা পড়ল না; রাঙা ফুল রাঙা পায়ে গিয়ে রঙিন হয়েই রইল।

প্রথম প্রথম মনে একটা সান্ত্বনা পেতাম বটে, তবে ক্রমশঃ আমার চিন্তাস্রোতের মাঝে এই যুক্তি বেশী দিন টিকে থাকল না। কথন ভাবলুম, ইহা সেই খেয়ালী বিধাতার লক্ষ কোটী খেয়ালের মধ্যে একটি রহস্যময় খেয়াল মাত্র; গাছে ত কত ফলই ধরে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সবগুলিই কি টিকে থাকে? চারদিকে যে অসংখ্য শিশুমৃত্যুর হাহাকার, অসংখ্য জনক জননীর বুকফাটা আর্ত্তনাদ—এটাও ঠিক ফলহারা পাদপের মৌন শোকগীতি। কিন্তু মন ত এই যুক্তিতেও ধৈর্য্য ধরতে চায় না। বুঝলুম রাজার পাপে রাজ্য যায়, পিতা মাতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপে সন্তান মরে। কিন্তু তাতে সেই শিশুর আত্মার কি সার্থকতা হোল ?

এই সমস্যাসঙ্কুল ব্যাপারটীর মীমাংসার কালে আমি রেভাঃ লেডবিটার ও অন্যান্য theosophistদের কথাই আলোচনা করব। তাঁরা এ বিষয়ের অনুসন্ধান কালে একজন যুবকের হঠাৎ অকালমৃত্যু দেখে সেইটা নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন ও নূতন অভিনব আলোকের আবিষ্কার দ্বারা এই ঘনরহস্যাবৃত অকালমৃত্যু সম্বন্ধে একটা মীমাংসায় উপস্থিত হলেন। ঐ সময় তাঁরা অনেক আত্মার পুনঃপুনঃ মৃত্যু ও পরবর্ত্তী বহু বহু পুনর্জন্মগ্রহণ নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন।

এইরূপে পরীক্ষার কালে প্রাচীন গ্রীসদেশের দুইটী ভ্রাতার কাহিনী আমরা তাঁদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি। ঐ দুইটি ভাই একদিকে যেমন গভীরতম ভ্রাতৃপ্রেমে আবদ্ধ ছিল, আবার অন্যদিকে তেমনি দুইজনেই দর্শনশাস্ত্রের (Pythagorean philosophy) প্রবল অনুরাগী ছাত্র ছিল। বড়টীর কাছে এই দর্শনশাস্ত্রই ছিল একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান ; ইহারই অনুশীলনে সে তার দিবসরজনী যাপন করত। ছোটটীও যদিও এই দর্শনশাস্ত্রের প্রবল অনুরক্ত ছিল, কিন্তু ইহা ছাড়াও শিল্পের উপর তার দখল ছিল এবং তখনকার দিনে সে একজন বিখ্যাত ভাস্কর রূপে নাম পেয়েছিল। শিল্পকার্য্যে তার সময় অনেক ব্যয় হওয়ায় দর্শনশাস্ত্রে তার সময়ের ভাগ কম পড়ত। দুই ভাইই খুব সুখী এবং বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। দুই ভাই এতই গভীর ভালবাসায় আবদ্ধ ছিল এবং দুজনে পরস্পরের মধ্যে এমন এক অচ্ছেদ্য বন্ধন সৃষ্টি করেছিল যে, তাদের দুজনেরই একসঙ্গে পুনর্জন্ম গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক ছিল। কিন্তু তাদের উভয়ের স্বর্গবাসের সময়ের কমবেশী থাকায় একটা ভীষণ বাধা হোল তাদের একসঙ্গে পুনর্জন্ম গ্রহণের পথে। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই ছোট ভাইয়ের পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় হোল; কিন্তু দাদার স্বর্গবাস শেষ হতে তখনও তিনশত বৎসর আছে।

খুব সহজে এক সমস্যার মীমাংসা হোল। ছোট ভাইয়ের স্বর্গবাসের সময় শেষ হতেই সে মধ্য য়ুরোপের এক জায়গায় পুনর্জন্ম গ্রহণ করল। তার শিল্পচাতুর্য্য খুব অল্পবয়স হতেই ভালভাবে প্রকাশ হোল, কিন্তু এবারে সে ভাস্কর (Sculptor) না হয়ে তার পূর্ব্ব পিতার ন্যায় একজন Etcher হোল। এই দিকে তার খুব নামযশ দেখা গেল এবং যুবা বয়সেই অদ্বিতীয়রূপে পরিগণিত হয়ে পড়ল। কিন্তু এমনি অবস্থার মাঝে ২০ বৎসর বয়সে মধ্যযুগের ঐতিহাসিক মড়কে সে মারা যায়। চারদিকে তার অভাবে হায় হায় করে উঠল। এমনভাবে একটা ভবিষ্যৎ রত্নকে অকালে সরিয়ে নেওয়ায় অনেকে ভগবানকেও দোষারোপ করতে ছাড়ল না।

কিন্তু এর ফল কি হোল দেখা যাক; পার্থিব জগতে অল্পদিন থাকায় অপূর্ণ কামনা বাসনার জন্য Astral জগতে তাকে কিছু বেশী সময় থাকতে হোল বটে, কিন্তু তদনুপাতে তার স্বর্গবাসের সময় কমে এল। ফলে উনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে তার দাদা গ্রীসে জন্ম নেবার ৩ বৎসরের মধ্যে সেও আবার তার সেই আগের ভাই হয়ে জন্ম নেবার জন্য তৈরি হোল।

অকালমৃত্যু বিধাতার মহা আশীর্ব্বাদ ভিন্ন যে আর কিছু নহে, ইহাপেক্ষা সেই আত্মার পক্ষে তৎকালোপযোগী মঙ্গলতর বিষয় যে আর কিছুই থাকতে পারে না—তা প্রত্যেক জীবন নিয়ে অধ্যাত্মযোগে বিচার করলেই স্থিরভাবে জানা যাবে। এই ছোট ভাইটির যে অকাল-মৃত্যুকে ভয়ানক সর্ব্বনাশ বলে তীব্র হাহাকার করা হচ্ছিল, তাহা যে তার আত্মার পক্ষে কল্যাণতম ঘটনা ইহাতে সংশয় করবার কোনও কারণ নেই। ষোল শত শতাব্দীতে তার ভাস্কর্য্যের ক্ষমতা অসীম খ্যাতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভ করলেও তার দর্শনশাস্ত্রালাপ (Philosophy and mysticism) বেশী অগ্রসর হচ্ছিল না। সেকালে সে যদি বেশী দিন বাঁচত তাতেও তার বিশেষ জ্ঞানলাভের সুবিধা হোত না। কিন্তু বর্ত্তমান পুনর্জন্ম নিয়ে একত্রে দুই ভাই আবার একমনে অধ্যাত্মবিদ্যা অধ্যয়নে মন দিয়ে তাদের আত্মার তৃপ্তিলাভ হয়েছে। ছোট ভাইয়ের আত্মার ইহা অপেক্ষা মঙ্গল আর কিছুই ছিল না।

এই ব্যাপারটীকে অনুসরণ করে আমরা এই নব আলোকে যদি প্রত্যেক অকালমৃত্যু সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানে রত হই, সাধনা ও দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে আমরা যদি প্রকৃত তত্ত্ব দর্শন করতে সক্ষম হই, তা'হলে তৎক্ষণাৎ আমরা প্রত্যেক ঘটনাতেই মঙ্গলময় বিধাতার মঙ্গলহস্তের স্পর্শ দেখতে পাব। সব ক্ষেত্রেই ঠিক একই ঘটনা, বা একই জীবন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সমাবেশ পাওয়া যাবে না ; কিন্তু অবস্থা যতই বিভিন্ন হোক মূলে সেই একই বিধান স্বর্ণচ্ছটায় সমুজ্জ্বল দেখতে পাব। যা হচ্চে, তা যে মঙ্গলের জন্যই হচ্চে, সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ থাকবে না।

এইখানে আর একটি যুবা অধ্যাত্মবিদের বিষয় বলব। সে একই সংসারে দুবার জন্ম নিয়েছিল। তার প্রথম জন্ম হবার ২।১ সপ্তাহ পরেই সে মারা যায় এবং সেই একই পিতামাতার কোলে কয়েক বৎসর পরেই সে পুনর্জন্ম নিয়ে আসে। স্বতঃই প্রশ্ন মনে জাগল যে, এই প্রথম অকালমৃত্যুর কারণ কি ? সেই জীবনই যদি বরাবর চলত, তা'হলে দ্বিতীয় জীবনের যা কিছু সবই তাতে সম্ভব হোত না কি ? কয়েক বৎসর মাত্র পরে জীবন আরম্ভ হওয়ায় প্রথম জীবনের সঙ্গে তার আর এমন কি পার্থক্য হ'ল ? ইহার উত্তর পাওয়া গেছে। এই পিতা মাতা উভয়ে বহু পরে অধ্যাত্ম আলোচনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন এবং এই শাস্ত্র সম্বন্ধে আস্বাদ পাবামাত্রই পরিবারের সকলেই এক মনঃ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণে এই বিদ্যাচর্চ্চায় রত হয়েছিলেন। কিন্তু এই যুবক যদি প্রথম জন্ম নিয়েই থাকত, তা'হলে তার যৌবনোদ্গম হবার পর তবে সে এই অধ্যাত্মশাস্ত্রের কথা শুনতে পেত। কিন্তু তার বাবা মা ছিলেন free thinkers. ঐ অসংযমী পিতা মাতার কোলে মানুষ হতে হতে যৌবন উন্মেষের মধ্যেই তার হয়ত অনেক কিছু অশুভ অভ্যাস ও স্বভাব জন্মাত এবং তাতে হয়ত তার সারা জীবনটাই নষ্ট হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে অকাল-মৃত্যুরূপ আশীর্ব্বাদ সে লাভ করল এবং যথাসময়ে সে পুনঃ ঐ পিতা মাতার কোলে এসে উপস্থিত হ'ল। এইভাবে যত ঘটনাই আলোচনা করা যাবে প্রত্যেকটির মধ্যেই ঐ একই মঙ্গল পরশ প্রকাশ পাবে। প্রত্যেক ঘটনাতেই দেখা যাবে যে, প্রথম জীবনের বিনিময়ে কতই না মহত্তর জীবনলাভ সম্ভব হয়েছে। যে জীবনে তার চরম মঙ্গল হবার সম্ভাবনা নেই, যে জীবনে পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার মহত্তর জীবন গঠনের পক্ষে অন্তরায়—বিধাতার অলঙ্ঘ্য মঙ্গলবিধানে সেই জীবন তার শেষ হয় এবং যথাকালে বিশিষ্ট পিতা মাতাকে আশ্রয় করে যা তার শ্রেয়, যা তার প্রেয়, যা তার পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণপ্রদ, যা সেই আত্মার ক্রমোন্নতির পথে সর্ব্বপ্রধান সহায়—এরূপ জন্মগ্রহণ করে পুনঃ সে এই শস্যশ্যামলা, নদীমেখলা, রবিকরোজ্জ্বল ধরণীতে পদার্পণ করে। তার প্রথম অকাল প্রয়াণে তৎকালীন পিতা মাতা, ভাই বোনের বুক ভেঙ্গে যায় বটে, তার তৎকালীন হাসি আনন্দভরা ঘর শ্মশান হয়ে যায় বটে, কিন্তু সেটা তার পিতা মাতার পূর্ব্ব জন্মার্জিত কর্ম্মফল। কিন্তু এই সঙ্গে যদি আমরা এই সত্য কথাটা হৃদয়ে ধারণ করতে পারি যে, আমাদের যে প্রিয়তম সন্তান ছিল—যার পরশে রোমাঞ্চ হ'ত আনন্দ-পুলকে, যার কথায় সহস্র পারিজাত ফুটে উঠত আমাদের সংসার আশ্রমে—আমাদের সেই প্রাণের ধনটী আমাদের ছেড়ে চলে গেছে বটে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু তার মঙ্গলের জন্যই দয়াময় এই ব্যবস্থা করেছেন ; তার আত্মার পক্ষে পরম শুভ ও কল্যাণপ্রদ সাহায্য আমরা হয়ত দিতে সক্ষম হতুম না, তার আত্মার চরম শ্রেয় হয়ত এই পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আবেষ্টনীর মধ্যে তার ঘটত না—তাই সে গেছে যথায় তার আত্মা পরিপূর্ণ শান্তি ও মাধুর্য্যের মধ্যে পরিপূর্ণ মঙ্গলের ছায়া উপভোগ করবে—তা'হলে আমরা আমাদের সেই ধনমণির ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্যই শান্ত হতে পারি। অকালমৃত্যুতে হয়ত আরও অনেক কারণ আছে যা আমরা এখনও সব টের পাইনি ; কিন্তু বহুক্ষেত্রেই এটাতে এই জিনিসটাই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে, যতদিন না ঠিক উপযুক্ত জন্মগ্রহণের সময় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা আসে ততদিন ইহার দ্বারা কালক্ষেপ করা হয় মাত্র। কত ঘটনাতে দেখা গেছে যে, এক বৎসর, বা দুই বৎসর ব্যবধানেও কতই না পার্থক্য হয়ে যায়।

কিন্তু শিশুদের মৃত্যুর পরবর্ত্তী জীবন (Astral life) পরম আনন্দময়। যে শিশু কয়েক বৎসর জীবিত থেকে মারা যায়, যে খেলা বা আনন্দ উপভোগ দুইই বোঝে ও জানে—সে এই সূক্ষ্মজগতে এসে তার ইচ্ছামত খেলা ও আনন্দের প্লাবন দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। প্রেতলোকের শিশুজগৎ এক অসীম আনন্দে ঘেরা চিরমধুময় সুখের রাজ্য। তাদের মধ্যে কারও এক দণ্ডও বিমর্ষ হবার বা দুঃখ করবার অবসর নেই। স্নেহপ্রবণা অনেক নারী এখানে আছেন এবং স্নেহশীল অনেক পুরুষও এখানে তাদের সঙ্গে নিত্য আনন্দে যোগ দিয়ে তাদের আনন্দ বাড়িয়ে তুলেছেন ; এইভাবে এই সব দয়াময় দয়াময়ীরা শিশুদের সঙ্গে আনন্দ ও খেলা নিয়ে সর্ব্বদা তাদের আনন্দের মাঝে ভাসিয়ে রেখেছেন, বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন, বা হঠাৎ প্রেতলোকের ভীতিজনক দৃশ্যতে তারা কাতর হোলে কোলে তুলে নিঃশঙ্ক করছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইখানে তারা আশ মিটিয়ে নেয়। যে যা চায় সে তাই পায় এখানে। ইহা যে কামলোক। সকলের কামনা বাসনা এইখানে পূর্ণতা পাবে। তার আর চাইবার কিছু থাকবে না। তারা সেখানে যা জানতে চায় তৎক্ষণাৎ তা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু সংশয়ী মন তবুও কাতরে কেঁদে ওঠে। আমার কথাই ধরা যাক্। আমার ডলি ত তথায় কতই না সুখে, কতই না আনন্দের মাঝে আছে, কিন্তু শত আনন্দের মাঝেও যে সে আমাকে না দেখলে থাকতে পারত না। যে এক মুহূর্ত্ত আমায় না দেখলে সহস্র আনন্দের মাঝে শুকিয়ে ম্লান হয়ে যেত, আজ এতদিন সে আমাকে তার কাছে দেখতে না পেয়ে কি একটুও কষ্ট পাচ্ছে না? আমি ত তাকে চিনি। বাবা মাকে না দেখলে তার আনন্দ যে বিস্বাদ হয়ে যায়। সুতরাং ঐখানের সহস্র আনন্দের মাঝেও মায়ের আমার মনটী ম্রিয়মাণ হয়ে আছে। হয়ত সে কতই না বেদনা বুকে করে বসে আছে, কতই না কথা তার বুকে জমে উঠেছে তার চিরপরিচিত বাবা মাকে চিরাভ্যস্ত ভাবে সেগুলি শুনাতে না পেয়ে। ছোট এতটুকু মেয়ে আমার, নিঃশঙ্ক চিত্তে নিরালায় একা একা ঘুরছে এবং কবে তার বাবা মা আসবে বোধ হয় ব্যাকুল হয়ে সেই প্রতীক্ষাই করছে।

মোহগ্রস্ত মন; তাই পরলোকের মঙ্গলময় বিধান ভুলে গিয়ে এইভাবে শোকগ্রস্ত হই। Astral জগতের (পরলোকের) আসল কথাটাই স্মরণ ছিল না, তাই এই ভুল পথে অহেতুক চিন্তা করা হচ্ছে। যদিও আমরা সময়ে সময়ে অহেতুক মনে করি যে, আমাদের প্রিয়তম বস্তুটীকে আমরা হারিয়েছি, কিন্তু তারা এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমাদের হারিয়েছে বলে মনে করে না। তারা সর্ব্বদাই আমাদের কাছে আছে, তারা আমাদের সূক্ষ্মদেহ (Astral body) দেখছে, আর আমরাও প্রতি রাত্রে নিদ্রার মধ্যে তাদের সঙ্গে মিলছি। নিদ্রার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যেই আমরা সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে সেই সূক্ষ্মদেহধারীদের সঙ্গে মিলে যাই। জাগ্রত হলে স্থূলদেহ মধ্যে ফিরে আসি বলে তখন আমরা সেই সূক্ষ্মদেহধারিগণকে স্থূল ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখতে পাই না বটে, কিন্তু তারা সর্ব্বদাই আমাদের সূক্ষ্মদেহকে দেখতে পাচ্ছে। তারা আমাদের এক মুহূর্ত্তও হারিয়েছে বলে মনে করে না। নিত্য দেখাশোনা, নিত্য মেলামেশা, নিত্য পূর্ব্বাভ্যস্ত মত কথাবার্ত্তা সবই চলছে; পার্থক্য কেবল এই যে, আমাদের রাত্রিটাই তাদের কাছে দিন হয়ে গেছে। আর আমাদের দিনটা যেন হয়েছে তাদের কাছে রাত্রি, যখন আমরা পরস্পর যেন বিভিন্ন কক্ষে নিদ্রিত আছি।

তাই, যদিও আমার ডলির মৃত্যুতে তার স্থূলদেহের পরশ হতে, তার স্থূলদৈহিক কথাবার্ত্তা ও আচরণ হ'তে আমরা বঞ্চিত হয়েছি, কিন্তু তার আত্মার পরম কল্যাণের জন্যই যে তিনি তাকে টেনে নিয়েছেন, তার অধিকতর মঙ্গলের জন্যই যে তাকে এত শীঘ্র যেতে হয়েছে—এই চিন্তাই আমাকে সহ্য করার শক্তি দিবে। এ জগতে শুধু নয়, এমন লক্ষ কোটী ব্রহ্মাণ্ডের অণু পরমাণুও যাঁর কৃপাকটাক্ষে অবস্থিত, আমার ডলিও তাঁর চরণে আছে। ক্ষুদ্রতা ও হীনতার জন্যই আমাদের শোক—তাই কবি গেয়েছেন—

"অল্প লইয়া থাকি তাই, মোর
যাহা যায় তাহা যায়
কণাটুকু যদি হারাই, তা'হলে
প্রাণ করে হায় হায়।
তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু
হারায়নি তার অণু পরমাণু
আমার এ ক্ষুদ্র হারাধনখানি
রবে না কি তব পায়?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত্যুর আগের ও পরের সব কথা

সূক্ষ্মদেহ এবং আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণ দূর অতীতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে গেছেন। পাশ্চাত্যের সুমহান পণ্ডিতগণ ধীরে ধীরে আজ সেই দিকেই অগ্রসর হয়ে চলেছেন। তাঁরা আজ সকলেই নিঃসন্দেহে একবাক্যে স্বীকার করেন যে, মৃত্যুর পর সূক্ষ্মদেহে জীব বর্ত্তমান থাকে। 'Unseen Universe' বহিতে তাঁরা লিখেছেন— The great majority of mankind have always believed in some fashion in a life after death; many in the essential immortality of the soul." ভারতের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের যোগদৃষ্টির সম্মুখে ইহলোক ও পরলোক একই বাটীর দুই তলস্থ দুইটী কুঠুরির মত প্রতিভাত হয়েছিল। অজ্ঞাত ও তমসাচ্ছন্ন মৃত্যুর রহস্য-যবনিকা অনায়াসে উত্তোলন-পূর্ব্বক উপনিষদের ঋষি একদা চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থু
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।" (শ্বেত ৩।৮)

"সেই অন্ধকারের পারে, কুয়াশাচ্ছন্ন ঘনঘোর রহস্যের পারে আদিত্যবর্ণ পরমপুরুষের সন্ধান আমি পেয়েছি।" ইহলোক পরলোক পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। জন্ম-বৃদ্ধি-ক্ষয়ের মতই মৃত্যুও জীবদেহের একটা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মাত্র। পরলোক সম্বন্ধে তত্ত্ব জানতে হলে আমাদিগকে জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব হতে আরম্ভ করে দেহ ও দেহী, জীব ও ব্রহ্ম, আত্মা ও পরমাত্মা ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হবে।

জীবন ও মৃত্যু ঠিক যেন দিন ও রাত্রি—এমনি নিত্যসংযুক্ত, এমনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিচ্ছেদ্য। রাত পোহালেই সকাল হয়। কিন্তু জীবন শেষ হ'লেই কি হয় এইটাই অজানা ; কারণ, এ যে লোকচক্ষের অতীত। কিন্তু আজ আমরা প্রভাতের দিবালোকের মতই স্পষ্টই জানতে পেরেছি সেই অবস্থার কথা। জীব যে অমর। তার ত মৃত্যু নেই। এই বধির ও স্থূল যবনিকার অন্তরালে আছে একটি বৈচিত্র্যময় অপূর্ব্ব দ্বিতীয় লোক। এই জীবনের শেষ হলেই আমরা তথায় চলে যাই। সুখে দুঃখে, সুখ-দুঃখের দ্বৈত মিলনে, জ্ঞানচৈতন্যের মধ্যে সেখানে আমরা কিছুকাল বাস করি। তারপর সেই স্বর্গ হ'তে একদিন বিদায় নিয়ে আমরা আবার নূতন দেহ নিয়ে এই পৃথিবীতেই অসমাপ্ত কাজ করার জন্য পুনরায় ফিরে আসি।

সংশয় আসে বৈকি। কঠোপনিষদ—১।১।২০ আমরা যে পড়েছি। সৃষ্টির আদিম কাল হতেই ত এ বিষয়ে এসেছিল সংশয়। বালক নচিকেতা একদিন স্বয়ং যমরাজকেও এই সংশয়ের প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

এই সংশয়কে ভিত্তি করেই ত একদিন ঋষি চার্ব্বাক অতীতে বলে উঠেছিলেন—"ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ"—অর্থাৎ দেহটাই যখন পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হ'ল তখন আবার সে ফিরে আসবে কি করে? (চার্ব্বাক দর্শন—৫)।

তাই দরকার হ'ল সুস্পষ্ট প্রমাণের। বিংশ শতাব্দীর দৃপ্ত জাগ্রত মন বিনা প্রমাণে কিছুই বিশ্বাস করে না। কিন্তু সত্য কতদিন আর চাপা থাকবে? তার আত্মপ্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। তাই প্রাচ্য পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণের আগ্রহী অন্তরের একাগ্র সাধনায় বিদেহী মানবের অস্তিত্ব-জ্ঞাপক সংবাদ এসে পৌছুল এই ধরিত্রীর নরনারীর সামনে। Barret তাঁর "On the Threshold of the Unseen" নামক বহির ২৮২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—"There is certainly a world beyond

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

our normal consciousness from which neither space nor time divides us, but only the barrier of our sense perceptions."—অর্থাৎ আমাদের এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অগোচরে আমাদের স্থূল অনুভূতির সীমানার বাহিরে আর একটি জগৎ নিশ্চয়ই আছে।

কিন্তু এখানেই তাঁরা থামেননি। আরও অগ্রসর হয়ে তাঁরা বললেন—"It is necessary to convince a sceptical world that apparitions do really appear. In order to do this it is necessary to insist that your ghost should no longer be ignored as a phenomena of nature. He has a right to be examined and observed, studied and defined." W. T. Stead তাঁর "Extract from Prefatory World in Real Ghost Stories" বহির ১৬০ পাতায় ঐ কথা লিখেছেন। ইহার অর্থ এই হয় যে, অবিশ্বাসীকে ইহা আজ বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, মৃত মানবের ছায়ামূর্ত্তি সত্যসত্যই এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। ইহাকে একটা ভৌতিক দৃশ্য মাত্র বলে অবহেলা করলে চলবে না। সেও আমাদের কাছে এই দাবী করে যে, আমরা তার দিকে চাই, তাকে দেখি, পরীক্ষা করি।

মরণের পরও জীবের অস্তিত্ব সত্য, না নিছক কল্পনা—এই নিয়ে শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা আরম্ভ করেছিলেন। তাঁদের নাম Sir William Crooks, Sir William Barret, Alfred Russel Wallace, C. Lombroso, Camille Fammarion, Sir Oliver Lodge, F. W. Myers, W. T. Stead, Blavatski, and others. নানা দেশে, নানা অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠা হ'ল যথা—Society for Psychical Research, London এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমেরিকা ও ইউরোপে আরও বহু সমিতি গবেষণায় আত্মনিয়োগ করলেন। এই সব পরীক্ষার শেষে তাঁরা সমস্বরে একবাক্যে বললেন—"Man continues to live after death and under certain conditions it is possible for him to communicate with those he has left behind" (Creed of Spiritualism—Quoted by Sir Arthur Conan Doyle in History of Spiritualism, Vol, II—P. 66)। ইহার অর্থ এই যে—মানুষ মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে এবং যাদের সে ছেড়ে চলে গেছে তাদের সঙ্গে বিশেষ অবস্থায় ভাবের আদানপ্রদান ও কথোপকথন করা সম্ভব।

এইভাবে ঐ সব বিদেহী আত্মা তাঁদের পরিত্যক্ত এই পৃথিবীতে এসে সেই অজ্ঞাতলোকের সংবাদ দিচ্চেন। তারাই প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে, মৃত্যুতে এই জড়দেহটার বিনাশ হলেও, যে সত্যকার জীব—সেই আত্মা, বা জীব, বা spirit অবিকৃতই থাকে। সাপের খোলস যেমন সাপ নয়; আমার এই দেহটাও তেমনি আমি নই।

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Sir Oliver Lodge তাঁর 'Phantom Walls' নামক বহির ২২৮—২৩৫ পৃষ্ঠায় এই সম্বন্ধে বহু সত্য তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। ঐ সব তত্ত্ব তিনি পরলোকবাসীদের বাণী সংগ্রহ করে বলেছেন। তিনি বলেছেন—"তাঁরা বলেন, সেই পরলোকে গিয়েও বিদেহী মানবের চিত্তে এই মর্ত্তলোকের স্মৃতি অটুট ও অক্ষুণ্ণ থাকে। তাঁদের ধী-শক্তির কমতি হয় না। তাঁদের নিজ চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের, বা ব্যক্তিত্বের অবসান হয় না। তাঁদের ত্যক্ত প্রিয়জনের প্রতি প্রেম, স্নেহ, ভক্তি, করুণা সবই ঠিক ঠিক বজায় থাকে এবং তাঁদের সর্ব্বদা সাহায্য করবার জন্য বিদেহী মানব মনেপ্রাণেই ব্যাকুল হন। সেই দেশে সৎ ও অসৎ একই স্থানে, বা একই অবস্থায় বাস করে না। পৃথিবীর মত সেই দেশেও যার যেমন রুচি, প্রকৃতি ও ভাবধারা—সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন পথে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। যাতে যার অনুরাগ সে তাই নিয়েই মত্ত থাকে, তারই সাধনায় মগ্ন হয়ে থাকে। শান্তি ও আনন্দে তারা বিভোর। সেখান হতেই তারা এই পৃথিবীর বহু মহৎ কর্ম্মের ও শ্রেষ্ঠ চিন্তার প্রেরণা দিচ্ছেন"।

তাঁরা আরও বলেন যে, পরলোকেও শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠতর স্থান আছে। নিত্য উন্নতির সঙ্গে ঐ সব পরমাগতি তাঁরা প্রাপ্ত হ'তে পারেন। এইরূপে ক্রমশঃ তাঁরা এমন উন্নত স্থানে যাবেন যেখানে এই মর্ত্তলোকের ধ্বনি, প্রিয় প্রিয়াদের আকর্ষণ আর তথায় তাঁদের স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু তবুও মঙ্গল করবার জন্য তাঁরা সর্ব্বকালেই সর্ব্বোচ্চ স্তর থেকেও এই মর্ত্তলোকে আসেন।

ইহা কি ভারতের সেই শাশ্বত বাণী নয়? ভগবান স্বয়ং এই সত্যবাণী দিয়েছিলেন অতীতের সেই মহাকুরুক্ষেত্র প্রান্তরে—

"দেহী নিত্যং অবধ্যোয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারতী।"

মৃত্যুর পরেও মানবের শুধু অস্তিত্বই নয়, তার ব্যক্তিত্ব পর্য্যন্তও বিলোপ হয় না।

ব্রহ্ম কে? ভারতের ঋষিরা বলেছেন—ব্রহ্ম হতেই সকল প্রাণী উৎপন্ন হয়, তাঁহাতেই জীবনধারণ করে এবং অন্তে তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হয়ে থাকে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলেছেন—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি; যং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি। ...তদ্ ব্রহ্মেতি—৩।১। কঠোপনিষদ আরও বলেছেন—৬।১।৩—

ভয়াদস্য অগ্নিস্তপতি ভয়ন্তপন্তি সূর্য্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

অর্থাৎ তাঁরই প্রভাবে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তাঁরই ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দেয়, তাঁরই ভয়ে মেঘ জল বর্ষণ করে, বায়ু বহমান হয় এবং মৃত্যুও আসে যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টিকর্ত্তা পৃথিবীতে প্রাণহীন স্থাবর এবং প্রাণবন্ত জঙ্গম (উদ্ভিদ ও প্রাণী) এই দুইটী মূর্ত্তি দিয়েছেন। জীব বা প্রাণীকে প্রাণ ছাড়াও অমর আত্মা তিনি দান করেছেন। সকল জীবই আত্মার সাময়িক আধার স্থল। কিন্তু এই আত্মা কি? উত্তরে শ্রুতি বলেছেন—কতমং আত্মেতি-যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতি পুরুষঃ (বৃহ-উপ—৪।৩।৪)। স্বপ্রকাশ, অন্তর্জ্যোতি, জ্ঞানময় যে পুরুষ প্রাণী সকলের মধ্যে আছেন তিনিই আত্মা। পরমাত্মার বিস্ফুলিঙ্গ এই জীবাত্মা। জীবের যত কিছু জ্ঞান, বোধ, অনুভূতি সে সবই হচ্চে আত্মার অস্তিত্বের প্রকাশ। এষঃ হি দ্রষ্টা, স্রষ্টা শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, কর্ত্তা, বিজানাত্মা পুরুষঃ (প্রশ্ন-উপনিষৎ—৪।১০)। অর্থাৎ আত্মাই দর্শন করেন, স্পর্শ করেন, শ্রবণ করেন, ঘ্রাণ লন, আস্বাদন করেন, ইচ্ছা করেন, জ্ঞানতঃ কার্য্য করেন। এই হ'ল আত্মার পরিচয়। কঠোপনিষদ (৩।৩) আরও পরিষ্কার করে বলেছেন—

"আত্মানাং রথিনং বিদ্ধি, শরীরং রথমেবতু।"

অর্থাৎ আমাদের এই দেহরথের রথী হচ্চেন আত্মা। তিনি এই জড়দেহ নন। তিনি এই দেহের অন্তর্বিহারী রথী বা দেবতা। দৈহিক ইন্দ্রিয়ের সহযোগে যতদিন তিনি সংসারে বিষয়ানুভব করেন ততদিন তিনি জীবাত্মা। বৃহৎ-আরণ্যক-উপনিষদ বলেছেন—(৪।৩।৮) এই আত্মা জরামরণবিহীন। ইহা সনাতন। জন্মের সময় আত্মা সূক্ষ্মশরীর সংযোগে এই স্থূলশরীর গ্রহণ করেন। আবার মৃত্যুর সময় তিনি এই স্থূলদেহকে সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ সংযোগে পরিত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যু নাই। এই জড়দেহটা হচ্চে মানুষের অন্নময় কোষ মাত্র। সুতরাং, এই স্থূলদেহটার বিনাশের সঙ্গে তার প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই কোষ চারটীর ত বিনাশ হয় না। আত্মা যে ইহা ছাড়াও কারণ শরীরাশ্রয়ী "নৈবায়মানন্দময়ং পরাত্মা।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক Flammarion, তাঁর "Death and its Mysteries" নামক বিখ্যাত গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ৩৮৬, ৩৮৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন—"There are indubitably three elements in a human being; the thinking soul, the fluid double and the physical body.........Earthly life is but a phase in the life of the spirit—অর্থাৎ মানুষের মধ্যে নিঃসন্দেহরূপে তিনটী উপাদান আছে—মননশীল আত্মা, সূক্ষ্মশরীর এবং এই জড়দেহ। এই জড়দেহটী হচ্চে জীবাত্মার সাময়িক বিকাশ বা আবাসস্থল মাত্র।

A. R. Wallace তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "Miracles and Modern Spiritualism" গ্রন্থের ১০০ পাতায় বলেছেন—Spirit is the essential part of all sensitive beings, whose bodies form but the machinery and instruments by means of which they perceive and act upon other beings and on matter—অর্থাৎ এই স্পিরিট বা জীবাত্মাই সর্ব্বজীবের সারবস্তু এবং এই জড়দেহটাই হচ্চে তার যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যেই এক জীব অপর জীবের এবং পার্থিব বস্তুর সংস্পর্শ লাভ করে।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক Lodge তাঁর শ্রেষ্ঠ পুস্তক "Phantom Walls" বহির ৮৮ এবং ১০০ পৃষ্ঠায় একান্ত বিস্ময়ভরে এই সত্যবাণী দিয়ে গেছেন—The wonder is that we ever succeeded in entering a matter body at all.........My thesis is that the spiritual world is the reality, and this life is only a temporary episode—অর্থাৎ কি করে যে জীব এই পার্থিব দেহটার মধ্যে প্রবেশলাভ করে তাহা বিস্ময়ের বিষয়।......আমার মতে অধ্যাত্ম বা সূক্ষ্মজগৎই হ'ল সার, আমাদের এই পার্থিব জীবনটা একটা ক্ষণস্থায়ী তরঙ্গ মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মা কে? এই প্রশ্নের উত্তরে কঠোপনিষদ শেষ মীমাংসা করে বলেছেন (২।১।১২)—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভবস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে
এতদ্বৈতৎ ॥"

অর্থাৎ, অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের দ্বারা নিখিল পরিপূর্ণ আছে। ইনি এই দেহের মধ্যস্থলে অধিষ্ঠান করেন। ইনি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের নিয়ন্তা। তাঁকে বিদিত হলে, লোক আপনাকে রক্ষার জন্য আকুল হয় না। ইনিই সেই আত্মা।

"অনোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান,
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতু প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥" কঠোপনিষদ ১।২।২০

মৃত্যু যে দয়াময় বন্ধু। আগেই বলেছি, দেহটা আমাদের যন্ত্র। যন্ত্র হলে ক্ষয় ত হবেই। ক্ষয় হতে হলে তার আগে জরা আসবে, রোগ আসবে, দেহযন্ত্র ক্রমশঃ ভোগের দুর্দ্দশায় পড়বে, দেহ মন দুইই হয়ে আসতে থাকবে বিকল বিবশ ও দুর্ভর। এমন যে সুদুর্লভ জীবাত্মা, তিনি তখন সেই জরাজীর্ণ অশক্ত ক্লিষ্ট পঙ্গু ভারাক্রান্ত রুগ্ন দেহের মধ্যে যেন বন্দীর মত কতই না কষ্টভোগ করেন। এমনি এক কঠোর দুর্দ্দশার সময়ে দয়াময় মৃত্যু এসে, কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙ্গে দিয়ে, দেহ-শৃঙ্খল মোচন করে দিয়ে, জীবাত্মাকে বা প্রকৃত আমাদের মুক্ত করেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Lodge তাঁর বিখ্যাত "Raymond" বহির ২৯৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—The process called death is a severance of soul and body; the soul is freed rather than injured thereby. The body alone dies and decays,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

but there is no extinction even for that—only a change. For the other part there can hardly be even a change—except a change of surroundings."—অর্থাৎ যাকে আমরা মৃত্যু বলি তাহা হচ্চে দেহ ও আত্মার বন্ধনমোচনের উপায় মাত্র; আত্মাকে মুক্তই করা হয়, এতটুকুও আঘাত দেওয়া হয় না। দেহটাই শুধু মরে ও ধ্বংস হয়—আত্মার এতটুকুও পরিবর্ত্তন হয় না। পরিবর্ত্তন হয় শুধু তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিবেশের। জন্মজন্মান্তরটা একই জীবাত্মার নব নব পার্থিব অভিযান মাত্র।

আমাদের এই দেহধারণের প্রয়োজন কি, ভাবলে মনপ্রাণ আনন্দে উন্মাদ হবে। সংসার করব, স্ত্রী পুত্র নিয়ে শুধু আনন্দ করব, রোজগার করব, খাব ঘুমাব স্ফূর্ত্তি করব—শুধু এই সব কারণের জন্য দেহধারণ করে আমরা আসি না। দেহধারণ করার উদ্দেশ্য আরও মহৎ, আরও উচ্চ। মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল শ্রীভগবানকে জানা ও তাঁকে লাভ করা। সেই সৃষ্টির আদিম অবস্থা হতে শুধু এই একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা বার বার আসছি ও যাচ্চি। জ্ঞানের স্ফুরণের সঙ্গে, তাঁর সম্বন্ধে নব নব জ্ঞানলাভ করার সঙ্গে আমরা ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধতর অবস্থা লাভ করছি। ক্রমশঃ আমরা জানছি যে শ্রীভগবান আছেন সর্ব্বভূতে, তিনি আছেন সবারই হৃদয়ে। হৃদয়স্থ তিনি হৃষীকেশ। এইরূপে সর্ব্বভূতে সেই নারায়ণের দর্শন—ইহাই হ'ল ব্রহ্মলাভের চরম পথ, সাধকের পরম অবস্থা। আর সর্ব্বভূতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের জন্যই, সর্ব্বভূতের সহিত যোগসূত্র স্থাপনের জন্যই আমাদের এই স্থূলদেহটার দরকার। এই স্থূলদেহটা ধারণ করেই আমরা এই সংসার রঙ্গমঞ্চে ঠিক অভিনেতার মতই উপস্থিত হই। সাধক গেয়েছেন—

এ মায়া প্রপঞ্চময়, ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে
রঙ্গের নট নটবর হরি, যারে যা সাজান সেই তা সাজে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মক্ষেত্রে জীবমাত্রে মায়াসূত্রে সব গাঁথা
কেহ পুত্র কেহ মিত্র কেহ বন্ধু কেহ ভ্রাতা ॥
কেহ সেজে এসেছেন পিতা, কেহ স্নেহময়ী মাতা
কত রঙ্গের অভিনেতা, আছেন সেজে কত সাজে ॥
যার যখন হতেছে সাঙ্গ রঙ্গভূমির অভিনয়
কাকস্য পরিবেদনা তখন সে আর কারো নয় ॥
কোথা রয় প্রেয়সীয় প্রণয়, পুত্রকন্যার কাতর বিনয়
শোনে না কারো অনুনয়, চলে যায় সাজ সজ্জা ত্যজে ॥

পূর্ব্ব কর্ম্মদ্বারা আমাদের ইহলোকের প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট করা আছে। সেই প্রয়োজনটুকু শেষ করবার জন্য যতটুকু সময় দরকার ততটুকু হ'ল আমাদের আয়ু। তারপর, যেমনি সেই পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট প্রয়োজনের কাজ শেষ হ'ল, আয়ুও তখনই ফুরাল। তখন এল মৃত্যু, বা আত্মা ও দেহের বন্ধন ক্ষয় করার জন্য ছেদনঅস্ত্র। তারপর, কিছুদিনের জন্য পরলোকে বাস, পরে পুনঃ কর্ম্মানুসারে পুনর্জন্ম, অথবা তাঁর সহিত চিরমিলন। আমাদের জন্মমৃত্যুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই।

বাল্যকালের একটী ঘটনা আমার মনে চিরজাগরূক আছে। তখন আমার বয়স হবে ১০ বা ১২ মাত্র। দেশের বাড়ীর সামনের ময়দানে, আস্তৃত সামিয়ানার নীচে যাত্রা হচ্চে। পালা হচ্চে 'অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ'। ঘোর নাস্তিক ও পাষণ্ড অজামিলের মৃত্যু হ'ল এক যুদ্ধে। মৃত্যুকালে অজামিল তার পুত্রের নাম ধরে ডাকতে লাগল—নারায়ণ, নারায়ণ। এদিকে যমদূতে ও বিষ্ণুদূতে ঘোর রণ শুরু হয়েছে—কে তার দেহ নিয়ে যাবে, এই প্রশ্ন নিয়ে। নাস্তিক ও পাপী হেতু যমদূতেরা তাদের দাবী নিয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষ্ণুদূতেরাও এল প্রবলতর দাবী নিয়ে, যেহেতু—সে যাই হোক না কেন, মৃত্যুকালে সে যখন 'নারায়ণ, নারায়ণ' বলে ডেকেছে, তখন তার উপর যমলোকের ও যমদূতের কোনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিকার থাকতে পারে না। যাই হোক, বিষ্ণুদূতেরাই জয়ী হলেন এবং অজামিলের দেহ বহন করে তারা নিয়ে গেলেন সাজঘরেরই দিকে।

তারপর প্রবেশ করলেন সগু স্বামীহারা রাণী। সে এক দিশাহারা উন্মাদকর মর্ম্মান্তিক দৃশ্য। আলুলায়িত কেশা, শোকক্ষিপ্তা রাণী আছাড়িপিছাড়ি হয়ে বুকফাটা আর্ত্তনাদ করছেন স্বামীর জন্য। যাত্রা ভীষণ জমে গেছে। হাজার নরনারী স্তব্ধ দুঃখে রাণীর শোকে চোখের জল ফেলছেন। আমার সেই বালক হৃদয়ও চাক্ষুষ শোকে ভেঙ্গে যেন টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সেই মর্ম্মঘাতী শোকের ও হাহাকারের মধ্যে, সেই বুকফাটা আর্ত্তনাদের ঘনঘোর বেদনার মাঝে হঠাৎ চেয়ে দেখি যার জন্য এই শোক ক্রন্দন, যার জন্য এই মর্ম্মবিদারী হাহাকার, সেই অজামিল স্বয়ং ১টী গেঞ্জি গায়ে আমার পাশেই সশরীরে উপস্থিত। তার মুখে চোখে বুকে দেহে নাই এতটুকু বিকার! সম্পূর্ণ উদাসীন ও নিরুদ্বিগ্ন মুখে সে তখন তার পার্শ্ববর্ত্তী জনৈক হারমোনিয়াম বাদককে চুপি চুপি বলছে "একটা বিড়ি দে ত!"

ঐ একদিনের ঘটনাতে আমার সারাজীবনের দৃষ্টি খুলে গেল। ঐ ত মৃত্যু! আমিও ত অমনি একদিন মরব! আমারও মৃত্যুর পরে ত একদিন প্রাণহীণ দেহের পাশে আমারও প্রাণপ্রিয় পুত্রকন্যাগণ, আমারও প্রাণপ্রিয়া অমনি বুকফাটা আর্ত্তনাদে চারদিক মথিত করবে! কিন্তু আমি তখন কোথায়? কোন এক নূতন পরিবেশের মাঝে, নিরুদ্বিগ্ন বুকে, পূর্ব্বে পরিচিত-পরিচিতা ও প্রিয়-প্রিয়ার সঙ্গে মিলনানন্দে আত্মহারা হবো। তাদের জড়িয়ে ধরেই হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করতে থাকব—"কেমন, ভাল আছ ত?"

মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আমরা বসি সারাজীবনের কৃতকর্ম্মের হিসাব নিকাশ করতে। মরণ সময়ের যত বর্ণনা আমরা পেয়েছি, সবগুলিতেই এই কথা আছে যে—অন্তিমশয্যায় ধ্যানস্তিমিত নেত্রে মৃত্যুযাত্রী শুয়ে শুয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার ইহজীবনের যত কিছু ঘটনা সিনেমার ছবির মত দেখতে থাকে। তার সারাজীবনের কৃত ও অকৃত কর্ম্মের একটী নিখুঁত চিত্র তার অর্দ্ধনিমীলিত চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ব্লাভাট্‌সকি তাঁর "Key to Theosophy" নামক অতি বিখ্যাত বহির ১০৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন—"At the solemn moment of death every man, even when death is sudden, sees the whole of his past life, marshalled before him in its minutest details." সেই অন্তিম মুহূর্ত্তেই সে মৃত্যুপথযাত্রী বুঝতে পারেন কোথায় তাঁকে যেতে হবে—ব্রহ্মলোকে, অথবা শোকদুঃখহীন সুখভূমি স্বর্গলোকে, অথবা পৃথিবীর নিকটস্থ পিতৃলোকে।

ঠিক ঐ সময়ে তার কাছে তার হারান প্রিয়জনদের, অথবা মুক্তাত্মা কোনও বিদেহী পুরুষের আবির্ভাব হয়। অজানা দেশ, অজ্ঞাত স্থানের পথপ্রদর্শক হিসাবেই তাঁরা আসেন। Doyle তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ "The New Revelation" গ্রন্থে বলেছেন—He (the departing spirit) is presently aware that there are others in the room besides those who were in life, and among those others, who seem to him as substantial as the living, there appear familiar faces, and he finds his hand grasped or his lips kissed by those he loved and lost. Then in their company, and with the help and guidance of some more radiant being who has stood by and waited for the new-comer, he drifts to his own surprise through all solid obstacles and out upon his new life. আহা! ইহা কত না আনন্দদায়ক। এখানে থাকবার সময় যাদের হারিয়ে শোকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি হয়ে গেছি উন্মাদ ও অন্ধ, যাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও দেখবার তরে প্রাণ ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, আজ মৃত্যুকালে তারা সবাই আমার পাশে এসেছে। হাসিমুখে কেউ ধরছে আমার হাত, কেউ করছে আমায় চুম্বন। তাদের আলিঙ্গন চুম্বন ও মিষ্ট কথায় আমার তপ্ত বুক শীতল হয়ে যাচ্ছে। তারপর আমায় সঙ্গে নিয়ে চলবে সেই আমার নবতর মহানন্দময় বাসভূমির দিকে।

এই মহাযাত্রার সময়ে দেহযন্ত্র ক্রমশঃ হয়ে আসে স্থির ও মন্থর। সে সময়ে সকলের অলক্ষ্যে তার ১টী পূর্ণাবয়ব সূক্ষ্মমূর্ত্তি সেই স্থূলদেহ হতে বের হয়ে আসে। কিন্তু নবজাত শিশুর সহিত মাতার যোগ-সূত্রের মত, ঐ স্থূলদেহ এবং সূক্ষ্মদেহের মধ্যে একটী জ্যোতির্ম্ময় রজ্জু তখনও বন্ধনীর মত হয়ে বিরাজ করে এবং ক্রমশঃ আপনা হতেই তাহা ছিন্ন হয়ে যায়। তখন সেই সূক্ষ্মদেহ উর্দ্ধলোকের দিকে যাত্রা করেন, আর স্থূলজগতের মাটির উপর পড়ে থাকে তার এ স্থূল নিস্পন্দ দেহখানা। ঠিক যেমন সাপ খোলস ত্যাগ করে চলে যায়, পড়ে থাকে তার খোলসটা।

আগেও বলেছি, আবার বলছি—মৃত্যুশয্যার পাশে কখনও আর্ত্তনাদ তুলতে নেই। আমাদের কাতর ক্রন্দনে মুক্ত ও উর্দ্ধলোকের যাত্রী আত্মাকে আকর্ষণ ও পীড়িত করা হয়। তার চোখের সামনের পথ হয়ে যায় মসীময়, বুকে ওঠে দুঃখের কলরোল, মর্ম্মান্তিক যাতনায় তিনি পীড়িত হয়ে ওঠেন। কত ব্যাকুলভাবে, অথচ কত না বৃথা তিনি তখন আমাদের সান্ত্বনা দিতে প্রয়াস পান। তিনি তারস্বরে বলতে থাকেন, "তোমরা কেন কাঁদছ, কেঁদ না, এই ত আমি আছি, আমি ত মরি নাই।" কিন্তু সেকথা আমাদের স্থূলকর্ণে প্রবেশ করে না। তাই, হতাশ হয়ে ব্যাকুলতা ও দুঃখ তার বাড়তেই থাকে। Doyle তাঁর "The New Revelation" গ্রন্থে ঠিক এ কথাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলেছেন—"He soon finds, to his surprise, that though he endeavours to communicate with those whom he sees, his ethereal voice and his ethereal touch are equally unable to make any impression upon those human organs which are only attuned to coarser stimuli."

ইহলোকের খেলাশেষে ঘরের বাহিরে যিনি বের হলেন, তাঁর মহাযাত্রায় আমরা যেন কোনও মতেই তাঁর ঐ যাত্রাপথ বাধাসঙ্কুল না করে তুলি—আমাদের নিষ্ফল মোহান্ধ কাতর শোকক্রন্দনে। মৃত্যুপথ-যাত্রীর তখনকার প্রার্থনার সঙ্গে আমরাও যেন তখন এক মনে এক প্রাণে বলতে পারি—

"যদাসাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা
সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং শ্রীহরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ।"

সমস্বরে যেন আমরা সকলে তাঁর শেষ শয্যাপার্শ্ব ঘিরে এক মনে গাহিতে পারি—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

জীবাত্মা সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু বলা গেছে। এবারে **পরমাত্মা** সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। **পরমাত্মা কে?** এই প্রশ্নের উত্তরে মহা-নির্ব্বাণতন্ত্র অতি চমৎকার একটী উদাহরণ দিয়াছেন। তার সারমর্ম্ম এই যে, সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত প্রাঙ্গণে যদি কতকগুলি জলভরা পাত্র আমরা রাখি তা'হলে প্রত্যেক পাত্রের মধ্যেই আমরা এক একটী পৃথক্ সূর্য্য দেখতে পাব। কিন্তু সূর্য্য আসলে একটীমাত্র এবং অপরগুলি তার প্রতিবিম্ব। ঠিক ঐ তেজোময় এক সূর্য্যের মত **পরমাত্মাও** এক এবং অখণ্ড। জীবাত্মা তাঁর পৃথক্ পৃথক্ প্রতিবিম্ব-রূপ প্রকাশ মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টির আদিতে এই অখণ্ড ও অনাদি পরমব্রহ্মই মাত্র ছিলেন। তিনি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। এই পরমব্রহ্ম বা **পরমাত্মা** আনন্দরস আস্বাদন করবার জন্যই হঠাৎ ইচ্ছা করলেন 'বহু' হবার জন্য। 'একোহং বহুস্যামঃ। 'আমি বহু হইব' এই ইচ্ছা জাগরণের সঙ্গেই তিনি নিজেকে বহুত্বে পরিণত করলেন। কবি তাই তাঁকে সম্বোধন করে বলেছেন—

"যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনারে ত হয়নি তোমার দেখা ;

* * * *

আমি এলেম ভাঙ্গলো তোমার ঘুম।"

এই যে, **পরমাত্মা**, ইনি একাধারে একসঙ্গে 'এক এবং বহু।' একদিকে ইনি **অসীম** ও **অনন্ত**, অপরদিকে তেমনি **সসীম** ও **শান্ত**। পরমাত্মা ভিন্ন জীবাত্মাকে শাশ্বত আনন্দ দেবার কেহ নেই। অন্য দিকেও তেমনি জীবাত্মা ভিন্ন পরমাত্মার রসাস্বাদ করতে কেহ পারে না।

জীবাত্মা পরমাত্মার এই যে নিত্যলীলা, তারই শাশ্বত প্রকাশ বৈষ্ণবের লীলাবাদ। বৈষ্ণবের রাধা হচ্চেন জীবাত্মা এবং কৃষ্ণ হচ্চেন পরমাত্মার নিত্যস্বরূপ।

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।
তোমার আলোয় নাই ত ছায়া,
আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দর বিধুর॥

আত্মার পরই **প্রাণ** সম্বন্ধে ভাববার কথা। আমরা যেমন আত্মাকেও দেখতে পাই না, প্রাণকেও তেমনি দেখতে পাই না। প্রাণও তেমনি দর্শন স্পর্শনাদির অতীত। কিন্তু এই জড়দেহের কার্য্যকরী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তির মূল হচ্চে প্রাণ। হিন্দু দর্শন বলে যে, প্রাণ হচ্চে বায়ু। এই প্রাণবায়ু পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথা—প্রাণ (নাসিকা-সঞ্চারী বায়ু), অপান (নাভি-সঞ্চারী বায়ু), উদান (কণ্ঠস্থ বায়ু), সমান (ভুক্তদ্রব্য-পরিপাচক বায়ু) ও ব্যান (সর্ব্বশরীর-সঞ্চারী বায়ু)। এই প্রাণবায়ু যখন বাহির হয়ে যায় তার বর্ণনায় বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলেছেন (৪।৪।১-২), "ইন্দ্রিয়গণ তৎকালে স্থানভ্রষ্ট ও কর্ম্মহীন হয়ে হৃদ্‌প্রদেশে আসে। অনন্তপথযাত্রীর যাবতীয় বাহ্যজ্ঞান লোপ পায়। হৃদয়ের অগ্রভাগ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং চক্ষু কর্ণ নাসিকা ব্রহ্মরন্ধ্র বা দেহের যে কোনও নবদ্বার পথে আত্মা বাহির হন। সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ সকলও ঐ জড়দেহ ত্যাগ করে বাহির হয়ে যায়। আত্মাই হচ্চেন প্রাণের উৎস ও আশ্রয়।" প্রশ্নঃ উপ—৩।১।৩ বলেছেন—"আত্মত এষ প্রাণঃ জায়তে, যথৈষা পুরুষে ছায়ৈ তস্মিন্ এতৎ আততং। মনোকৃতেনায়াতি অস্মিন্ শরীরে!" অর্থাৎ আত্মা হতেই প্রাণ জন্মগ্রহণ করে। জীবের যেমন ছায়া, পরমাত্মাতেও এই প্রাণ ব্যাপ্ত হয়ে আছে। আত্মাই তার অবলম্বন। মনের ইচ্ছাতেই সে এই জড়দেহ নিজ বাসের জন্য গ্রহণ করে।

অনিমা সদৃশ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, আকাশের ন্যায় নিরাকার আমাদের হৃদয়স্থ পরমাত্মার অংশীভূত জীবাত্মা সূক্ষ্মদেহযুক্ত। তিনি মরজগতে আসবার সময়—জীবরূপে ইহলোকের খেলা খেলবার জন্য একাধিক আবরণ বা পরিচ্ছদ ধারণ করেন। বেদান্তের ভাষায় এই আবরণগুলির নাম কোষ। ইহাই আত্মার প্রকৃত স্বরূপকে ঢেকে রাখে। ইহার দ্বারাই জীব ও ব্রহ্ম ভেদ জানা যায়। আত্মাকে আবরণ করে রাখে পঞ্চকোষ। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকঃ ৩৩—এখানে পাবেন—

"অন্নং প্রাণ মনো বুদ্ধিরানন্দ শ্বেতি পঞ্চতে
কোষাস্তৈরাবৃত স্বাত্মা বিস্মৃতা সংসৃতি ব্রজেৎ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মা এই পাঁচটী কোষের দ্বারা আবৃত হয়ে নিজেকে বিস্মরণফলে সংসারে পরিভ্রমণ করেন।

জীবাত্মা যে সূক্ষ্মশরীর নিয়ে প্রথমে আসেন, তাহার গঠন সম্বন্ধে 'পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকঃ' বলেছেন—

"বুদ্ধি কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণপঞ্চকৈর্মনসা ধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে।"

অর্থাৎ, এই সূক্ষ্মশরীরের অবয়ব হচ্চে ১৭টী, যথা—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, ঘ্রাণ ও ত্বক্), পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (হস্ত, পদ, বাক্, গুহ্য ও উপস্থ), পঞ্চ প্রাণবায়ু (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান) এবং মন ও বুদ্ধি। মন থেকে কামনা বাসনার উৎপত্তি হবে এবং বুদ্ধির দ্বারা সঠিক পথ নির্দ্ধারণ হবে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সবই সূক্ষ্মশরীরে আছে।

আগেই বলেছি, জীবাত্মা পৃথিবীতে আসবার সময় পর পর পাঁচটী আবরণ বা কোষ গ্রহণ করেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম গ্রহণ করেন আনন্দ-ময় কোষ। তারপর বিজ্ঞানময় কোষ। তারপর মনোময় কোষ। তারপর প্রাণময় কোষ। সর্ব্বশেষে অন্নময় কোষ নিয়ে তিনি সশরীরে উদয় হন তাঁর ইহলোকের সংসার রঙ্গমঞ্চে। এই কোষগুলি পর পর স্থূল হইতে স্থূলতর। সর্ব্বশেষ কোষ হচ্চে অন্নময় কোষ। ইহা এই রক্ত-মাংস-অস্থি-মেদযুক্ত জড়দেহ। ইহাই হচ্চে স্থূলতম।

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণের সংযোগে প্রাণময় কোষের উৎপত্তি। ইহা হচ্ছে এই স্থূল শরীরের, অর্থাৎ এই অন্নময় কোষের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। মনোময় কোষ হয়েছে—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের সম্মিলনে; ইহাই হচ্চে জীবের কামনা বাসনার মূল উৎপত্তিস্থল। বিজ্ঞানময় কোষ হয়েছে—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধির যোগে; ইহা হচ্ছে জ্ঞান ও বিচার শক্তির আধার। আনন্দবৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণই হচ্চে আনন্দময় কোষ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা হচ্চে সর্ব্বপ্রকার আনন্দের আধার। বেদান্তসারের মতে—প্রাণময়, মনোময় ও জ্ঞানময় কোষের সম্মিলনে সূক্ষ্মদেহের উৎপত্তি। "এতৎ কোষত্রয়ং মিলিতং সৎ সূক্ষ্মশরীরং ইত্যুচ্যতে।"

পৃথিবীতে আসবার সময় যেমন জীবাত্মা একে একে পর পর পাঁচটী কোষে নিজেকে আবৃত করে নেন, তেমনি পৃথিবী হতে বিদায়ের সময় তিনি সেই সর্ব্বশেষ কোষ অর্থাৎ অন্নময় কোষটীকেই সর্ব্বপ্রথমে পরিত্যাগ করেন; অর্থাৎ এই স্থূলদেহটীর তখন মৃত্যু হয়। অবশিষ্ট চারটী কোষ নিয়ে জীবাত্মা পরলোকে প্রবেশ করেন। ক্রমে ক্রমে সেখানে প্রাণময় কোষ ও মনোময় কোষও তিনি ত্যাগ করেন তাঁর সাধনার দ্বারা। তখন একমাত্র বাকী থাকে তাঁর বিজ্ঞানময় কোষ। ইহারই অপর নাম কারণ শরীর। এই কারণ শরীরেই আমাদের জন্মজন্মান্তের সংস্কার জমে থাকে। প্রত্যেক নব নব জন্মগ্রহণের সময় ঐ কারণ শরীরই জীবের সাথী হয়ে আসে। উপনিষদ বলেছেন, এই কারণদেহযুক্ত "জীব" সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্ম—কেশাগ্রের শততম ভাগের শততম ভাগ।

কিন্তু 'কারণদেহ' ও 'সূক্ষ্মদেহ' ছাড়া আর দুটী দেহের কথা অগ্নিপুরাণে পাওয়া যায়। একটীর নাম আতিবাহিক দেহ, অন্যটীর নাম ভোগ দেহ। মৃত্যুর পর 'জীব' এই দুটী দেহ দ্বারাও অল্পকালের জন্য যুক্ত হন। মৃত্যুকালে আপনা হতেই আতিবাহিক দেহটী গঠিত হয়ে ওঠে। এটীও দেখতে ঠিক আমাদের এই স্থূল দেহেরই মত। হিন্দুদের মতে মৃত্যুর এক বৎসর পরে, সপিণ্ডকরণ শেষ হলে 'জীব' আতিবাহিক দেহ ত্যাগ করে ভোগদেহ গ্রহণ করেন। কিন্তু এই ভোগদেহও ক্ষণস্থায়ী। পরলোকে এই দেহ নিয়ে 'জীব' কৃতকর্ম্মের ফলে সুখ বা দুঃখের মধ্যে কর্ম্মময় না হওয়া পর্য্যন্ত বাস করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুনর্জন্ম, পরলোকের গতি, বা পরলোকের পথ সবই আমাদের অজানা। কিন্তু তা'হলেও শাস্ত্র আমাদের সেই সম্বন্ধে সঠিক বর্ণনা দিয়েছে। থিওজফি ও স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম যদিও এই পথ সম্বন্ধে কিছু পৃথক কথা বলে, তবুও এক বিষয়ে জগতের সব শাস্ত্রই একমত যে, ইহলোকে যাঁরা পুণ্যবান, পরোপকারী, সংযতচিত্ত পরলোকে তাঁরাই আনন্দময় লোকে স্থান পান। কিন্তু ইহলোকে যারা পাপকার্য্যে অভ্যস্ত সেই পাপীরা পরলোকে নরকভোগ করে। বৃহঃ উপনিষদ ৪।৪।৬— বলেছেন, "পুণ্যঃ বৈ পুণ্যেন কর্ম্মনা ভবতি, পাপঃ পাপেনঃ ইতি।" ঐ উপনিষদেরই ৩।৩।১৩—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে, জীব ইহলোকে যা কিছু কর্ম্ম করে, পরলোকে গিয়ে সেই কর্ম্ম ক্ষয় হলেই আবার কাজ করবার জন্য তাকে ফিরে আসতে হয় ইহলোকে। কামনাযুক্ত ব্যক্তিরাই এইরূপে বার বার যাওয়া আসা করেন; কিন্তু যিনি নিষ্কাম তাকে আর ফিরে আসতে হয় না। তিনি ব্রহ্মকেই লাভ করেন।

তা'হলে আমরা পেলাম দুইটী পথ। এক পথে ভ্রমণ করার পর, শেষে আবার জীবকে ফিরে এসে পুনর্জন্ম নিতে হয় তার অসমাপ্ত কামনা বা কার্য্য পূরণ করার জন্য। আর অন্য পথটীতে অগ্রসর হ'লে তাকে আর ফিরে আসতে হবে না এই পৃথিবীতে। "তস্মিন্ বসতি শাশ্বতী সমাঃ (বৃহঃ উপ—৫।১০।১)—অর্থাৎ সেই শোক দুঃখ রহিত ব্রহ্মলোকে চিরকাল জীব বাস করেন।

গীতায় শ্রীভগবানও বলেছেন (৮।২৬) দুইটী পথের কথা, (১) কৃষ্ণা বা ধূমযান, (২) শুক্লা বা দেবযান।

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥ ৮।২৬

অর্থাৎ জগতের দেবযান ও পিতৃযান এই দুইটী মার্গ সনাতন; কারণ সংসারপ্রবাহরূপে নিত্য (অনাদি) জ্ঞান প্রকাশ থাকায় শুক্ল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং জ্ঞান প্রকাশ না থাকায় কৃষ্ণ। দেবযানে মুক্তিলাভ হয় এবং পিতৃযানে পুনরায় দেহধারণ করতে হয়। ব্রহ্মসূত্র—৩।১।৮ও এই কথাই বলেছেন। সাধারণ মানুষ—এমন কি, সাধারণ পুণ্য-কর্ম্মীদেরও ধূমযান গতি। আর যিনি উন্নততম সাধক, অপাপবিদ্ধ তিনিই কেবল শুক্লা গতি প্রাপ্ত হন। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫।১০।১—৮) এই দেবযান ও ধূমযান গতির বিস্তৃত বিবরণ আছে। দেবযান পথের সম্বল হচ্চে তত্ত্বজ্ঞান, নিষ্কাম কর্ম্ম এবং পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ।

ব্রহ্মলোক সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যও একদিন রাজর্ষি জনককে বলেছেন (বৃহঃ উপ—৪।৩।৩২)—"দ্রষ্টা পুরুষ—জলে মিশে যাওয়া জলের মতই, পরমাত্মার সহিত মিশে গিয়ে এক হয়ে যান। রাজন! ইহার নাম ব্রহ্মলোক। ইহাই পুরুষের পরমাগতি; ইহাই তাহার পরম সম্পদ, ইহাই তাহার পরম লোক; ইহাই তাহার পরম আনন্দ।"

কিন্তু গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন যে, "ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকল লোকই পুনরাবর্ত্তনশীল। হে কৌন্তেয়, আমাকে লাভ করলেই আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।"

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৮।১৬

আমরা সপ্তলোক জানি, যথা—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যম্ (ব্রহ্মলোক)।

তা'হলে, গীতার কথায় একমাত্র তাঁকে পেলেই আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। পরলোকে তাঁকে লাভ করার জন্য তিনি উপায় বলে দিয়েছেন পরম করুণা করে—

"অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥" ৮।৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ, যিনি মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন তিনি আমাকে লাভ করেন, ইহাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ইহলোকে কর্ম্ম করার জন্যই আমরা এসেছি—ঠিক যেমন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করার জন্যই অর্জ্জুন উপস্থিত হয়েছিলেন। তাই সেই কর্ম্মবীর অর্জ্জুনকে উপদেশছলে শ্রীভগবান দয়া করে আমাদের জন্যই পথ দেখিয়েছেন। তিনি পুনরায় বললেন—(৮।৭)

"তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্ম্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥"

অর্থাৎ—তাই সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ করতে করতেই যুদ্ধ কর। আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করলে নিঃসন্দেহে আমাকেই লাভ করবে। আবার বললেন—

"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥" ৮।১৪

অর্থাৎ—যিনি অনন্যচিত্ত হয়ে আমাকে যাবজ্জীবন নিরন্তর স্মরণ করেন, সেই সদাসমাহিত যোগীর আমি সহজলভ্য। আবার বললেন—

"মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥" ৮।১৫

অর্থাৎ—আমাকে লাভ করে মুক্ত মহাত্মাগণ আর দুঃখালয় অনিত্য পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না।

কর্ম্মই আমাদের বন্ধন। কামনা বাসনাই কর্ম্মের জনক এবং আমাদের পুনর্জ্জন্মের কারণ। তবে ইহা হতে মুক্তির উপায় কি? শ্রীভগবান দয়া করে উত্তরে বললেন—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ৯।২৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ ৯।২৮

অর্থাৎ—হে কৌন্তেয়! যাহা অনুষ্ঠান কর, যাহা আহার কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর ও যে তপস্যা কর **সেই সমস্তই আমাকে অর্পণ করবে।** (এইখানে শ্রীমধুসূদন সরস্বতী, টীকায় বলেছেন যে, তাঁর ভজনের জন্য পৃথক্ আর কোনও অনুষ্ঠানের দরকার নেই। আমাদের প্রাত্যহিক অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্মগুলিই সেই পরমগুরু পরমেশ্বরের চরণে অর্পণ করাই হোল তাঁর ভজন।) **আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ দ্বারা** শুভাশুভ ফলবিশিষ্ট কর্ম্মের বন্ধন হতে মুক্ত হবে। আমাতে শুভাশুভ কর্ম্ম সমর্পণ রূপ সন্ন্যাস (অর্থাৎ কর্ম্মফল ত্যাগ) যোগে (অর্থাৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে) যুক্ত হয়ে, জীবিতকালেই মুক্ত হয়ে দেহান্তে আমাকেই প্রাপ্ত হবে। তখন তোমায় আর পুনর্ব্বার দেহ ধারণ করতে হবে না।

সর্ব্বশেষে দয়াময় এই সহজ ও সরল উপদেশ দিয়ে বললেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥" ৯।৩৪

অর্থাৎ—তুমি মদ্গতচিত্ত, আমার ভক্ত ও আমার পুজনশীল হও এবং আমাকে নমস্কার কর; এইরূপে মৎপরায়ণ হয়ে আমাতে মন সমাহিত করলে আমাকেই লাভ করবে।

এই যে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মহামিলন, একথা শুধু ভারতের ঋষিরাই বলেননি, বলেছেন প্রতীচ্যের বর্ত্তমান যুগের একজন বিশ্ব-বিখ্যাত সাধকও। Lodge তাঁর বিখ্যাত 'Reason and Belief' বহির ১২ পৃষ্ঠায় ঠিক এই চরম মিলনের কথাই স্বীকার করে বলেছেন—Individuality is never lost, unless it be in some ultimate and distant completion and richest

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

fruition of our being. "Upon the last and sharpest height," by evanescence and absorption into Deity. Then and only then—an infinitude beyond our present state shall we lose ourselves in light."—অর্থাৎ কোনও এক সুদূর ভবিষ্যতে, তার বর্ত্তমান অস্তিত্বকে বহুগুণে অতিক্রমের পর মানবের সার্থকতা প্রাপ্তি হয়—সর্ব্বোচ্চ শিখরে অধিরোহণ করে। সেদিন তাঁর শ্রীচরণে হবে মহামিলন। সেই মিলনোৎসবে সেই চিরজ্যোতির্ম্ময়ের শাশ্বত কোলেই হবে আমাদের শাশ্বত মিলন।

জীবের এই চরম ও পরম দিন কবে আসবে? কবে সেই পরম প্রিয়তমের পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে বলতে পারবে—

সুন্দর, আজি গৃহে মম
পরমোৎসব রাতি
রেখেছি হৃদয় কমলাসনে
কনকাসন পাতি।
তুমি এস হৃদে এস
হৃদিবল্লভ হৃদয়েশ
তব করুণনেত্র করি বরিষণ।

পরলোকও আমাদের ঘর। ইহাও ইহলোকের মত সত্য। দোতলা অট্টালিকার নীচের তলার ঘর ও উপরতলার ঘরের মত ইহলোক ও পরলোক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বৃহঃ উপনিষদ বলেছেন (৪।৩।৯)—"তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত, ইদং চ পরলোকস্থানঞ্চ।" আমাদের বর্ত্তমান জন্ম, আমাদের স্থূলদেহ ধারণ বা অন্নময় কোষ গ্রহণ ইহলোকের জন্যই। এই স্থূলদেহ ও অন্নময় কোষ পরিত্যাগ করে, সাপের খোলস ত্যাগের মত জড়দেহটাকে ফেলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমরা চলে যাই সেই পরলোকে। কিন্তু তথাকার, সেই সূক্ষ্মলোকের কিছুই ত আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না আমাদের এই স্থূল ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে। কিন্তু বৃহঃ উপনিষদ বলেছেন (৪।৩।৯) যে, যেখানে ইহলোক শেষ ও পরলোক আরম্ভ হচ্ছে, অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোকের এই যে মিলনসীমাস্থল, সেটী ঠিক স্বপ্নের মত ; তাই তাকে স্বপ্নস্থানও বলা হয়। এই সন্ধিস্থানে উপস্থিত হবার সময়, অর্থাৎ মৃত্যুমুহূর্ত্তের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে জীব ইহলোক ও পরলোক একত্রে দেখতে পায়। সত্যদ্রষ্টা ঋষিরাও তাঁদের যোগবলে এইস্থানের দেখা পেয়েছেন। আধুনিক কালের ২।১ জন বৈজ্ঞানিকও দিব্যদৃষ্টিবলে পরলোকের অবস্থা দেখেছেন। তাঁদের মধ্যে Emmanuel Swedenborg, Andrew Jackson Davies, Leadbeater, ব্লাভাট্স্কি, আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ দেব ইত্যাদি প্রধান। ইহা ছাড়া, পরলোক সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান দিচ্চেন বিদেহী আত্মারা (Spirit) স্বয়ং। বিখ্যাত পণ্ডিত Lodge, তাঁর 'Survival of Man' বহিতে ৩৪৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—"Knowledge is not suddenly advanced. We are not suddenly flooded with new information.—অর্থাৎ একদিনেই, হঠাৎ সেখানে পৌছেই আমরা তথাকার সব জ্ঞান লাভ করতে পারি না। শিশুও যেমন জন্মের পর থেকে ধীরে ধীরে ইহলোকের জ্ঞান লাভ করে, মৃত্যুর পর বিদেহীও তেমনি ক্রমশঃ ধীরে ধীরে তথাকার বাসের সঙ্গে সঙ্গে তথাকার সঙ্গে সুপরিচিত হয়। ইহলোকের সঙ্গে পরলোকের কয়েকটা বিশেষ পার্থক্য আছে। এখানে জীব স্থূলদেহধারী, তথায় সূক্ষ্মদেহধারী। তথায় তার স্থূলদেহ না থাকলেও তার পূর্ণ চৈতন্যময় প্রাণময় সত্তা বর্ত্তমান। সূক্ষ্মদেহ থাকায় তার স্বাধীনগতি, কিন্তু তাহাও যেন কোনও কোনও বিষয়ে বিধিনিষেধযুক্ত। সেখানেও গৃহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে, পরিজন আছে, পূর্ব্বে যাঁরা চলে গেছেন এমন পতিপত্নী পুত্রকন্যার সঙ্গে মিলনও আছে—তবে তাহা ঠিক ইহলোকের ঘর-সংসারের মত নহে। পরলোক এক বিশাল রাজ্য। এই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চন্দ্রের গতিরেখাও অতিক্রম করে সে রাজ্য বিস্তৃত। পৃথিবীকে বেষ্টন করে কয়েকটী স্তর বা ভূমির সমষ্টি হোল পরলোক। সর্ব্বনিম্নতর ভূমির নিম্নতর অংশ এই পৃথিবীর গর্ভে প্রবিষ্ট। প্রত্যেক পরবর্ত্তী, অর্থাৎ উন্নততর ভূমির উপাদান তার পূর্ব্ববর্ত্তী ভূমির অপেক্ষা সূক্ষ্মতর। পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ শুধু সৃষ্টি উপাদান মাত্র। এই বস্তুগত পার্থক্য থাকায় এক স্তরবাসী বিদেহী সহজে অপর কোনও স্তরে যাতায়াত করতে পারে না। যে ভূমি বা স্তর যত সূক্ষ্ম, তার অধিবাসীর দেহও সেই তুলনায় সূক্ষ্মতর। যদিও উচ্চস্তরের অধিবাসীর পক্ষে চেষ্টা করে নিম্নস্তরে অবরোহণ সম্ভবপর ও সাধ্য, কিন্তু নিম্নভূমির অধিবাসীর বিনা সাধনায়, অথবা সূক্ষ্মতর দেহ লাভ করার পূর্ব্বে, উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ সুদূরপরাহত (লোকান্তর ৪২।৪৩)। Doyleও তাঁর 'New Revelation' বহির ৯৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন—The lower cannot ascend but the higher can descend at will.—অর্থাৎ উচ্চস্তরবাসীরা ইচ্ছা হলেই নেমে আসতে পারেন, কিন্তু নিম্নস্তরবাসীরা উপরে উঠতে পারেন না।

মৃত্যু-মূর্চ্ছা কি? বহু আগেই বলেছি যে, মরবার ঠিক একটু আগেই জীবের একটা মূর্চ্ছার মত অবস্থা আছে। Doyle তাঁর 'New Revelation' বহিতে বলেছেন—Before entering upon his new life, the new spirit has a period of sleep which varies in its length. Sometimes hardly existing at all, at others extending for weeks or months.—অর্থাৎ মরবার ঠিক আগে, নূতন স্থানে ও নূতন দেশে প্রবেশ করার ঠিক একটু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। ইহা কিন্তু সকলের পক্ষে সমান স্থায়ী নয়। কারও বা মুহূর্ত্তমাত্র স্থায়ী, আবার কারও বা সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস—এমন কি, যুগ যুগ ঐ নিদ্রাঘোরেই কেটে যায়। ইহ-লোকে যিনি যত বেশী দয়ালু ও পরদুঃখকাতর, তাঁর মূর্চ্ছাও ততই ক্ষণস্থায়ী।

ঐ মৃত্যু-মূর্চ্ছা শেষে বিদেহী আত্মা যেমন চেতনা লাভ করেন তেমনি তার প্রথম জাগরণের সঙ্গেই তিনি একটু দিশেহারা ও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যান। একদিকে তাঁর পরিত্যক্ত ঘর দ্বার, স্বজন, সংসার প্রিয় প্রিয়া, পুত্র কন্যা, আবার অন্য দিকে তাঁর হারানো আত্মীয় আত্মীয়ার দল এবং এক নূতন জগতের অপূর্ব্ব অলৌকিক ও অদ্ভুত মনোরম আবেষ্টন। একদিকে কাতর বিলাপ, অন্যদিকে সহাস্যবদন পূর্ব্বগামীরা। সব যেন তার স্বপ্নের মত মনে হয়। সে বুঝতেই পারে না যে, সে মরেছে (Doyle—New Revelation, 101)। এপারের সঙ্গে ওপারের জীবনের এমনি মিল যে, বিদেহীর বহু সময় দরকার হয় এই পার্থক্য বুঝতে। এই বিমূঢ় অবস্থায় পড়ে যখন সে হাবুডুবু খায়, তখনই একজন বিদেহী গুরু বা সহায়ক এসে উপস্থিত হন। তিনিই তাকে সম্যক্ জ্ঞান দিয়ে, তার পারলৌকিক জীবন সুসংহত করার জন্য উপদেশ, চেষ্টা ও সাহায্য করেন। সে দেশে বহু বিদেহী এইভাবে জীবাত্মার সেবার জন্য নিজেদের অদৃশ্য সহায়ক রূপে নিযুক্ত রেখেছেন।

ঐ দেশের প্রথম জাগরণের সঙ্গেই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হোল কামনা বাসনার হাত হতে মুক্তিলাভ। যতদিন কামনা ও বাসনা থাকবে ততদিন বিদেহী আত্মা নানাভাবে বিদগ্ধ হতে থাকবে। তার অগ্রগতি প্রতি পদে বাধা প্রাপ্ত হবে। কামী ও ভোগী নির্নিমেষ নয়নে এপারের ভোগ-লালসার দিকে অতৃপ্ত নয়নে চেয়ে চেয়ে কাঁদতে থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত্যু-মূর্চ্ছা ভাঙ্গবার পর **প্রথম জাগরণের** সঙ্গে সঙ্গেই বিদেহীর একটা অপূর্ব্ব ও অব্যক্ত **প্রথম অনুভূতি** আসে। সে হঠাৎ দেখে, তার কোন ব্যথা নেই, যন্ত্রণা নেই, তার দেহের ভার পর্য্যন্ত নেই—এতই লঘু ও আনন্দযুক্ত তার দেহ হয়েছে। মৃত্যুর পূর্ব্বেই তার সব রোগযাতনা একেবারে নিবৃত্তি পায়। মৃত্যুর ক্ষণ শুধু যে বেদনাহীন তাই নয়, তাহা অপূর্ব্ব ও আনন্দপূর্ণ। বিদেহীর পরপারের যাত্রা বেদনাবিহীন। **প্রথম অনুভূতির** সঙ্গেই তার মন প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে যায়। দেহ আছে, কিন্তু নেই তাতে দেহের স্থূলত্ব ও জড়তা ; অনুভূতি আছে, কিন্তু নেই তাতে দুঃখবোধ ; পূর্ব্বগামী প্রিয়-প্রিয়াদের সাথে মিলন আছে, কিন্তু সে মিলনে নেই স্বার্থের কণামাত্রও সম্বন্ধ। সেখানে নেই অর্থচিন্তা, নেই অন্নচিন্তা। তাই ইহলোকের নিত্যসহচর দুঃখব্যথাবেদনার চিন্তাও তথায় নেই। আছে শুধু একটা অনাবিল গভীর প্রশান্তি, একটা অব্যক্ত শান্তির পরশ, একটা অচিন্তনীয় আনন্দের প্লাবন।

মার্কিন লেখিকা শ্রীমতী জুলিয়া এম্‌স তাঁর মৃত্যুর পর **প্রথম অনুভূতির** কথা বৈজ্ঞানিক ষ্টেডকে এইভাবে জানিয়েছিলেন—"জ্ঞান হবামাত্রই চেয়ে দেখলুম যে, আমি পার্থিব দেহটা থেকে মুক্ত হয়েছি। কি অপূর্ব্ব সে অনুভূতি। আমার সেই মৃত্যুশয্যাটার পাশেই আমি দাঁড়িয়েছিলুম। আমার মৃতদেহটা তখনও সেই শয্যায় পড়ে আছে। ঘরের সব কিছু আগেও যেমন দেখতুম এখনও ঠিক তেমনি সব দেখতে পেলুম। মরণের কোনও কষ্টই পেলুম না। বরং একটা অসীম স্নিগ্ধতা ও শান্তি অনুভব করলুম। আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম আমি। এরূপ অপূর্ব্ব স্বাচ্ছন্দ্যলাভ কি করে হোল তাই ভাবতে লাগলুম। তখন দেখি যে, আমার ইহলোকের জীবনের পরিসমাপ্তি হয়েছে (W. T. Stead—'After Death', 1-2)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ব্যারেটের বিখ্যাত পুস্তক 'On the Threshold of the Unseen'এ একজন বিদেশীর এই প্রথম অনুভূতির কথা সুন্দরভাবে বর্ণনা করা আছে। "প্রথমে মনে হোল, বুঝি এই ঘরে এই শয্যার চারিদিকে অনেকগুলি মূর্ত্তি বেড়াচ্চে। তারপর মনে হোল, কৈ আমি ত শয্যায় শুয়ে নেই, আমি যে বায়ুতে ভেসে শয্যার কিছু উপরে আছি। আমার সেই স্থূলদেহটা তেমনিভাবে বিছানায় পড়ে আছে, তার মুখে কাপড় ঢাকা দেওয়া হয়েছে। একবার মনে হোল সেই দেহটার মধ্যে ঢুকে পড়ি, কিন্তু ঐ দেহের সঙ্গে আমার আর কোনও সংযোগ নেই দেখে তা সম্ভব হোলো না। ঘরটীর চারিদিকে চেয়ে দেখলাম। আমি তখন অবাধে বিচরণ করতে পারছি। সেই ঘর থেকে বের হয়ে আমি পাশের ঘরখানিও অতিক্রম করলাম। ঐ ঘরে আমার মা ও জীবিত আত্মীয়রা ছিলেন। আমি খুব জোরে তাদের সঙ্গে কথা কইলাম, কিন্তু তাদের কানে তা ঢুকল বলে মনে হোল না। সহসা আমার এক নূতন বিশেষ দৃষ্টির উন্মেষ হোল। এক সূক্ষ্ম নূতন জগতের দর্শন পেলাম; কিন্তু তার অনুভূতি ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এখানে আমার যোগ্য বাসস্থানে আমি অদৃশ্য আকর্ষণে এসে স্থান পেয়েছি। এখানে আমি স্বাধীন।" এইভাবের বহু বিদেশী তাঁদের প্রথম অনুভূতির কথা হামেশা এসে জানিয়েছেন। তাইত মরণটাকে বলা হয় যে, এক নবজীবনের প্রবেশদ্বার মাত্র।

পরলোকের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে আমাদের উপনিষদ বলেছেন যে, তিনটী লোক আছে, যথা—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক। ইহার মধ্যে দেবলোকই সকল লোকের শ্রেষ্ঠ। বৃহঃ উপনিষদ ১।৫।১৬—এই দেবলোক পাঁচটী। সর্ব্বসমেত সাতটী লোক বলা হয়। তাদের নাম ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যম্। পাতঞ্জল দর্শন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—বিভূতি পাদ, ২৬ সূত্রের ভাষ্য পড়লে আমরা এই সব লোকের পরিচয় জানতে পারব।

ভূলোক হচ্চে আমাদের এই পৃথিবী। সমস্ত 'লোকের' অধো-ভাগস্থ নরক স্থান হতে আরম্ভ করে সুমেরু পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃত।

ভুবর্লোক হচ্চে আমাদের পিতৃলোক। সুমেরু পৃষ্ঠ হতে আরম্ভ করে ধ্রুবনক্ষত্র পর্য্যন্ত গ্রহনক্ষত্রখচিত স্থান ইহা। পৃথিবীর পরবর্ত্তী ইহাই প্রথম সূক্ষ্মলোক। নচিকেতা অন্তরীক্ষে যমপুরী—অর্থাৎ ভুবর্লোকই দেখেছিলেন।

স্বর্লোক তার পরে অবস্থিত। ইহা আবার পাঁচটী। (১) মহেন্দ্রলোক, (২) প্রজাপতির মহর্লোক, (৩।৪।৫) ত্রিবিধ ব্রহ্মলোক। ত্রিবিধ ব্রহ্মলোক বলতে আমরা বুঝি (১) জনলোক, (২) তপলোক ও (৩) সত্যলোক। ইহাকে স্বঃ অর্থাৎ স্বর্গ বলে। ঋগ্বেদসংহিতায় (৯।১১৩।৭—১১) ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কৌষী উপনিষদ—১।২, চন্দ্রমাকে স্বর্গলোকের দ্বার বলেছে। কঠোপনিষদ—১।১২ বলে যে, স্বর্গলোকে ভয় ভাবনা নেই। জরামৃত্যু নেই। ক্ষুধা পিপাসা উভয় হতেই মুক্ত হয়ে, শোক অতিক্রম করে স্বর্গে সকলে চিরানন্দ ভোগ করে।

স্বর্গলোকের পরবর্ত্তী হচ্চে **মহর্লোক**। ক্রমে তা হতেও সূক্ষ্মতর ও শ্রেষ্ঠতর হচ্চে যথাক্রমে **জনলোক, তপঃলোক ও সত্যলোক**। **মহর্লোক ও ব্রহ্মলোকে** (জন-তপ-সত্য—এই ৩ ধামের একত্র নাম হচ্চে ব্রহ্মলোক) শুধু মহামানবগণই যেতে পারেন।

উপরে যা বলেছি, তা হচ্চে পরলোক সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের মত। যোগবাশিষ্ট রামায়ণের উৎপত্তি প্রকরণে, ৫৫ স্বর্গ ১০—৩৮ শ্লোকে আরও অন্যবিধ বহু কথা আছে। মরণ-মূর্চ্ছা ভাঙ্গলেই জীব আপনাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেত অবস্থা, অর্থাৎ বিদেহী অবস্থায় দেখতে পায়। এ জগতে যে যেমন কর্ম্ম করেছে সেই অনুসারে ঐ বিদেহী বা প্রেতদের ছয় ভাগে বিভাগ করা হয়—(১) উত্তম ধার্ম্মিক, (২) মধ্যম ধার্ম্মিক, (৩) সামান্য ধার্ম্মিক, (৪) সামান্য পাপী, (৫) মধ্যম পাপী, (৬) মহাপাপী। তারপর ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ বাসস্থান ও পুনর্জন্ম সম্বন্ধে বর্ণনা আছে।

পরলোক সম্বন্ধে থিওজফির মতামতই আমাদের বিশেষ দ্রষ্টব্য। তত্বজ্ঞানী সুপ্রসিদ্ধা রুশ মহিলা ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি এই মত প্রচার করেন। তার প্রধান ও আদি কথা এই যে, প্রত্যেক জন্মে মানবের অগ্রগতি হচ্চে। এজন্মের আদিম মানব পরজন্মে বর্ব্বর রূপে, পুনঃ পরজন্মে সভ্য রূপে, পুনঃ পরজন্মে সুসভ্য ও মহামানব রূপে জন্মগ্রহণ করবে। সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাত থেকেই চলে আসছে এই ক্রমোন্নতি বা evolution।

মৃত্যুর পর মরণ-মূর্চ্ছা ভাঙ্গলেই বিদেহীর প্রথম জাগরণ হয় ভুবর্লোকে। ইংরাজীতে ইহাকে বলে Astral plane, অর্থাৎ জ্যোতির্লোক; তারপরই হচ্চে স্বর্লোক। এই স্বর্লোক পর্য্যন্তই সাধারণ মানুষ যেতে পারে। ভুবর্লোকেরও আছে সাতটি স্তর এবং স্বর্লোকেরও আছে সাতটী স্তর। প্রত্যেক স্তরই হচ্চে পূর্ব্বেরটীর চাইতে সূক্ষ্মতর। বিদেহীর কামনা বাসনা যেমন ক্ষয় হতে থাকে, স্বার্থভাব হতে সে যতই নিজেকে মুক্ত করতে থাকে ততই এক স্তর হতে অন্য স্তরে তার উর্দ্ধগতি হতে থাকে। এক স্তর থেকে আর এক স্তরে উঠতে কারও বা লাগে ৭ দিন, কারও বা লাগে একশ বছর। সকল সাধারণ মানুষই সর্ব্বপ্রথম মৃত্যুর পর ভুবর্লোকের সর্ব্বনিম্ন স্তরে যান। উন্নত ও নিষ্পাপ আত্মা অচেতন অবস্থাতেই নিম্নস্তরগুলি অতিক্রম করে উঠতে থাকেন। কেউ কেউ বা এতই উচ্চস্তরের জীব যে, একেবারে স্বর্লোকে উঠে তবে তার জ্ঞান আসে। প্রত্যেক লোক বা স্তরটী অন্তর্নিহিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভুলোকের চারিদিকে—উপরে, নীচে, সামনে, পেছনে সর্ব্বত্রই ভুবর্লোক। আমরা জীবিত অবস্থায় স্থূলদেহধারী বলেই সেই সূক্ষ্মতর, বা সেই স্তরের সূক্ষ্মদেহধারীদের দেখতে পাই না। সাধনা বা যোগের দ্বারা দিব্যদৃষ্টি লাভ করলে তখন আমরা উহা দেখতে পাই।

ভুবর্লোকের সর্ব্বপ্রথম স্তর বা সর্ব্বনিম্ন স্তরকেই নরক বলা হয়। ইহা পৃথিবীর খুব নিকটে এবং ইহার এক অংশ এই ভূগর্ভেই অবস্থিত। ইহা অন্ধকারময়, নিরানন্দময় ও শুষ্কতায় ভরা। মহাপাপীরাই এই প্রথম স্তরে যায়।

ভুবর্লোকের এই প্রথম স্তর, বা নরকের পরই যে তিনটী স্তর আছে, সেই দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরকে প্রেতলোক বলা হয়। তারপর অবশিষ্ট আর যে তিনটি স্তর আছে সেই পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তরকে বলে পিতৃলোক। বিদেহী প্রেতলোকে গিয়ে পার্থিব কামনার জন্য কষ্ট পায়। পিতৃলোকে কিন্তু অত অশান্তি নেই।

আগেই বলেছি, ভুবর্লোকের প্রথম স্তর হচ্চে নরক। দ্বিতীয় স্তরটা এই পৃথিবীরই মত দেখতে, তবে তাহা সূক্ষ্ম উপাদানে তৈরি। ইহলোকে যারা ধনজনে মুগ্ধ ছিল তারাই এখানে সেই সব কাম্যবস্তুর চিন্তায় কষ্টভোগ করে। তৃতীয় স্তরটা পৃথিবী হতে আরও উপরে। এখানে এসে বিদেহী কামনা বাসনা মুক্ত হবার জন্য সাধনায় মগ্ন থাকেন। এইখান হতে বিদেহীর দৃষ্টি কেবল উর্দ্ধদিকেই চলতে থাকে। চতুর্থ স্তরটা বড় আনন্দের স্থান। এখানে বিদেহীরা এসে সমাজবদ্ধ জীবের মত বাস করেন। নিজের নিজের ঘরে থাকেন এবং পরস্পর আত্মীয়তায় বড়ই আনন্দ পান। পঞ্চম স্তরটা ঠিক স্বর্লোকের মত—প্রায় তেমনি উজ্জ্বল। এই ৩টি স্তর, অর্থাৎ—পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তর যাকে আমরা পিতৃলোক বলি তাহা কাব্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, চারু-কলা ইত্যাদিতে চির আনন্দময়। থিওজফিষ্ট সিনেট বলেন যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতৃলোকের এই তিনটি স্তরের মধ্যে কোনও তারতম্য নেই। প্রেতলোকের শেষ স্তর, অর্থাৎ চতুর্থ স্তরে স্থান পাবার পর সেই আত্মা নিজ বিশিষ্ট রুচি অনুসারে পিতৃলোকের এই তিনটি স্তরের যে কোনও একটিতে স্থানলাভ করেন। জ্ঞানীরা আসেন **পঞ্চম স্তরে,** ভক্তরা আসেন **ষষ্ঠ স্তরে,** আর জনসেবায় উৎসর্গীকৃত জীব আসেন **সপ্তম স্তরে।**

যতদিন কামনা বাসনা থাকবে ততদিন বিদেহী এই **ভুবর্লোকে** থাকবেন। কামনা বাসনা ক্ষয় হলেই এইখানে তার সূক্ষ্মদেহ ধ্বংস হবে। ইহাও যেন তার দ্বিতীয় মৃত্যু। তখন সু-সূক্ষ্মদেহ নিয়ে বিদেহীর জাগরণ হবে **স্বর্লোকে।** এই স্বর্লোকেই বিদেহীর পারলৌকিক জীবনের বেশী সময় কাটে। পার্থিব জীবনের প্রায় বিশগুণ সময় তিনি এখানে বাস করেন। পূর্ব্বগামী আত্মীয় আত্মীয়াদের সঙ্গে এইখানেই হয় আমাদের বিদেহ অবস্থায় মিলন।

স্বর্লোকেরও সাতটি স্তর আছে। ইহার নিম্ন চারটি স্তরকে (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ) একত্রে আমরা বলি **রূপভুমি** এবং উচ্চতর তিনটি স্তরকে (৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম) বলি **অরূপভুমি।** পরমানন্দময় এই সব স্থান। আত্মীয় বন্ধুদের যাঁরা ভালবেসে এসেছেন তাঁরা ইহার **প্রথম স্তরে** যান। নিঃস্বার্থভাবে ভগবানকে যাঁরা ভজনা করে এসেছেন তাঁরা **দ্বিতীয় স্তরে** যান।

সেবাপরায়ণ কর্ম্মযোগীরা যান **তৃতীয় স্তরে।** জ্ঞান-বিজ্ঞান, চারুকলা ও ধর্ম্মশাস্ত্রের চর্চ্চায় যাঁরা জীবনযাপন করেছেন তাঁরা প্রাপ্ত হন **চতুর্থ স্তর।**

এইখানে বাস শেষ হলে বিদেহীর সু-সূক্ষ্মদেহও ধ্বংস হবে; ইহা যেন তার তৃতীয় মৃত্যু। এইবার বাকী থাকল তার **কারণদেহ।** এই কারণদেহ নিয়েই একদিন হয়ত বহু বহু জন্মশেষে বিদেহী **পঞ্চম স্তরে**

২০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাবেন। এখানে সকল সত্যের স্বরূপ প্রতিভাত হয়। এই পর্য্যন্তই সাধারণ বিদেহীরা যেতে পারেন এবং এই স্তর থেকেই পুনর্জন্ম নিয়ে ফিরে আসেন এই পৃথিবীতে। পার্থিব জগতের কোনও ব্যাপারে লিপ্ত না হয়ে যাঁরা শুধু সর্ব্বান্তঃকরণে আত্মোন্নতির সাধনাই করে গেছেন তাঁরাই **ষষ্ঠ স্তরে** গতিলাভ করেন। আর **সপ্তম স্তরে** স্থান পান কেবল ঋষিতুল্য মহামানবেরা।

এমনি করেই প্রতি বালুকণা হতে চলেছে সেই ক্রমোন্নতির যাত্রা। সৃষ্টির আদিতে যাঁর কাছ থেকে বিচ্যুত হয়ে আমরা ছিটকে এসেছি, তাঁরই অদৃশ্য টানে আমরা জন্ম জন্ম তাঁরই দিকে চলেছি। এই যাত্রা শেষ হবে কেবল সেইদিন যেদিন তাঁর সহিত হবে আমাদের পুনর্মিলন, যে মহালগ্নে তাঁর সহিত আমার মিলনে সকলি খুলে যাবে, বিশ্বসাগর ঢেউ লেগে দুলে উঠবে। কবে, ওগো প্রিয়তম কবে আসবে সেই চিরবাঞ্ছিত মহামিলন রাত্রি ?

পরলোক সম্বন্ধে থিওজফিষ্টরা যা বলেন তাই আমরা উপরে দেখলাম। এবারে স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম যা বলে তাই দেখা যাক। থিওজফির উৎপত্তি ভারতে। ভারতের তপোবনে ঋষিদের দিব্যদৃষ্টি, সাধনা এবং তপস্যার ফল হচ্চে থিওজফি। কিন্তু পাশ্চাত্য জগৎ চায় প্রমাণ। তারা চাক্ষুষ প্রমাণ ছাড়া কোনও সত্য গ্রহণ করতে রাজী নয়। পরলোকের সম্বন্ধেও যতদিন প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁরা না পেয়েছিলেন ততদিন তাঁরা কোনও কথা মানতে চান নি। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দির দৃপ্ত বৈজ্ঞানিক যুগে তথাকার বৈজ্ঞানিকরা পরলোক সম্বন্ধে অনুসন্ধানে মগ্ন হলেন। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই পরীক্ষা শুরু হোল। অসংখ্য চক্র বসলো। বিদেহী মানব সেই সেই চক্রে উপস্থিত হয়ে পরলোক সম্বন্ধে সমস্ত কথা সুন্দর, সহজ ও সত্যভাবে প্রকাশ করলেন। পরলোক সম্বন্ধে এইরূপেই যে সব সত্য কথা জানা গেল তাহাই হোল স্পিরিচুয়ালিজমের মত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারা বলেন যে, এই পৃথিবীকে বেষ্টন করে কয়েকটি পৃথক পৃথক মণ্ডলাকৃতি ভূমি (spheres) আছে। সেগুলি সূক্ষ্ম পরমাণু দ্বারা রচিত। মরবার পরই মানব তাদের মধ্যে সব চাইতে নিকট একটি মণ্ডলে গমন করেন। সেখানেও কিন্তু তার দেহের অস্তিত্ব থাকে। তবে সে দেহটা স্থূল নয়—তাহা সূক্ষ্ম, ইথিরিয়েল দেহ। সেটা দেখতে ঠিক এই স্থূলদেহটার মত, তবে ইহার চাইতে আরও সুন্দর।

পরলোকের যেটি প্রধান ভূমি তাকেই বলব নিম্নতম ভূমি। এই পৃথিবীর শেষ প্রান্ত হতে ৩০ ক্রোশ দূরে তার আরম্ভ। আয়তনে তাহা ১৫ ক্রোশ। ইহাই পরলোকের সকল sphere অপেক্ষা আকারে বড়।

ইহার শেষ প্রান্ত হ'তেই দ্বিতীয় ভূমির আরম্ভ। ইহা ১০ ক্রোশ গভীর। তারপর তৃতীয় ভূমি। তাহা মাত্র ১ ক্রোশ গভীর এবং চন্দ্রের কক্ষসীমার কাছাকাছি।

কিন্তু এই ৩টি sphere বা ভূমির প্রত্যেকটির ছয়টি করিয়া সমান অংশ আছে। পরলোকের সর্ব্বনিম্নভূমির নাম নরক। ইহাকে শোধনাশ্রম বলাও চলে। দুষ্ট ব্যক্তিরা, হিংসুক, পরমন্দকারী, স্বার্থপর ব্যক্তিরা এখানে প্রথমে আসে। এখানে কিছুদিন থেকে, অনুতাপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করে উন্নতির পথে এগুতে থাকে। এ জগতে যারা সরলবিশ্বাসী ও ধর্ম্মান্ধ তাঁরা দ্বিতীয় ভূমিতে বাস করেন। ইহা অনেকটা আরামের স্থান।

তৃতীয় ভূমির নাম তাঁরা দিয়েছেন Summerland। এস্থান আনন্দপূর্ণ। এখানটা দেখতে অনেকটা এই জগতের মতই, কিন্তু তাহা অপেক্ষা বহু সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ, সুন্দর ও মনোরম। এ জগতে যা যা আছে সেখানেও তাই আছে। পাহাড়, পর্ব্বত, নদ, নদী, সাগর, ভূধর, প্রাসাদ, অট্টালিকা, স্কুল, কলেজ, থিয়েটার, বায়স্কোপ সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেখানে আছে। সেখানে কিছুরই অভাব নেই। এ জগতে যারা নিঃস্বার্থ ও পরোপকারী, পরের দুঃখে যারা কাতর, সেবা ও প্রেমে যাদের হৃদয় পূর্ণ তারাই যান ঐ তৃতীয় ভূমি, অর্থাৎ সুখস্বর্গে। ঐখানে তাঁরা পরমানন্দে কিছুকাল বাস করেন।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ইহার চাইতেও আরও ভাল, আরও শ্রেষ্ঠ ৩টি ভূমি আছে। কিন্তু তাদের সঠিক বর্ণনা পাওয়া শক্ত।

সেদেশে আহার, বসন, আশ্রয়, বাড়ী, ঘর, দ্বার, থিয়েটার, বায়স্কোপ, নাচগান ইত্যাদি যা কিছু উপভোগের বস্তু সবই বিদেহী মানবের ইচ্ছামাত্রই লাভ হয়। চিত্ত-বিনোদনের লক্ষকোটী উপাদান তথায় আছে। যার যখনি যাহা ইচ্ছা হয় তখনি তার তাহা প্রাপ্তি হবেই। সর্ব্বনিম্ন ভূমির যারা অধিবাসী তারাই উহা হ'তে বঞ্চিত। বিদেহী আত্মা নিজ নিজ আত্মা ও রুচি অনুযায়ী জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্প, ধর্ম্ম ইত্যাদি সব কিছুরই চর্চ্চা তথায় ক'রতে পারেন। সে বিষয়ে কোনও বাধা নেই। ওখানে তার অবকাশ অখণ্ড এবং সুযোগও অনন্ত।

Spiritualism বা অধ্যাত্মতত্ত্ব হচ্চে একটী বিজ্ঞান। ইহাকে অবিশ্বাস করার অধিকার কারও নেই। জড়বিজ্ঞানের ন্যায় অধ্যাত্মতত্ত্বও নিজ বিশিষ্ট প্রমাণাদির উপর স্থিরপ্রতিষ্ঠিত। বহুকাল পূর্ব্ব হ'তেই বিশ্ববিখ্যাত বহু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিত, পৃথিবীর সামনে অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দিয়াছেন। ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অ্যালফ্রেড ওয়ালেস বলেছেন—'No accepted fact in science has a greater or stronger array of proof in its behalf'—অর্থাৎ অধ্যাত্মতত্ত্বের সত্যকে প্রমাণিত করবার জন্য আর নূতন কোনও প্রমাণের প্রয়োজন নেই; কারণ, ইহা অপেক্ষা বড় ও জোরালো প্রমাণ কোনও বিজ্ঞানই দিতে পারে না। শুধু অ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেস নয়, রবার্ট ভেলওয়েন, আচার্য্য এলোসাকফ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রিচার্ড হজসন, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলিয়াম জেম্‌স্‌, সার অলিভার লজ ইত্যাদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ বহু পরীক্ষা ও গবেষণার পর এই একই মত ব্যক্ত করেছেন। ইহাদের পরীক্ষার বিষয় গভীরভাবে দেখিয়া ও জানিয়া বিশ্ববরেণ্য **মরিস মেটারলেঙ্ক** বহু প্রশংসার সহিত উচ্চকণ্ঠে দ্বিধাহীন ভাষায় বলেন যে—"In a word, it is hardly possible to contest the essential veracity of the majority of them unless we begin by making up our minds to deny any positive value to human evidence"—অর্থাৎ মানুষের কথা যদি আমাদের কোনওরূপেই বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তবেই আমরা ইহাদের কথা মিথ্যা বলে উড়াতে পারি—নচেৎ নয়।

অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার ক'রতে বসলেই দুটী বিষয় আসে। আত্মার অমরত্ব এবং আহ্বান করলে সেই আত্মার পৃথিবীতে আগমন। বিদেহী আত্মাদিগকে এখানে ডেকে আনবার পর তাঁরা যে সব কথা বলেছেন, যে সব দৃশ্য দেখিয়েছেন সেই সকল ব্যাপার জড়বিজ্ঞানের মতানুসারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষিত হয়েই আজ সর্ব্ববাদিসম্মত সত্যরূপে গৃহীত হয়েছে; **স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম** আজ শুধু ভুতুড়ে কাণ্ড নয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতগণ Society for the Psychic Research নামক এক সোসাইটী স্থাপন করেন। তথায় পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে এই বিষয়ে পরীক্ষার পর এই সত্যমত প্রকাশ করেছেন। সার অলিভার লজ যিনি বৈজ্ঞানিকগণের মুকুটমণি, তিনিও সর্ব্বপ্রথমে "অধ্যাত্মতত্ত্বকে অবিশ্বাস্য" বলেই পরীক্ষা আরম্ভ করেন এবং শেষে ইহাকেই চরম সত্য বলেও ঘোষণা করে গেছেন।

বৃহদারণ্যক, কৌষিতকী, কঠ, যোগবাশিষ্ঠ, বরাহপুরাণ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি ভারতের শাস্ত্রগুলিতে পরলোক সম্বন্ধে আমরা অনেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু জেনেছি। সেই গুলিকেই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের গবেষক বৈজ্ঞানিকগণ বিবিধ পরীক্ষার পর সত্য বলিয়া দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করেছেন। এইরূপেই আজ পরলোক-বিজ্ঞানের সহিত জড়-বিজ্ঞানের মিলন সাধিত হয়েছে। উভয় শাস্ত্রই একবাক্যে বলে যে, "মৃত্যুর পর আমরা স্থূলদেহটী মাত্র ত্যাগ করে সূক্ষ্মদেহ নিয়ে ওপারে যাই। কিন্তু আসলে আমার এই আমিত্বের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। এখানেও যে আমি আছি—সেখানেও সেই আমিই থাকব। আমার চরিত্র, জ্ঞান, বিদ্যা, রুচি, কামনা, বাসনা সবই আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার সূক্ষ্ম দেহের সঙ্গে ওপারে যাবে। আমরা কিছুই ফেলে যাব না, বা হারাব না।

"কে বলে সব ফেলে যাবি
মরণ হাতে ধরবে যবে
জীবনে তুই যা নিয়েছিস্
মরণে সব নিতে হবে।"

রবীন্দ্রনাথের এই চার লাইন কবিতাতেই সমগ্র অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রকাশ হয়েছে।

পরলোক সম্বন্ধে এইখানেই আমি আরও কিছু বলতে চাই। এতদিন এই পরলোক আমাদের কাছে অজ্ঞাত রাজ্য ছিল। গূঢ় রহস্যের জালে ঘেরা, ক্লেশের ও ভীতির কল্পনায় বিধুর, এক প্রাণান্তকর অন্ধকারের রাজ্য ছিল এই পরলোক। পাশ্চাত্ত্য জগৎ একশ বছর অশ্রান্ত গবেষণা ও পরীক্ষার পর সেই অজ্ঞাত লোকের দ্বার আজ আমাদের কাছে মুক্ত করে দিয়েছে। এখন আর তা আঁধার ঘেরা নয়, এখন সে আলোয় আলো—চির চেনা। যাকে জানতুম কষ্টের রাজ্য, আজ তা বুঝেছি চির সুখের স্থান; যাকে জানতুম ভীতি ও নরকের স্থান, আজ তাকে সত্যভাবে জেনেছি আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের সাধনপীঠ মাত্র; উহা প্রেম ও সেবার রাজ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'সিলভার বার্চ্চ' নামক এক বিদেহী আত্মা যীশুর জন্মের পূর্ব্ব হ'তেই 4th Sphere বা সত্যলোকে আছেন। তিনি এক আত্মিক মহাপুরুষ। 'সিলভার বার্চ্চ' হচ্চে তাঁর ছদ্মনাম। ইঁহার উপদেশাবলী ১৯১৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। তার আগে, তাঁকে এই পৃথিবীর কেউই জানতেন না। বিভিন্ন চক্রে মিডিয়ামের মুখ দিয়ে তিনি যে সকল অমূল্য বাণী দিয়ে গেছেন তা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। ইনি শুধু জনসেবা করার উদ্দেশ্য নিয়েই দুই হাজার বছর স্বেচ্ছায় সত্যলোকে আছেন। তাঁর কথাগুলির কিছু আমি এখানে বাঙ্গালা অনুবাদ করে জানাচ্ছি। "পর লোকের যে আনন্দ তার আস্বাদ তোমরা জান না। তোমাদের পৃথিবীর জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে ত তা বোঝা যাবে না; কেমন করে তা দিয়ে বুঝবে? এখানে অস্থি ও মাংসের বালাই নাই। স্থূলদেহের খাঁচা হ'তে আজ আমরা মুক্ত। যেখানে ইচ্ছা সেখানেই আমরা যেতে পারি। আমাদের চিন্তা এখানে মূর্ত্তিধারণ করে। মন যা চায়, তাই এখানে আমরা পাই। অর্থের লোভ, দুঃখ কষ্ট, অভাব—সে সব এখানে কিছুই নেই। ওখান থেকে তোমরা এখানের আনন্দ কিছুই পাও না।

তোমরা ত স্থূলত্ব দ্বারা আবদ্ধ। তোমরা রূপের কি বোঝ? আমাদের আলো, আমাদের বর্ণ, আমাদের দৃশ্যাবলী, বৃক্ষ ও বিহঙ্গমের শ্রেণী, আমাদের নদী পাহাড় ও ফুল—সে সব কথা অন্য দিনে বলেছি। তা শুনেও তোমরা মৃত্যুকে ভয় কর? মৃত্যুর ভয়ে তোমরা ভীত? কিন্তু জেনো, ওখানে যেদিন মরবে, সেই দিন হ'তেই সত্য সত্য তোমাদের জীবন আরম্ভ হবে। তোমরা ভাব যে, তোমরা বেঁচে আছ—কিন্তু তোমরাই ত প্রকৃত মৃত। তোমরা কোটী কোটী মানুষ আধ্যাত্মিক জগতের কাছে মৃত। তোমাদের ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে তোমাদের জীবনের প্রদীপ কাঁপতে কাঁপতে জ্বলছে। আধ্যাত্মিক সাড়া সেখানে পৌঁছে না।

আমরা যেখানে আছি, সেখানে সকলেই সকলের মূল্য জানে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে মিথ্যা নেই, শঠতা নেই—সকলেই এখানে সমান। ধনী নির্ধন পার্থক্য নেই, শুধু আছে আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা ও আধ্যাত্মিক রাজা। সবলও নেই, দুর্ব্বলও নেই। আছে শুধু তারা—যাদের আত্মা সবল হয়েছে, অথবা দুর্ব্বল ছিল—ক্রমে সবল হচ্চে ?

ভগবানের রাজ্য হচ্চে অন্তরে, বাহিরে নয়। তোমার কর্ম্মই যে তোমার জীবন তা মনে কোর না। তুমি যা বলছ, যা ভাবছ তাও তোমার জীবনের অঙ্গ। ভেবোনা যে, শুধু কর্ম্মের দ্বারাই তোমাদের বিচার হবে। উহা অনেকটা সত্য হ'লেও তোমার চিন্তা ও বাক্যও তোমার জীবনের অঙ্গ। বড় দুঃখ হয় যখন ভাবি যে, চিন্তাকে কোথায় দাস করে রাখবে, তা না হয়ে তোমরা চিন্তার দাস হয়ে পড়েছ।

স্বাধীন হতে শিক্ষা কর। নিজেকে বন্দী করে রেখো না। প্রাচীরের মাঝে আর আবদ্ধ থেকো না। নব নব প্রেরণামূলক বাণী শোন। জেনো যে, সত্যকে অবিরাম খুঁজতে হয়। উহার বিস্তার ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে, কারণ আত্মার ক্রমবিবর্ত্তনের সঙ্গে মনের দ্বারও খুলে যাচ্চে। জ্ঞান বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক বিস্তৃতির শেষ নেই। অনুভূতির দ্বারা যখন ইহা বুঝতে পারবে তখনি তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। যতই তুমি স্বার্থপরতার পথে চলবে ততই তুমি দণ্ড পাবে। আর যদি সেবার পথ গ্রহণ কর তবে ক্রমোন্নত জীবনই হবে তোমার পুরস্কার। এই ব্যবস্থা ভগবানের অকাট্য নিয়মের অধীন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জগৎগুরুও ইহার অন্যথা করতে পারেন না।"

এ জগতের সূর্য্য তথায় আলো দেয় না। তথায় রাত্রি বলিয়া কিছু নেই। একরূপ আধ আলো আধ অন্ধকারের মধ্যে বিদেহীরা নিদ্রা যান। সেখানেও আকাশ আছে, কিন্তু সে আকাশে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র নেই। একজন পরলোকবাসী বিদেহী আত্মা বলেছেন—We

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

have no sun, yet we get all the light we need. We get our light from the source of all light."

ভারতের তপোবনে শত সহস্র বৎসর আগে, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিও ঠিক এই কথাই বলে গেছেন উপনিষদের মধ্যে—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্।
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

কিন্তু মৃত্যুর পর আমরা কে কোথায় যাব? ইহার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। আমাদের পারলৌকিক বাস মৃত্যুর পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হয়ে যায়। বৃহঃ উপ—৩।২।১৩, ঋষি বলেছেন—"পুণ্যঃ বৈ পুণ্যেন কর্ম্মনা ভবতি পাপঃ পাপেন।"—অর্থাৎ জীব, তার এই জগতের কৃতকর্ম্মের দ্বারা পরলোকের ভাল মন্দ স্থানে যায়। ইহলোককে আমরা বলি **কর্ম্মস্থান** এবং পরলোককে বলি **ভোগস্থান**। এ জগতে যেমন কর্ম্ম করব, পরলোকে তেমনি ফলভোগ করব। সাংখ্যকার বলেন—পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা স্বর্গলাভ হয় এবং পাপকর্ম্মের ফলে নরকে বাস হয় (কারিকা—৪৪)। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লজ, তাঁর 'Phantom Walls' নামক বিখ্যাত বহির ২৩৪ পৃষ্ঠায় ঠিক এই কথাই বলেছেন—"The next world is very much what we make it. We seem to be building our future in terms of character here."—অর্থাৎ আমরা আমাদের এখানের ভাব ও কর্ম্মের দ্বারাই আমাদের পারলৌকিক বাসস্থান নির্ম্মাণ করি। সেখানে গিয়ে আমরা তাদেরই আমাদের সঙ্গী সাথী বা প্রতিবেশী পাই, এখানে থাকবার সময় যারা ঠিক আমাদের মতই কর্ম্ম ও ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত।

এইখানে কিন্তু ধর্ম্মের অর্থ ক'রতে হ'লে আমাদের মানবতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিক দিয়ে বিচার ক'রতে হবে। কে কতগুলি যজ্ঞ করেছেন, বা কে কতবার পূজা অর্চ্চনা করেছেন, ইহা বিচার্য্য বিষয় নয়। একমাত্র দেখবার বিষয় হচ্চে পরের জন্য কে কতটুকু করেছেন। পরের জন্য চিন্তা করা, পরের জন্য সমবেদনা দেওয়া, পরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করাই হোল শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। Vale Owen তাঁর 'Facts and Future Life' নামক বিখ্যাত বহির ১৫৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন—"People there, are estimated not by what they do for themselves, but what they do for others."—পরলোকে যাবার পর যখন বিচার হয় তখন সে নিজের জন্য কি করেছে তার মূল্য দেওয়া হয় না, পরের জন্য সে কতটুকু করেছে কেবল সেইটুকুই দেখা হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের বলে গেছেন—"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?" শুধুই নানান পূজা অর্চ্চনা, জপ তপ, অন্তিম সময়ের প্রায়শ্চিত্ত, মৃত্যুকালে ব্রাহ্মণকে গো-দান, শ্রাদ্ধকালে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ, পুরোহিতকে ভূমিদান—বা দানসাগর শ্রাদ্ধ ইত্যাদির দ্বারা বিদেহী আত্মার স্বর্গবাস স্থিরনিশ্চিত করা হয় না। এই সেদিন কলিকাতার এক অধুনাধনীর শ্রাদ্ধবাসরে আমি উপস্থিত ছিলাম। কালোবাজারের অনুকম্পায় ধান চালের ব্যবসায়ে লাখ লাখ টাকা তিনি রোজগার ক'রে পুত্র পৌত্রাদির জন্য কলিকাতায় প্রাসাদোপম অট্টালিকা, মোটর, ব্যাঙ্ক ব্যাল্যান্স ইত্যাদিতে একটা আরব্য উপন্যাসের আশ্চর্য্য প্রদীপের মত বিস্ময়কর ব্যাপার ক'রে দেহত্যাগ করেন। পুত্ররা যেরূপ ঘটা করে দানসাগর ও বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করলেন তা মনে রাখবার মত। প্রায় শতাধিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যেভাবে দান পেলেন তা ঠিক যেন রাজসূয় যজ্ঞের মতই। কিন্তু তার এই জাঁকজমক ও রাজসিকতাপূর্ণ শ্রাদ্ধবাসরে বসে আমি আদৌ শান্তি পাচ্ছিলাম না। আসরে কীর্ত্তন চলছিল। বিচিত্র মহামূল্যবান রত্ন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খচিত পালঙ্কে মৃতের প্রকাণ্ড তৈলচিত্র পুষ্পমাল্যে শোভিত ছিল। কতক্ষণ থাকবার পর, আমার চোখের সামনে বিদেহী আত্মপ্রকাশ করলেন। আমার মনে হোল তিনি অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে বারংবার ব্যাকুল স্বরে বলছেন—

ওরে, পূজার থালা দেরে ফেলে
এ সবে কি মুক্তি মেলে ?
যা'রে ছুটে সেই আঁধারে—
ওঠে যথায় প্রলয় বীণা
আমারই যে ভাই ভগিনী
অন্নহীনা বস্ত্রহীনা
নেরে তাদের কোলে তুলে
মান অপমান যারে ভুলে
তাদের সুখের অশ্রুজলেই
সহজেতে স্বর্গ মেলে
এ সব তোরা দেরে ফেলে।

যে জাতিই হউক, ধর্ম্ম তথায় এক—সেবা ও প্রেম। যিনি যতটুকু স্বার্থত্যাগ করেছেন, যতটুকু পরের জন্য ভেবেছেন, যতটুকু অন্যকে সেবা দিয়েছেন, যতটুকু অন্যকে ভালবেসেছেন—তিনি ততই ধার্ম্মিক। বহুজনসুখায় বহুজনহিতায় এই জীবন ব্যয় করতে হবে। ইহাই ধর্ম্ম এবং সত্য ধর্ম্ম। নিষ্কাম প্রেম, নিঃস্বার্থ ভালবাসা, পরিপূর্ণ সেবা—এইগুলিই স্বর্গবাসের পাথেয়।

ইঁহার অন্যথা হ'লেই নরকবাস হবেই। নরক ত অন্য কিছুই নয়। সেটা একটা আঁধার ভরা শীতে ঘেরা, দুঃখময় অনুভূতির স্থান মাত্র। তথায় আছে শুধু অনুতাপ ও তার অসহ্য দহন। ইহাই নরকের সেই বিখ্যাত অগ্নি। কিন্তু বিদেহী মানব নিত্যই অগ্রগামী হচ্চে। তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই শোধনাগারে কিছুকাল থেকে, অনুতাপের অনলে নিজেকে দগ্ধ ক'রে, কামনা-বাসনার পিপাসা থেকে নিজেকে মুক্ত করে, সেই বিদেহী দর্শন পায় কোনও বিদেহী মহাপুরুষের। তিনিই তখন গুরুরূপে কৃপা ক'রে তাকে সঙ্গে নিয়ে উচ্চতর কোনও যোগ্যস্থানে তাকে প্রতিষ্ঠা করেন।

তাই, এ জগতে এই স্থূলদেহ নিয়ে যতদিন আমরা আছি ততদিন শুধু এই ভাবেই যেন আমরা অনুপ্রাণিত হই। **সেবা ও প্রেম** এই দুইটীই যেন আমাদের নিত্যসাথী হয়। নিজের জন্য সুখস্বাচ্ছন্দ্য, নিজের স্ত্রীপুত্রকন্যাদির বিলাস জন্য ব্যয়বাহুল্য, এ সব ত করণীয় চিন্তনীয় নয়। আমাদের ভাবতে হবে আমাদের লক্ষ লক্ষ ভাই বোনদের কথা। অনাহারে যারা অর্দ্ধমৃত, শোক দুঃখে যারা জর্জ্জরিত তারাই যেন হয় আমাদের বন্ধু। তাদের মধ্যেই যে আমাদের নারায়ণ উপবাসী আছেন। এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই আমি একদা গেয়েছিলুম—

ওরে পূজার থালা দেরে ফেলে
এসবে কি মুক্তি মেলে ?
ভক্তিভরা হৃদয় নিয়ে
পূজবি তাঁরে কি কি দিয়ে ?
নয়ন মেলে দেখরে চেয়ে
সে সব তিনি দেছেন ঠেলে।
পূজারাতির এই বেদীতে
কল্পনাতে দেখরে চেয়ে
লক্ষ ছেলের বক্ষ ফাটে
হাহাকারের ধাক্কা পেয়ে ;
এই সময়ে তাঁর কি ভোগে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছেরে মন যাগে যোগে ?
অনাহারে শোকে রোগে
মরছেরে যার হাজার ছেলে
খুশী সে কি ষোড়শ পেলে ?
যা রে ছুটে সেই আঁধারে
ওঠে যেথায় প্রলয় বীণা
তোরই যে রে ভাই ভগিনী
অন্নহীনা বস্ত্রহীনা।
নে রে তাদের কোলে তুলে
মান অপমান যারে ভুলে
তাদের স্থখের অশ্রুজলে
সহজেতেই মুক্তি মেলে।
পূজার থালা দেরে ফেলে।

"দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়" এই সেই মহা উপদেশ। ওপারে গিয়ে যদি আমরা সুখশান্তি পেতে চাই, তবে এপারে থাকা অবস্থাতেই যেন আমরা পরের জন্য কাঁদতে শিখি। নাই বা পারলুম অশ্রু মুছাতে, হলুমই বা নিঃস্ব, অশক্ত, দুর্ব্বল ও পঙ্গু—তাদের সঙ্গে কাঁদতে পারব ত তাদের জন্য ?

মৃত্যুর পর ওপারে গিয়ে প্রথম প্রথম বিদেহী আত্মা তাঁর পরিত্যক্ত প্রিয়জনদের জন্য আকুল হন। তাদের সঙ্গে পুনঃ সম্বন্ধ স্থাপন করে, তাদের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করে নিজের প্রাণের ব্যথা জুড়াবার জন্য প্রথম প্রথম খুবই ব্যাকুলতা আসে। তাই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Stead তাঁর 'After Death' নামক সুবিখ্যাত বহিতে লিখেছেন—"It is a strange spectacle. On your side, souls full of anguish for bereavement ; on this side souls full of

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

sadness because they cannot communicate with those whom they love."—অর্থাৎ কী করুণ অদ্ভুত দৃশ্য! পৃথিবীতে নরনারী মৃত আত্মীয়দের জন্য শোকবিহ্বল, আর পরলোকে বিদেহী আত্মা প্রিয়জনদের সঙ্গে আলাপ সাক্ষাতে অক্ষমতা হেতু দুঃখে কাতর! সত্যই বিদেহী আত্মা এপারের আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও কথা কহার জন্য সদাই প্রথম প্রথম ব্যাকুল হন। তাই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Lodge তাঁর 'Raymond' বহির ১২০ পাতায় লিখেছেন—"If you people know how we long to come, they would all call us."—অর্থাৎ মর্ত্তবাসীরা যদি জানত যে, পরলোকবাসী আমরা তাদের কাছে আসতে কতই না উন্মুখ, তা'হলে তারা সবাই আমাদের আহ্বান করতই।

কিন্তু এই ভাবটা বিদেহীদের মধ্যে বেশী দিন থাকে না। মহাজনদের উপদেশে ও বিদেহী গুরুকৃপায় ক্রমশঃ তাঁদের এই মায়ার বন্ধন শিথিল হতে থাকে। ধীরে ধীরে সেই বিদেহী আত্মা মঙ্গল হতে মঙ্গলতর স্তরে উপনীত হতে থাকেন এবং পার্থিব জগতের সহিত সম্বন্ধ এইরূপে ধীরে ধীরেই কমে আসে। এক বিদেহী আত্মা তার মৃত্যুর ১৫ বৎসর পরে চক্রে এসে যা জানিয়েছিলেন আমরা তাহা জানতে পারি Stead লিখিত 'After Death' নামক সুবিখ্যাত বহির ১৩৫ ও ১৩৬ পৃষ্ঠায়। "The desire to communicate with you from this side does not last long under the present conditions. The number of the dead who wish to communicate with the living are comparatively few...The new life is more absorbing and the survivors constantly recruit our ranks. When the family circle is complete, when those who loved are with us why should we

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

trouble to communicate."—অর্থাৎ মৃত্যুর পর পরলোক থেকে তোমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করার ইচ্ছা বেশীদিন স্থায়ী থাকে না। এখানকার নূতন জীবনের ধারা ও পরিবেশ আমাদের তন্ময় করে ভুলিয়ে দেয়। যাদের ফেলে এসেছিলুম সেই সব প্রিয় নরনারীও ক্রমে এখানে আসতে থাকে। এইরূপে যখন আমাদের ভালবাসার লোকদের নিয়ে এপারের আবেষ্টন পূর্ণ হয়ে যায় তখন আর আমরা কেন মর্ত্ত-লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখার জন্য ব্যাকুল হব?

যাই হোক, বর্ত্তমানকালে বিদেহী আত্মা ও পার্থিব নরনারীর মধ্যে সহজে স্বাভাবিকভাবেই যোগাযোগ ও কথাবার্ত্তার নানান উপায় স্থিরীকৃত হয়েছে। বিদেহীর কাছ হ'তে তাঁর পরিচিত কণ্ঠস্বরে, বা তাঁর হাতের লেখায় আমাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর জানাও আজ সম্ভব হয়েছে। জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের দল—ক্রুক্স, ব্যারেট, ফ্লামেরিয়ন, লজ, ওয়ালেস, হিস্‌লপ্, মায়ার্স, স্টেড, ব্লাভাট্‌স্কি প্রভৃতি বহু বহু বৎসর বহু গবেষণার পর এই সব সত্য তথ্য প্রকাশ করেছেন। মৃত—জীবিতের কাছে আসে, কথা কয়, উপদেশ দেয়, প্রশ্ন মীমাংসা করে। এ সব গল্প, বা ভুতুড়ে কাহিনী নয়—সত্য, জ্বলন্ত সত্য বলেই ইহা জানতে হবে।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভৌতিক দৃশ্য

মৃত্যুর পর কি হয়? স্থূলদেহ ত্যাগ ক'রে আত্মা কোথায় যান? প্রেতলোক ও স্বর্গলোক কি? এই সমস্ত বিষয় আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিশেষভাবে বর্ণনা করবার চেষ্টা পেয়েছি। এইবারে আমি ভৌতিক দৃশ্য সম্বন্ধে কিছু কিছু ঘটনা এখানে জানাতে চাই। ভৌতিক দৃশ্য সম্বন্ধে লক্ষ লক্ষ ঘটনা প্রায়ই শোনা যায়। দ্রষ্টব্য উদ্বেগ, ভীতি এবং মর্ম্মান্তিক দুঃখ ইত্যাদি হেতু অনেক সময় তাঁদের বর্ণনা অতিরঞ্জিত ও অবিশ্বাস্য হয়ে পড়ে। কিন্তু তা'হলেও ইহাদের মধ্যে অনেক বিশ্বাস-যোগ্য ও সত্য কাহিনীও আছে। আমি তাই আপনাদের জানাবার চেষ্টা করছি।

Theosophy ও প্রেততত্ত্ব শিক্ষা দ্বারা আমরা এক্ষণে ভাল ভাবেই জানতে পেরেছি যে, অনেক সময় আত্মা জীবিত অবস্থাতেও এই দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সূক্ষ্মলোকে বিচরণ করতে পারেন।

আমি সর্ব্বপ্রথমে এই ধরণের ঘটনা হতেই আরম্ভ করব। ইহাতে দেখা যাবে যে, জীবিত অবস্থাতেও কেমন করে আত্মা এই স্থূলদেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্ম স্তরে ভ্রমণান্তর পুনরায় স্থূলদেহে প্রবেশ করেন।

(১)

'Shadow Land' নামক পুস্তকে বিখ্যাত মিডিয়াম Madame d' Esperance নিজ জীবনীতে যা লিখেছেন আমি তাই থেকেই আরম্ভ করব। তিনি লিখেছেন—"এক উজ্জ্বল গ্রীষ্মকালে রবিবারের প্রভাতে আমি আমার সোফায় আলস্যভরে বই হাতে করে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলুম, কিন্তু বইএর পাতার দিকে মন দিতে পারিনি। এমন সময় একটা অদ্ভুত মোহাচ্ছন্ন ভাব আমি বুঝতে পারলুম। বই পড়তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেষ্টা করলুম। কিন্তু বইএর পাতার লেখাগুলো যেন অস্পষ্ট হয়ে যেতে লাগলো। তবে কি আমি মূর্চ্ছা যাচ্চি? চারদিকে সব অন্ধকার হয়ে এল। মনে হোল আমি যেন কঠিন অসুখে পড়েছি। মুহূর্ত্তের মধ্যে এই মোহাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। আমার মনে হোল আমি যেন সোফা থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি। কিন্তু চেয়ে দেখি সোফাতেও একজন শুয়ে আছে, ঠিক তেমনি বই হাতে করে। আমার নিজেকে খুব হাল্কা ও আনন্দপূর্ণ মনে হোতে লাগল। মূর্চ্ছা ভাবটা কেটে গেছে এবং তার জায়গায় এসেছে আনন্দ, স্ফূর্ত্তি, স্বাস্থ্য ও শক্তি— যা আমি জীবনে কখনও অনুভব করিনি। মন প্রাণ আমার উচ্ছল আনন্দে যেন আমায় ভাসিয়ে নিয়ে চললো। সেই ঘরটা তখন খুব ছোট ও অন্ধকার মনে হচ্ছিল। সোফার উপরে শায়িত অস্পষ্ট মূর্ত্তিটিকে আমি চিনি চিনি করেও চিনতে পারছিলুম না। যাই হোক, তখন আমি পূর্ণ স্বাধীন হয়েছি এবং তাই আর সেখানে বেশীক্ষণ থাকতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। তখন বায়ু তরঙ্গে যেন আমি উড়তে উড়তে ভেসে চললুম। জানালার মধ্য দিয়ে, দেওয়ালের মধ্য দিয়ে, দূর দূরান্তরে চললুম, কোথায় তা বলতে পারব না।"

এই সত্য ঘটনাটীর দ্বারা বেশ বোঝা যাবে যে, স্থূলদেহ ত্যাগ করার পরই আমাদের অবস্থা কত হাল্কা, আনন্দপূর্ণ ও স্বাধীন হয়ে পড়ে। স্থূল-দেহ যে অনুপাতে রুগ্ন ও কষ্টযুক্ত থাকবে দেহত্যাগের পর আত্মা তত বেশী সুস্থ ও আনন্দপূর্ণ হবে।

(২)

M. Gabrie Delanne তাঁর 'Evidence for a Future Life' নামক পুস্তকে—এক ত্রিশ বৎসর বয়স্ক বিখ্যাত স্থপতি-বিদ্যা-বিশারদ যুবকের কাহিনী জানিয়েছেন। "কিছুদিন আগে একদিন রাত্রি দশটায় আমি ঘরে ফিরে এলুম। একটা অদ্ভুত আলস্যে আমার দেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন ভরে উঠল। তখনই বিছানায় না গিয়ে আমার বিছানার নিকটস্থ টেবিলের উপর একটি আলো জ্বেলে রাখলুম এবং একটি সিগার ধরিয়ে দুই তিন টান দিয়ে একটা লম্বা কেদারায় নিজেকে ছড়িয়ে দিলুম।

হঠাৎ যেন আমার মাথাটা ঘুরে গেল, মনে হল পাশের সব জিনিসগুলো যেন ঘুরছে। আমি যেন ঘরের মাঝখানটায় গিয়ে পড়েছি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কি করে আমি ওখানে গেলুম ভাবতে ভাবতে চারদিক তাকিয়ে কেবল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম মাত্র।

সেখান থেকে দাঁড়িয়েই আমি দেখলুম যে, আমি সোফার উপর দিব্য আরামে পড়ে আছি। আমার প্রথমেই মনে হোল যে, আমি বোধ হয় ঘুমাতে ঘুমাতে স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু তখনই ভাবলুম পূর্ব্বে অসংখ্যবার স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু এমন বাস্তব ধরণে কোনও স্বপ্ন ত কখনও দেখিনি। তখন মনে হোল যে, তাহলে আমার মৃত্যু হয়েছে এবং আমি এখন সেই ভূত হয়েছি। মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমার মনে বেদনা, দুঃখ ও অনুতাপের বন্যা বয়ে গেল—কারণ, কত কাজই আমার শেষ করতে বাকী রয়ে গেছে!

আমি আমার দেহটার দিকে এগিয়ে চললুম। সেটাকে আমি আমার মৃতদেহ মনে করেছিলুম; কিন্তু বিস্মিত হয়ে দেখলুম তার নিশ্বাস বইছে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস ধীরভাবে কিন্তু নিয়মিতভাবে চলছে।

তারপরে আমার ইচ্ছে হোল, আমার প্রতিবেশীর ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখতে। ইচ্ছা হওয়া মাত্রই দেখি যে, আমি সেখানে হাজির হয়ে গেছি। পরম আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আমার দৃষ্টিও যেমন দেওয়ালের ভিতর দিয়ে চলে যাচ্চে আমার দেহও তেমনি দেওয়ালের মধ্য দিয়ে অবলীলাক্রমে গমনাগমন করচে। আমি জীবনে সেই প্রথমবার আমার ঐ প্রতিবেশীর ঘরে ঢুকেছিলাম এবং সব জিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখে নিলুম। একটা বিষয়ে বেশ মনে আছে যে, কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা হবামাত্রই আমি তথায় হাজির হচ্ছিলুম।

তারপরের কথা বেশী মনে নেই। কেবল মনে আছে যে, বহু দূর দূরান্তরে আমি ভ্রমণ করেচি। আমার ইচ্ছাই আমাকে চালিত করে নিয়ে চলেছিল। সেই ইচ্ছা দমন করবার কোন শক্তি আমার তখন ছিল না।

সর্ব্বশেষে ভোর পাঁচটায় আমার ঘুম ভাঙ্গল। সারা শরীরটা তখন শীতল ও শক্ত হয়ে গেছে। তখনও আমি সোফায় শুয়ে আছি এবং আমার হাতে তখনও সেই অর্দ্ধপোড়া 'সিগার'টা রয়েছে। তারপর আমি বিছানায় গিয়ে শুলুম। প্রথমটা ঘুম হচ্চিল না ও খুব কাঁপুনি হচ্চিল; তারপরে ঘুমিয়ে পড়লুম। যখন জাগলুম তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে।

জেগে উঠে আমি গিয়ে আমার প্রতিবেশীর ঘরে ঢুকলুম এবং মিলিয়ে দেখলুম যে, রাত্রে যা দেখেছি সব ঠিক।"

উপরে যে দুটী ঘটনা জানালুম, উহাতে ভৌতিক ভ্রমণের বিশেষ কোন কারণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু অনেক স্থলে বিশেষ কারণ প্রণোদিত হয়ে আত্মা জীবিত অবস্থাতেই দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যত্র গমন করে থাকে।

(৩)

ইংল্যাণ্ডের 'ইলেকট্রিক' টেলিগ্রাফের প্রধান এঞ্জিনিয়ার Mr. Varby এই ঘটনা জানিয়েছিলেন—

"আমি পোরসেলেন নিয়ে গবেষণা করছিলুম এবং তার অ্যাসিডের ধোঁয়ার গন্ধে আমার গলার ভয়ঙ্কর আক্ষেপ শুরু হয়েছিল। প্রথম প্রথম ডাক্তাররা এই ভীষণ রোগ থেকে শান্তি পাবার জন্য "সালফিউরিক ইথারের" গন্ধ নিতে বলত। কিন্তু উহা এত বিসদৃশ যে, আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎপরিবর্ত্তে ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করতে আরম্ভ করলুম। আমি সে জিনিসটা বিছানার পাশে রাখতুম এবং যখনই তা নেবার দরকার হোত তখনই আমি এমন কৌশলে তা গ্রহণ করতুম যে, আমি অজ্ঞান হবা মাত্রই পেছন দিকে বেঁকে যেতুম আর স্পঞ্জটাও মাটীতে পড়ে যেত। এক রাত্তিরে কিন্তু ঘটনা অন্য রকম হয়ে গেল। আমি চিত হয়ে ঘুরলুম বটে, কিন্তু স্পঞ্জটা আমার মুখেই থেকে গেল। আমার স্ত্রী মিসেস Varby উপর তলায় একটী কুঠরিতে তার রুগ্ন শিশুর সহিত ঘুমাচ্ছিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমি আমার অবস্থার কথা সম্যক্ বুঝতে পারলুম। আমি দেখলুম যে, আমি ত মরতে বসেছি। আমার মুখে এখনও ক্লোরোফর্মের স্পঞ্জটা রয়েছে; কিন্তু হাত পা নাড়বার সামর্থ্য নেই এবং কথা কইতেও অক্ষম। আমি প্রাণপণে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করলুম যাতে এখুনি আমার স্ত্রীর মনে আমার বিপদের কথাটা জেগে উঠে। তিনি হঠাৎ ঘুম থেকে উঠলেন এবং নীচে ছুটে এলেন ও তৎক্ষণাৎ আমার মুখ থেকে স্পঞ্জটা সরিয়ে নিয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। তখন আমি জ্ঞান ও বাকশক্তি রহিত। পরদিন সকালে আমায় স্ত্রী যখন ঐ কথা আমায় বলছিলেন তখন আমি প্রথমে আদৌ স্মরণ করতে পারলুম না। সারাদিনের বিশেষ চেষ্টার পর সন্ধ্যার দিকে সব ঘটনা আমার মনে হোল।"

এই ঘটনার দ্বারাই বেশ বোঝা যায় কেমন করে ভৌতিক দৃশ্য বা কথোপকথন সংঘটিত হয়।

(৪)

জীবিত অবস্থায়—এই প্রকার ভৌতিক ভ্রমণ ও ভৌতিক দর্শন দানের অপর একটী চমৎকার বিবৃতি আমরা পাই 'Foot-falls on the Boundary of Another World' নামক বহির ২৫৬ পৃষ্ঠায়। এক রমণী তাঁর স্বামীর পাশে শায়িতা ও নিদ্রিতা ছিলেন। হঠাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর মনে হোল যে তিনি বোধ হয় মারা গেলেন। তাঁর দেহটাকেও তিনি দেখলেন যেন পাণ্ডুর ও বিবর্ণ। নিজের দেহটাকে নিরীক্ষণ করার পরে, হঠাৎ তিনি খুবই বিস্মিত হয়ে গেলেন, যেহেতু তাঁর দেহ প্রাচীর ভেদ করে বহু দূরের এক বান্ধবীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হোল। তথায় ঐ বান্ধবীর সঙ্গে তার অনেক গল্প-গুজব হয়েছিল, যে সব কথা সঠিকভাবে ঐ বান্ধবী পরদিন সকলকে জানিয়েছিল। কিন্তু তার পরই ঐ ভৌতিক ভ্রমণকারিণী নারী যেন হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তার পরের কথা আর কিছুই বলতে পারলেন না তিনি। কেমন করে ও কখন যে তিনি নিজের দেহে ফিরে এসেছিলেন, তাও তিনি আর জানাতে পারেন নাই।

(৫)

অনেক সময় প্রবাসী মাতার সূক্ষ্মদেহ হঠাৎ এসে উপস্থিত হন তাঁর স্নেহের পুত্র-কন্যার শয্যায়। অনেক সময় ঐ সূক্ষ্মদেহ কতকটা বায়বীয় বস্তুর সাহায্যে (etheric matter) দৈহিক অবয়ব ধারণ করেন (materialized) এবং তাঁকে তখন স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এইরূপ একটী ঘটনার কথাই আমি আপনাদিগকে বলতে যাচ্ছি। এক বান্ধবী তাঁর পত্রে এই কথা জানিয়েছিলেন—"বাবা ও মা কার্য্য উপলক্ষ্যে আমাদিগকে বাড়ীতে রেখে বহুদূরে গেছলেন। আমার ছোট বোন হঠাৎ একদিন অসুস্থ হোল। সেই রাত্রেই কাঁপতে কাঁপতে উঠে আমরা দেখলুম যে, আমাদের বিছানার চাদরটা অস্বাভাবিকভাবে গুটিয়ে আছে। দ্বিতীয় রাত্রেও ঠিক এমনি হোল। তৃতীয় রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমরা দেখি যে আমাদের মা আমাদের শয্যায় বসে আছেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সে রাত্রে ভীষণ ঝড়-জল হয়েছিল এবং তাদের বাবার রোপিত অতি সাধের ফুলগাছগুলি বিধ্বস্ত হয়ে গেছল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন মা ফিরে এলেন, তিনি বল্লেন যে, উপর্য্যুপরি তিন রাত্রে স্বপ্নে তিনি পীড়িতা কন্যার শয্যাপার্শ্বে এসেছিলেন; তিনিই ঐ বিছানার চাদর গুটিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আরো জানালেন যে, তৃতীয় রাত্রে যখন তিনি ঐখান থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন যে, স্বামীর রোপিত অত সাধের ফুলগাছগুলি ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

এখানে জানবেন যে, গভীর মাতৃস্নেহ ও মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতাই ঐ মাতাকে উপর্য্যুপরি তিন রাত্রি তাঁর পীড়িতা কন্যার শয্যাপার্শ্বে নিয়ে এসেছিল। বহু দূরে থাকলেও মা তাঁর অন্তরে (intuitively) অন্তরে জানতে পারলেন যে, তাঁর ছোট কন্যাটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাই তিনি উপরি উপরি তিন রাত্রি তার পাশে এসেছিলেন। বিছানার চাদরটা কেন গুটিয়ে দিয়ে যেতেন তার অর্থ কিছুই বোঝা যায় না। তৃতীয় রাত্রেই তিনি কিছু 'ইথিরিক' বস্তু সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, তাই ঐ রাত্রেই তাঁকে স্পষ্ট দেখা গেছল। ইহা সূক্ষ্মদেহ নিয়ে ভ্রমণ বলিয়াই, বিধ্বস্ত ফুলগাছগুলিও তার নয়নে প্রতিভাত হয়েছিল।

(৬)

সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে, পরম বিপদের মুহূর্ত্তে কেমন করে অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া হয় তারই একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমি আপনাদিগকে জানাব। Dr. Lee's 'Sights and Shadows' নামক বহির ৮৮ পৃষ্ঠায় ইহা পাবেন। দুই জনেই ছিলেন অক্সফোর্ডের পাদরি। তাঁদের এক জনের সংক্ষিপ্ত নাম W এবং অন্যের নাম P; দুইজনেই কলেজের বন্ধু ছিলেন। P থাকতেন ১৮ মাইল দূরে। W এক রাত্রে স্পষ্ট এই দুঃস্বপ্ন দেখেন যেন P তাঁর কাছে এসে ভীতি ব্যাকুলভাবে বলছে যে, তাকে সমাধিস্থ করা হচ্ছে। দ্বিতীয়বারও এই স্বপ্ন দেখা গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাতে উঠে, বিশ্রী মন নিয়ে তিনি তাঁর আরাম কেদারায় যখন বসে আছেন, হঠাৎ তিনি শুনলেন, কেউ যেন দরজার কড়া নাড়ছে। তিনি বল্লেন, "ভিতরে এস"। দরজা খুলে গেল এবং এক জন যেন ঘরে ঢুকল। তিনি মনে করলেন যে, চাকরটা এসেছে, তাই তিনি মুখ তুলে আর চাইলেন না। কিন্তু তিনি হঠাৎ চমকে গেলেন। এ কি! তাঁর বন্ধু P, তার চিরপরিচিত স্বরে তাকে ডেকে বলেছে—"বন্ধু, ইহারা আমাকে সমাধিস্থ করছে।" তিনি লাফিয়ে উঠলেন, চারদিকে চেয়ে দেখলেন যে, ঘরে কেউ কোথাও নাই। তৎক্ষণাৎ তিনি বেরিয়ে পড়লেন এবং দ্রুততম গতিতে P'র গীর্জ্জাবাসে উপস্থিত হলেন। দেখলেন যে P'র দেহ কফিনের মধ্যে রেখে সম্পূর্ণভাবে আঁটা হয়ে গেছে এবং প্রোথিত করার জন্য নিয়ে যাবার উপক্রম হচ্চে। তিনি ব্যাকুলভাবে তাদের বল্লেন যে, কফিনটা খোলা হোক এবং সমাধি দেওয়া বন্ধ করা হোক। কফিন খোলা হোল এবং দেহটী বের করে বিছানায় রাখা হোল। তার পর বিবিধ সেবা-শুশ্রূষা, উত্তাপ ইত্যাদির প্রয়োগের পর দেখা গেল যে, তার দেহে প্রাণের প্রকাশ পাচ্ছে। ক্রমশঃ তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন এবং তারপরও ৯ বৎসর জীবিত ছিলেন।

এখানে দুইটী জিনিষ জানবার আছে। ঐ হতভাগ্য ব্যক্তি P প্রথম তার বন্ধুর কাছে উপস্থিত হতে পেরেছিল যখন ঐ বন্ধু ছিল নিদ্রামগ্ন; অর্থাৎ ঐ বন্ধুর সূক্ষ্মদেহ তার পার্থিব দেহ হতে বিযুক্ত ছিল। কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় না হওয়ায়, বিপদের চরম মুহূর্ত্ত আগতপ্রায় দেখে সে আরো জোর চেষ্টা করতে থাকল এবং তার ফলে একটা আংশিক পার্থিবশক্তি লাভ হোল (partial materialization)। ঐ শক্তিতে সে পার্থিব শব্দ করতে পেরেছিল এবং তার বন্ধুর মনোযোগ আকৃষ্ট করতে সিদ্ধমনোরথ হয়েছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজেকে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবার অদম্য আকুল বাসনায় ইহা সম্ভব হোল।

(৭)

ঠিক এই ধরণের, আরো কৌতূহলোদ্দীপক অথচ আরো শিক্ষাপ্রদ সর্ব্বজনবিদিত ঘটনাটা এক্ষেত্রে আমি আপনাদিগকে বলতে যাচ্ছি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, আসন্নমৃত্যুর হাত থেকে আত্মরক্ষার আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফলেও যে জীবিত অবস্থাতে দেহমুক্ত হয়ে সূক্ষ্মদেহে বিচরণ করা যায় ও ইচ্ছামত কার্য্য সম্পন্ন করা যায়, এই ঘটনাটীতে তা বুঝা যাবে। 'Foot-falls on the Boundary of Another World' নামক পুস্তকের ২৪২ পাতায় Mr. Robert Dale Owen ইহা লিখে জানিয়েছেন।

রবার্ট ব্রুস একটী জাহাজের কর্ম্মচারীরূপে জাহাজে যাচ্ছিল। তাহারা তখন কয়েক সপ্তাহ সমুদ্রে আছে। এইরূপ অবস্থায় একদিন দ্বিপ্রহরে, কাপ্তেনের ঘরের সামনের পাটাতনে দাঁড়িয়ে, দিগন্তপ্রসারী সমুদ্রের সামনের দিকের সম্বন্ধে অনুসন্ধানরত অবস্থায়, রবার্ট কোনও বিষয় কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করলে। একবার, দুবার, তিনবার জিজ্ঞাসা করেও কোনও উত্তর না পেয়ে, রবার্ট ব্রুস ঘাড় ফিরিয়ে দেখে যে, কাপ্তেনের কেবিনের মধ্যে ত কাপ্তেন নাই—অন্য অপরিচিত কে এক জন বসে শ্লেটে লিখছে। রবার্ট তখনও তাকে কাপ্তেন মনে করে এগিয়ে এল, কিন্তু নিঃসন্দেহে বুঝতে পারল যে, ইনি সম্পূর্ণ অপরিচিত কোনও ব্যক্তি। ঐ ব্যক্তি তখনও রবার্টের দিকে দৃঢ় দৃষ্টিনিক্ষেপ করে অবিচলিতভাবে বসেছিল।

রবার্ট কাপুরুষ বা ভীরু ব্যক্তি নয়। তথাপি হঠাৎ ঐ অত্যদ্ভুত ব্যাপার দেখে সে একান্ত ব্যাকুল হয়ে উন্মাদের মত পাটাতনে এমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল যে, সকলেরই মনোযোগ আকৃষ্ট না হয়ে পারল না।

'কি হয়েছে, ব্যাপার কি মিঃ ব্রুস'—কাপ্তেন ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

ব্রুস—ব্যাপার? আপনার ঘরে কে বসে আছে?

কাপ্তেন—কৈ আমি ত তা জানি না।

ব্রুস—কিন্তু নিশ্চয় এক জন আছে। আমি নিজে চোখে দেখে আসছি। এক জন সম্পূর্ণ বিদেশী ও অপরিচিত ব্যক্তি বসে আছে।

কাপ্তেন—বিদেশী! তুমি কি স্বপ্ন দেখছ ব্রুস? আমার বিনা আদেশে কেউ কি আমার কেবিনে বসতে পারে? তুমি হয়ত জাহাজের অন্য সহকারী বা ষ্টুয়ার্ডকে দেখেছ।

ব্রুস—কিন্তু সে যে আপনার আরাম কেদারায় বসে আপনার শ্লেটে লিখেই চলেছে। তারপর সে আমার মুখপানে অবিচলিতভাবে চেয়ে থাকল এবং আমি অতি পরিষ্কারভাবে তাকে স্পষ্ট নিখুঁতরূপে দেখলাম।

কাপ্তেন—কাকে দেখলে?

ব্রুস—ভগবানই জানেন মশায়। আমি তাকে আদৌ জানি না—জীবনে সেই লোককে আমি আদৌ দেখি নাই।

কাপ্তেন—ব্রুস, তুমি পাগল হতে বসেছ। তুমি বলছ যে সম্পূর্ণ বিদেশী ব্যক্তিকে দেখেছ; কিন্তু আমরা যে ৬ সপ্তাহ সমুদ্রে ভেসে চলেছি, তা কি মনে নাই?

ব্রুস—তা ত জানি মশাই। কিন্তু আমি যে সত্য সত্যই তাকে দেখলুম।

কাপ্তেন—যাও, গিয়ে দেখ, কে সে ব্যক্তি।

ব্রুস ইতস্ততঃ করে বলল, "আমি ভূত বিশ্বাস করি না বটে কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয় এক্ষেত্রে আমি একলা তাকে দেখতে যেতে পারব না।”

ক্যাপ্তেন—যাও, যাও—এমন বোকা প্রমাণ কোরো না নিজেকে সব নাবিক ও আরোহীদের কাছে।

ব্রুস—আপনি জানেন যে, আমি কখনও কোনও আদেশ অবহেলা করি নাই। তথাপি এক্ষেত্রে আমার একান্ত ইচ্ছা যে আপনিও দয়া করে চলুন আমার সঙ্গে।

কাপ্তেন সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকলেন এবং ব্রুস তাঁর পেছনে পেছনে চলল। কিন্তু কেবিনে গিয়ে তাঁরা হতভম্ব হয়ে গেলেন, কারণ কেবিনে বা তার আশে পাশে কেউ কোথাও নাই।

কাপ্তেন—মিঃ ব্রুস, আমি বলছিলুম না কি, যে তুমি স্বপ্ন দেখছিলে ?

ব্রুস—হ্যাঁ, এখন আপনি তা বলতে পারেন। কিন্তু সেই লোকটাকে যদি আমি আপনার শ্লেটে লিখতে না দেখে থাকি তবে যেন আর ফিরে গিয়ে আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনদের দেখতে না হয়।

কাপ্তেন তখন বল্লেন—“বেশ ত ; শ্লেটে যদি সে লিখছিল তবে ত শ্লেটে সেই লেখা দেখা যাবে।” এই বলে তিনি তখনি গিয়ে সেই শ্লেটটা দেখলেন।

কিন্তু এ কি ! শ্লেটে সত্যই লেখা আছে। চীৎকার করে কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি এ লেখা লিখেছ ব্রুস ?”

ব্রুস শ্লেটটা হাতে নিল। অতি পরিষ্কার অক্ষরে ঐ শ্লেটে লেখা আছে—“Steer to the Nor' West”। (অর্থাৎ কোন একটা বিশেষ পথে জাহাজটা চালাবার ইঙ্গিত উহাতে আছে)।

কাপ্তেন কঠোরভাবে বল্লেন—তুমি কি আমাকে তাচ্ছিল্য করছ ব্রুস ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রুস বল্লে যে, সে নাবিক মাত্র। সে যা সত্য দেখেছে কেবলমাত্র তাই সে কাপ্তেনকে জানিয়েছে। ইহার বেশী সে আর কিছুই জানে না।

কাপ্তেন মহাচিন্তিতভাবে বসে পড়লেন। তাঁর সামনে ঐ শ্লেট। কতক্ষণ পরে কাপ্তেন অতীব গম্ভীর হয়ে ক্রুসকে আদেশ করলেন, "ঐ কথাগুলি নিজহাতে শ্লেটের অপর পৃষ্ঠায় লিখ।" ক্রুস ঐ কথাগুলি শ্লেটে লিখল।

কাপ্তেন ঐ লেখা ২টী গভীর মন দিয়ে মিলিয়ে দেখলেন ও পরে ক্রুসকে বললেন, দ্বিতীয় কর্ম্মচারী (mate) কে এখানে নিয়ে এস।

সেও এল। সেও লিখল। তার পরে জাহাজে যে যেখানে ছিল, সকলকেই লেখান হোল। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় যে, শ্লেটের ঐ বিস্ময়কর ও রহস্যময় লেখার সহিত এতটুকুও মিল কোনও লেখার পাওয়া গেল না।

সকলে চলে গেলে, কাপ্তেন গভীর চিন্তায় পড়লেন। তিনি ভাবলেন যে, নিশ্চয় এই জাহাজের মধ্যেই সেই ব্যক্তি, সেই বিদেশী অপরিচিত ব্যক্তি আছে। তিনি তন্ন তন্ন করে সারা জাহাজ অনুসন্ধান করলেন। সকলেই ব্যস্ত হয়ে অনুসন্ধানে যোগ দিল, কারণ সকলেই তখন শুনেছে যে, এক অপরিচিত ব্যক্তি ব্যস্ত হয়ে ঐ জাহাজে ঢুকেছে এবং কাপ্তেনের ঘরে ঢুকে তাঁর শ্লেটে ঐ কথা লিখে রেখেছে।

তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করা হোল। এতটুকু স্থানও খুঁজতে বাদ দেওয়া হোল না। কিন্তু অতি বিস্ময়ের ব্যাপার যে, জাহাজের চির-পরিচিত ক্রু ছাড়া আর অপর কেউ তথায় নাই।

কাপ্তেন কেবিনে ফিরে এলেন। বিফল অনুসন্ধানের পর তাঁর মনটাও বিষম কৌতূহলপূর্ণ এবং উদ্বেগপূর্ণ হয়েছে। তিনি ক্রুসকে ডেকে বললেন—তোমার কি মনে হয় ক্রুস ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রুস বল্লে—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, আমি সেই লোকটীকে নিজের চোখে স্পষ্ট দেখেছি। আপনি তার লেখা দেখেছেন। আমার মনে হয় যে, ইহার মধ্যে নিশ্চয় কিছু আছে।

কাপ্তেন বল্লেন—হঁা, আমারও তাই মনে হচ্ছে। বাতাসও ভালই বইছে, তাই আমার ইচ্ছা যে, আমার জাহাজকে আমি সরিয়ে নিয়ে যাব।

ব্রুস বল্লে—ঠিক কথাই বলেছেন। আমি যদি আপনার আসনে থাকতাম তবে আমিও এক্ষেত্রে তাই করতাম। ইহাতে কয়েক ঘণ্টা সময় নষ্ট হবে মাত্র।

তাই হোল। কাপ্তেনের আদেশে শ্লেটের লিখিত পথেই (Nor' West) জাহাজকে চালান গেল। কিছুক্ষণ চালাবার পর অদূরে দেখা গেল একটা মস্ত বড় বরফের স্তূপ। তার কিছুক্ষণ পরেই অস্পষ্ট দেখা যেতে থাকল একটা জাহাজের মত কিছু তার পাশেই যেন ভাসছে।

কাপ্তেন গভীরভাবে দূরদর্শনযন্ত্রে চক্ষু নিবদ্ধ করিলেন। তিনি দেখলেন যে, একটা ভগ্নপ্রায় জাহাজ বরফের পাহাড়ের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে এবং তার উপরে বহু নরনারী বৃথা-প্রাণরক্ষার চেষ্টায় মরণ-পণ করছে।

কাপ্তেন নৌকাগুলি ছেড়ে দিলেন ঐ সকল হতভাগ্য মৃত্যুপথযাত্রী-দের রক্ষার জন্য।

উহা ছিল একটা প্যাসেঞ্জারবাহী জাহাজ। কুইবেক হতে লিভারপুল যাচ্ছিল বহু আরোহী নিয়ে। পথে বরফের পাহাড়ে তার পথ যায় বন্ধ হয়ে এবং কয়েক সপ্তাহ মর্ম্মান্তিক অবস্থায় সে আছে। তার খাদ্যদ্রব্য জল ইত্যাদি সব নিঃশেষ হয়ে গেছে—তার পাটাতন ও সকল স্থান সমুদ্রের ঢেউয়ে ভাসছে। আর আরোহীদের প্রাণরক্ষার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর কোনও উপায়ই নাই। একান্ত হতাশ হয়ে, ঐ সকল হতভাগ্য প্রাণী, তিল তিল করে মরণের পথে এগিয়ে চলেছে—তাদের মৃত্যুর আর দেরী নাই। এমন সময়, যদি দৈববশে তাদের প্রাণরক্ষার চেষ্টা হয় এবং তারা যদি বাঁচবে আশা হয়, তবে তাদের মনের কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা থাকে কি ?

এক একটী নৌকা ভর্ত্তি হয়ে আসতে লাগল উদ্ধারপ্রাপ্ত নরনারীর দল এই জাহাজে। তৃতীয় নৌকা ভর্ত্তি হয়ে এল। তার আরোহীদল একে একে যখন জাহাজে উঠছিল, তখন হঠাৎ একজনের মুখপানে চেয়ে, ব্রুস অবাক-বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। এই ত সেই লোক ! এই লোকটীই ত কাপ্তেনের ঘরে, কাপ্তেনের চেয়ারে বসে, শ্লেটে লিখছিল, সে দেখেছে ! মাত্র ৩ বা ৪ ঘণ্টা আগে এই লোকটীই তাদের জাহাজে ছিল এবং ঐ লেখা সেই বসে লিখছিল। তার নিজের চোখে স্পষ্ট দেখা—সে ত এরই মধ্যে ভুল করতে পারে না।

প্রথমে ব্রুসের মনে হোল যে, হতে পারে ইহা একটা ভ্রম তার। কিন্তু যতই সে তার চোখ দিয়ে তাকে পরীক্ষা করতে থাকল, ততই সে আরও নিশ্চিত হোল যে, এই লোকই সেই লোক। ঠিক এই আকার, এমন কি, ঠিক এই পোষাক পরেই সে তাদের জাহাজের কেবিনে বসে লিখছিল। ইহার দৈহিক অবয়ব ও পোষাক-পত্তর পর্য্যন্ত হুবহু সেই লোকটীর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

যখন সব নরনারী উদ্ধার হোল, যখন সেই সব মৃতপ্রায় লোকগুলিকে যত্ন সেবা ও আহার দিয়ে প্রকৃতিস্থ করা হোল, তখন ব্রুস একান্তে কাপ্তেনকে ডেকে বল্লে "আমি আজ ভূত দেখি নাই মশায়, সেই লোকটী বেঁচে আছে।"

কাপ্তেন—তোমার এ কথার মানে কি ? কে, কোন লোকটী বেঁচে আছে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রুস—যাদের উদ্ধার করে আনা হোল, তাদের মধ্যে একটী লোক আছে, আমি তাকেই দেখেছি আপনার কেবিনে, আপনার আসনে; সেই শ্লেটে লিখছিল এবং ঐ কথা সেই লিখেছে। আমি কোর্টে শপথ নিয়েও একথা বলতে পারি।

আচ্ছা দেখা যাক্। এই বলে কাপ্তেন ও সকলে চলল তার অনুসন্ধানে। গিয়ে দেখল যে সেই ব্যক্তি তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে কথা কইছে। ইহাদের দেখে তারা উভয়ে ছুটে কাছে এসে তাদের প্রাণের আবেগ ও কৃতজ্ঞতা দিয়ে বল্লে—"আপনারা আমাদের আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে আনলেন। অনাহারে ও শীতে আমরা আর কিছুক্ষণ পরেই মরে যেতুম।"

কাপ্তেন বল্লেন "এ আর বেশী কি করা হয়েছে। ঐরূপ অবস্থায় যদি আমরাও পড়তুম তাহলে আপনারাও ঠিক এমনি করেই আমাদিগকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতেন। আসুন আপনারা আমার কেবিনে।"

তারপর সেই আরোহীর দিকে তাকিয়ে কাপ্তেন বল্লেন, "আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি আপনার সঙ্গে রহস্য বা তামাসা করছি না। দয়া করে আমি যা লিখতে বলব, তা যদি আপনি লিখে দেন, তবে আমি পরম বাধিত হব।" এই বলে তিনি সেই শ্লেটটীর অপর পৃষ্ঠাটী তার হাতে দিলেন, যে পৃষ্ঠে কোনও লেখা ছিল না।

আরোহী বলিল "আপনি যা বলবেন আমি তাই লিখব। কি লিখব বলুন ত?"

"মাত্র দুটী কথা। আপনি লিখুন 'Steer to the Nor' West' —তাহলেই হবে।"

আরোহী চমকে গেল কাপ্তেনের এই ধরণের খেয়ালে। ইহার কি অর্থ হতে পারে তা সে ভেবে পায় না। যাক্, সে পরম আনন্দে তাঁর কথামত ঐ কথাগুলি শ্লেটে লিখে দিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাপ্তেন শ্লেটটী হাতে নিয়ে খুব মন দিয়ে দেখলেন। তারপর একটু সরে গিয়ে শ্লেটটী উলটিয়ে ধরে তার সামনে এনে তার হাতে দিয়ে, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এটা কি আপনি লিখেছেন?

সে উত্তর দিল—"একথা আর কি বলব? আপনার সাক্ষাতেই আমি এই লেখা লিখেছি। ইহা আমারই হাতের লেখা—অন্য কাহারো লেখা নয়।"

শ্লেটটী পুনরায় উলটিয়ে তার হাতে দিয়ে কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করলেন—"আর এই লেখাটী? এইটা কার হাতের লেখা?"

লোকটী প্রথমে এক বার এই দিকের লেখা আবার অন্য বার অন্য দিকের লেখা দেখে একান্ত হতভম্ব হয়ে বললেন—"একি ব্যাপার? আমি এক পিঠে লিখেছি মাত্র; তবে অন্য পিঠের লেখাটি আবার কে লিখল?"

কাপ্তেন বল্লেন—তাঁকে আমি জানি। আমার Mate ব্রুস আপনাকেই, আমার কেবিনে আমার চেয়ারে বসে, এই শ্লেটে এই লেখাটী লিখতে দেখেছে—এবং সেটা আজই দুপুরের কথা।"

কাপ্তেন ও আরোহী দুই জনেই পরস্পরের মুখপানে একান্ত বিস্ময়ে চেয়ে থাকলেন। তারপর কাপ্তেন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি স্বপ্নেও দেখেছিলেন যে আপনি এই শ্লেটে এই কথাটী লিখছেন?

'না মহাশয়—আমার তা আদৌ মনে হয় না' উত্তরে সেই আরোহী জানাল।

তখন কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করলেন ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের কাপ্তেনকে যে আজ এই ভদ্রলোক কি করছিলেন?

ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের কাপ্তেন উত্তর দিলেন—"মহাশয়, সমগ্র ব্যাপারটা অত্যন্ত রহস্যময়। ইহার সম্বন্ধে কিছু কিছু ব্যাপার আমারও মনে আছে। আমি ভেবেছিলুম যে সকলে একটু শান্ত ও সুস্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হলেই সে সব কথা আমি আপনাদিগকে জানাব। তারপর তিনি সেই লোকটীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বল্লেন—এই লোকটী অত্যন্ত শ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে দুপুরের একটু আগে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এক ঘণ্টা বা তদনুরূপ সময় পরে সে জেগে উঠে আমায় বলেছিল যে কাপ্তেন আজই আমরা বিপদ থেকে উদ্ধার পাব।" কি জন্য তার মনে এই সম্ভাবনার উদয় হোল জিজ্ঞাসা করায় সে বল্লে যে—"আমি স্বপ্নে দেখলুম যে একটা জাহাজের মধ্যে আমি গেছি, এবং সেই জাহাজটা আমাদের উদ্ধারের জন্য আসছে।" ঐ জাহাজের আকার গঠন ও অন্যান্য বিষয়ের যেমন যেমন বর্ণনা সে দিয়েছিল আপনার জাহাজ দেখা মাত্রই আমি অবাক হয়ে দেখেছি, যে ঠিক তেমনি হুবহু মিলে যাচ্ছে আপনার জাহাজের সঙ্গে।

উদ্ধারকারী জাহাজের কাপ্তেন বললেন—যাহা হোক, যেই লিখে থাক, ঐ শ্লেটের লেখাই কিন্তু আজ আপনাদিগকে মৃত্যু থেকে উদ্ধার করার হেতু হোল। আমি অন্য পথে ও অন্য দিকে যাচ্ছিলুম—এই শ্লেটের উপর রহস্যময় লেখা দেখেই আমি, যা হোক কিছু একটা ঘটেছে ভেবেই শ্লেটের নির্দ্দেশিত পথেই জাহাজ ঘুরাইয়া দি। তারপর তিনি সেই ব্যক্তিটীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বল্লেন—কিন্তু তুমি কি শ্লেটে লিখিবার স্বপ্নও দেখ নাই?

সে বল্লে—না মহাশয়, এরূপ কোনও বিষয় করার স্বপ্ন দেখার কথা ত আমার মনে হচ্ছে না। আমার কেবল এইটুকু মনে আছে যে হঠাৎ আমার মনে একটা ধারণা হোল যেন আমার স্বপ্নদৃষ্ট জাহাজ আমাদিগকে উদ্ধার করার জন্য আসছে। তবে একটা মজার কথা আমি আপনাদিগকে বলছি। আপনার জাহাজের সমস্ত কিছুই যেন আমার চেনা বলে মনে হচ্ছে, যেন মনে হচ্ছে আমি এই সব আগে দেখেছি, আগে আমি জীবনে কখনও আপনার জাহাজে আসি নাই। এইটা একটা ভীষণ রহস্যই থেকে যাচ্ছে। আপনার ক্রুস কি দেখেছিলেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিঃ ব্রুস তখন তিনি যা যা দেখেছিলেন সব কথা বল্লেন। যাক্, সর্ব্বশেষে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে ইহা শুধু বিধাতার রক্ষা করা মাত্র। অর্থাৎ যাকে আমরা বলে থাকি "রাখে কৃষ্ণ, মারে কে ?"

উপরিউক্ত ঘটনাটী কাপ্তেন J. S. Clarkeকে ব্রুস নিজেই বলেছিলেন এবং ব্রুস যে একজন অতি সত্যবাদী, ধর্ম্মভীরু ও ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি ছিলেন সে সম্বন্ধে শত সহস্র প্রমাণ আছে।

(৮)

ঠিক ঐরূপ ঘটনা আরো বহু স্থানে ঘটেছে। বিশ্ববিখ্যাত ডাঃ এনি বেসান্ত (যাকে আমরা ভক্তি ও শ্রদ্ধানত হয়ে অন্ন-বাসন্তী নামে ডাকি) The Theosophical Review-য়ে (Vol.XXII, P. 274) লিখে জানান ঠিক এইরূপ একটা বিস্ময়কর ও রহস্যময় ঘটনার কথা। তিনি লিখেছিলেন যে, একজন কাপ্তেনের সঙ্গে আমি বহু বার সমুদ্রযাত্রা করেছি। তিনি আমাকে এবম্বিধ বহু সত্য ঘটনার কথা জানিয়েছিলেন। একবার তিনি দেখেন যে তার কেবিনের মধ্যে একজন ওয়াটারপ্রুফ পরিহিত ব্যক্তি এসে বিনীত ও কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করছে যেন আমি তার নির্দ্দিষ্ট পথে জাহাজ চালাই ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজ হতে কতকগুলি হতভাগ্য নরনারীকে উদ্ধার করি। আমি তাই করেছিলুম। কিছুদূর গিয়ে সত্যই দেখলুম যে জাহাজডুবির পর কতকগুলি নাবিক মৃত্যুর সঙ্গে আপ্রাণ যুদ্ধ করছে। সব চাইতে বিস্ময়ের বিষয় এই ছিল যে সেই ওয়াটারপ্রুফধারী ব্যক্তিটীও ঐ দলে ছিল ও প্রাণরক্ষার জন্য উন্মাদ প্রচেষ্টা করছিল। প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুলতম প্রচেষ্টায় জীবিত অবস্থাতেই সূক্ষ্মদেহে বেরিয়ে গিয়ে এমনি সব কাজ করেন তার সত্য প্রমাণ এইসব ঘটনাগুলির মধ্যেই পাওয়া যায়।

CC0. ২২ Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৯)

এক ক্ষুদ্র জাহাজের কাপ্তেন (Captain Benner) নিম্নলিখিত ঘটনাটী দেখিয়াছিলেন এবং উহা 'One of our Daily Papers' নামক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এক রাত্রে কাপ্তেন সাহেবকে এক সবুজ পোষাক পরা ব্যক্তি হঠাৎ ঘুম থেকে জাগাল এবং তাঁকে জাহাজের মুখ ফিরাইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে চালাইতে বলিল। ঘুম ভেঙ্গে উঠে কাউকেই দেখতে না পেয়ে কাপ্তেন ছুটে বেরিয়ে এলেন। তাঁর ধারণা হোল যে তাঁর সহকারী তাকে কোনও কথা বলতে পাঠিয়েছে। কিন্তু সহকারী বল্লেন যে—না, আমি কিছু বলে পাঠাই নাই। কেবিনে ফিরে এসে তিনি পুনরায় সেই সবুজ পোষাক পরা লোকটিকে দেখলেন ও ঐ কথা বলতে শুনলেন। পুনরায় তিনি বেরিয়ে এসে তন্ন তন্ন করে চারদিকে খুঁজেও কাউকেই দেখতে পেলেন না। কিন্তু তৃতীয়বার যখন ঐ রহস্যময় ব্যক্তির বিস্ময়কর আবির্ভাব হোল তখন তিনি চুপ করে থাকতে পারলেন না, কারণ এবারে সেই মূর্ত্তি ঐ কথাগুলি ত বলিলই তা ছাড়া এই সাবধান সে করেছিল যে, এক্ষুণি যদি তিনি ঐ কথা না শুনেন, তবে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে—আর রক্ষার উপায় থাকবে না। জাহাজ ফিরিয়ে তিনি চললেন দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। কিছুদূর গিয়েই দেখলেন যে একটা নৌকায় ৪ জন লোক মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে একেবারে শেষ অবস্থায় এসে পৌছেচে। অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে তাদের মধ্যে একজনের গায়ে ছিল সেই সবুজ পোষাক এবং দেখতেও ছিল ঠিক তেমনি।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সেই লোকটিও বল্লে যে, সে গত রাত্রে স্বপ্নে তিনবার ঐ জাহাজে গিয়ে ঐ কাপ্তেনকে অনুরোধ করে এসেছে তার দিক পরিবর্ত্তন করে এসে তাহাদিগকে উদ্ধার করবার জন্য।

এই সব ঘটনাগুলি আলোচনা করে দেখলে দুইটা জিনিষ বেশ বুঝা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়; একটা হচ্ছে এই যে, অত্যন্ত জরুরী আবশ্যকতার মাঝে আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে সূক্ষ্মদেহে চলে যান ও কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা করেন। আর একটা জিনিষ হচ্ছে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থাও ঐ কার্য্যের উপযুক্ত হলে আত্মার পক্ষে স্থূলদেহ ছেড়ে সূক্ষ্মদেহে যাওয়া আসা সহজসম্ভব হয়। ঐকাজের জন্য দুইটা জিনিষ প্রায় দরকার হয়—দেহীর দেহ যদি হয় অতি পবিত্র এবং মন যদি হয় অতি মহৎ, অথবা দেহীর দেহ অনাহারে, উপবাসে যদি হয় মৃতবৎ অবসন্ন—তবেই ঐরূপ ঘটনা ঘটা খুবই সম্ভব হতে পারে। উপরে পাদরী Pর যে ঘটনা বলেছি তথায় তিনি ছিলেন এক পবিত্র দেহধারী ব্যক্তি। আর জাহাজের যে ঘটনাগুলি জানিয়েছি প্রত্যেক স্থলেই অনাহারে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় এবং উন্মুক্ত ঝড়জলে তাদের দেহ প্রায় মৃতবৎ হয়েই এসেছিল। এইরূপ হয় বলেই, বহু সাধু সন্ন্যাসী ব্যক্তি অনাহারে থেকে নিজদিগকে এমনি ভাবেই তৈরী করেন। সূক্ষ্মদেহ ঐ অবস্থায় খুব শীঘ্রই স্থূলদেহ ত্যাগ করে বের হতে পারেন বটে, কিন্তু ঐরূপ বাধ্যতামূলক বা ইচ্ছাকৃত উপবাস দ্বারা নিজেকে এইভাবে তৈরী করা, খুব ভাল কাজ নয়। তা ছাড়া আমাদের ভুললে চলবে না যে কী এক ভয়ঙ্কর জীবনমৃত্যুর প্রলয়ঙ্কর নৃত্যের মধ্যেই ঐসব ঘটনা ঘটেছিল। সেই দুর্য্যোগপূর্ণ করাল পারিপার্শ্বিক অবস্থাটাও যে এমনি ভাবে সূক্ষ্মদেহকে বের হবার জন্য বিশেষ সুযোগ সাহায্য দিয়েছিল তা সর্ব্বদাই মনে রাখতে হবে। আমার ত মনে হয় ঐরূপ ভীষণ পারিপার্শ্বিক অবস্থাটাই হচ্ছে সূক্ষ্মদেহের এবম্প্রকার কার্য্যের মূল।

উপবাসাদির দ্বারা স্থূলদেহকে সম্পূর্ণ অবসন্ন করলেই যে সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহ ত্যাগ করে বের হয়ে অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করবেন তা নয়। আমরা জানি দুরারোগ্য করাল রোগে ভুগিয়া যখন আর প্রাণের আশা একদম থাকে না, তখন অনেকে প্রাণের দায়ে ৺তারকেশ্বরের মন্দিরে বা বহু বহু দেবস্থানে 'হত্যা' দেয়। সম্পূর্ণ নিরম্বু উপবাস করে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবতার দ্বারে সম্পূর্ণ আবরিত হয়ে পড়ে থাকা এবং মনে প্রাণে অবিরাম সেই দেবতাকে ডাকা ও ঔষধ প্রার্থনা করাই হোল ঐ 'হত্যা' দেওয়ার রীতি। ঐভাবে সম্পূর্ণ উপবাস দিয়ে, এক মনে এক প্রাণে ডাকতে থাকলে, স্বপ্নের মাঝে সেই দেবতা দেখা দেন এবং তাঁর উপদেশ এবং ঔষধ পাওয়া যায়। এই কথার সত্যতা হাজার হাজার বছর ধরে, হাজার হাজার মন্দিরে, লক্ষ লক্ষ নরনারীর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে ও এখনও হচ্চে। স্বপ্নে তাঁরা নিশ্চিত আরোগ্যকর ঔষধ পেয়েছেন ও তদ্দ্বারা সর্ব্ব চিকিৎসা পরিত্যক্ত—মৃতপ্রায় রোগী অবলীলায় জীবন লাভ করেছে, এমন শত শত ঘটনা আমার নিজের জানা আছে। ঐ ঐ স্থলেও কিন্তু এই কথাই প্রমাণিত হয় যে রোগীর আত্মা মৃতপ্রায় জর্জ্জরিত ক্ষীয়মান স্থূলদেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্মদেহ ধারণ করেন, এবং সেই অবস্থায় ঠাকুরের দর্শন ও ঔষধের সন্ধান পান। ঐ ঐ স্থলেও দুইটী পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারাই এই কাজ সহজসাধ্য হয়ে থাকে। প্রথমটী অনাহারে অবসন্ন, রোগ-জর্জ্জরিত মৃতপ্রায় দেহ এবং অপরটী হচ্চে প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুলতম ইচ্ছা। ঐ ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহ ত্যাগ করে অভিপ্সিত কর্ম্ম করবার প্রেরণা ও ক্ষমতা লাভ করেন।

(১০)

নিম্নে আমি আর একটা অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার কথা বলতে যাচ্ছি। এই ঘটনাটি 'Ghosts, Helpful and Harmful' নামক বিখ্যাত পুস্তকে লিখিত আছে, শ্রীযুক্তা K এই ঘটনাটী বলিয়াছিলেন।

একদা তাঁর স্বামী Mr. K. বৈকালে তাঁর পড়ার ঘরে বসেছিলেন এমন সময় তাঁর মনে হোল যেন তিনি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হলেন; ঐ অবস্থাতেই তিনি হঠাৎ যেন জাগরিত হয়ে অবাক হয়ে চারদিক দেখতে থাকলেন। এমন সময় যেন তার ঘরের দরজা হঠাৎ ধীরে ধীরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুলে গেল এবং তাঁর বন্ধু, বহুদূরবাসী B দ্রুতবেগে তথায় প্রবেশ করলেন। তিনি Bকে দেখে যেমন কথা কইতে যাবেন তখনি ঐ বন্ধু তার নিজের মুখে আঙ্গুল দিল, অর্থাৎ ইঙ্গিতে যেন নিঃশব্দে চুপ করে থাকতে বলল। তারপর B তার পকেট থেকে একটী ক্ষুর বার করে, সেটী খুলে তার নিজ গলায় এমনভাবে লাগাইবার উপক্রম করল যেন মনে হল এখনি B ঐ ক্ষুরদ্বারা আত্মহত্যা করবে। পাছে ঐ সর্ব্বনাশ ঘটিয়া যায় তাই তাঁর স্বামীর মনে হোল যেন তিনি তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লেন Bর উপর; তারপর যেন দুই জনে আরম্ভ হোল ভীষণ ধস্তাধস্তি, এবং উভয়েই যেন খুব জোরে নিকটস্থ ভূমিতে পড়ে গেলেন। জোরে শব্দ হোল এবং সেই শব্দেই যেন তার স্বামী জেগে উঠিলেন। এতই পরিষ্কার ভাবে এই সব ঘটনাগুলি Mr. K. তাঁর স্বপ্নের মাঝে দেখলেন যে তিনি ভাবতে থাকলেন যে ইহা সত্য, অথবা অন্য কিছু। তিনি আরো বিস্মিত হলেন যখন কয়টা বেজেছে দেখবার জন্য তাঁর রিষ্টওয়াচ দেখতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে তার কাঁচটী চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। অথচ তাঁর এই মোহনিদ্রার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত তাঁর ঘড়ির ঐ কাঁচ যে নিখুঁত ছিল সে সম্বন্ধে তিনি আদৌ সন্দিহান নহেন।

পরদিন তার বন্ধু B তাঁর কাছে এলেন। তাকে দেখে K বিস্মিত হয়ে গেলেন। তাকে দেখাচ্ছিল অত্যন্ত বিরাগ পাণ্ডুর রুগ্ন এবং বয়স যেন তার ১০ বৎসর বেড়ে গেছে। অথচ এই ত সেদিন তাকে দেখেছেন তিনি, তখন ত তার অবস্থা এমন ছিল না।

B তারস্বরে বলে উঠলেন—বন্ধু আমার একটা অত্যাশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে তাই তোমাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি। কিছুদিন থেকে আমার অবস্থাটা নানা কারণে শোচনীয় হয়ে উঠেছিল এবং আর সহ্য করতে না পেরে আমি ক্ষুর গলায় লাগিয়ে এই জীবন শেষ করতে চেয়েছিলুম। আমি আমার শয়ন ঘরে ছিলুম। ডান হাতে ছিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার ক্ষুর। গলায় দিতে যাব, ঠিক এমন সময় মনে হোল তুমি ঘরে ঢুকলে এবং আমার হাত থেকে ঐ ক্ষুরটা কেড়ে নেবার জন্য ধস্তাধস্তি সুরু করলে। তুমি হয়ত খুবই অবাক হয়ে আমার মুখ পানে চেয়ে আছ ভাই, কিন্তু আমি যা বলছি একেবারে চরম সত্য জানবে। তুমি ছুটে এসেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ডান হাতটা চেপে ধরেছিলে। সে কী প্রবল মুঠি তোমার, তোমার কব্জিতে যে এত জোর, তা স্বপ্নেও জানতুম না। এখনও আমার হাতটাতে তোমার সেই করাতের মত লৌহমুঠির শক্তি অনুভব করছি। প্রবল ধস্তাধস্তির পর উভয়েই আমরা মাটীতে পড়ে গেলুম। সব চাইতে মজার কথা এই যে—তোমাকে স্পষ্ট দেখে তোমার গলার চারদিকে আমি দুহাত দিয়ে জোরে ধরেছিলুম কিন্তু পড়ে যাবার পরই তুমি অদৃশ্য হয়ে গেছলে—আর আমি দেখি যে আমি যেন আমার দুহাত দিয়ে শুধু বাতাসকে টিপে ধরে আছি।

Mr. K. তাঁর বন্ধুকে তাঁর নিজের স্বপ্নের কথাও বল্লেন। ভাল করে মিলিয়ে দেখা গেল যে উভয়ে ঠিক একই সময়ে ঐ একই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছেন।

(১১)

এইবারে আমি যে ঘটনাটী বলতে যাচ্ছি—ইহা সূক্ষ্মদেহে ইচ্ছা করে ভ্রমণ বলা চলে। এক স্ত্রীর ইচ্ছাকৃত সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে বহু দূরবর্ত্তী বিদেশে স্বামীর সহিত দেখা করার ঘটনা ইহা। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে "Journal of the American Society for Psychical Research" পত্রিকায় ইহা প্রকাশিত হয়েছিল।

জনৈক পাদ্রী (ঐ স্ত্রীর স্বামী) এই ভাবে ঘটনাটী জানিয়েছিলেন। একদা এক রবিবারের রাত্রি ১টায় হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমার মনে হোল যে ঘরে যেন কেউ আছে। সম্পূর্ণভাবে জাগরিত হয়ে আমি দেখলুম আমার বিছানায়, আমার পায়ের কাছে, আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন। ঐ সময়ে তিনি যে ভাবে পোষাক পরে থাকতেন ঠিক তেমনি পোষাক তাঁর পরা আছে।

আমি উঠে বসলুম এবং চিৎকার করে বললুম—ওখানে তুমি কি করছ? সে উত্তর দিল—আমি তোমার সংবাদ নিতে এসেছিলুম। তারপর সে আমার দিকে এগিয়ে এল, আমার উপর একটু হেলে আমাকে আলিঙ্গন করল এবং তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠলুম। ঘরটা ভীষণ অন্ধকার ছিল এবং ঘরে আর কেহই ছিল না। আমি আলো জ্বাললুম। তখন আমার সারা দেহ কাঁপছে এবং সর্ব্বাঙ্গ শীতল ঘামে ভরে গেছে।

পরদিন প্রাতঃকালে প্রাতরাশের সময় ঐ কথা আমি আমার বন্ধু 'ডাঃ কে' এবং 'মিঃ পি' কে বললুম। মন আমার এতই উদ্বিগ্ন হয়ে গেছল যে আমি তৎক্ষণাৎ আমার স্ত্রীকে একটা টেলিগ্রাফ করে দিব ভাবছিলুম।

কিন্তু তখনি তাঁর কাছ থেকেই একটা টেলিগ্রাম এলো। সে জানিয়েছে "আমরা সবাই ভাল আছি।"

কয়েকদিন পরে আমি ঘরে ফিরে এলুম। আমার বিস্ময় হাজার গুণ বেড়ে গেল, যখন আমার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন যে গত রবিরার রাত্রে আমি খুব ভাল করে ঘুমিয়েছিলুম কি না?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম যে—কেন তুমি একথা জিজ্ঞাসা করছ?

সে বল্লে যে—দেখ, আমি হাড্‌সনের 'Psychical Phenomena' নামক বহিটা পড়ছিলুম। তাতে বলা আছে যে—"কোন লোক গভীর নিদ্রামগ্ন হবার ঠিক আগের মুহূর্ত্তে যদি অপর কোনও লোকের কথা গভীর ভাবে চিন্তা করে, যদি তার কাছে গিয়ে কোনও বিষয় জানাতে বা জানতে চায় তবে সেই প্রার্থিত ব্যক্তি ঠিক সেই দ্রষ্টাকে দেখে, ও তার ইচ্ছামত তার সহিত কথাবার্ত্তা হয়। আমি ঐটাই পরীক্ষা করছিলুম মাত্র।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১২)

এই বিষয়টা আমি আমার নিজের জীবনে বহু বার পরীক্ষা করে দেখেছি। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা আমি শত শত মাইল দূরের বহু রোগীকে তাদের প্রাণান্তকর যন্ত্রণার মাঝে উদয় হয়ে তাদের শান্তি দিবার ব্যবস্থা করেছি এবং মৃতকল্প বহু রোগী মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আমার সামনে উদয় হয়ে শেষ কথা কয়েছেন। এরূপ বহু সত্য ঘটনা আমি বা আমার বহু শিষ্য শিষ্যা ও রোগী রোগিনী নিজের নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন। বাহুল্য ভয়ে সে সব আত্মকাহিনী এস্থলে দেওয়ার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছি না। ফলতঃ ইহা যে কত সত্য তাহা আপনারাও নিজ নিজ জীবনে পরীক্ষা করতে পারেন।

(১৩)

মৃত ব্যক্তির ফটো ওঠা

ফটো তুলিবার কালে বহু দূরবর্ত্তী ব্যক্তির হঠাৎ ফটো উঠে যাওয়ার বহু কাহিনী আপনারা পাবেন 'In Photographing the Invisible' নামক বহির তৃতীয় অধ্যায়ে। সে গুলি অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। যে লোক আছে বহু শত মাইল দূরে তার ফটো উঠে যায় হঠাৎ নিজেদের মধ্যে কারো ফটো তোলার সময়। মৃত ব্যক্তির ফটো উঠে যাওয়ার বহু কাহিনী আছে 'পরলোকের কথা' নামক বহিতে। তা পাওয়া যাবে অন্যান্য আরো কয়েকটা বহির মধ্যে। আমার নিজের জানা ঘটনাটি শুনুন। এক বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাঁর অতীত জীবনের কদর্য্যতার মাঝে রুগ্ন হওয়ায় আমার চিকিৎসাধীনে ছিলেন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ার পরে তিনি হয়ে পড়লেন ভীষণ চরিত্রহীন। তাঁর চিকিৎসা কালে হঠাৎ এই ব্যাপারটা ঘটে ও তিনি আমাকে জানান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমি মিস্ রেবার (তাঁর রক্ষিতা বাইজী) ইচ্ছামত তার সহিত একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত অবস্থায় ফটো তোলাচ্ছিলুম। সে ঘরে আমি, রেবা ও ফটোগ্রাফার ছাড়া আর কেহ ছিল না। হঠাৎ ফটোগ্রাফার সট্ নেবার পর চিৎকার করে আমায় বল্লেন, একি ব্যাপার? আপনাদের সামনে হঠাৎ এক নারী দাঁড়িয়ে আছে এবং তার চেহারাও ইহাতে উঠে গেছে। সকলে চমকে গেলুম—চারদিক চেয়ে দেখলুম কেহই কোথাও নাই।

পুনরায় ফটো লওয়া হোল, এবারেও সেই একই ব্যাপার। আমাদের ঠিক সামনে একজন যুবতীর মূর্ত্তি উঠে গেছে। যাক্—আমি বল্লুম যে উহাই ঠিক করে আনা হোক। যখন ঠিক হয়ে এল আমি বিস্ময়ে হতবাক্ হলুম যে ইহা আমার ২ বৎসর আগের পতিগতপ্রাণা তৎকালীন প্রিয়তমা পত্নীর ছবি। কিন্তু জীবিত অবস্থায় তার কোনও ফটো ছিল না।"

এই সব মৃত-আত্মার বিষয়ক ঘটনা। কিন্তু আমি এখানে শুধু জীবিত ব্যক্তিদিগের সূক্ষ্মদেহের কার্য্যাবলীর কথা জানাচ্ছি মৃত আত্মার সূক্ষ্মদেহে দর্শন-দান ইত্যাদির কথা যথাস্থানে জনাব।

মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, আত্মরক্ষার প্রবলতম ইচ্ছায় কেমন করে আত্মা সূক্ষ্মদেহ নিয়ে বেরিয়ে বিভিন্ন ভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন তার বহু ঘটনার কথা আমি উপরে জানিয়েছি। এই মহাপ্রলয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে ক্ষীণতম তনু ক্ষীয়মান হয়ে থাকায় সূক্ষ্মদেহ অতি সহজেই স্থূলদেহ ত্যাগ করে বাহিরে আসতে পারেন। দেহী তখন মুহ্যমান বা স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকেন।

মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তে বহু দূরদেশে দর্শনদান

কিন্তু এমনও হতে পারে যে, দৈহিক অবস্থা বিশেষ উপযুক্ত বা সাহায্যকারী না হওয়ায়, মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তে আত্মা ঐ স্থূলদেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হতে বের হতে পারে না এবং তাঁর প্রবল কামনা অনুরূপ কার্য্য করা সম্ভব হ'ল না। এমত অবস্থায়, ঐ দেহীর মৃত্যু হবামাত্রই, তাঁর সূক্ষ্মদেহ, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেই প্রবল কামনার বশে, যে ইচ্ছা তাঁর মনে মৃত্যুর পূর্ব্বে জেগেছিল, সেই ইচ্ছা পূরণ করার জন্য তখনি বেরিয়ে চলে যান। কিন্তু তখন তাঁর এই গমনাগমন বা কথোপকথন ভৌতিক ব্যাপারের পর্য্যায়েই পড়ে। কারণ, তখন সেই স্থূলদেহীর মৃত্যু হয়েছে, এবং নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বশেই তখন স্থূলদেহ ত্যাগ করে, তাঁর সূক্ষ্ম দেহ বা Astral দেহ বেরিয়ে পড়েছে।

(১৪)

এই বিষয়ের শ্রেষ্ঠতম ও অতীব সত্য ঘটনা 'Glimpses of the Supernatural' বহির দ্বিতীয় খণ্ডে ৬৪ পাতায় দেখা যায় (Dr. F. G. Lee)।

ইহা ১৮৫৪ সালের ঘটনা। স্বামী স্ত্রী দুজনে ভারতে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁদের ছেলেমেয়েরা ছিল Torquay নামক স্থানে সহস্র সহস্র মাইল দূরে—তথায় তারা কোন বন্ধুর অভিভাবকত্বে শিক্ষালাভ করছিল। ৪ বৎসর পরে স্বামী স্ত্রী দুজনে গৃহাভিমুখে ফিরছিলেন। কিন্তু ইজিপ্ট সহরে এসে স্ত্রী ভীষণ অসুখে পড়লেন এবং তাঁর প্রাণের আর কোনও আশাই রইল না।

যখন তাঁর মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হয়ে এল, তখন ঐ নারীর মুখে কেবল একটী মাত্র কথা—"হায় যদি আমার ছেলেটিকে একবার দেখতে পেতুম!" তাঁর ছেলেমেয়েদিগকে দেখবার জন্য মৃত্যুপথযাত্রী মাতার অন্তরের ব্যাকুলতম আবেগ যাঁরা যাঁরা দেখেছেন, তারা কোনও দিনই ভুলবেন না। ১০ই সেপ্টেম্বর দুপুরে তিনি যেন একেবারে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তাঁকে বহু চেষ্টাতেও জাগান সম্ভব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হোল না। তারপর হঠাৎ এক সময় তিনি জেগে উঠলেন এবং পরম পরিতৃপ্তির সহিত বললেন—"আমি তাদের দেখলুম। ভগবানকে কোটী কোটী ধন্যবাদ" এই কথা বলে তিনি পুনরায় নিদ্রাচ্ছন্ন হলেন এবং সন্ধ্যার সময়ে তাঁর মৃত্যু হোল।

ঠিক ঐ দিন ঐ সময়ে তাঁর সব ছেলে মেয়েরা সকলে একত্রে বসে বিভিন্ন বিষয়ে খেলাধূলা গল্প-গুজব করছিল। তাদের কাছে বসেছিল তাদের পরিচারিকা। এমন সময় সব ছেলেরাই চমকে উঠল তাদের মাকে দেখে। তিনি তাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং কতক্ষণ থেকে পাশের ঘরটীতে ঢুকে অদৃশ্য হলেন। কাছে যে পরিচারিকা ছিল, সে ঐ মাকে কখনও দেখে নাই। কিন্তু সেও প্রকাশ্য দিবালোকে ঐ মূর্ত্তি ঠিক মত দেখেছিল। ছেলেরা তাদের মাকে ঐভাবে দেখে এবং বিশেষ তাঁর মৌন বিরস-পাণ্ডুর বদন দেখে অত্যন্ত মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। হায় তারা কি তখন জানত যে ইহজগতের সব চাইতে আপন যিনি সেই মা তাদের, চির বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন।

পরে জানা গেল যে ঐ দুইটী ঘটনাই এক দিনে এবং ঠিক এক ক্ষণেই ঘটেছিল।

(১৫)

ঐ লেখকই তাঁর 'Glimpses in the Twilight' নামক বহির ৯৫ পাতায়, ঠিক এইরূপ একটী ঘটনার কথা জানিয়েছেন। তাহাতেও দেখা যায় যে বহু দূরবর্ত্তিনী মাতা তাঁর মৃত্যুশয্যায় শুয়ে বহু দূরবর্ত্তী ছেলে-মেয়েদিগকে ঠিক ঐরূপ ভাবেই দেখা দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। বহু দূরে থাকা ছেলেমেয়েরা হঠাৎ দেখল—তাদের বিদেশস্থ মা তাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তারা চমকে উঠল। তারপরেই মা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তারপরে, ঠিক ঐ সময়ে তাঁর গভীর নিদ্রা এবং সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিদ্রার পরে তার মৃত্যুর সংবাদ এলো। গভীর নিদ্রার পর হঠাৎ জেগে উঠে সেই মা বলেছিলেন—"আঃ, আমি তাদের দেখলুম, সবাইকে চোখে দেখলুম, আর মরণকে ভয় নাই।"

এই সব ঘটনা এতই পরীক্ষিত সত্য যে ইহাদের সম্বন্ধে যেন কোনও সন্দেহই আপনাদের মনে না স্থান পায়। পুস্তকের আকার অহেতুক বাহুল্য করার ভয়ে উহাদের সত্যতার সম্বন্ধে যে সকল মহামতি ব্যক্তিদের উক্তি আছে তা আর জানালুম না।

(১৬)

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Dr. C. J. Romanes তাঁর নিজের জীবনের এই কাহিনী, Society for Psychical Researchএ জানিয়েছিলেন—

একদা মার্চ্চের মধ্যরাত্রে, (আমি তখন জেগে ছিলুম), আমার মনে হোল আমার মাথার শিয়রের দরজাটা খোলা আছে। হঠাৎ একটী ঘোমটাবৃত মূর্ত্তি সেই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করল ও ধীরে ধীরে সে এসে আমার পায়ের তলায় দাঁড়াল। তার সর্ব্বাঙ্গ সাদা আবরণে তখনও আবৃত ছিল। হঠাৎ সে তার হাত দুটী তুলে তার মুখের ঘোমটা খুলে ফেলল। আমি চমকে উঠে দেখলুম আমার যে বোন পীড়িতা হয়ে সেই গৃহের অন্য ঘরে আছে এ তার মূর্ত্তি। আমি তার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকলুম, কিন্তু সাড়া না দিয়ে সে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমার বোনের ব্যায়রাম খুব কঠিন ছিল না। তাঁকে ভাল চিকিৎসকই দেখছিলেন এবং তিনি কোনও বিপদই দেখতে পান নাই।

কিন্তু ঐ ঘটনার ২।১ দিন মধ্যেই আমার ঐ বোন মারা গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১৭)

মহামতি রেভারেণ্ড লেড্‌বিটার, তাঁর এক জন বিশিষ্ট ও বহু খ্যাত ব্যক্তির নিকট হতে যে ঘটনাটী শুনেছিলেন সেই কথা আমি এখানে আপনাদের জানাচ্ছি। সেই ব্যক্তির নাম জানান উচিত নয় বলেই লেড্‌বিটার মহাশয় নাম দেন নাই কিন্তু বিশেষভাবে বলেছিলেন যে এই ঘটনার কথায় কেহই যেন একবিন্দুও অবিশ্বাস না করেন। সেই ভদ্রলোকের কলেজজীবনে, হোষ্টেলে থাকার সময়ে হোষ্টেলের কুঠ্‌রিতেই এই ঘটনা ঘটেছিল।

তাঁর ঘরটী ছিল ২ কুঠ্‌রি। মাঝে ছিল ১টা দরজা। একদিন রাত্রে তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে একটু সকাল সকাল শুয়েছিলেন। তাঁর শোবার ঘর ও বসবার ঘরের মাঝের দরজাটী খোলা ছিল। বসবার ঘরের মধ্যে খুব বেশী করে আগুন জ্বলছিল শীতের জন্য। ঐ আগুনের আলোতে সারা ঘরটা বেশ আলোকিত দেখাচ্ছিল। সব জিনিসই এমন স্পষ্ট দেখাচ্ছিল যেন দিনের আলোতে দেখা।

ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজল। তিনিও পরম আরামে, খুব বেশী করে গভীর নিদ্রাসুখ ভোগ করবেন মনে করে, যেই মাত্র চোখ বুজবার উপক্রম করছেন—হঠাৎ দেখেন যে দুই ঘরের মাঝের দরজার উপর তাঁর বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। আগুনের আলোকে স্পষ্ট তাঁকে দেখা যাচ্ছিল। অসীম বিস্ময়ে, কয়েক সেকেণ্ড তিনি যেন বিমূঢ় হইয়া গেলেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে তিনি যখন কি করব না করব ভাবছিলেন, তখন হঠাৎ তাঁর বাবা হাত তুলে তাকে কাছে ডাকলেন। এক লাফে শয্যাত্যাগ করে তিনি যখন দরজার কাছে পৌছিলেন, তার আগেই ঐ মূর্ত্তি অদৃশ্য হয়ে গেল।

অবাক বিস্ময়ে তিনি ২টা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন, কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। সেই ঘরে আসবার আর কোনও পথই নাই। প্রবেশ করবার দরজা তিনি নিজেই খুব ভাল করে খিল এঁটে দিয়ে-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন, এখনও ঠিক তেমনি বন্ধ ও আঁটা আছে। ঐ মূর্ত্তিটাও ... তাঁর বাবার মূর্ত্তি,—৭ দিন আগেও যাকে সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে ... এসেছেন। তাছাড়া, এই সব বিষয় নিয়ে যে কোনও কলেজের বন্ধু ত এই ভাবের ইয়ারকি করতে পারে না।

যাহা হোক তিনি ভাবলেন যে ইহা তাঁর মনের ভুল মাত্র। পুনরায় তিনি নিজেকে শান্ত করে নিয়ে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। প্রায় ১ ঘণ্টা পরে তিনি যেমনি নিদ্রার কোলে ঢলে পড়বেন, অমনি তাকিয়ে দেখেন যে আবার তাঁর বাবা ঠিক তেমনি মাঝের দরজায় দাঁড়িয়ে ঠিক তেমনি ভাবে বরং তার চাইতে আরও ব্যাকুলভাবে তাঁকে ডাকছেন। এবারে তাঁকে জড়িয়ে ধরবার প্রবল বাসনা নিয়ে তিনি একলাফে উঠে সেই মূর্ত্তির কাছে গিয়ে যেমনি তাকে জড়িয়ে ধরলেন অমনি দেখলেন যে আর কোনও মূর্ত্তিই সেখানে নাই এবং মূর্ত্তির বদলে তিনি শুধু শূন্য বায়ুকে জোরে জড়িয়ে ধরেছেন। আবার তিনি তন্ন তন্ন করে সারা ঘর অনুসন্ধান করলেন কিন্তু তথায় তিনি, একা নিজেকে ভিন্ন দ্বিতীয় জনমানবকে দেখতে পেলেন না। এ কী ব্যাপার! সেখানে আসবার কোনও উপায় নাই, পালাবার কোনও উপায় নাই, তবে বাবার এই মূর্ত্তি আসে কোথা থেকে, পালিয়েই বা যায় কোন দিকে এবং এই আসা যাওয়া ও ডাকার অর্থ কি?

তৎকালীন শিক্ষিত যুবকদের ন্যায় তিনি ভূত প্রেতে বিশ্বাস করতেন না। এবং তাই তিনি ভাবলেন যে নিশ্চয়ই তার শরীর ভাল নয়, ভিতরে কোনও দুর্ব্বলতাবশতঃ স্নায়ু ও মস্তিষ্ক অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ায় এমনি কাল্পনিক দৃশ্যাবলী চোখের সামনে আসছে। তাই এবারে তিনি খুব ভাল করে শীতল জলে মুখ চোখ কপাল ধুলেন এবং পরম সংযতমনে নিজ শয্যায় শুয়ে আসন্ন ও মহাপ্রয়োজনীয় নিদ্রার জন্য তৈরী হলেন। কলেজের ঘড়িগুলিতে 'দুপুর রাত্রি' ঘোষণা করল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিদ্রার আচ্ছন্নতা ঠিক যে মুহূর্ত্তে এলো, একটা সাময়িক অজ্ঞানতার ঘোরে ঠিক যেমনি তিনি পড়লেন হঠাৎ তখনি সেই আচ্ছন্নতা তার ভেঙ্গে গেল এবং তিনি দেখলেন—আবার সেই তাঁর বাবা ঠিক তেমনি মাঝ দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। এবারে কিন্তু তিনি আগের মত উদ্বিগ্নতার সহিত হাত নেড়ে তাকে ডাকছেন না। এবারে বরং দেখা গেল একটা গভীর অনুশোচনাযুক্ত ; এবং যতই পুত্র তার পিতার দিকে নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখছেন ততই পরম দুঃখভরে বাবা হাত নেড়ে এবারে তাকে ফিরে যেতে ইঙ্গিত করছেন। এবারে আর অন্য অন্যবারের মত তিনি হঠাৎ অদৃশ্য না হয়ে—ধীরে ধীরে দেওয়ালের উপরের আলোক-রশ্মির সঙ্গে মিলিয়ে গেলেন।

বাবার মূর্ত্তি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হবার পরই তাঁর জ্ঞান, চিন্তাশক্তি ও দেহের শক্তি ফিরে এল। তৎক্ষণাৎ তিনি ঘড়ি বের করে সর্ব্বাগ্রে সময়টা দেখলেন। ২টা বাজতে কাঁটায় কাঁটায় ১০ মিনিট আছে। এমন অসময়ে কাউকে ডাকাও যায় না, এবং কোনও গাড়ীও আনা সম্ভব হয় না। এখন তাঁকে এখনি যেতে হবে তার বাড়ী এবং তথায় গিয়ে সর্ব্বাগ্রে দেখতে হবে তার বাবাকে, সপ্তাহ খানেক আগেও যাকে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ দেখে এসেছেন। মাঝে এই কয়েকটা দিন তাঁর কোনও অসুস্থ হবার সংবাদই পাওয়া যায় নাই।

উপর্য্যুপরি ৩ বার ঐ ছায়ামূর্ত্তি দেখে তাঁর মনে একটা প্রবল ভয় ও ব্যাকুলতা এসেছিল। তাঁর পক্ষে একটা মিনিটও অপেক্ষা করা অসম্ভব। এই মুহূর্ত্তেই তাকে ছুটতে হবে, সেই সুদূর পল্লীর গীর্জ্জাতে যথায় তার বাবা ভার নিয়ে আছেন। বাবাকে সুস্থ না-দেখা পর্য্যন্ত তাঁর এক তিল শান্তি নাই। আর ঘুমাতে চেষ্টা না করে তিনি তৎক্ষণাৎ কলেজের প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করে সব বললেন এবং তখনি গাড়ী নিয়ে ঘরের দিকে ছুটলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জোরে গাড়ী ছুটিয়ে যাওয়ায় ক্রমশঃ তার মনের উদ্বেগ ও আকুলতা কমে আসছিল এবং সন্ধ্যার দিকে যেমন তিনি অগ্রসর হতে থাকলেন সেই পল্লীর চিরপরিচিত অলিগলির দিকে ততই প্রফুল্লতায় তার মন ভরে উঠতে থাকল। এখনি তিনি দেখবেন তাঁর স্নেহময় বাবাকে ও তার আত্মীয়স্বজনকে। এখনি তিনি তাঁদের মাঝে বসে চির অভ্যস্ত আনন্দ উপভোগ করতে থাকবেন।

কিন্তু দূর থেকে যেমন তাঁদের ঘরটা দেখা গেল, তিমি চমকে গেলেন। এমন গোধূলিতে তাঁর বাবা ত ঘরের খড়খড়ি জানালা বন্ধ না করে গোধূলির স্বর্ণকিরণ উপভোগ করে থাকেন। তবে আজ এমন সময় তাদের সব জানালা খড়খড়ি বন্ধ আছে কেন?

তাঁর মনে এইবার একটা অজানা স্নায়বিক ব্যাকুলতা এসে জুটল। ঘরের কাছে এসে গাড়ী থামল। তিনিও নামলেন গাড়ী থেকে, কিন্তু উদ্বেগব্যাকুল অন্তর তাকে এমনি অসাড় ও ভীতসন্ত্রস্ত করে দিয়েছিল যে, তিনি দরজার সামনে দাঁড়িয়েও দরজায় করাঘাত করতে পারছিলেন না।

অবশেষে অন্তরে সাহস সঞ্চয় করে তিনি দরজায় আঘাত করলেন—দরজা খুলে গেল। তার বাল্যকাল হতে পরিচিত, তাদের ঘরের বহু বহু বৎসরের পুরাতন ভৃত্য তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। কিন্তু ঐ চির-পুরাতন ভৃত্যের মুখ ও চোখের সেই অভাবনীয় আঁধার দেখে বুঝতে তাঁর বাকী থাকল না যে, তাঁদের সর্ব্বনাশ যাহোক কিছু হয়ে গেছে।

ভৃত্য বলে উঠল, "হায় হায়, তুমি এত বিলম্বে এলে? হায়, যদি কাল রাত্রেও আসতে!" ব্যাকুল হয়ে, বাবা কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করে উঠায়, ভৃত্য উত্তর দিল—হাঁ, হাঁ, তিনি আর নাই; পীড়িত হয়ে তিনি শুধু এই কথা কয়টাই বলতে পারতেন ও বার বার বলতেন যে তোমাকে যদি তিনি একবার দেখতে পেতেন। গত রাত্রিতে ঠিক ১০টার সময় তার ফিট্ হোল। আধ ঘণ্টা পরে যেমন তিনি প্রথম কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কহিতে পারলেন, তেমনি তিনি বলে উঠলেন এখনি যেন তোমাকে আনতে যাওয়া হয়। তিনি যেন একবার তোমাকে দেখতে পান। আমরা বল্লুম যে, সকাল হবামাত্রই তোমাকে আনতে যাওয়া হবে। তিনি বোধ হয় তাহা শুনতে পেলেন না এবং মনে হোল তিনি আবার তখনি মূর্চ্ছা গেলেন। ১২টা বাজতে ১৫ মিনিট আছে, এমন সময় তিনি যেন আবার জাগলেন কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য এবং বলে উঠলেন 'হায় যদি আমার ছেলেকে এখানে দেখতে পেতুম! ২টা বাজতে ২ মিনিট আছে, এমন সময় তিনি আবার তার চোখ খুললেন ও আমাদের সকলকে বেশ চিনতে পারলেন। বেশী কিছু বলার তাঁর শক্তি ছিল না তখন, কিন্তু তিনি খুব স্পষ্টভাবে ফিস্ ফিস্ করে বললেন—"আমি চিরদিনের মত চললুম। আমার ছেলেকে দেখে ২।১টা কথা কইবার জন্য আমার প্রাণ কি করছে বলবার নয়। কিন্তু তাকে দেখা আর আমার ভাগ্যে নাই।" এই বলে তিনি যেন গভীর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন। কিন্তু হায় সেটা তাঁর ঘুম নয়—তাঁর মৃত্যু।"

এরূপ বহু ঘটনার কথা সত্যভাবেই জানা আছে। কিন্তু এইটার মত এত চমৎকার, এত স্পষ্ট, এত অবিসংবাদী সত্য ঘটনা প্রায়ই দেখা যায় না। ঐ পুত্রের সারাজীবনে এই ঘটনা জড়িত ছিল স্পষ্ট হয়ে, এবং তিনি বলেন যে, তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন এই ঘটনার দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়েছিল।

আমাদের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে এই সব ব্যাপার। পারলৌকিক জগৎ এই জগৎটার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবেই জড়িত। আমরা কেবল নগ্নচোখে তার রূপ দেখতে পাই না মাত্র। কিন্তু এমন সহস্র উদাহরণ আছে যে, একবার এক মুহূর্ত্তের জন্যও এমনি ঘটনার দর্শনে কাহারো কাহারো ভবিষ্যৎ জীবনটা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত ও সম্পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুগঠিত হয়ে গেছে। আমরা হয়ত এসব ঘটনা শুনে বিশ্বাস করি না বা হঠাৎ একটা দৈবঘটনা মনে করি, কিন্তু যদি আমরা এই সব অলৌকিক ঘটনাদির জন্য অনুসন্ধানে রত হই তাহলে আমরা জেনে অবাক হ'ব যে এরূপ ঘটনা ২।১ জন মাত্র দেখেন না, শত শত ব্যক্তি দেখেন। অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং জরুরিতম আবশ্যকতার দ্বারাই বিদেহী অবস্থায় এইরূপ ভ্রমণ ইত্যাদি সম্ভব। আবার এমন দেখা যায় যে মৃত্যুর পূর্ব্বে, সুবিধাজনক অবস্থা পেলে (যথা, মৃত্যুর আগে দীর্ঘস্থায়ী আচ্ছন্নতা বা অজ্ঞানতা, ইত্যাদি) অতি সামান্যতম, দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রতম ব্যাপার নিয়েও এমনি বিদেহীভ্রমণ সম্ভব হয়।

(১৮)

দৈনন্দিন কার্য্যের জন্য বিদেহীর ভ্রমণ

এখানে আমি একটা ঘটনার কথা জানাচ্ছি যাহার সত্যতা সম্বন্ধে, বিখ্যাত Mr. Stead ও অন্যান্য বহু বিখ্যাত মনীষী নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন। দৈনন্দিন সাংসারিক ব্যাপারেও প্রণোদিত হয়ে মৃত্যুর ঠিক আগে যে সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহ ত্যাগ করে বাইরে গিয়ে ইচ্ছামত ভ্রমণ ও ইচ্ছামত কার্য্য সম্পাদন করতে পারেন, এই ঘটনাটীতে তাহারই প্রমাণ হবে। 'Real Ghost Stories' নামক প্রামাণ্য বহির ১০১ পাতায় এই ঘটনার কথা জানা যায়। ইহা ১৮৯১ সালের জানুয়ারীর ঘটনা।

ঐ দিন সকাল ৮টার সময়, নিউ কাসল সহরের প্রশস্ততম ও জনাকীর্ণ রাজপথের উপর এক ফটোগ্রাফারের দোকানে এক জন ব্যক্তি খুব স্বাভাবিক ভাবে খরিদ্দারের মত এসে তার ফটোটী চাইল। তার ঐ ফটো তোলা হয়েছিল প্রায় ১ মাস আগে—তখনও তাহা পাওয়া যায় নাই। সেটা তখনও ঠিক হয় নাই তাই দোকানী তাকে আরেক দিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দয়া করে আসতে বল্লেন। কিন্তু সে বল্লে যে, সারারাত ধরে তাকে হেঁটে আসতে হয়েছে, আর সে আসতে পারবে না। তখন কেহই এক বিন্দু স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নাই যে, ইহার মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা বা অলৌকিকত্ব আছে।

১ সপ্তাহ পরে তার বাবা এলেন ঐ ফটোর জন্য। তাঁর কাছ থেকেই জানা গেল যে, তারা যখন তার ছেলেকে দোকানে দেখেছে ও যখন তার কথা শুনেছে তখন ঐ ছেলে তার ঘরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল এবং সেই দিন বিকাল ২টা ৩০ মিনিটের সময় তার মৃত্যু হয়েছে। ঐ দোকানের মালিক ডিকিসন সাহেবের সহিতই মূর্ত্তির (Double) সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হয়েছিল। তিনি তাকে আগে ফটো তোলার সময় দেখেন নাই কিন্তু এখানে ফটোটী হাতে নিয়ে এসে দেখে অবাক হয়ে গেলেন যে, এই ব্যক্তি ঠিক ঐ দিন ঐ সময়ে দোকানে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে এসেছিল এবং দিনের আলোকে স্পষ্টভাবে অন্যান্য খরিদ্দারের মত তার সঙ্গে কথোপকথন করেছিল। বিশ্ব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Stead ইহার নাম দিয়াছিলেন Thought Body (ইচ্ছাদেহ)।

(১৯)

ইচ্ছা-দেহের ভ্রমণ ও দর্শন দান

থিওজফি সম্বন্ধে যাঁরাই আলোচনা করেন, তাঁরাই জানেন যে কামনা বা ইচ্ছা মনান্তরে আকার ধারণ করে এবং বহু ক্ষেত্রে Astral বা সূক্ষ্মস্তরেও দেহ ধারণ করে বহুবিধ কাজ করে থাকে। যদি কোনও ব্যক্তি অতি গভীরভাবে চিন্তা করেন যে তিনি কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে আছেন বা কোনও ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন তাঁর ইচ্ছা বা ঐ গভীরতম বাসনা তাঁরই মূর্ত্তি ধারণ করে এবং ঈপ্সিত স্থানে উপস্থিত হয়। মৃত্যুর পর যে ভৌতিক দর্শন হয় ইহা তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ভৌতিক দর্শন দিবার সময় সেই মানুষ নিজেই সূক্ষ্মদেহে আসেন। কিন্তু এখানে আসল মানুষটি আদৌ উপস্থিত হন না; আসলে মানুষ স্বয়ং তার স্থূলদেহের সঙ্গে যুক্ত হয়েই থাকেন। এই যে মূর্ত্তি, ইহা হবে তাঁর ইচ্ছার দ্বারা সৃজিত মূর্ত্তি (Thought Form)। ইহা এক বার ধারণ করলে তখন আর সেই স্থূলদেহীর সঙ্গে কোনও সম্পর্কযুক্ত থাকে না। বহু স্থানে এই ইচ্ছাদেহকে বহু লোকে দেখে থাকেন এবং আসল মানুষ বলে ভয়ানক ভুলও করে থাকেন। এই বিষয়ের বহু সত্য ঘটনা আছে, আমি তার মধ্যে অতি-সত্য কয়েকটা ঘটনা আপনাদের জানাচ্ছি।

অতি উত্তেজনা হেতু এই 'ইচ্ছাদেহ' ধারণ হয়েছিল।

বিখ্যাত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মিঃ ষ্টিড (Stead) তার 'Real Ghost Stories' নামক বহির ৪১ পাতায় এই ঘটনাটী জানিয়েছেন। যে ব্যক্তি তাঁকে এই ঘটনার কথা জানিয়েছিলেন তিনি ২৫ বৎসর পুলিশ কমিশনার এবং ৫ বৎসর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁকে সন্দেহ করবার কোনও কারণ ছিল না।

আলেকজাণ্ডার ড্রুমণ্ড এক জন বিখ্যাত চিত্রকর ছিলেন। তাঁর খুব বড় ব্যবসা ছিল ও বহু লোক তাঁর ব্যবসায় নিযুক্ত ছিল। ওয়াল্টার সাউটার তাঁর সম্বন্ধী ও কেরাণী ছিলেন। কাঁটায় কাঁটায় সকাল ৬টায় তিনি তাঁর দোকানে উপস্থিত হবেন—ইহাই তাঁর বরাবরের নির্দিষ্ট নিয়ম। ঐ সময় দোকানে গিয়েই তিনি কর্ম্মচারীদের হাজিরা নিতেন এবং ব্যবসার ব্যাপারে নিযুক্ত হতেন। এক মিনিটও এদিক ওদিক কখনও কেহ দেখে নাই। এই কাজে কুমারী ড্রুমণ্ড তাঁকে সাহায্য করতেন। এক দিন প্রাতে ৬টায় তিনি এলেন না; জীবনে এরূপ ঘটনা তাঁর কেহ কখনও দেখেন নাই। কিন্তু ৬টা বেজে ২০ মিনিটের সময় তিনি হঠাৎ অত্যন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তেজিতভাবে এলেন; কিন্তু চিরাভ্যস্তভাবে ডেস্কের উপর না বসে তিনি দোকানের অন্য ঘরে গিয়ে দাঁড়ালেন। কুমারী ড্রুমণ্ড ও দোকানের কর্ম্মচারীবৃন্দ সকলেই তাঁকে দেখলেন। কিন্তু ঠিক তার ২০ মিনিট পরে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পুনরায় তিনি তেমনিভাবে দোকানে ঢুকলেন।

এবারে তিনি বললেন, যে আজ ৬টা বেজে ২০ মিঃ সময় তাঁর ঘুম ভাঙল। যা তার জীবনে কখনো হয় নাই। আর তারপর থেকে এই ১ মাইল রাস্তা (দোকান হইতে তাঁহার ঘর ১ মাইল দূরে ছিল) তিনি দৌড়ে দৌড়ে এসেছেন। মিষ্টার ড্রুমণ্ড তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি একটু আগে এসে কোথায় ঢুকেছিলেন? বিস্ময়ে অবাক হয়ে তিনি হাঁ করে চেয়ে থাকলেন ও বললেন—'এই তো আমি প্রথম এলুম।' ঘরে ফিরে গিয়ে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করায় Mr. D. তাঁর স্ত্রীর কাছেও ঠিক একই কথা শুনলেন। স্ত্রী বললেন যে, সত্যি ৬টা বেজে ২০ মিনিটের সময় তিনি ঘুম থেকে উঠেছিলেন। এবং তাঁর জীবনে এরূপ দেরী করে উঠা কখনও ঘটে নাই বলে, তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে পরিত্রাহি হয়ে দোকানে ছুটে ছিলেন।

(২০)

'Night Side of Natures' বহিতে শ্রীমতী ক্রাউ এই ধরণের বহু সত্য ঘটনার কথা জানিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটার কথা আপনারা শুনুন—

উইমার সহরে ট্রিপলিন নামে এক জন বড় সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। এক দিন তিনি তাঁর অফিসে ১টি দরকারী কাগজ আনবার জন্য গিয়ে, দেখেন যে তাঁরই চেয়ারে দলিলটা হাতে নিয়ে বসে আছেন ঠিক অবিকল তিনি। অত্যন্ত ভয় পেয়ে তিনি ঘরে পালিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসেন এবং তাঁর ঝিকে পাঠিয়ে দেন। টেবিলে যে কাগজটি আছে সেইটাই যেন সে নিয়ে আসে বলে দেন। ঝিও গিয়ে দেখে যে তার প্রভু চেয়ারে বসে সেই কাগজ নিয়ে আছেন। ঝি মনে করেছিল—বাবু অন্য সোজা পথে ছুটে আগেই এসে গেছেন। এখানে ট্রিপলিনের ঐ মন তার দেহের অনুরূপ দেহ গ্রহণ করে তথায় উপস্থিত হয়েছিল।

(২১)

ঠিক এই ধরণের **ইচ্ছাদেহ** ধারণের আর একটী অতীব সত্য অথচ অতীব বিস্ময়কর ঘটনার ফল পাওয়া যায় (Light, 1882, P. 26)। ডাঃ George Wyld বহু অনুসন্ধানের পর ও বহু পরীক্ষার পর ইহার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হয়ে জানিয়েছিলেন—কুমারী জ্যাকসন, তার মা ও তাদের ২টী পরিচারিকার সহিত আমার খুবই পরিচয় ছিল। কুমারী জ্যাকসন অত্যন্ত দয়াবতী নারী ছিলেন এবং তিনি প্রায় অধিকাংশ সময়ই দরিদ্রদিগের মধ্যে তাদের সেবা যত্ন নিয়ে কাটাতেন।

এক দিন সারাদিনটা তাদের মধ্যে কাটিয়ে তিনি সন্ধ্যার দিকে অত্যন্ত ক্লান্ত ও শীতার্ত্ত হয়ে পড়েন এবং অতি সত্বর ঘরে ফিরে আগুনের পাশে বসে নিজেকে সুস্থ করতে ইচ্ছা করেন। সেদিন তিনি তার চিরাভ্যস্ত কাল হস্ত-আবরণীটীকে তাড়াতাড়িতে খুঁজে না পাওয়ায় ফিরবার পথে সবুজ দস্তানা পরেই ঘরে ফিরবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলেন। তার মনে জাগল যে এখনি ঘরে ফিরে রান্নাঘরের উনুনের পাশে বসে নিজেকে যদি সুস্থ করে নিতে পারতুম তবেই বুঝি বাঁচতুম। ঠিক যে মুহূর্ত্তে তার মনে ঐ ব্যাকুল বাসনার উদয় হোল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বাড়ীর পরিচারিকারা দেখল যে সদর দরজার কপাট খুলে কুমারী জ্যাকসন ঢুকলেন ও সোজা রান্নাঘরে গিয়ে, আগুনের পাশে বসে হাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেঁকতে লাগলেন। চাকররা দেখে অবাক হোল যে ইঁহার হাতে এমন সবুজ দস্তানা কেন, এরূপ দস্তানা তিনি কখনও ব্যবহার করেন নাই। উহাদের মনে ঐরূপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জ্যাকসন অন্তর্দ্ধান হয়ে মিলিয়ে গেলেন তাদের চোখের সামনেই।

অত্যন্ত ভয় পেয়ে পরিচারিকারা এই কথা তার মাকে জানালো। যদিও মনে মনে তার মা একটু ব্যাকুল ও ভীত হলেন তবুও মুখে বল্লেন যে ইহা একটা মিথ্যা দৃশ্য মাত্র। কারণ কন্যা কখনও কাল ছাড়া সবুজ দস্তানা পরে না, সবুজ দস্তানা তার একটীও নাই।

আধ ঘণ্টা পরে মিস্ জ্যাকসন সশরীরে এসে হাজির হলেন ও সোজা ঠিক তেমনিভাবে রান্নাঘরে গিয়ে উন্থনের পাশে বসে হাত সেঁকতে লাগলেন।' সব চাইতে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে সত্য সত্যই তার হাতে সবুজ দস্তানা রয়েছে।

তিনি বল্লেন যে, আজ হঠাৎ ঐটা পরেছি। তা ছাড়া তিনি বল্লেন যে আধ ঘণ্টা আগে অত্যন্ত ক্লান্তি জন্য আসার এত অদম্য কামনা মনে জেগেছিল যে যদি সেই মুহূর্ত্তেই ঘরে এসে রান্নাঘরে উন্থনের পাশে বসে হাত সেঁকতে পারতুম তবে যেন বাঁচতুম।

(২২)

মৃত্যুর ঠিক অব্যবহিত আগেই বা ঠিক অব্যবহিত পরেই সূক্ষ্মদেহ আকার নিয়ে প্রিয়তম ব্যক্তির নিকট আসেন ও ঐ অবস্থায় বহু অত্যাবশ্যকীয় কথাবার্ত্তা কহেন। এই সত্য ব্যাপারের বহু ঘটনা নিত্য ঘটে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ এই সব অলৌকিক ঘটনার কোনও মূল্য দেওয়া হয় না। এই অত্যাবশ্যকীয় ও একান্ত সত্য ঘটনাগুলিকে কেবলমাত্র 'ভুতুড়ে গল্প' নামে তাচ্ছিল্য করা হয়। কিন্তু ওদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক এই সব ঘটনা ও তত্ত্ব নিয়ে কতই না আবিষ্কার করে গেছেন। ধন্য তাঁদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যবসায় ও সততা। আজ তাঁদের কৃপাতেই পারলৌকিক রহস্য, সূক্ষ্ম-দেহের শক্তি, পরলোক মনোলোক সম্বন্ধে এত জ্বলন্ত সত্য ঘটনা স্পষ্ট ভাবে জানা গেছে। আমাদের দেশেও যোগী পুরুষ ও সন্ন্যাসিগণ এই সব ব্যাপার তাঁদের অলৌকিক দিব্য দৃষ্টি ও দিব্যশক্তিদ্বারা প্রত্যক্ষ করেন। আমরা তাঁদের কাছ থেকেই জেনেছি এসব চিন্তা, ঘটনা বা মাথা গরমের ও স্বপ্নের কার্য্য নয়। ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, অসীম মনন শক্তি এবং অপরিসীম ধ্যানের ও ইচ্ছাশক্তির দ্বারা এই সবের সত্যতা আপনারাও স্পষ্ট দেখতে পারেন। কত সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে থাকাকালীন মৃত্যুর সময়, বহু সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত তার স্ত্রীর সামনে উপস্থিত হন ও দেখা দেন, কত বিদেশস্থ মা তাঁর মৃত্যুশয্যায় মৃত্যু মুহূর্ত্তে বহু সহস্র মাইল দূরে থাকা তাঁর প্রিয়তম পুত্র কন্যাদের সামনে দেহ ধারণ করে দেখা দেন, তার সংখ্যা নাই। ওদেশে এদেশে সর্ব্বত্রই এমন ঘটনা ঘটে ও ঘটেছে।

মৃত্যুকালে স্থূলদেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্মদেহ যে শুধু দেহরূপে দূরে দেখা দেন তা নয়, তারা ঐ সূক্ষ্মদেহ নিয়ে কথা কইতে ও অন্যান্য অনেক কাজও করতে পারেন, যাহা যাহা করবার জন্য স্থূলদেহের স্থূলশক্তির দরকার হয়। এইরূপ একটী ঘটনা আমি নিম্নে জানাচ্ছি আপনা-দিগকে। Dr. Frederick George Lee তাঁর সুবিখ্যাত পুস্তক 'Glimpses in the Twilight' নামক বহির ১৮৮ পাতায় এই ঘটনাটি জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে এই ঘটনাবলীর সম্বন্ধে তিনি বিশেষ-ভাবে অনুসন্ধান করে বিশেষভাবে বুঝিয়াছিলেন যে ইহা অতীব সত্য ঘটনা।

গ্রীনউইচ সহরে হ্যামন্ড সাহেবের বহু চাকরানির মধ্যে একটী পরি-চারিকা ছিল, তার নাম শ্রীমতী পটার। তার একটী ১৫ বছরের অতি চঞ্চল ও দুষ্ট ছেলে ছিল। ডরিস (Doris) নামক জাহাজে তাকে নাবিক রাখা হয়েছিল। ছেলেটী ছিল অতি বুদ্ধিমান ও অতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজের লোক ; এবং সে প্রায়ই জাহাজ ছেড়ে পালাত। জাহাজের কাপ্তেন বিশেষ স্নেহবশে তাকে ক্ষমা করতেন এবং সে ফিরে এলে পুনরায় তাকে কাজে লইবেন বলেছিলেন। ইতিমধ্যে তার মা তখন হ্যামণ্ডের ঘরের কাজ ছেড়ে, পুনরায় বিবাহ করে অন্যত্র চলে গেছেন। ঐ ছেলেটী বহু দিন আগে চলে যাওয়ায় সে এই সব বিষয়ের কিছুই জানত না।

এরূপ অবস্থায় এক দিন ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রে হ্যামণ্ড সাহেবের সদর দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। ঘরের ঝি 'মেরী' সাড়া দিল ও দরজা খুলে দিল। একটী ছেলে ঢুকল, এবং পরক্ষণেই চলে গেল ও দরজা বন্ধ হয়ে গেল। শ্রীমতী হ্যামণ্ড সেদিন অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়েছিলেন। তিনি স্পষ্ট তার পূর্ব্বের পারিচারিকা পটারের পুত্রের গলা শুনতে পেয়ে, ঝিকে ডেকে বল্লেন—কে ডাকছিল ?

ঝি বল্লে—'মা, একটা ছেলে তার গায়ে নাবিকের বেশ। সে তার মাকে খুঁজছিল।' শ্রীমতী হ্যামণ্ড অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন "ছেলেটী দেখতে কেমন ?" ঝি যা বর্ণনা দিল তাতে সে যে পটারেরই ছেলে তা জানতে শ্রীমতী হ্যামণ্ডের বাকী রহিল না। ঝি বল্লে—মা, ছেলেটী দেখতে বেশ চমৎকার ; গায়ে তার নাবিকের পোষাক, কিন্তু তার পায়ে কিছুই নাই ; তাকে খুব বিবর্ণ ও পাণ্ডুর দেখাচ্ছিল এবং মনে হোল যে সে যেন ভয়ানক অসুস্থ ও যেন খুব কষ্ট ভোগ করছে। যখন আমি তাকে বল্লুম যে তার মা এখানে নাই, তখন সে তার কপালে হাত ঠুকে বল্লে, 'হায় মা, এবার আমি কি করি ?'

শ্রীমতী হ্যামণ্ড তাঁর স্বামীকে ডেকে বল্লেন—দেখলে, আবার সেই ছেলেটা জাহাজ থেকে পালিয়ে এসেছে।

তারা চারিদিকে লোক পাঠিয়ে অনুসন্ধান করলেন, কিন্তু কোথাও আর তাকে দেখা গেল না। তারা ঐ ছেলেটীর শিক্ষক ডাঃ টড

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাহেবের কাছে গেলেন। তিনি বল্লেন, না, পটার কখনও পালিয়ে আসে নাই জাহাজ থেকে। আমি ২ সপ্তাহ আগেও তার পত্র পেয়েছি। সে বেশ ভালই আছে এবং জাহাজে খুব যত্নের সহিতই পরমানন্দে কাজকর্ম্ম করে চলেছে।"

তারপর মাষ্টার মহাশয় তাঁর কাছে বহু ছাত্রের ফটো বের করে সেই পরিচারিকাকে দেখিয়ে বল্লেন, ইহাদের মধ্যে কোনও ছেলে কি এসেছিল? তিনি পটারের ছবি সকলের নিচে রেখে অন্যান্য বহু ছাত্রের ফটো তাকে দেখালেন; তার বর্ণনাটার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য তাকে অন্য ১টা ছাত্রের ফটো নিয়ে বল্লেন "দেখ দেখি, এই ছেলেটী বহু বার জাহাজ থেকে পালিয়ে আসে।"

শেষে ঝি বল্লে—না মহাশয় এ ছেলেটী নয়। তারপর মেরী তাড়াতাড়ি পটারের ছবিটী তুলে নিয়ে বল্লে—হ্যাঁ হ্যাঁ, এইত হুবহু সেই ছেলে; যে এসেছিল ও তার মাকে খুঁজছিল!"

সমস্যার সমাধান হয়ে গেল শীঘ্রই। পর মাসে অর্থাৎ অক্টোবরে জাহাজের কাপ্তেনের কাছ থেকে ডাঃ টড একটী পত্র পেলেন। তাতে এই লেখা আছে—"মহাশয়, টম পটারের মাতার ঠিকানার কোনও অনুসন্ধান করতে না পেরে বাধ্য হয়ে অতীব দুঃখের সহিত আপনাকে জানাচ্ছি গত ৬ই সেপ্টেম্বর জাহাজের একটা দুর্ঘটনায় টম পটার মারা গিয়াছে।"

হায়, ৬ই অক্টোবর টম পটার মারা যায়, এবং ২দিন ধরে তার মাকে খুঁজতে খুঁজতে, ৮ই সেপ্টেম্বর তাদের পূর্ব্ব মনিবের ঘরে এসে হাজির হয়েছিল!

ঐ পরিচারিকা যদি একটু বুদ্ধিমতী হত, তবে হয়ত আমরা এই বিষয়ের আরো অনেক খুঁটিনাটি সংবাদ—টম পটারের সূক্ষ্ম দেহের কাছ থেকে জানতে পারতুম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২৩)

চিহ্নদ্বারা মৃত্যু সংবাদ প্রদান

মৃত্যুর পরই, অনেক সময় অনেক মৃত আত্মা, সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে দেখা দিতে পারেন না, বা কথাবার্ত্তা কহিবার ক্ষমতাও তখন পর্য্যন্ত লাভ করতে পারেন না। এসব অবস্থায় বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যে, তাঁহারা একটা নির্দ্দিষ্ট কোন চিহ্ন দ্বারা বা কোনও কাজ করার দ্বারা তাঁদের প্রিয় প্রিয়ার কাছে মৃত্যুসংবাদ প্রদান করেন। এরূপ বহু ঘটনা এদেশে ওদেশে প্রায়ই দেখা যায়। তন্মধ্যে আমি অতি সত্য ও অতি পরীক্ষিত একটী ঘটনার কথা আপনাদিগকে জানাচ্ছি—

'At the Moment to Death' বহির ৩০৫ পাতায় এই সুবিখ্যাত ঘটনার কথা লেখা আছে। M. Flammarion এবম্বিধ বহু ঘটনার সম্বন্ধে বহু তথ্যানুসন্ধান করেছেন।

ইং ১৯১৭ সালের প্রথম মাসে রিজবেক সাহেব (Madame Pauline Reisbeck-এর স্বামী) যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন। তাঁর বয়স ৪০-এর উপর হওয়ায় তাঁকে সৈন্যদিগের পশ্চাৎভাগে রাখা হয়েছিল এবং সেজন্য তাঁর বিষয়ে উদ্বেগের কিছুই ছিল না। ১২ ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে তাঁর পত্নী পলিন রিজবেক তাঁর ঘরে ঢুকলেন। তিনি কোনও জিনিষের খোঁজে যেমন তাঁর ঘরে পা দিলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে, ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটার সময়, হঠাৎ দরজার মাথার উপরে রাখা তাঁর স্বামীর বৃহৎ ফটোটি পড়ে গেল এবং গড়িয়ে এসে স্ত্রীর পায়ের কাছে এল। তাড়াতাড়ি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে তাঁর স্ত্রী দেখলেন যে, ফটোটা পড়বার কোনও কারণ নাই। কারণ তার বাঁধবার শিকল ও গজালি খুব ভালই আছে।

তিনি খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন। সকলেই তাঁকে সান্ত্বনা দিল যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা একটা হঠাৎ ঘটনা মাত্র এবং ইহা নিয়ে এমন হৈ চৈ করা বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা নারীদের পক্ষে লজ্জার বিষয়।

কিন্তু পত্নীর মনে শান্তি এলো না। ৩ সপ্তাহ পরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাঁর সংবাদ এলো—১২ ফেব্রুয়ারী ১০টার সময় মাথায় গুলি লেগে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

(২৪)

মৃত্যুশয্যায় দর্শন দান

বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মৃত্যুশয্যায় শায়িত নরনারীরা মৃত্যুর পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে তাঁদের মৃত আত্মীয় স্বজনদিগকে দেখতে পান। পূর্ব্বে আমি জানিয়েছি যে ইহজগতের কার্য্য শেষে, যখন নরনারীদের পারলৌকিক যাত্রা আরম্ভ হয়। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মৃত আত্মীয়দিগের মূর্ত্তি চক্ষের সামনে বিছানার চারিদিকে আসে। স্বামীর মৃত্যুশয্যায় বহু স্থলে দেখা গেছে যে তার মৃত স্ত্রী এসে দাঁড়িয়েছেন; মৃতকল্প স্বামী চিৎকার করে স্ত্রীর নাম ধরে ডাকেন ও সকলকে বলেন সে এসেছে।

এমনি ভাবে ছেলেমেয়ের মৃত্যুশয্যায় তাদের মৃত বাবা বা মৃতা মা, বা মৃতা দিদি ও বোন প্রায়ই এসে দেখা দেন। তেমন সময় দেখা যায় যে রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর ও বিরস বদনখানি সুখে ও আনন্দে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠে। বদনে খেলে মিলনানন্দের মাধুরী। অনেকে বলে উঠেন—তুমি এসেছ, ওগো তোমাকে ভেবে ভেবে যে আমি দিন গুনছিলুম। আজ আমার সব সার্থক। বল কোথায় আমাকে নিয়ে যাবে, আমি মহানন্দে তোমার হাত ধরে সেই দেশে যাব।

যাদের হারিয়ে আমাদের বুক গেছে ভেঙ্গে, যাদের অদর্শনে আমরা হয়ে আছি অন্ধ, আমাদের ইহলোকের যাত্রাশেষে যখন ওপারের দিকে পা বাড়াব, সেই নূতন ও অজানা জায়গায় নিয়ে যাবার জন্য সেই মহা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ধিক্ষণে পাশে এসে দাঁড়ায় আমাদের সেই হারানো—তারা, তাহলে ঐ বিষয়ের চিন্তাতেও রোমাঞ্চ হতে হয় না কি ?

আমি বহু ঘটনা এরূপ নিজ চক্ষে দেখেছি। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে এমনি বহু লোককে আমি দেখেছি। ঐরূপ তাদের হারানো প্রিয় প্রিয়ার মূর্ত্তি দেখা ও তাদের সম্বোধন করে কথা কওয়া। কিন্তু এইখানে আরো অসম্ভব একটা ব্যাপার বহু স্থলে দেখা যায় যে, মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে এমন সব লোকের চেহারা দেখা যায় যাঁহাদের মৃত্যুর সংবাদ মৃত্যুপথযাত্রী আদৌ জানেন না, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সত্যই তাঁরা মারা গেছেন।

নিম্নের ঘটনাতে ঠিক এই কথার সত্যতাই প্রমাণিত হবে। জেনি এবং এডিথ নামে দুইটী আট বছরের বালক একই স্কুলের একই ক্লাসে পড়ত, এবং তারা দুজনে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বন্ধু ছিল। ১৮৮৯ সালের জুনমাসে দুই জনেরই ডিপথিরিয়া হোল এবং বুধবার দুপুরে জেনি মারা গেল।

এডিথের বাবা মা এবং তার চিকিৎসক বহু যত্নে এই দুঃসংবাদটা এডিথের কাছে গোপন করলেন, পাছে এই মর্ম্মান্তিক সংবাদে এডিথের ক্ষতি হয়। এডিথ তার মৃত্যুসংবাদ আদৌ জানল না।

৮ই জুন শনিবার দুপুরে, তার মৃত্যুর ও অজ্ঞান হবার একটু আগেই এডিথ বল্লে—'বাবা, আমার দুই খানা ফটো তুমি নিশ্চয়ই জেনিকে পাঠিয়ে দিও।' এই বলে সে সকলের কাছেই বিদায় নিল।

এডিথ সেই শনিবারের সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। মৃত্যুর ঠিক একটু আগেই হঠাৎ তার জ্ঞান ফিরে এল। সে নির্ভয়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় চাইল। সে বলতে লাগল যে, তার যে সব বন্ধুরা আগে মারা গেছে সে এখন তাদের সবাইকে দেখতে পাচ্ছে তার কাছে। তারা সবাই হাসিমুখে এসেছে তাকে আহ্বান করে নিতে।

কিন্তু, তার একটুক্ষণ পরেই—হঠাৎ এডিথ অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলে উঠল—"একি বাবা, জেনিও যে এসেছে এখানে? জেনিও যে আমাকে নিয়ে চলেছে। কৈ তোমরা আগে বল নাই যে জেনি ঐ দেশে গেছে।"

এই বলেই এডিথ পরম ভালবাসায় ও প্রীতিভরে তার ক্ষুদ্র বাহু দুটী বাড়িয়ে দিল তাকে জড়িয়ে ধরবার জন্য, এবং পরে পরম উল্লাসে বলে উঠল—"জেনি জেনি, আমার যে কত আনন্দ হচ্ছে, তুমিও আজ আমার সঙ্গে, তুমিও নিতে এসেছ আমাকে?"

মৃত্যুপথযাত্রীর চিরবিদায়ের কালে, এপারের তার সকল কাজ সকল বন্ধন মুক্ত হবার কালে, আগেই যাঁরা চলে গেছেন তাঁরা যদি আসেন নিতে, তবে মৃত্যুর আর কোনও দুঃখই কি থাকতে পারে? হায়, সেই অজানা অচেনা নূতনলোকে প্রবেশ করার মুখে যেন আমিও এমনি দেখতে পাই আমার যে সব প্রিয় প্রিয়া আমায় ছেড়ে আগেই চলে গেছেন সেখানে। তাদের দেখে আমিও যেন পরম উল্লাসে বলে উঠতে পারি—এসেছ, তোমরা এসেছ? আমিও যেন পরমানন্দে বলতে পারি—"আমার হাত ধরে ওগো নিয়ে চল মোরে, আমি যে পথ চিনি না।"

সকলেই ঐ সময় দেখতে পাবেন ও দেখতে পান। মৃত্যুপথযাত্রীর মৃত্যুশয্যাপাশে মৃত আত্মারা সকলেই এসে দাঁড়ান। না দাঁড়ালে হবে কেন? ইনি যে নূতন অতিথি, চলেছেন সেই নূতন অজানা দেশে। না এলে কে ইহাকে দেখিয়া দিবে, নূতন জায়গা নূতন ঘরের সন্ধান। না এলে ইহলোকের মায়াচ্ছন্ন, বন্ধনমুক্ত আত্মা কেমন করে চিরবিদায়ের সময় পরম আনন্দে, অসীম শান্তিভরে, বলে উঠতে পারবে—

সম্মুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপসংহার

শোকার্ত্তা বিয়োগবিধুরা মা-দিগকে আমি এই গানটী শুনিয়ে বিদায় নিতে চাই।

কেঁদো না কেঁদো না মাগো
কাঁদিলে কি তারে পাবে ?
যখন যাহার সময় হবে
তখন সে যে চলে যাবে।
কর্ম্ম তাহার সাঙ্গ হ'লে,
যায় চলে মা যায় চলে,
দুদিন ভবে এসেছিল,
মা বলে সে ডেকেছিল,
এখন সে যে চলে গেল,
তোমায় একা ফেলে ভবে ॥
দুদিন মায়ায় বদ্ধ হয়ে
বক্ষে তারে ধরেছিলে
এখন মায়া, কেটে গেল চলে.
যাও তারে মা যাও ভুলে।
যদি, তারে ভালবেসে থাক,
তাহার তরে কেঁদো না'কো,
সে যে, সংসার ছেড়ে আছে ভালো,
যায় না সেথা দুখের আলো,
সুখের আলো বিরাজিত
সেথা সবার মিলন হবে ॥

আসুন, আমরা সবাই তাঁর চরণে এই বলে প্রার্থনা জানাই যে, বিদেহী আত্মার আত্মীয়রা যেন শান্তি পান। মঙ্গল হোক হারানো মাণিকদের, মঙ্গল হোক আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সমগ্র বিশ্বের।

সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডাঃ রাধারমণ বিশ্বাস

প্রণীত পুস্তকাবলী

১।	ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বর চিকিৎসা (৫ম সং) বিলাতি বাঁধাই		৩·৫০
	ঐ কাগজের মলাট		৩·০০
২।	ডায়েরিয়া ও অন্যান্য উদর রোগ চিকিৎসা (৩য় সং)		১·০০
৩।	সিফিলিস ও গনোরিয়া চিকিৎসা (২য় সং)	...	৩·০০
৪।	গর্ভিণী ও প্রসূতি চিকিৎসা (৩য় সং)	...	৩·২৫
৫।	ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোনিয়া চিকিৎসা	...	১·৫০
৬।	উন্মাদ ও মনোব্যাধির চিকিৎসা	...	৪·৫০
৭।	নোসোড্‌স বা রোগজ ঔষধাবলী (৩য় সংস্করণ)	...	২·২৫
৮।	পকেট মেটিরিয়া-মেডিকা (৫ম সং)	...	৬·৫০
৯।	ঔষধের মনোলক্ষণ ও মেটিরিয়া-মেডিকা	...	৪·০০
১০।	ঔষধের ক্রিয়াকাল ও সম্বন্ধ (২য় সং)	...	১·৫০
১১।	গ্রন্থিরস বিজ্ঞান ও হোমিওপ্যাথি	...	২·২৫
১২।	আমার ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা (২য় সং)	...	৫·৫০
১৩।	মৃত্যুর পর কি হয় ও কোথায় যায় ? (৩য় সং)	...	৪·০০

প্রাপ্তিস্থান—

হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং (প্রাইভেট) লিঃ

১৬৫নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকাবলী

সরল বাইওকেমিক চিকিৎসা—ডাঃ আর, কে, মুখার্জী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২২৪ পৃষ্ঠা	১·৭৫
অর্শ প্রতিকার—ডাঃ এ, পি, ঘোষ, ৪র্থ সংস্করণ, ১২০ পৃষ্ঠা	১·০০
বেরিবেরি—ডাঃ এল, এম, পাল, ৩য় সংস্করণ, ৯০ পৃষ্ঠা	১·০০
স্ত্রীরোগ চিকিৎসা—ডাঃ এস, এম, ভড়, ৫ম সংস্করণ, ৩৮২ পৃষ্ঠা	৩·৭৫
শিশুরোগ চিকিৎসা—ডাঃ এস, এম, ভড়, ৫ম সংস্করণ, ৩১৮ পৃষ্ঠা	৩·০০
চিররোগের প্রকৃতি ও প্রতিকার—ডাঃ এস, চ্যাটার্জী, ২য় সংস্করণ, ৩১৮ পৃষ্ঠা	৩·০০
ম্যালেরিয়া জ্বর চিকিৎসা—ডাঃ কে, এন, বসু, ৫ম সংস্করণ, ৩৪০ পৃষ্ঠা	৩·০০
ভারতীয় ঔষধাবলীর সংক্ষিপ্ত ভৈষজ্যতত্ত্ব—ডাঃ কে, এন, বসু, ৮ম সং, ২৩৩ পৃষ্ঠা	২·২৫
বাতরোগ চিকিৎসা—ডাঃ কে, এন, বসু, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৭ পৃষ্ঠা	১·৫০
বসন্ত ও হাম চিকিৎসা—ডাঃ কে, এন, বসু, ৩য় সংস্করণ, ১৪৮ পৃষ্ঠা	১·২৫
সহজ কলেরা চিকিৎসা—ডাঃ কে, এন, বসু, ৩য় সংস্করণ, ১৫৬ পৃষ্ঠা	০·৭৫
ব্লাড প্রেসার—ডাঃ কে, এন, বসু, ২য় সংস্করণ, ১৬৬ পৃষ্ঠা	২·০০
সরল বক্ষঃস্থল পরীক্ষা—ডাঃ কে, এন, বসু, ২০৮ পৃষ্ঠা	২·৫০
ফিজিওলজি—ডাঃ জে, সি, চ্যাটার্জি, ৭ম সংস্করণ, ৪১২ পৃষ্ঠা	৫·৫০
জ্বর চিকিৎসার সারসংগ্রহ—ডাঃ জে, এম, মিত্র, ৩য় সংস্করণ, ৩৯ পৃষ্ঠা	০·৭৫
ঔষধ পরিচয় বা মেটিরিয়া মেডিকা—ডাঃ নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪র্থ সং, ৭৬৫ পৃঃ	৯·০০
ম্যালেরিয়া জ্বর চিকিৎসা—ডাঃ নীলমণি ঘটক, ৩য় সং, ৪৬৪ পৃষ্ঠা	৫·২৫
ধাতু-দৌর্ব্বল্য—প্রফুল্লচন্দ্র ভড়, ৫ম সংস্করণ, ১৯৭ পৃষ্ঠা	১·৫০
ঋতু সম্বন্ধীয় পীড়া—প্রফুল্লচন্দ্র ভড়, ৪র্থ সংস্করণ, ২২২ পৃষ্ঠা	১·৫০
রতিজ রোগ—প্রফুল্লচন্দ্র ভড়, ২য় সংস্করণ ১৪২ পৃষ্ঠা	১·২৫
বাইওকেমিক কম্পারেটিভ মেটিরিয়া মেডিকা—ডাঃ বি, কে, বসু, ৯ম সং, ৩৭৬ পৃঃ	৩·৫০
ঔষধের শক্তি ও মাত্রা—ডাঃ বি, কে, বসু, ৩য় সংস্করণ, ১৩৯ পৃষ্ঠা	১·২৫
মানসিক লক্ষণের মেটিরিয়া মেডিকা—ডাঃ বি, কে, বসু, ৫৮৫ পৃষ্ঠা	৭·০০
রক্ত ও রক্ত পরীক্ষা—ডাঃ বি, বি, সেন, ৫ম সং, ৪৫ পৃষ্ঠা	০·৭৫
মূত্র পরীক্ষা—ডাঃ বি, বি, সেন, ৬ষ্ঠ সং, ৪০ পৃষ্ঠা	০·৭৫
পকেট মেটিরিয়া মেডিকা—ডাঃ আর, বিশ্বাস, ৫ম সং, ৬৫২ পৃষ্ঠা	৬·৫০
ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বর চিকিৎসা—ডাঃ আর, বিশ্বাস, ৫ম সং, ২৪৩ পৃষ্ঠা	৩·০০
ঐ বিলাতি বাঁধাই	৩·৫০
নোসোডস—ডাঃ আর, বিশ্বাস, ৩য় সংস্করণ, ১৮০ পৃষ্ঠা	২·২৫
ডায়েরিয়া—ডাঃ আর, বিশ্বাস, ৩য় সংস্করণ, ১১৩ পৃঃ	১·০০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গর্ভিণী ও প্রসূতি চিকিৎসা—ডাঃ আর, বিশ্বাস, ৩য় সং, ৩১৬ পৃঃ ৩·২৫
আমার ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা—ডাঃ আর, বিশ্বাস, ২য় সংস্করণ, ৩৪৭ পৃঃ ৫·৫০
গ্রন্থিরস বিজ্ঞান ও হোমিওপ্যাথি—ডাঃ আর, বিশ্বাস, ১৩৫ পৃঃ ২·২৫
ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোনিয়া—ডাঃ আর, বিশ্বাস, ১২২ পৃঃ ১·৫০
ঔষধের ক্রিয়াকাল ও সম্বন্ধ—ডাঃ আর, বিশ্বাস, ২য় সংস্করণ, ১২০ পৃঃ ১·৫০
পকেট থেরাপিউটিক্স—ডাঃ আর, বিশ্বাস, ৪৪৮ পৃঃ ৬·০০
জ্বর চিকিৎসা—ডাঃ হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ২য় সংস্করণ, ১৩৩ পৃঃ ১·৫০
হোমিওপ্যাথিক গো-চিকিৎসা—ডাঃ শ্রীসন্তোষকুমার মণ্ডল, ৩০৫ পৃঃ ৫·০০
ঔষধ বাছাই প্রণালী—ডাঃ শ্রীগৌরীনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৩০ পৃষ্ঠা ২·০০
সরল পারিবারিক চিকিৎসা—৭ম সংস্করণ, ৬৬২ পৃঃ ৪·৫০
সংক্ষিপ্ত সরল পারিবারিক চিকিৎসা—৪র্থ সংস্করণ, ২৪৪ পৃঃ ১·৭৫
রোগী পরীক্ষা ফরম (ইংরাজী ও বাংলা) ১ খানি ০·১৬, ১২ খানি ১·৫০
লেবেল বই (ইংরাজী) ১ খানি ০·৬২, ১২ খানি ৭·০০, ১০০ খানি ৫০·০০
লেবেল বই—(বাংলা) ১ খানি ০·৫০, ১২ খানি ৫·০০, ১০০ খানি ৩৭·৫০
ঐ —(হিন্দী) ১ খানি ০·৫৬, ১২ খানি ৬·০০, ১০০ খানি ৪১·০০
হ্যানিম্যানের ছবি (বড় সাইজ ১৩"×১০") প্রত্যেকখানি ০·৬২, ডজন ৬·০০

LIST OF OUR HINDI PUBLICATIONS

Biochemic Comparative Materia Medica & Therapeutics —Dr. B. K. Bose, Pages 448 ... 5·00
Bhesaj Ratnakar—Dr. E. B. Nash, (Translation of "Leaders in Homœopathic Therapeutics"), 2nd Ed., Pages 564 ... 6·00
Bharatiya Aushadhabali—Dr. K. N. Basu, 4th Ed., Pages 176 1·50
Comparative Materia Medica—Dr. N. C. Ghose, 9th Ed., Pages 1471 ... 9·50
Practitioner's Guide—Dr. N. C. Ghose, 1st & 2nd Parts, 6th Ed., Pages 1128 ... 8·50
Practitioner's Guide—Dr. N. C. Ghosh, 3rd Part, Pages 417 4·25
Dhatu Dowrballya—P. C. Bhar, 4th Ed., Pages 124 ... 2·25
Ritu Sambandhiya Peera—P. C. Bhar, Pages 217 ... 2·25
Saral Biochemic Chikitsa—Dr. R. K. Mukherjee, 5th Ed., Pages 211 ... 2·00
Saral Paribarik Chikitsa—4th Edition, Page 889 ... 7·00
Sankshipta Saral Paribarik Chikitsa—4th Edition, Pages 382 3·50
Cholera—3rd Edition, Pages 185 ... ... 1·50

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIST OF OUR ENGLISH PUBLICATIONS

Homœopathic Treatment of Asthma—Dr. Fortier Bernoville, 3rd Edition, Pages 114 ... 1·75

What is a Homœopathic Dilution and How Homœopathic Medicine Acts—A Berne, 2nd Ed. Pages 64 ... 1·50

Life of Dr. Mahendra Lal Sircar, M.D., D.L., C.I.E.—Dr. S. C. Ghose, 2nd Ed., Pages 424 ... 3·00

Drugs of Hindoosthan—Dr. S. C. Ghose, 3rd Ed., Pages 369 4·50

Dr. W. Younan's Therapeutic Hints—Dr. K. D. Goswami, 4th Edition, Pages 298 ... 4·00

Selected Help in Children's Diseases—Dr. W. Karo, 2nd Ind. Ed. Pages 51 ... 1·25

Homœopathy in Women's Diseases—Dr. W. Karo, Pages 77 1·50

Diseases of the Male Genital Organs—Dr. W. Karo, Pages 68 1·50

Diseases of the Skin—Dr. W. Karo, Pages 80 ... 1·75

Rheumatism—Dr. W. Karo, Pages 37 ... ... 1·00

Urinary and Prostatic Troubles—Dr. W. Karo, Pages 45 ... 1·25

Diseases of the Respiratory System—Dr. W. Karo, Pages 69 1·50

Dr. Mahendra Lal Sircar's Therapeutic Hints—Dr. A. N. Mukherjee, 3rd Edition, Pages 270 ... 3·00

Suppurations and Neuralgia—Dr. A. L. Rousseau, 2nd Ed., Pages 107 ... 1·50

Difficult and Backward Children—Dr. Leon Vannier, 3rd Edition, Pages 116 ... 1·75

Publishers :

HAHNEMANN PUBLISHING CO., (PRIVATE) LTD.

165, Bowbazar St., Calcutta-12

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলিকাতার শ্রেষ্ঠ সম্মোহনবিদ্, মেসমেরিজ্‌ম দ্বারা মানসিক রোগের বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং প্রবীণ হোমিওপ্যাথ

ডাঃ জে, চৌধুরী, এম-এ প্রণীত দুইখানি পুস্তক

মানসিক রোগে

মেসমেরিজ্‌ম ও হোমিওপ্যাথি

এই অমূল্য পুস্তকখানি আজই পাঠ করুন এবং মাত্র একটী মাসের চেষ্টায় মেসমেরিজ্‌ম বা **সম্মোহন বিদ্যার সংক্ষিপ্ত প্রণালী** শিক্ষা করিয়া আপনার নিজের, ছেলে মেয়ের এবং রোগিগণের যাবতীয় মানসিক রোগ নিজেই অঙ্কুরে বিনাশ করুন। মনে রাখিবেন, মানসিক ব্যাধির চরম পরিণতি উন্মাদ ! !

মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথির শক্তিও অতুল। এই পুস্তকে আছে—কি করিয়া মানসিক রোগ মানুষের অজ্ঞাতসারে একটু একটু করিয়া তাহার মনকে দখল করিয়া বসে এবং ক্রমশঃ দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। **ইহাতে ১০৯ প্রকার মানসিক ব্যাধির** (যেমন কামচিন্তা, নেশা, তোতলামি, শুচিবাই, উন্মাদ ইত্যাদির) অব্যর্থ চিকিৎসা-কৌশল এবং গ্রন্থকারের তেত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল সহ প্রত্যেকটীর জন্য প্রমাণিত হোমিওপ্যাথিক ঔষধের প্রয়োগ-কৌশল ইত্যাদি অতি সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মূল্য—২৲ টাকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেসমেরিজ্‌ম

বা

সম্মোহন-বিদ্যা শিক্ষা

বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্মোহন-বিদ্যা শিক্ষার একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য পুস্তক। ইহা পাঠ করিয়া অতি অল্প সময়ে যে কোনও ব্যক্তি ঐ মহাশক্তি অর্জ্জন করিতে পারেন, এবং অসীম মনোবলের অধিকারী হইয়া কেবল দৃষ্টিপাতেই অপরকে বশীভূত করিতে পারেন ও যে কোনও অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন। পুস্তকখানিতে হিপনোটিজ্‌ম ও মেসমেরিজ্‌মে পার্থক্য, মেসমেরিজ্‌ম শিক্ষার উপকারিতা, আত্মসংযমের অভ্যাসের উপায়, দৃষ্টিশক্তি প্রখর করিবার উপায়, সম্মোহন শক্তির বিকাশ, দৃষ্টি বিভ্রম ও মায়া উৎপাদন, দূর হইতে রোগ সারান, আত্ম-সম্মোহন, দেহ হইতে দেহান্তরে তড়িত সঞ্চারণ, 'পাশ' দিবার নিয়ম প্রভৃতি ছাড়া ৪১টি বিভিন্ন প্রকারের রোগীর বিবরণ ও সম্মোহন দ্বারা আরোগ্যের সংবাদ দেওয়া আছে। সম্মোহন দ্বারা ক্রীড়া-কৌতুক, যোগ-সাধনা, ব্রহ্মচর্য্য, দিব্যদৃষ্টি, টেলিপ্যাথি, রোগের চিকিৎসা ইত্যাদি বহু বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ইহার মধ্যে আছে। সম্মোহন-বিদ্যা শিক্ষার সহায়ক স্বরূপ কয়েকখানি **হাফটোন চিত্র** পুস্তকের সহিত সংযোজিত হইয়াছে। মূল্য ২·৫০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং (প্রাইভেট) লিঃ

১৬৫নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi